পথিক

বা

যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।

উপন্যাস।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীরামকুমার লস্কর প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট "হরি-যন্ত্রে"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত

এবং গ্রন্থকারের দ্বারা প্রকাশিত।

সন ১৩০২। ৫ই ফাল্গুন।

মূল্য ১ এক টাকা।

ঠিকানা—

এই পুস্তক বাঁকুড়া জিলা, কোতুলপুর পোষ্টাফিস, লেগো গ্রামে, গ্রন্থকারের বাটীতে ও কলিকাতা, গ্রে ষ্ট্রীট ৩৫ নং বাটীতে গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীরামকুমার লস্কর।
গ্রন্থকার।

সতর্কী করণ।

শ্রীশ্রীহরিপদ ভরসা।

পরলোকপ্রাপ্ত পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেবের পাদপদ্মে প্রণিপাতপূর্ব্বক, পরিশোধনের পূর্ব্বেই, পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

শ্রীরামকুমার লস্কর।
গ্রন্থকার।
বঙ্গাব্দাঃ ১৩০২। ৫ই পৌষ।

বিজ্ঞাপন।

আমাদিগের অধিষ্ঠানভূতা এই পৃথিবী যে ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে না, পক্ষান্তরে সূর্য্যই যে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহা এই পুস্তকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে সপ্তম পরিচ্ছেদে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। পাঠ করিলে সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন এবং অনায়াসে পরীক্ষা করিয়াও দেখিতে পারিবেন। পরীক্ষার পরেও যদি কাহারও সন্দেহ থাকে অথবা প্রকাশিত মত ভ্রমাত্মক বলিয়া যদি কেহ প্রতিবাদ করিতে চাহেন, তবে টাইটেল বা প্রথম পত্রের পরপৃষ্ঠার লিখিত যে কোন ঠিকানায় লিখিয়া পাঠাইলে যত শীঘ্র সম্ভব যথাযথ উত্তর প্রদান করা যাইবে।

ল্যাপল্যাণ্ড প্রভৃতি প্রদেশে নিরন্তর ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রি হওয়ার কথা শুনিয়া কেহ কেহ বিস্মিত হইয়া থাকেন, অতএব কি কারণে সেখানে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি হইয়া থাকে, প্রসঙ্গক্রমে তাহাও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। গ্রহ নক্ষত্রাদির নিরসপরিভ্রমণ বিবরণ সহজে পাঠ করিতে প্রবৃত্তি হইবে না ভাবিয়াই উহা উপন্যাস মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে; সকলে মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করেন ইহাই একান্ত প্রার্থনা, তবে যদি উহা পাঠ করা কাহারও নিতান্ত বিরক্তজনক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে তিনি উক্ত পরিচ্ছেদ (১৩১ পৃষ্ঠা হইতে ১৫৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত) ত্যাগ করিলেও উপন্যাস বুঝিবার পক্ষে কোন বাধা হইবে না।

২য়। সপ্তম অধ্যায় লিখনকালে অকস্মাৎ আজন্ম প্রতিপালিত কোন শত্রুর অমানুষিক অত্যাচারে অত্যন্ত মনঃপীড়া উপস্থিত হওয়ায় যে স্থলে পুস্তকখানি সমাধানের ইচ্ছা ছিল, ততদূর অগ্রসর হওয়ার সুবিধা হয় নাই, অধিক কি, পাণ্ডুলিপি পর্য্যন্ত দ্বিতীয়বার ভালরূপে পড়িয়া দেখারও সুবিধা ঘটে নাই। দুর্ভাগ্য বশতঃ অল্পদিন মধ্যে আবার নানা কঠিন রোগ আক্রমণ করায় "হয়ত পুস্তকখানি প্রকাশই হইল না" এই ভাবনা উপস্থিত ও তন্নিবন্ধন রুগ্নশয্যায় শয়ান অবস্থাতেই পুস্তকখানি যন্ত্রস্থ করিতে হওয়ায় প্রুফ দেখারও সুবিধা হয় নাই, সুতরাং অনেক ত্রুটীই যে লক্ষিত হইবে, ইহা স্থির। যদি জগদীশ্বরের কৃপায় জীবিত থাকি ও সুযোগ হয়, তবে উপন্যাসের অবশিষ্টাংশ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশের ও বর্ত্তমান খণ্ডের যাহা কিছু ত্রুটী দ্বিতীয় সংস্করণে পরিহারের চেষ্টা করিব। আপাততঃ আশা করি, পাঠক দোষ ভাগ গ্রহণ করিবেন না।

"হংসো হি ক্ষীরমাদত্তে তন্মিশ্রা বর্জ্জয়ত্যপঃ।"

পথিক

বা

যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।
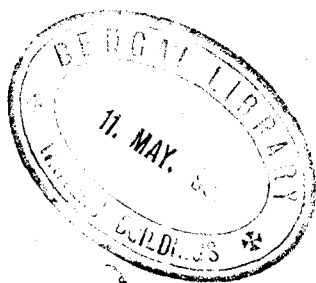
প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ। যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্ম্মো যতো-ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ॥" ইত্যাদি—মহাভারতের শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে জনৈক পথিক (বিষ্ণুপুর হইতে মেদিনীপুর গতায়াতের যে রাজপথ আছে, সেই পথ দিয়া) মেদিনীপুর অভিমুখে গমন করিতেছিলেন। শীলাবতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া যখন তটে উপস্থিত হইলেন, তখন বেলা প্রায় দেড় প্রহর অতীত হইয়াছে। শেষ জ্যৈষ্ঠমাস, রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর, দক্ষিণাভিমুখী পরিশ্রান্ত পথিক উত্তপ্ত ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে নদীকূল হইতে অল্পদূরমাত্র গিয়া আর অগ্নিশিখাবৎ প্রচণ্ড রৌদ্র অতিক্রম করিতে পারিলেন না। চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, নিকটে কোন লোকালয় কিম্বা বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান নাই। পথের পূর্ব্বদিকে অতি অল্প অন্তরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ রহিয়াছে দেখিয়া পথিক পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মধ্যস্থলের কতকগুলি বৃক্ষ নানা জাতীয় লতায় পাতায় আবৃত ও আচ্ছাদিত হইয়া একটী ক্ষুদ্র কুটীরের আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বদিকে বৃক্ষের বিরলতা হেতু অভ্যন্তরে প্রবেশের উপায়ও রহিয়াছে। কুটীরের অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভাবিলেন, শ্রান্ত,

ক্লান্ত পথিকগণ বোধ হয় মধ্যে মধ্যে এখানে আশ্রয় লইয়া থাকে ; এইজন্যই অভ্যন্তর ভাগ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। আবার ভাবিলেন, তাহাই বা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে, এখানে যে বিশ্রাম লাভের এরূপ স্থান আছে, ইহাত পথ হইতে আদৌ অনুভবই হয় না ; অধিকন্তু পথিকদিগের এখানে গমনাগমন থাকিলে পথ হইতে এখান পর্য্যন্ত অবশ্য গতায়াতের চিহ্ন থাকিত, সুতরাং পথিকদিগের যে ইহা বিশ্রাম স্থান নহে, তাহা সহজেই অনুভব হইতেছে, অথচ অভ্যন্তরভাগ যে ব্যবহৃত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, ব্যাপার কি ? তবে কি ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের আশ্রয় স্থান ; তাহাই বা কেমন করিয়া সম্ভব ? এরূপ নির্জ্জন প্রান্তরে লতাগুল্মের অভ্যন্তরে কে আসিয়া আশ্রয় লইবে ! এইরূপ ও অন্যরূপ চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে কুটীরের সম্মুখে একখণ্ড বিস্তীর্ণ গোচারণ-ভূমি দৃষ্টি করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, গোচারক বালকগণই রৌদ্রের সময় ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করে।

অনন্তর তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তথায় দাঁড়াইবার সুবিধা না থাকিলেও উপবেশন বা সঙ্কোচভাবে শয়ন করিবার তত অসুবিধা হইবে না। অভ্যন্তরে প্রভাকরের প্রভা প্রায়ই প্রবেশ করিতে পারে নাই, কোন কোন স্থানে যে অতি সামান্য পরিমাণে কিরণ প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে বিশ্রামের বিঘ্ন হওয়ার আশঙ্কা নাই।

পথিক সকলদিকের লতা পাতাদি উত্তমরূপে নিরীক্ষণপূর্ব্বক ইষ্টদেবকে স্মরণ করিয়া মধ্যস্থলে উপবেশন করিলেন। ক্ষণকাল পরে ধীরে ধীরে সঙ্কোচভাবে শয়ন করিয়া পথের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তখনও দুই একজন পথিক পথ দিয়া গমনাগমন করিতেছে। পথিকের বিশ্রামস্থল-পরিবেষ্টিত বৃক্ষগুলি লতায় পাতায় ঘনাবৃত থাকায় রাজপথবাহী লোকেরা যদিও শয়ান পথিককে দেখিতে পাইতে-ছিল না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে পত্রাদির বিরলতাপ্রযুক্ত পথিক রাজপথবাহী লোক-দিগকে দেখিতে পাইতেছিলেন।

কিয়ৎকাল পরে নিদ্রাদেবী পরিশ্রান্ত পথিকের অন্তরে আবির্ভূতা হওয়ায় পথিক পথ ক্লেশ ভুলিয়া গিয়া অনির্ব্বচনীয় ও অনুপমেয় আনন্দ অনুভব করিতে করিতে ক্রমে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বেলা প্রায় আড়াই প্রহর অতীত হইয়াছে, এমন সময় অর্দ্ধ জাগরিত পথিকের কর্ণে কি যেন অস্পষ্ট শব্দ প্রবেশ করিল। পথিক নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক পথের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, বস্ত্রাবৃত একখানি শিবিকা লইয়া বাহকগণ রাজপথ দিয়া দক্ষিণাভিমুখে আসিতেছে, সশস্ত্র রক্ষি-পুরুষ দুইজন শিবিকার অগ্রে অগ্রে চলিতেছে, আর শিবিকার দ্বারে হস্ত সংলগ্ন করিয়া একটী বৃদ্ধা স্ত্রী বড়ই বিমর্ষ বদনে ইতঃস্তত দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে আগমন করিতেছে।

পথিকের বিশ্রামস্থলের সমসূত্রপথে শিবিকা উপস্থিত হইয়াছে, এমন সময় বৃদ্ধা বলিল দাঁড়াও। বাহকগণের গতি স্থগিত হইল। বৃদ্ধা আবৃত বস্ত্রের ভিতর দিয়া শিবিকা মধ্যে অর্দ্ধ শরীর সন্নিবেশিত করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে বাহির হইয়া বলিল, নামাও। রক্ষিপুরুষদ্বয় ঘুরিয়া দাঁড়াইল, বাহকগণ মনে মনে বৃদ্ধাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্কন্ধ হইতে শিবিকা অবতারণ করিল ও মুখে রাম নাম উচ্চারণ করিতে করিতে স্কন্ধস্থিত ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড হস্তে লইয়া আপন আপন অঙ্গে বায়ু সঞ্চালন করিতে লাগিল। বৃদ্ধা শিবিকার পশ্চাৎদিকে গিয়া একজন রক্ষি-পুরুষকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিল, সে নিকটস্থ হইলে, বৃদ্ধা তাহাকে চুপে চুপে কোন কথা বলায় সে অপর রক্ষিপুরুষ ও বাহকগণকে সঙ্গে লইয়া উত্তরাভিমুখে নদীর দিকে গমন করিল। যতক্ষণ না তাহারা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল, বৃদ্ধা ততক্ষণ তাহাদিগের দিকে এক দৃষ্টে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া রহিল। রক্ষিপুরুষদ্বয় ও বাহকগণ সকলে যখন নদীগর্ভে অবতরণ করিল—তাহাদিগকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না—তখন বৃদ্ধা মুখ ফিরাইয়া অপেক্ষাকৃত উন্নতভাবে দক্ষিণদিকে একবার চাহিয়া দেখিল, তৎপরে বিশেষ সতর্কতার সহিত চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক শিবিকা সন্নিধানে গিয়া আবার একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল এবং অতি মৃদুস্বরে বলিল, "এখন এখানে আর কেহ নাই।" বৃদ্ধা এই কথা বলিয়া শিবিকার পশ্চাৎদিকে গিয়া পুনর্ব্বার নদীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধার স্বর শুনিয়াই পথিকের অন্তরে কোন বিশেষ পরিচিতা স্ত্রীর স্বর বলিয়া ধারণা হওয়ায় তিনি এতক্ষণ সাতিশয় উৎসুক চিত্তে সতৃষ্ণ নয়নে বৃদ্ধার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধার সহিত সেই পরিচিতা স্ত্রীমূর্ত্তির কোন সৌসাদৃশ্য আছে, ইহা অনুভব করিতে না পারিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "ব্যক্তিবিশেষের স্বর যে অবিকল অন্য ব্যক্তির ন্যায় হইতে পারে, তাহা এতদিন জানিতাম না, যাহা হউক, অন্তর অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে, অতএব শ্রীহরির স্মরণ করিয়া চিত্ত স্থির করা কর্ত্তব্য।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"এখন এখানে আর কেহ নাই।" এই কথা বলিয়া বৃদ্ধা শিবিকার পশ্চাৎ-দিকে গমন করার কিছুক্ষণ পরেই বহু মূল্যবান শাটী পরিধানা একটী যুবতী স্ত্রী শিবিকার ভিতর হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠন মোচন পূর্ব্বক বৃদ্ধাকে নিকটে ডাকিয়া অতি মৃদুস্বরে পরস্পরে কি কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

পথিক যুবতীর রূপ দেখিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, একি যুবতী, না ভগবতী। আমিত অনেক কুরঙ্গনয়না সুন্দরী দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ বিশাল-নয়ন-বিশিষ্টা সুন্দরী কৈ কখনত দেখি নাই, অনেক সুকেশা সুন্দরীর কথা শুনিয়াছি, কিন্তু এরূপ আপাদ-লম্বিত-কেশা সুন্দরীর কথা কখনত শুনি নাই, অনেক উন্নত অবয়ব সম্পন্না সুন্দরীর কথা পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এমন সর্ব্বাবয়ব সম্পন্না সুন্দরীর কথা কৈ কখনত কোন পুস্তকে পাঠ করি নাই, একি যুবতী না ভগবতি!! ধরাধামে সেই ধন্য, যাহার আলয় এরূপ অলোকসামান্য রমণীরত্নে নিরন্তর আলোকিত হইয়া থাকে। যুবতীর রূপ, বিশেষতঃ মণি মাণিক্য খচিত (কর্ণ, কণ্ঠ, কর এবং মস্তক) আভরণ দ্বারা যুবতী যে রাজনন্দিনী, ইহাইত প্রতীয়মান হইতেছে, না হইবেই বা কেন? বিধাতা যাহাকে এরূপ অপরূপ রূপের অধিকারিণী করিয়াছেন, তাহার যদি তদনুরূপ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান না করেন, তাহা হইলে বিধি-বিধানের সামঞ্জস্য রক্ষা হইবে কি প্রকারে?

যুবতী যেমন রূপবতী, তেমনই আবার গুণবতী, বাগেন্দ্রিয় বা দর্শনেন্দ্রিয়ের যে কিছুমাত্র চাঞ্চল্য আছে, ইহাত আদৌ অনুভবই হইতেছে না; দৃষ্টি যেমন স্থির, বাক্য তেমনই ধীর, গতি আবার ততোধিক ধীর। অনেক সৌন্দর্য্যময়ীর তরলতা ও চপলতায় দর্শকের অন্তরে অপবিত্র ভাবের উদয় হইয়া থাকে, কিন্তু এই সুশীলা ও সাধুশীলা সুন্দরির গম্ভীরতা ও ধীরতায় স্বতঃই অন্তরে যেন ভক্তি-বিমিশ্রিত স্নেহ ও কারুণ্য ভাবের আবির্ভাব হইতেছে, ইহাত সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নয়। ফলতঃ এরূপ রূপবতী ও গুণবতী যুবতী সংসারে বড়ই বিরল। কিন্তু রূপে গুণে সর্ব্বাংশে সমধিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতীয়মান হইলেও কামিনীর কামিনীসুলভ, কমনীয়তা, ও কোমলতা সম্বন্ধে যেন গুরুতর হীনত্ব আছে, এরূপ সংশয় উপস্থিত

হইতেছে কেন? উন্নত আকার অবয়বই কি ইহার একমাত্র কারণ? অথবা অন্য কারণও না থাকিবে, তাহারই বা অসম্ভাবনা কি? সংশয়ের লক্ষণইত এইরূপ। "সসংশয়ো ভবেদ্বা ধীরে কোঽত্রাভাব ভাবয়ো। সাধারণাদি ধর্ম্মস্য জ্ঞানং সংশয়কারণম্।"

সে যাহা হউক, যুবতীর চন্দ্রবদন মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় ঘোর মালিন্যে আচ্ছন্ন কেন? আর উঁহার মুখ-মলিন দেখিয়া অকস্মাৎ আমার অন্তরেই বা এত চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল কেন? যুবতীর যেন কোন না কোন গুরুতর চিন্তায় ঐরূপ মুখমালিন্য উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু উহার মুখ মলিন দেখিয়া আমার অন্তর এরূপ চঞ্চল হওয়ার কারণ কি? পরের জন্য, বিশেষতঃ অপরিচিতা অপরিজ্ঞাতা সংপূর্ণ সহায়-সম্পন্না একটী কুলকামিনীর মুখ মলিন দেখিয়া অন্তর একেবারে এত অধীর হইল কেন, কিছুইত বুঝিতে পারিতেছি না। তবে কি সুশীলা ও সাধুশীলা স্ত্রীদিগের এমন কোন মাহাত্ম্য আছে যে, উহাদিগের কোনরূপ মনকষ্ট উপস্থিত হইলে তাহা অকস্মাৎ অপরের অন্তরেও সঞ্চারিত হইয়া থাকে? ইহাই বা কেমন করিয়া সম্ভব বলিয়া বলিব, কেন না, অনেক সময় অনেক সুশীলা স্ত্রীদিগকেত সাঙ্ঘাতিক মর্ম্মভেদি পীড়ায় পীড়িত হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাতেত কৈ কখন এরূপ চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় নাই। তবে কি এরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্যের অন্য কোন গূঢ় কারণ আছে? এমনই বা কি কারণ? আবার ভাবিলেন, যদিই থাকে, উহাদিগের কথাবার্ত্তায়ত তাহা প্রকাশ হইলেও হইতে পারে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যুবতী বৃদ্ধার কথার উত্তরে বলিলেন, তা যেন পাচক ও পরিচারকদিগকে যেরূপ খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া আনিতে বলা হইয়াছে, তাহা প্রস্তুত করিতে অবশ্য সমধিক সময় গত হইবে। কিন্তু সেই পাষণ্ড রক্ষিপুরুষ দুইটা কোথায়?

বৃদ্ধা। যখন লীলাবতী নদীর তটে উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া তোমাকে শিবিকা মধ্যে বলিলাম, তাহার পরক্ষণেই রক্ষিপুরুষ দুটাকে বলিলাম, "ইনি একটী বহু মূল্যের অঙ্গুরীয় পান্থশালায় ফেলিয়া আসিয়াছেন এবং তোমাদিগকে তথায় গিয়া তাহা অনুসন্ধান করিয়া আনিতে বলিতেছেন।" এই কথা শুনিয়াই তাহারা তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে পান্থশালাভিমুখে গমন করিয়াছে, পান্থশালা এখান হইতে দেড়ক্রোশের কম হইবে না।

যুবতী। দুর্ব্বিনীতা দাসী দুটা কোথায়?

বৃদ্ধা। যখন নদীর এপারে উপনীত হওয়ার কথা এবং সন্নিকটেই অভিপ্রেত স্থান বলিয়া তোমাকে বলিলাম, তাহার পরক্ষণেই দাসী দুটাকে বলিলাম, রক্ষিপুরুষদিগকে অঙ্গুরি আনিতে পাঠাইয়া ইনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না, যেমন তেমন অঙ্গুরীয় নয়, যৌতুকের অঙ্গুরী, উহা পর পুরুষে স্পর্শ করে, এরূপ ইচ্ছা ইঁহার নয়। এই কথা শুনিয়া উহারাও তৎক্ষণাৎ পান্থশালাভিমুখে গমন করিয়াছে।

পথিক। (স্বগতঃ) যা ভাবিয়াছিলাম, তবে কি তা নয়। কোন অসৎ অভিপ্রায় আছে না কি?

যুবতী। (ঈষদ্ধাস্যভাবে) তবে ইহাই সুসময়।

পথিক। (স্বগতঃ) তবে কি ভ্রষ্টা? এই কি সঙ্কেত স্থান? আশ্চর্য্যই বা কি? "স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।" যাহা হউক এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, পাপীয়সীর পূর্ণ পাপই উহার কামিনীসুলভ কমনীয়তার অভাবের একমাত্র কারণ।

এখানে যুবতী অনন্যমনা হইয়া চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টি সঞ্চালনপূর্ব্বক কিছু বিমর্ষভাবে বৃদ্ধাকে বলিলেন, এখন কাহাকেও ত কোথায় দেখিতে পাইতেছি না

আপনি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখুন। অনন্তর যুবতী শিবিকা সন্নিধানে গিয়া যেই শিবিকায় প্রবিষ্ট হইবেন, অমনই বৃদ্ধা যেন কাহাকেও আগমন করিতে দেখিয়া ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর"।

শুনিয়া পথিক ভাবিলেন, গুপ্ত প্রেমিক বুঝি আগতপ্রায়, নহিলে নিরাশ-ভাবাপন্না প্রত্যাগতা যুবতীকে বৃদ্ধা এত ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করিতে বলিবে কেন? যুবতীর দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, একি? বৃদ্ধার কথায় যুবতী, কোথায় প্রফুল্লিতা হইবে, না বদন যে একেবারে ঘোর বিষণ্ণ? যুবতী যেন আচম্বিতে বিকটভয়ে ভীত হইয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া আছে? তবে কি যুবতী এই প্রথম পাপপথে পদার্পণ করিতেছে? তবে কি যুবতী কাহারও প্ররোচনান্তে পাপপথের পথিক হইতে সম্মত হইয়া থাকিবে? তবে কি যুবতী নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ প্রথমে সম্মতিপ্রদান করিয়া পরিশেষে পাপের গুরুত্ব ও পরিণাম স্মরণ করিয়াই বিষণ্ণবদনে দাঁড়াইয়া আছে? হইতে পারে? যাহাই হউক, আর যে প্রকারেই হউক, ব্যাপারত একান্তই অধর্ম্মজনক। সাধ্যসত্বে অধর্ম্মজনক কার্য্য নিবারণের চেষ্টা না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে, অতএব যে কোন প্রকারে হউক, বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য।

অনন্তর পথিক যেই অন্তরাল হইতে বাহির হওয়ার মনস্থ করিয়াছেন, অমনই দেখিতে পাইলেন, পথের পর পার্শ্বে কিছুদূরে একখানি সসজ্জ শিবিকা স্কন্ধে লইয়া বাহকগণ কতকগুলা অস্ত্রধারী পুরুষ সহিত একটা গর্ত্তে অবতরণ করিল। "গুপ্তপ্রেমিক যে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় আগমন করেন নাই, ইহাত প্রত্যক্ষীভূত হইল, এরূপ ক্ষেত্রে নিরস্ত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আর ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্মহত্যা করা একই কথা ভাবিয়া পথিক ত্বরায় ব্যাগ হইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তনের তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট খড়্গ একখানা আর যোড়ানলির পিস্তল একটা বাহির করিয়া বড়ই বিষণ্ণবদনে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, প্রতিজ্ঞা ছিল, সঙ্কল্পিত বিষয় ব্যতীত বিষয়ান্তরে এ অস্ত্র এ হস্তে কথনই ব্যবহৃত হইবে না, কিন্তু প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ব্যতীত উপস্থিত অধর্ম্মাচরণ নিবারণের উপায়ান্তরও নাই। বড়ই বিষম সমস্যা। একদিকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গজন্য পাপ, অন্যদিকে ধর্ম্মের গ্লানি বা অধর্ম্মের বৃদ্ধি দেখিয়া তাহা নিবারণের চেষ্টা না করার জন্য অপরাধ। এখন করি কি? এই উভয় সঙ্কটস্থলে কর্ত্তব্যই বা কি?

অতঃপর পথিক কর্ত্তব্য নির্ণয় জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শ্রীহরি স্মরণ করিতেছেন, এমন সময় কোথা হইতে এক যতি পথিকের সম্মুখস্থ রাজপথে উপস্থিত

হইয়া "যদা যদা হি ধৰ্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানায় ধৰ্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধৰ্ম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥" আবৃত্তি করিতে করিতে কোন্‌দিকে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

পথিক যতিমুখবিনির্গত শ্লোকদ্বয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত শ্লোকটী অভীপ্সিত বিষয়োপযোগী আদেশসূচক বিবেচনায় তাহারই ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্থির করিলেন, যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান নিবন্ধন স্বয়ং ভগবানকেও জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়, তখন আমার মত সামান্য লোকের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া উপস্থিত এই অধর্ম্মাচরণ নিবারণের চেষ্টা করা যে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, যতিমুখ-বিনির্গত শ্লোকের ইহাই আভাস। ঈশ্বর উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত শ্লোক যতির গীতাপাঠ ব্যপদেশে আমাকে শ্রবণ করাইয়া আমার কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া দিলেন, এক্ষণে সন্দেহের আর কোন কারণ নাই। অনন্তর তিনি সশস্ত্রে প্রস্তুত হইয়া গুপ্তপ্রেমিকের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধার দিকে তীব্রদৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, বোধ হইতেছে, উপস্থিত অধর্ম্মজনক ব্যাপারের তুমিই মূল, অন্ততঃ সাহায্যকারিণী; যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহে উপস্থিত ক্ষেত্রে কৃতকার্য্য হইতে পারি, তবে নিশ্চিত জানিও, তোমাকেও সমুচিত পুরস্কার দিতে কদাচই বিস্মৃত বা কুণ্ঠিত হইব না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যুবতী বৃদ্ধার উচ্চারিত, "অপেক্ষা কর" এই কথায় বাধা পাইয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন, এক্ষণে বৃদ্ধাকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আর অপেক্ষার প্রয়োজন কি? বৃদ্ধা বলিল, আর প্রয়োজন নাই, যে সাধুপুরুষ গীতা পাঠ করিতে করিতে গমন করিলেন, উঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়াই অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম। শুনিয়া যুবতী বলিলেন উত্তম, এখন আমি প্রস্তুত হই। এবার বৃদ্ধার চক্ষে অশ্রু দেখা গেল, বৃদ্ধা সজল-নয়নে হরি রক্ষা কর, হরি রক্ষা কর বলিতে বলিতে শিবিকার পশ্চাৎদিকে গিয়া পুনর্ব্বার নদীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যুবতী একবার চকিতভাবে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালনপূর্ব্বক শিবিকার ভিতর হইতে পুরুষের পরিধান উপযোগী বস্ত্র বাহির করিয়া আবার একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন এবং শশব্যস্তে সমূহ অলঙ্কার, মস্তকের কৃত্রিম কেশগুচ্ছ ও পরিধান শাটীখানা উন্মোচনপূর্ব্বক হস্তস্থিত বস্ত্র পরিহিত জাঙ্গিয়ার উপর পরিধান করিয়া, স্ত্রীবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় স্বাভাবিকী বালক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দাঁড়াইলেন।

সশস্ত্র পথিক ব্যাপার দেখিয়া একেবারে অবাক্। ভাবিলেন আমারই যেন ভ্রম হইয়াছিল, হইতেও পারে। কিন্তু যতি আজ্ঞাও কি ভ্রমাত্মক হইবে? আদ্যোপান্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে বর্ত্তমান ঘটনায়, ধর্ম্মের গ্লানি বা অধর্ম্মের লেশমাত্র আছে, এমন ত বোধ হইতেছে না, বরং বালক কোন দুর্দ্দান্ত দুরাত্মার দুর্নিবার দুরভিসন্ধি হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বর্ত্তমান যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, ইহা সর্ব্বতোভাবে সাধুজন অনুমোদিত, তবে বালকের স্বাভাবিকী মূর্ত্তি প্রকাশের পূর্ব্বে ঘটনাক্রমে আমার যে বিপরীত ধারণা বা ভ্রম হইয়াছিল, এরূপ ক্ষেত্রে সেরূপ ভ্রম মনুষ্যমাত্রেরই হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞাতা ঋষি তপস্বী সন্ন্যাসীর ভ্রম হওয়া ত কোনক্রমেই সম্ভব নহে। তবে কেন এমন হইল, ইহা চিন্তা করিতে করিতে যতি পঠিত "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" এই শেষোক্ত শ্লোকটী স্মরণ পথে উদিত হওয়ায় পথিক আপনারই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বলিতে লাগিলেন, আজ আমার কি পদে পদেই ভ্রম হইতেছে? কোথায় যতি পঠিত শ্লোকদ্বয়ের ভাবার্থ একত্রে গ্রহণ করিতে হইবে, না, কোথায় কেবল প্রথমোক্ত শ্লোকটী তাৎকালিক অভীপ্সিত ভ্রমাত্মক বিষয়োপযোগী আদেশসূচক বিবেচনায় তাহারই ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া কি ভয়ানক ভ্রমেই না পতিত হইয়াছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে শেষোক্ত শ্লোকটী যথাসময়ে স্মরণ হইল বলিয়াই রক্ষা, নতুবা সিদ্ধপুরুষদিগের আদেশ বা আভাস যে সর্ব্বত্র অভ্রান্ত নয়, এই ধারণা ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া কতই না অনর্থ উৎপাদন করিত।

উপস্থিত ঘটনায় কিছু শিক্ষা লাভও হইল, এক মিথ্যায় অন্য মিথ্যা প্রসব করে, এতদিন এই মহার্থ বাক্যটীই জানিতাম, এখন জানিলাম, এক ভ্রমে অন্য ভ্রমও উৎপাদন করে। আকার অবয়ব অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং সমধিক হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ হইলেও বালকের বয়স কোন মতেই পঞ্চদশ বৎসরের অধিক বলিয়া বোধ

হইতেছে না। কিন্তু অল্পক্ষণ পূর্ব্বে যুবতী সাজে সজ্জিত অবস্থায় উঁহার বয়স অষ্টাদশ বৎসরেরও বেশী বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল।

অনন্তর পথিক ক্ষণকাল স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, দুষ্কৃত দুরাত্মাদিগের করকবল হইতে পলায়নপর এই নিরুপায় নিঃসহায় বালকের সাহায্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাই অনাথনাথ ঈশ্বরের অভিপ্রেত এবং অভিপ্রেত বলিয়াই তিনি যতিমুখে গীতা আবৃত্তি ব্যপদেশে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত শ্লোকদ্বয় প্রকাশ করাইয়া আমার কর্ত্তব্য আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এতক্ষণে বুঝিলাম, উপস্থিত ক্ষেত্রে অস্ত্র ধারণ করা, সেই লজ্জা নিবারণ ও পাপবিমোচন কর্ত্তা ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়াই ভ্রমাত্মক ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাভঙ্গপূর্ব্বক অস্ত্রধারণ করিয়াও আমাকে অপরাধী বা অপ্রতিভ হইতে হইল না। এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, এই বিপন্ন বালকের সাহায্য করা অন্তর্যামি ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়াই বালককে কল্পিত যুবতী অবস্থাতেও দেখিবামাত্র আমার অন্তরে তাদৃশ অসদৃশ করুণাভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল। অতএব এই নিঃসহায় বালক যে পর্য্যন্ত অভিলষিত স্থান উদ্দেশে নিরাপদে প্রস্থান করিতে না পারেন, সে পর্য্যন্ত এইরূপ সশস্ত্র অবস্থায় প্রস্তুত থাকা একান্ত আবশ্যক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধা এ পর্য্যন্ত নদীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বালক বৃদ্ধাকে নিকটে আহ্বান করায় বৃদ্ধা মস্তক উন্নত করিয়া নদীর দিকে আর একবার চাহিয়া, হরি রক্ষা কর, হরি রক্ষা কর বলিতে বলিতে বালকের নিকট উপস্থিত হইল। বালক বৃদ্ধার মুখের দিকে চাহিয়া অতি মৃদুস্বরে কি কথা বলিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা কোন উত্তর না দিয়া বালকের মুখপানে চাহিয়া বারম্বার বস্ত্রাঞ্চল দিয়া আপন অশ্রুধারা মুছিতে লাগিল। বালকের চক্ষেও জল পড়িতেছিল, বৃদ্ধা স্বীয় অঞ্চল দ্বারা তাহাও মুছাইয়া দিল। শিবিকা হইতে পোর্টম্যাণ্ট হস্তে লইয়া বালক বলিলেন, "আর না।" অন্তরালস্থ পথিক শুনিতে পাইলেন। "বালক বলিলেন আর না, বিলম্ব হইলে বিপদ ঘটিতে পারে।" বৃদ্ধা বলিল, বিপদতারণ হরিই

বিপদে রক্ষা করিবেন। তুমি কথনও হরিনাম ভুলিও না। বালক বৃদ্ধার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন "না, ভুলিব না।" এথন বিদায়।

বৃদ্ধা এতক্ষণে একবার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। ক্ষণকাল মধ্যে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বাষ্পাকুললোচনে গদগদ বচনে বলিতে লাগিল, শয়নে স্বপনে সর্ব্বদা হরির স্মরণ করিবে। মুখে নিরন্তর হরিনাম উচ্চারণ করিবে। কদাচ হরিনাম ভুলিও না। হরি তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন, হরিই তোমাকে রক্ষা করিবেন, হরিই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। দেখ কথনই হরিনাম ভুলিও না। বালক বলিলেন, "না কথনই ভুলিব না। যদি হরি দিন দেন তবে"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া বালকের মুখে আর বাক্য নিঃসরণ হইল না। বালক সাশ্রুনয়নে বৃদ্ধার মুখ পানে চাহিয়া অপরিস্ফুটস্বরে হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে পুনর্ব্বার বৃদ্ধার পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুতপদে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধা সজল নয়নে একদৃষ্টে বালকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হরি রক্ষা কর হরি রক্ষা কর নিরন্তর এই শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল। শব্দ বালকের কর্ণে প্রবেশ করিল। তথন বালক একবার মাত্র পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া ঈষৎ অবনত মস্তকে বৃদ্ধাকে সঙ্কেতে শেষ অভিবাদন জানাইয়া জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে, অপেক্ষাকৃত উচ্চরবে উচ্চারণ করিতে করিতে আরও অধিক দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অন্তরালস্থ পথিক বালককে আর দেখিতে পাইলেন না। বৃদ্ধা যতক্ষণ বালককে দেখিতে পাইল, ততক্ষণ হরি রক্ষা কর, হরি রক্ষা কর, বলিতে বলিতে বালকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিল।

অন্তরালস্থ পথিক বালককে নিরাপদে প্রস্থান করিতে দেখিয়া অস্ত্রাদি ব্যাগের মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক বালকের অনুসরণ উদ্দেশে যেই বহির্গত হইবেন, অমনি তাঁহার বামচক্ষু স্পন্দিত হইতে লাগিল। পথিক অমঙ্গলসূচক লক্ষণ অনুমানে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার যেই গাত্রোত্থান করিয়াছেন, অমনি আবার বামনেত্র নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, বামবাহু বারম্বার স্পন্দিত হইতে লাগিল, কলেবর কম্পান্বিত ও কণ্টকিত হইয়া উঠিল। পথিক কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন বটে, কিন্তু আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। সেই অবস্থাতেই অতি সন্তর্পনে, সংগোপনে বহির্গত হইয়া বৃক্ষ শ্রেণীর অন্তরালে অন্তরালে বৃদ্ধার অদৃশ্য স্থান দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। যে স্থান হইতে পথে গিয়া উপস্থিত হইলে পূর্ব্বোক্ত ঘটনা তিনি জ্ঞাত হইয়াছেন বলিয়া বৃদ্ধার মনে কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, সেরূপ স্থানে গিয়া তথা হইতে ধীরে ধীরে রাজপথে উপস্থিত

হইলেন। দক্ষিণদিকে চাহিয়া দেখিলেন, বালককে দেখিতে পাইলেন না। পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তখনও বৃদ্ধা দক্ষিণদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

পথিক দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে গড়বেতার বাজার অতিক্রম করিলেন, তথাপি বালককে দেখিতে পাইলেন না। তখন আরও অধিক বেগে গমন করিতে লাগিলেন। বহুদূর গমন করার পর বালক পথিকের দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় তখন পথিক দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক একবার উর্দ্ধদিকে চাহিয়া দেখিলেন, বেলা আর অধিক নাই, অগ্রদিকে চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে একটা সামান্য সরাই, বালক সেই সরাইতে উপস্থিত হইয়া সরাইর একটা লোকের সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিয়া একটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্ষণকাল পরে পথিক ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হইয়া উল্লিখিত ঘরের উঠানে উঠিবামাত্র পূর্ব্বোক্ত লোকটা কর্কশস্বরে বলিয়া উঠিল, এ ঘরে থাকিবার স্থান হইবে না। পথিক দেখিলেন, ঘরের দ্বার রুদ্ধ, মর্ম্ম বুঝিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং ঐ ঘরের সম্মুখস্থ একটা ঘরে গিয়া উত্তরিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পথিক জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, সরাইর নাম তুলসীর চটী। ইতিপূর্ব্বে তথায় প্রায় চারি ক্রোশের মধ্যে জলাশয় বা লোকালয় ছিল না। পিপাসিত পথিকগণের পানীয় জলের জন্য তুলসী নাম্নী এক দুঃখিনী হিন্দু বিধবা রমণী তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব (প্রায় পাঁচশত মুদ্রা) ব্যয় করিয়া সেই কঠোর কঙ্করময় স্থানে পথের পূর্ব্ব পার্শ্বে একটী পুষ্করিণী খনন করাইয়া দেন। ঐ পুষ্করিণীর নাম তুলসীর পুষ্করিণী। পথপার্শ্বে জলাশয় হওয়ায় সেই সুযোগে জলাশয় সংলগ্ন সেই সামান্য সরাইটী স্থাপিত হয়, এই জন্য ঐ চটী বা সরাইকেও সকলে তুলসীর চটী বলে।

পথিক এই অতীত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই জলাশয় ও তদুপলক্ষে এই সামান্য সরাইটী স্থাপিত না হইলে আমার ন্যায় পরিশ্রান্ত পথিকদিগকে যে কত কষ্ট ভোগ করিতে হইত, তাহা সামান্য শ্রেণীর একটী সামান্যা রমণী তুলসীর প্রশস্ত হৃদয়ে সম্যকরূপে ধারণা হইয়াছিল বলিয়াই

ভাষ প্রণোদিত হইয়া তিনি তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া যেরূপ পরোপকারিতা তথা কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, দেশের ধনী বিদ্যাভিমানী রাজা রায় বাহাদুর উপাধি ক্রয়কারিগণ যদি তাঁহার শতাংশের একাংশ পরিমাণেও সহৃদয় বা কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতেন, তাহা হইলে এই হতভাগ্য ভারতভূমির অনেক সুখশ্রী বৃদ্ধি হইতে পারিত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ক্রমে রাত্রি হইল, পথিক কবাট বন্ধ না করিয়া ঘরের মধ্যে শয়ন করিলেন, বালকের ঘরের রুদ্ধ দ্বারদিকে দৃষ্টি রাখিয়া অদ্য অপরাহ্নে তাঁহার চক্ষুর উপর যে অশ্রুত, অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছে, কেমন করিয়া তাহার রহস্য ভেদ হইবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহার মনে হইল, সেই দেবী স্বভাব সম্পন্না প্রাচীনা, যিনি আপনার বিপদকে আহ্বান করিয়া বালককে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, হয়ত তিনি এতক্ষণ পরিচারক পরিচারিকা দ্বারা কতই না ভর্ৎসিতা হইতেছেন, হয়ত এতক্ষণ দুর্ব্বিনীতা দাসী দুটা দশমুখী হইয়া তাঁহার প্রতি কতই না দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেছে, হয়ত এতক্ষণ তিনি কালান্ত কালস্বরূপ রক্ষিপুরুষদিগের পীড়নে কতই না প্রপীড়িতা হইতেছেন। ক্ষণকাল পরে আবার তাহার মনে হইল, অদ্য অপরাহ্নে যে অনাথনাথ ঈশ্বরের অনুকম্পায় বালক শক্রর করকবল হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন, অসহায়ের সহায় সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অনুগ্রহেই বৃদ্ধাও যে বিপদ হইতে উদ্ধার হইবেন, ইহা সর্ব্বতোভাবে সম্ভব, সুতরাং তজ্জন্য মাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তির চিন্তা করা বৃথা।

অনন্তর তিনি যারপরনাই সংশয়ারূঢ় চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, অস্ত্রধারী পুরুষগণ সহিত শিবিকা লইয়া বাহকগণ যে গর্ত্তে অবতরণ করিল, তাহারা কে? কোথা হইতে কি অভিপ্রায়ে তাহারা তথায় আসিয়া গহ্বরে প্রবেশ করিল, কিছুইত বুঝিতে পারিতেছি না, তবে উপস্থিত ঘটনার সহিত তাহাদিগের যে কোন না কোনরূপ সম্পর্ক আছে, ইহাত সহজেই অনুভব হইতেছে, কিন্তু কিরূপ সম্পর্ক, তাহাত বহু চিন্তা করিয়াও উপলব্ধি হইতেছে না। অথবা এক্ষণে সে

বিষয়ের চিন্তা করিয়া কি হইবে, যদি কখন মূল বিষয়ের রহস্য উদ্ঘাটিত হয়, তখন সহজেই এই আনুসঙ্গিক ব্যাপারেরও রহস্য ভেদ হইবে।

অতঃপর পথিক, অন্তরাল হইতে বালকের অনুসরণকালীন বামচক্ষু স্পন্দন জনিত অশুভ লক্ষণের বিষয় চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, যাত্রাকালীন অশুভ লক্ষণ সাধারণতঃ অমঙ্গল জনক বলিয়া কথিত হইলেও যদি যাত্রায় মন প্রফুল্ল ও প্রসন্ন থাকে, তাহা হইলে শুভ ফলই উৎপন্ন হয়, ইহাইত যুক্তিযুক্ত। অধিকন্তু শাস্ত্রেও আছে, "শুভা শুভানি সর্ব্বানি নিমিত্তানি স্যুরেকতঃ। একতস্ত মনো যাতু সুবিশুদ্ধিং জয়াবহং॥" সুতরাং আমার অন্তর যখন বালকের অনুগমনে একান্ত অনুরক্ত, তখন এ যাত্রায় যে শুভফল উৎপন্ন হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, আর যদি সন্দেহই থাকে, তাহা হইলেও যদি এই বিস্ময়জনক ব্যাপারের রহস্য উদ্ঘাটন না হওয়া পর্য্যন্ত আমার অন্তর প্রতিনিবৃত্ত না হয়, তবে অনুসরণ না করিয়া আর উপায়ান্তরই বা কি?

নবম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় ৪ দণ্ড উত্তীর্ণ হইয়াছে, এমন সময় পথিকের পূর্ব্ব পরিচিত পরুষ-বাক্য প্রয়োগকারী সেই লোকটা, প্রদীপহস্তে বালকের অবস্থান গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া কবাটে আঘাত করিল। বালক অভ্যন্তর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে ও। সে বলিল, আমি মুদি, আপনি এখনও জাগিয়া আছেন, তবে যে বলিয়াছিলেন, নির্জ্জনে নিদ্রা যাইবেন? বালক বলিলেন, বলিয়াছিলাম বটে, কিন্তু নিদ্রা হইল না। মুদি বলিল, গাড়োয়ন গাড়ি আনিয়াছে। তখন বালক দ্বার খুলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, গাড়োয়ানের নাম কি?

মুদি। আজ্ঞা, উহার নাম আনন্দ, উপাধি আশ, জাতি আগুরি, লোক অতি উত্তম।

বালক। (গাড়োয়ানের দিকে চাহিয়া) আনন্দ! গাড়ি দ্রুত যাইবেত?

আনন্দ। হাঁ খুব জল্দী যাইবে।

বালক। রাত্রিমধ্যে কতদূর যাইবে?

আনন্দ। (ঈষৎ হাস্যভাবে) এখন রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইয়াছে ; গরুর গাড়ি গড়ে ঘড়িতে আধক্রোশ যায়, সে হিসাবে রাত্রিমধ্যে ছয় ক্রোশ যাইতে পারে, কিন্তু মুদি মহাশয়ের উপরোধে আমি আপনাকে এই রাত্রিমধ্যেই আট ক্রোশ বৈ করিয়া দিব, কিন্তু পুরস্কার।

বালক। "বৈ করিয়া" দিব বলিয়া কি বলিলে ?

আনন্দ। বৈ করিয়া দিব অর্থাৎ পার করিয়া দিব। আমরা পার করিয়া না বলিয়া বৈ করিয়াই বলিয়া থাকি।

বালক। (মুদির দিকে চাহিয়া) পার করিয়া দিব কেন বলিতেছে ?

মুদি। না মহাশয়, কোন সন্দেহ করিবেন না, আপনি জগন্নাথ দর্শন করিবার জন্য পলাইতেছেন ভাবিয়া যে ও পার করিয়া দিব বলিতেছে, তাহা নহে।

বালক। কৈ আমিত আপনাকে জগন্নাথ যাওয়ার কথা বলি নাই।

মুদি। রাম রাম, আপনি তা কেন বলিবেন, আপনি এইমাত্র বলিয়াছিলেন, রাত্রিমধ্যে আট ক্রোশ যাইতে হইবে। আমিও উহাকে ঠিক তাহাই বলিয়াছি। তবে উহাকে কেরেয়া দিবার সময় বেশীরমধ্যে এইমাত্র বলিয়াছিলাম, রাত্রিমধ্যে আট ক্রোশ লইয়া গেলে কিছু পুরস্কারও পাইতে পারিবে। তাই পুরস্কারের আশায় রাত্রিমধ্যে আট ক্রোশ পার করিয়া দিবে অর্থাৎ আট ক্রোশ অপেক্ষা আরও বেশীদূর লইয়া যাইতে পারিবে, গাড়োয়ান ইহাই বলিতেছে। এখন বুঝিলেন ত ?

বিরক্তভাবে হাঁ বুঝিলাম বলিয়া বালক গাড়িতে চড়িলেন, গাড়ি গড় গড় শব্দ করিয়া চলিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

এখানে মুদি মহাশয় আহ্লাদে আটখানা হইয়া ডাবা হুঁকা লইয়া তামাক খাইতে লাগিলেন, আজ গাড়ির দস্তরিটা বড় উচ্চ অঙ্গেরই হইয়াছে, আবার বালকের শ্রীক্ষেত্র পলায়নবিষয়ক স্বকীয় সিদ্ধান্তটা যে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইয়াছিল, ইহাওত একটা কম আহ্লাদের কথা নয় ? বিশেষতঃ বৈ করিয়া দেওয়া কথাটা যে তৎক্ষণাৎ অন্য অর্থে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, ইহা একটা কি কম বাহাদুরির কথা ?

কিন্তু জগৎ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, এই হিসাবে মুদি মহাশয়ের আহ্লাদ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারেনা, ঘটিলও তাহাই। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার স্বীয় আবিষ্কৃত বালকের গুপ্ত গমনোদ্দেশ তত্ত্বটা গাড়োয়ানকে জ্ঞাত করা বড়ই গুঁড়ারতিমি হইয়াছে, ইহা মনে করিয়া যারপরনাই বিষণ্ণ হইলেন এবং ভবিষ্যতে আর এরূপ অর্ব্বাচীনতা বা অপকর্ম্ম না করেন, তাহারই প্রতিভূস্বরূপ স্বীয় দক্ষিণ গণ্ডোপরি স্বহস্তে সজোরে সাঙ্ঘাতিক এক চড় বসাইলেন। চড়ও পড়া, অমনি বঙ্গবাসীর পরম পূজনীয় হুক্কাদেবের মস্তকবিহারিণী কলিকা দেবীর বিকম্পন প্রভাবে প্রভাবিশিষ্ট টীকার টুকরা খণ্ড মুদি মহাশয়ের মস্তকের উপর পতিত ও মস্তক মধ্যে শতধা বিক্ষিপ্ত হইয়া চুড় চুড় পুড় পুড় শব্দ করিয়া মড়া পোড়া গন্ধে স্থানটা পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল।

ঘটনা দেখিয়া একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানাভিমানী পণ্ডিত নাসারন্ধ্রে বস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, "অহো! আকর্ষণ বিকর্ষণ শক্তির এই একটা কি জীবন্ত জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত! চড়ের আঘাত শরীরের পক্ষে অনিষ্টকারী বলিয়া শরীরস্থ বিকর্ষণ স্বীয় শক্তিপ্রভাবে উহাকে গণ্ডদেশ হইতে মস্তকোপরি হঠাৎ পরিচালিত করায় উহা মস্তিষ্কে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া রাসায়নিক আকর্ষণশক্তি-প্রভাবে অগ্নিবিশেষে পরিণত এবং শতধা বিভক্ত ও কণিকারূপে কেশকূপ দ্বারা নির্গত হইয়া চুড় চুড় পুড় পুড় শব্দে মূল চড় শব্দের আংশিক অস্তিত্বপ্রদর্শন পূর্ব্বক এই প্রকাণ্ড জন্তুটার সাক্ষাৎ সজীব কেশসমূহকে দগ্ধ করিয়া ভস্মাবশিষ্ট করিতেছে।"

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বালকের গাড়ী একটু যাইতে না যাইতে পথিকের গো-গাড়িও তাহার পশ্চাতে গিয়া উপস্থিত হইল। উভয় গাড়ি সমান গতিতে চলিতে লাগিল। কতকদূর যাওয়ার পর পথিকের গাড়ির গাড়োয়ান অগ্রবর্ত্তী গাড়োয়ানকে সম্বোধন করিয়া বলিল, আনন্দ! বড়ই মেঘ হইয়াছে, এক এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়িতেছে, বোধ হয় ভারি বৃষ্টিই হইবে। রাস্তার দুই পার্শ্বেই ঘোর জঙ্গল। ঘাটোয়ালদিগের ঐ যে ঘাটীঘর দেখা যাইতেছে, উহা ভিন্ন আগে এক ক্রোশের মধ্যে আর দাঁড়াইবার আশ্রয় নাই। শুনিয়া আনন্দ বলিল, তা'ত জানি, কিন্তু না গেলেই যে নয়, রাত্রি মধ্যে এখান হইতে আরও ছয় ক্রোশ গিয়া তবে গাড়ি খুলিব, তা যত জলই হউক, আর ঝড়ই হউক।

গাড়ি সমানবেগে চলিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে বালকের গাড়ির মধ্যে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে হরিগুণ-গান হইতেছে শুনিয়া পথিক ভাবিলেন, বৃদ্ধার উপদেশ নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই। ক্রমে রাত্রি বৃদ্ধির সহিত বৃষ্টির বৃদ্ধি ও তৎসহিত ভয়ঙ্করভাবে মেঘ গর্জ্জন হইতে লাগিল। গরু ও গাড়োয়ান বৃষ্টির জলে ভিজিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। গরু চলিতেছে না, গাড়োয়ান থামিতেছে না; প্রহারের উপর প্রহার করিতেছে। পথিক গরুর কষ্ট দেখিয়া, চলিয়া যাইবেন স্থির করিয়া গাড়োয়ানকে গাড়ির গরু খুলিয়া দিতে বলিলেন, গাড়োয়ান বলিল, ঐ আগেই সাতবাখুড়ার চটী। ঐখানে গিয়াই গাড়ি খুলিব। আপনি এইটুকু কেন আর ভিজিয়া যাইবেন। শুনিয়া পথিক মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এইটুকু কি? এই'ত তিন ক্রোশ আসিয়াছি, এখন আরও পাঁচ ক্রোশ, তা' যত জলই হউক আর ঝড়ই হউক।

বহুকষ্টে চটির নিকট পর্য্যন্তে গিয়াই গাড়ির গরুগুলা সড়ক হইতে সটান গাড়ির আড্ডায় গিয়া উপস্থিত হইল। বালক বুঝিতে পারিলেন, গরুত চলিবেই না, চলিয়া

যাইবারও উপায় নাই, অগত্যা চটির একটা ঘরের উঠানে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পথিকও ঐ উঠানের একপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। বৃষ্টির বিরাম নাই, বরং বৃদ্ধিই হইতেছে। পার্শ্বের ঘর হইতে একটী লোক সদ্যসিক্ত চাল ডালের ডালা বাহির করিতে করিতে ঘরামির (সম্প্রতি যে ব্যক্তি ঘরখানি ছাদন করিয়াছিল) পিতৃপুরুষকে উদ্ধার করিতে লাগিল। সমস্ত জলসিক্ত দ্রব্য বাহির করার পরে সে বালক ও পথিকের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল, তোমরা কে? পথিক উত্তর দিলেন, পথিক। তখন সে সেই ঘরে গিয়া কবাট খুলিয়া দিয়া বলিল, আপনারা ঘরের মধ্যে যান। বালক ঘরে প্রবেশ করিলেন। পথিক দ্বারেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, পূর্ব্ব পান্থশালার কথা স্মরণ করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে তাঁহার সাহস হইতেছিল না, কিন্তু লোকটা তাঁহাকে বারম্বার ঘরে প্রবেশ করিতে বলায় সেই সুযোগে পথিক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাত্রিশেষে বৃষ্টির কিঞ্চিৎ বিরাম হইল, কিন্তু প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং ক্রমশঃ তাহা প্রবল ঝটিকায় পরিণত হইয়া দিগদিগন্ত পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। নিশাবসানে বালক বারম্বার বাহির হইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বাত্যার প্রাবল্য নিবন্ধন বহির্গত হইতে পারিলেন না। ক্রমে বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইল, এমন সময় কোন লোক আসিয়া দ্বারে আঘাত করায় বালক বলিলেন, আপনি কে? সে উত্তর দিল, আমারই এই ঘর, আমিই রাত্রে আপনাদিগকে এই ঘরে অবস্থান করিতে বলিয়াছিলাম। বালক দ্বার খুলিয়া দিলেন। সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিতে লাগিল, এখনও যেরূপ ঝড় বহিতেছে, ঘর হইতে বাহির হয় কাহার সাধ্য, তবে আপনাদিগের আহারাদির কেমন করিয়া কি বন্দোবস্ত হইবে, তত্ত্ব না লইলেই নয়, তাই বহু কষ্টে জানিতে আসিয়াছি। বালক বলিলেন, এখানে পাচক পাওয়া যায়? সে বলিল, এই সাতবাখুড়ার চটিতে আমি ভিন্ন আর ব্রাহ্মণ নাই। বালক বলিলেন, আপনি ব্রাহ্মণ? সে উত্তর দিল, আমি ব্রাহ্মণ, উপাধি পাঁড়ে।

বালক। তবে আপনি কনোজ্ব?

পাঁড়ে। আজ্ঞা হাঁ, আমি কনোজ; কালবশে আর অদৃষ্টদোষে এখন এই ইতরের ব্যবসা মুদিখানাই আমার একমাত্র অবলম্বন।

বালক। অদৃষ্টের কেন দোষ দিলেন?

পাঁড়ে। অদৃষ্টের দোষ নয়? আমি নিহাত নির্ব্বোধ বা নিরক্ষর নহি, পূর্ব্বে পুরাতন পুলিশে জমাদার ছিলাম, প্যারেট করিতে হইবে, এই বেইজ্জতির ভয়ে ইস্তফা দিয়াছি, নইলে এতদিন ইন্‌স্পেক্টার হইতাম।

আমরা জানি, পাঁড়েজি জমাদার ছিলেন না। পুরাতন পুলিশে বরকন্দাজ ছিলেন। সিপাহি বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহী সিপাহিদিগের গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত ছিলেন, এই সন্দেহে পাঁড়েজির নাম কাটা গিয়াছে।

পাঁড়েজি বলিলেন, বড় বেশী বেলা হইয়াছে, হুকুম করুন, আমিই আপনাদিগের জন্য ডাল রুটী তৈয়ার করি। পথিকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কেমন মুন্সিজি! ডাল রুটী হইলেই ত হইবে, আপনারত আবার অন্নের আবশ্যক হইবে না? পথিক বলিলেন, আজ্ঞে, না।

মধ্যাহ্নের পর হইতে বাত্যার প্রাবল্য ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাত্যার তিরোভাব এবং সূর্য্যদেবের আবির্ভাব হইল, বালককে গমনোদ্যত দেখিয়া পাঁড়েজি বলিলেন, ওবেলাত ভাল আহার হয় নাই, আমি আপনাদিগের জন্য অনেকক্ষণ অন্ন চাপাইয়াছি, এখনই অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইবে, আহার করিয়াই গমন করিবেন। বালক অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। চারিদণ্ড রাত্রি মধ্যে আহারাদি সমাধা হইয়া গেল, পাঁড়েজি পাচকী পুরস্কারটা পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতি পূর্ব্বক বলিলেন, প্রত্যাগমন কালে যেন পুনর্ব্বার দর্শন পাই। আর বিলম্ব করিবেন না, গমনের চেষ্টা করুন। আমি রোখসৎ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বালক ঘর হইতে বাহির হইয়া প্রথমে আনন্দ, পরে আনন্দ আস, তৎপরে আনন্দ আগুরি বলিয়া গাড়োয়ানকে অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিলেন, কিন্তু উত্তর পাইলেন না; ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিলেন, কোথাও দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে চলিয়া যাইবেন স্থির করিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন।

পাচকী পুরস্কারটা আশাতীত লাভ করিয়া পাঁড়েজির লোভটা বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তিনি ইহারই মধ্যে গরু-গাড়ি-সহিত গাড়োয়ান দুটাকে স্থানান্তরিত করিয়া দিয়া নিহাত ভাল মানুষের মত দোকানের চৌকির উপর বসিয়াছিলেন, বালককে বাহির হইতে দেখিয়া সম্মুখে গিয়া বলিলেন, আমি থাকিতে আপনাকে হাঁটিয়া যাইতে হইবে না। ঘরের মধ্যে পথিকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, মুন্সিজি বড় পাকা লোক, অল্প কথা কন, আখের ভাবিয়া কাজ করেন, উনি নিশ্চয়ই ভাবিয়াছেন, পাঁড়ে থাকিতে কখনই হাঁটিয়া যাইতে হইবে না, তাই চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বালককে বলিলেন, আপনি ঘরের মধ্যে গিয়া শয়ন করুন, আমি এখনই গিয়াই গাড়ি আনিব, আপনি নিঃসন্দেহে নিদ্রা যান।

বালক। এখনই গাড়ি আনিবেনও বলিতেছেন, আবার নিদ্রা যানও বলিতে-ছেন যে?

পথিক। (স্বগত) এখানেও অনর্থ বাদে বুঝি?

পাঁড়ে। এখনই গাড়ি আনিব বলি নাই, এখনই গিয়া গাড়ি আনিব বলিয়াছি।

বালক। উহারই অর্থ, এখনই গাড়ি আনিব।

পাঁড়ে। গাড়োয়ানের ঘর নিকট হইলে তাহাই বটে, কিন্তু গাড়োয়ানের ঘর যে দূরে।

বালক। দূরই হউক আর যাহাই হউক, দুই দণ্ডের মধ্যে গাড়ি আনিতে পারি-বেন কি না?

পাঁড়ে। কেরেয়া বেশী দিতে হয় তাহাও স্বীকার, দুই দণ্ডের মধ্যে দুখানা গাড়ি আনিবই আনিব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পাঁড়ে গাড়ি আনিতে গিয়াছে। বালক ও পথিক, ঘরের মধ্যে শয়ন করিয়া আছেন। এমন সময় অকস্মাৎ রুদ্ধ দ্বারে আঘাতের শব্দ হইল। বালক জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? উত্তর পাওয়া গেল না। অথচ দ্বারদেশে মনুষ্যের পদ সঞ্চার শব্দ স্পষ্টই শুনা যাইতে লাগিল। বালক উঠিয়া বসিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে দ্বারদেশে আবার পদ সঞ্চার শব্দ হইতে লাগিল এবং উচ্চৈঃস্বরে "শীঘ্র আইস, এই ঘরের

মধ্যেই আছে" বলিয়া চীৎকার রব উঠায় বিদ্যুৎ বেগে কতকগুলা দুর্দ্দান্ত লোক হুল্লা করিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ভয়ঙ্কর তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিল, জ্বলন্ত মশালের গন্ধে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, রুদ্ধ কবাটে বারংবার আঘাত হইতে লাগিল। ঘন ঘোর গর্জ্জনে "ভাল চাও বাহির হও, নহিলে বান্ধিয়া লইয়া যাইব" বারম্বার উচ্চণ্ড ভাবে এই কথাই উচ্চারিত হইতে লাগিল।

অর্গল প্রায় ভগ্ন হয় দেখিয়া পথিক সজোরে কবাটটা চাপিয়া ধরিয়া রহিলেন। বালক নিমেষ মধ্যে এক হস্তে রিভলভার অন্য হস্তে শাণিত তরবারি লইয়া প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক পথিককে বলিলেন, মহাশয়! যথেষ্ট হইয়াছে, এখন আপনি কবাট ছাড়িয়া দিন। দ্বারের নিকট গিয়া ভয়ঙ্কর ভাবে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন আয়, এবার আয়। আমি প্রস্তুত। বান্ধিয়া লইয়া যাইবি? আয় একবার প্রবেশ করিয়া দেখ্। প্রবেশ মাত্র এক একটী করিয়া সকলের শিরশ্ছেদন করিব, কাহাকেও প্রাণ লইয়া প্রত্যাগমন করিতে হইবে না। আমি আর প্রাণের আশা করি নাই। আজ আমি মরিয়া হইয়া লড়িব। যাহার যম ঘরে যাওয়ার সাধ আছে, সম্মুখে আয়। আমি সশস্ত্রে প্রস্তুত। এই বলিয়া রিভল্ভার টিপিলেন, আওয়াজ হইয়া গেল। বহির্ভাগে ক্রমশঃ অধিক লোকের কলরব শুনিয়া পথিক বালককে বলিলেন, আপনি একবার কবাটটা ধরুন, আমিও প্রস্তুত হই।

অনন্তর ব্যাগ হইতে পূর্ব্ব কথিত খড়্গ ও পিস্তল হস্তে লইয়া পথিক বালককে বলিলেন, এইবার কবাট ছাড়িয়া দেন। আক্রমণকারিদিগকে উদ্দেশ করিয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আইস, এইবার আইস, সহজে তোমাদিগের দুরভিসন্ধি পূর্ণ হইতে দিব না, আত্মা বা পরাত্মা রক্ষার্থে আততায়ির প্রাণ বধ পর্য্যন্ত করিবার বিধি আছে, আমরা সশস্ত্রে প্রস্তুত। প্রবেশ করিবামাত্র এক একটী করিয়া সকলের শিরশ্ছেদন করিব, সাহস হয়, দ্বার ভঙ্গে প্রবৃত্ত হও" বালকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আমার শরীরে যথেষ্ট সামর্থ্য আছে, আমি সশস্ত্রে থাকিতে কেহই আপনার অঙ্গ স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারিবে না।

বহির্ভাগ নিস্তব্ধ।

পথিক পুনর্ব্বার ভয়ঙ্কর স্বরে আক্রমণকারিদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, নীরব কেন? বিলম্বের প্রয়োজন কি? আমরা সশস্ত্রে তোমাদিগের প্রতীক্ষা করিতেছি। কেমন করিয়া দুষ্ট দলন করি, প্রবেশ করিয়া প্রত্যক্ষ কর। এই বলিয়া তিনি পিস্তল টিপিলেন, গুড়ুম করিয়া আওয়াজ হইয়া গেল।

বহির্ভাগ পূর্ব্ববৎ নিস্তব্ধ।

পথিক বালককে বলিলেন, কৈ আরত কোন শাড়া শব্দ পাওয়া যাইতেছে না, বোধ হয় পিস্তলের শব্দ শুনিয়া প্রবেশ করিতে সাহস করিল না, হয়ত পলাইল। বালক বলিলেন না, সহজে বিমুখ হইবে বলিয়া বোধ হয় না। পশ্চাতের দলবলের সহিত মিলিত হইয়া আক্রমণ করিবে, সম্ভবতঃ সকলে এখনও একত্র হইতে পারে নাই। শুনিয়া পথিক বলিলেন, তবে ইহাই প্রস্থান করিবার উপযুক্ত সময়। অনন্তর পথিক পশ্চাদ্দিকের একটা জানালা ভগ্ন করিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন। চারি দিকে চাহিয়া দেখিয়া বালককে বলিলেন, এদিকে আশু বিপদের কোন আশঙ্কা আছে বলিয়া বোধ হইতেছে না। বালক ঘর হইতে বাহির হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ঘরের পশ্চাদ্দিকে ঝুপড়ি জঙ্গল। বালক ও পথিক উভয়ে দ্রুত পদে জঙ্গলের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অল্প দূর গিয়াই দেখেন, সম্মুখের জঙ্গল মধ্যে কতকগুলা লোক এক স্থলে দলবদ্ধ হইয়া বসিয়া আছে। পথিক স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, আর বালক গর্জ্জিয়া উঠিয়া ভয়ঙ্কর ভঙ্গী ও ভীষণ চীৎকার করিয়া তরবারি উত্তোলন পূর্ব্বক এক লম্ফে তাহাদিগের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। উত্তোলিত অসি হস্তে বালককে উপস্থিত হইতে দেখিয়া দলের মধ্যে ভীষণ একটা ক্রন্দনের রোল উঠিল। পথিক বুঝিতে পারিলেন, অধিকাংশই স্ত্রীলোকের কণ্ঠ নিঃসৃত ক্রন্দন ধ্বনি।

বিপদ বুঝিয়া দলের মধ্যে একটা লোক কর যোড় পূর্ব্বক কম্পিত কলেবরে বিজড়িত স্বরে বলিল, "হে ভূপঅ, ব্রহ্মঅ বধঅ মহা পাপঅ।"

ব্রাহ্মণ নও তোমরা জল্লাদ, জল্লাদ বধে পাপ নাই। এই কথা বলিয়া বালক উত্তোলিত অসি আঘাত উদ্দেশে যেই সঞ্চালন করিয়াছেন, অমনি বিদ্যুদ্বেগে, কে আসিয়া বালকের হস্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করিল। হতাশ জীবন ব্রাহ্মণ দেখিল, স্বর্গ হইতে সাক্ষাৎ দেবতা আগমন করিয়া তাহাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে আশু রক্ষা করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ পৈতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বালকের হস্তধারী দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল, "হে পিতৃ পুরুষঅ, দোহাই জগন্নাথঙ্কর, মুই জল্লাদ নহি, মুই কদাচ জল্লাদ নহি, মুই ব্রাহ্মণ, জগন্নাথরঅ, পণ্ডা।"

পথিক বালকের হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন, সেই অবস্থাতেই বালককে বলিলেন, অকারণ ব্রহ্ম বধ কেন করিবেন। পথিক এই কথা বলাও, অমনি আরও কতক-গুলা পণ্ডা প্রথমোক্ত পণ্ডার উক্তির অবিকল পুনরাবৃত্তি করিয়া যে যেখানে ছিল, তথা হইতেই পথিকের দিকে পৈতা গুলা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দলের মধ্যে একটা মুটে ছিল। সে জাতিতে জোলা তাঁতি। সাধারণতঃ তাহাকে সকলে জোলা বলিয়াই সম্বোধন করিত। বালক বলিয়াছিলেন, "জল্লাদ বধে পাপ নাই" সে শুনিতে পাইয়াছিল, জোলা বধে পাপ নাই, সুতরাং সে ঐ কথা শুনিয়া অবধি অর্দ্ধ মূর্চ্ছিতাবস্থায় ধরাশায়ী হইয়াছিল, এখন সে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অন্যের অলক্ষিতভাবে নিক্ষিপ্ত পৈতা গুলার মধ্যে একটা পৈতা হস্তগত ও গলদেশে ধারণ করিয়া বলিতে লাগিল, জোলা বধে পাপ নাই বটে, কিন্তু ব্রহ্মবধ মহাপাপ। আমি জোলা নহি, কাহার মুটেও নহি। আমি ব্রাহ্মণ, এই দেখুন, এখনও পৈতা বর্ত্তমান। নাম বদন বাঁড়ুজ্যে। স্বকৃত ভঙ্গ কুলীন, জন্মভূমি পাথরা। পিতা বৈদি বাঁড়ুয্যা, অতি বড় বৃদ্ধ, তবু তিনি বছরে বার মাসে বারটাও বিবাহ করেন, ফুলের মুখুটীর সন্তান, নিভাজ কুলিন, শুধু ব্রহ্ম বধে বরং পার আছে, কিন্তু কুলিন ব্রহ্মবধে পার নাস্তি, শাস্ত্রও বলে একমেব দ্বিতীয় নাস্তি। বলিতে বলিতে পৈতা সহিতে ভোঁ ভোঁ শব্দে দৌড়িল।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একটু দূরে গিয়া পথিক বালককে বলিলেন, উহারা জগন্নাথের রথযাত্রী, প্রথমে শত্রুপক্ষের লোক বলিয়া আমারও সন্দেহ হইয়াছিল, কিন্তু স্ত্রীলোক-দিগের কাতর-কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া সন্দেহ দূর হয়; আপনার কি এখনও সন্দেহ আছে? বালক বলিলেন, ক্রমে অনেকটা সন্দেহ গিয়াছে। ভাল, উহারা যদি জগন্নাথ-যাত্রী, তবে পথ পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গলে বসিয়া থাকিবে কেন? পথিক বলিলেন, যখন হাঙ্গামা হয়, পিস্তলের আওয়াজ হয়, হয়ত তাহা শ্রবণ করিয়া ভয়ে উহারা জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া থাকিবে। বালক বলিলেন, কিম্বা আক্রমণ-কারীগণ কোনরূপ বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া থাকিবে। পথিক বলিলেন, তাহাও অসম্ভব নয়।

অনন্তর উভয়ে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অল্প দূর গমনের পর বালক পথিককে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, মহাশয়! আমি যে বড়ই বিপন্ন, বোধ হয় ব্যাপার দেখিয়া আপনি তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু বড়ই দুঃখ রহিল, আমি আপনাকে আত্মপরিচয় দিতে পারিলাম না, আপনি যে একটী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, নিরপরাধ, নিঃসহায়, হতাশজীবন বালকের সাহায্য করিয়াছেন, আপনাকে সে পরিচয় দিতে পারিলাম না। আমি আমার মাতৃকল্পা কোন আত্মীয়ার অনুমতি অন্যথা করিতে না পারিয়া তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যে পর্য্যন্ত ঈশ্বর শত্রুভয় নিবারণ না করেন, সে পর্য্যন্ত কাহার নিকট আত্মপরিচয় প্রকাশ করিব না। তিনি আমাকে অকারণে এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে অনুমতি করেন নাই। আমি আজীবন শত্রুবেষ্টিত হইলেও, প্রাণবিনাশের আশু তত আশঙ্কা ছিল না, কোন উপকারী আত্মীয়ের নিকট আত্মপরিচয় প্রকাশ করাতেই প্রাণ বিনাশের কারণ হইয়াছে। যাহা হউক, অদ্য আপনার দ্বারা আমার জীবন রক্ষা হইবে বলিয়াই আপনাকে দেখিবামাত্র

অকস্মাৎ আমার অন্তরে যে কিরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, আমি তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে অক্ষম। আপনি উপস্থিত হইবামাত্র অন্তর যেন দ্বিগুণ বলে বলীয়ান হইয়া উঠিল, অভিনব সাহসে অন্তর যারপরনাই উৎসাহিত হইয়া উঠিল, অধিক কি, মনে হইল, আমি যেন পিতৃক্রোড়স্থ হইয়াছি। এক অপরিচিত ও অপরিজ্ঞাত পথিককে দেখিবামাত্র আমার অন্তরের ভাব অকস্মাৎ এরূপভাবে কেন পরিবর্ত্তিত হইল, তখন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিয়াছিলাম না। আপনার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেও মুহুর্মুহু ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু পরিচয় দেওয়ার প্রতিবন্ধকতা নিবন্ধন অন্তরের ভাব অন্তরেই চাপিয়া রাখিতে হইয়াছিল এবং তজ্জন্যই এক দিবস এক রাত্রি একত্রে অবস্থান সত্ত্বেও আপনার সহিত একটীও কথা কহিতে পারি নাই। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমার জন্য আপনি বহু কষ্ট পাইয়াছেন, আর আপনাকে আমার কষ্ট দেওয়া উচিত নয়, অতঃপর আপনি আপনার অভিপ্রেত স্থান উদ্দেশে গমন করুন।

পথিক বলিলেন, এই অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে অপরিচিত জঙ্গলময় স্থানে আপনি একাকী গমন করিলে আবার হয়ত অন্যরূপ বিপদ উপস্থিত হইতে পারে; শুনিয়া বালক বলিলেন, আমার অদৃষ্টের লিখনই ঐরূপ। আমি নিরন্তর বিপদগ্রস্ত থাকি, ঈশ্বরের ইহাই ইচ্ছা। পথিক বলিলেন, ঐরূপ কথায় ঈশ্বরের নিরপেক্ষতার প্রতি দোষারোপ করা হয়, অতএব আপনি অতঃপর এমন কথা মুখে আনিবেন না। কেহ কষ্ট পায়, এরূপ ইচ্ছা ঈশ্বরের কখনও হইতে পারে না। যাহা হউক, আমি অন্ততঃ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আপনারই গন্তব্য পথে গমন করিব। যে দিকে গমনের ইচ্ছা, এখন গমন করুন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বালক ও পথিক একত্রে গমন করিতে লাগিলেন, পথিক কথায় কথায় হরি প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বালকের যাহাতে ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি জন্মে, বিবিধ প্রকারে তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে, অতি বিনীতভাবে বালক পথিককে বলিতে লাগিলেন, মহাশয়! অদ্য আপনি উপযাচিত

হইয়া জীবনের মমতা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক যেরূপ পরোপকারিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, কেহ এতদূর করিতে পারেন, ইহা আমার ধারণাই ছিল না। আপনি আমার যেরূপ উপকার করিয়াছেন, তদনুরূপ প্রত্যুপকার করা দূরে থাক, আমি আমার এ জীবনে আপনার কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইব, এমনও সম্ভাবনা নাই। হয়ত আপনার সহিত আমার আর এ জনমে সাক্ষাতই হইবে না, হয়ত শীঘ্রই শত্রুকর্ত্তৃক আমার জীবন সংহার হইবে।

পথিক। ঈশ্বর না করুন। আপনি এমন অমঙ্গলসূচক কথা মুখে আনিতেছেন কেন?

বালক। কেন! গত রাত্রিতেইত আপনি তাহার কতক পরিচয় পাইয়াছেন। যদি আপনি উপস্থিত না থাকিতেন, কিম্বা আপনি সেরূপ বলবিক্রমসূচক ভাব প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ আমাকে বন্দী হইতে হইত। হয়ত এতক্ষণ ঘাতকহস্তে আমার শিরশ্ছেদন পর্য্যন্ত সঙ্ঘটিত হইত। গত রাত্রিতে একমাত্র আপনিই আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন।

পথিক। সকলই হরির ইচ্ছা; হরিই রক্ষা করিয়াছেন।

বালক। অবশ্য স্বীকার করি, সেই ইচ্ছাময় হরির ইচ্ছাতেই জগতের যাবতীয় সুখ দুঃখজনক কার্য্য সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে, কিন্তু অল্পক্ষণ পূর্ব্বে আপনিই বলিয়াছেন, "কেহ কষ্ট পায়, ঈশ্বরের এরূপ ইচ্ছা কখনই হইতে পারে না।"

পথিক। এখনও বলিতেছি, সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। অথচ কেহ কষ্ট পায়; ঈশ্বরের এরূপ ইচ্ছা নয়।

বালক। তবে মানুষ কষ্ট পায় কেন?

পথিক। মানুষ কষ্ট পায় বুদ্ধিদোষে।

বালক। বুদ্ধিদোষ ব্যতিরেকে কি মানুষ কষ্ট পায় না?

পথিক। পায়, কিন্তু ভবিষ্যতে তাহাতে শুভ ফলই উৎপন্ন হয়।

বালক। ভবিষ্যতে যাহাই হউক। মানুষ ঐরূপে যে কষ্ট পায়, তাহাত ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন বলিতে হইবে?

পথিক। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যাহা ঘটে, তাহা মানুষের মঙ্গলের জন্যই ঘটে, লোকে তাহার গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে পারে না বলিয়াই ঈশ্বর কষ্ট দিতেছেন বলে। বস্তুতঃ তাহাতে অবশেষে অতি শুভ ফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বালক। ঐ সম্বন্ধে যে সন্দেহ আছে, আমার একান্ত ইচ্ছা, আপনার ন্যায় হরি-পরায়ণ ব্যক্তির নিকট ভঞ্জন করিয়া লই।

পথিক। (স্বগত) সমস্যা বড়ই বিষম। ব্যাপার যারপরনাই গুরুতর, মীমাংসা আমার মত অজ্ঞ ব্যক্তির একান্তই অসাধ্য। (প্রকাশ্যে) আমার স্থির বিশ্বাস, আপনার ন্যায় সহৃদয় ব্যক্তির সন্দেহ সহজেই ভঞ্জন করিয়া দিতে পারিব। তবে কিছু সময় সাপেক্ষ।

বালক। সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিবেন আর কখন? এইত আমি আপন গন্তব্য পথে গমন করিতে প্রস্তুত, আর কি কখন আপনার দর্শন পাইব?

পথিক। (স্বগত) বিলক্ষণ সুযোগ উপস্থিত। (প্রকাশ্যে) যদিও আমার অধিক দিন কার্য্যান্তরে লিপ্ত থাকার সুবিধা নাই, তথাপি প্রশ্নকর্ত্তার মহত্ত্ব, জিজ্ঞাস্য বিষয়ের গুরুত্ব এবং মীমাংসার উপাদেয়ত্ব অনুভব করিয়া স্বতঃই স্বীকার করিতেছি, যে পর্য্যন্ত আপনার সন্দেহ ভঞ্জন করিতে না পারি, অন্ততঃ সে পর্য্যন্ত আপনার সমভিব্যাহারে থাকিব।

বালক। বলা বাহুল্য, আমার সমভিব্যাহারী হইলে আমার মত আপনারও পদে পদে বিপদ উপস্থিত হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

পথিক। বিপদ উপস্থিত হইলে সেই বিপদভঞ্জন মধুসূদনই বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।

বালক। আপনার ন্যায় মহাত্মার মুখে ঐরূপ উক্তিই সম্ভব এবং শোভনীয়।

অনন্তর উভয়ে হরিকথা কহিতে কহিতে মেদিনীপুর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মেদিনীপুর নগরের দক্ষিণদিকেই পূতসলিলা কংসাবতী নদী প্রবাহিত। পূর্ব্বে নদী ও নগরে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ ব্যবধান ছিল। মধ্যবর্ত্তী স্থানের মধ্যে নগর সন্নিহিত অর্দ্ধাংশ, নগরের তলস্থ এবং নদীকূল সংলগ্ন অপরার্দ্ধ নদীর উপকূল বলিয়া পরিগণিত হইত। ইংরেজ অধিকারের সময় মেদিনীপুরে জিলা স্থাপন হওয়ার পর হইতে প্রবাসী ও অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘরদ্বারের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশ মধ্যবর্ত্তী স্থানের অর্দ্ধেক অপেক্ষা আরও অধিক নগরে

পরিণত হওয়ায়, কংসাবতি নগরের এই অন্যায় বৃদ্ধি দর্শনে রোষ পরবশ হইয়া শনৈঃ শনৈঃ স্বীয় প্রবাহ নগরের দিকে পরিচালন পূর্ব্বক স্বীয় প্রাপ্য যোগাংশ নগরের অধিকারচ্যুত করিয়া স্বীয় আধিপত্যে আনিবার বা গর্ভস্থ করিবার অভিপ্রায়ে যুদ্ধং দেহি বলিয়া এখন নগরের দ্বারদেশে উপস্থিত। নদী ও নগরে ঘোর সংঘর্ষণ উপস্থিত দেখিয়া নগরের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন স্বয়ং রাজা ইংরেজ আর নদীর পৃষ্ঠপোষক আছেন, একা অবলা প্রকৃতি।

ইংরেজরাজ স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা স্থলেই পক্ষবিশেষের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া থাকেন এবং পোষকতা করিবার পূর্ব্বে প্রায়ই পক্ষান্তরের কোন না কোন দোষ দর্শাইয়া সাধারণত আপনাদিগের ন্যায়পথাবলম্বিতার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। উপস্থিতক্ষেত্রে ইংরেজরাজ স্বকৃত অমূলক, অন্যায়মূলক এবং অধর্ম্ম-মূলক তমাদি আইনের অবতারণা করিয়া আইনের দোহাই দিয়া দম্ভ সহকারে বলিতেছেন, বিরোধি ভূমি নদীর প্রাপ্য হইলেও গত কল্য পর্য্যন্ত উহাতে নদীর সত্ব ছিল, কিন্তু অদ্য একাদশ বৎসর একাদশ মাস একত্রিংশ দিন অতীত হওয়ায় বা দ্বাদশ বৎসরের উর্দ্ধকাল উহা অবিরোধে নগরের দখলে থাকায় নদীর সত্ব অদ্য একেবারে ধ্বংস হইয়াছে।

যাহাই হউক, শেষ যুদ্ধে কাহার জয়, কাহার পরাজয় হইবে, যদিও তাহার স্থিরতা নাই, তথাপি বিজয় লক্ষ্মী, ন্যায় পথাবলম্বিনী নদীরই যে ক্রোড়স্থা হইবেন, ইহাই সম্ভব ; যেহেতু, "যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আজ নদীতে বিষম বন্যা। পারঘাটে লোকে লোকারণ্য। তরণীযোগে নদী উত্তীর্ণ হইবার আশায় বহু লোক একত্র হইয়াছে। কেহ নাবিককে উপরোধ অনুরোধ করিতেছে, কেহ বা পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইতেছে, আর সহর দারোগার সম্পর্কে শ্যালক এক মহাত্মা অনেক কটু কাটব্য প্রয়োগ করিতেছে। নাবিক নৌকা খুলিতে সম্মত হইল না দেখিয়া শ্যালক মহাশয় প্রহার করিতে উদ্যত হইলে নাবিক ভয়ে ঘাট ত্যাগ করিয়া ঘাটঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

ক্ষণকাল পরে জনতার মধ্য হইতে দুইটী ভদ্রলোক ঘাটঘরে গিয়া নাবিককে সমধিক পুরস্কার অঙ্গীকার করায়, সে বিরক্ত হইয়া বলিল, "এই প্রথম বন্যা

আসিয়াছে, ইহাতে দুই একটা লোক মারা পড়িবেই পড়িবে; আমাকে টাকার লোভ দেখাইয়া অবশেষে কি প্রাণ হারাইবে।”

লোক দুইটী পাঠকের পূর্ব্বপরিচিত পথিক আর বালক। নদী উত্তরণের উপায়ান্তর না দেখিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে নদীর নিকটস্থ নূতনবাজারের একটা সরাইতে গিয়া উত্তরিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আহারাদি সমাপনান্তে পথিক কোন কার্য্য উপলক্ষে সহরে গমন করিতেছিলেন। দেখিলেন, জগন্নাথদেবের লাটমন্দিরে জনৈক জগন্নাথযাত্রি জ্যোতিষী প্রশ্ন গণনা করিতেছেন। বহু লোক তথায় উপস্থিত হইয়াছে।

বালকের সমভিব্যাহারে গমন করিলে প্রকৃতই আশঙ্কার কোন কারণ আছে কি না, গণনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য এই ভাবিয়া পথিক জ্যোতিষীর নিকট গমন করিয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন, আমার কোন প্রশ্ন আছে। জ্যোতিষী বলিলেন, প্রশ্ন প্রকাশের প্রয়োজন নাই, মনে করুন।

পথিক মনে মনে প্রশ্ন করিলেন, বালকের সমভিব্যাহারে গমন করিলে আশু কোন আশঙ্কার কারণ আছে কি না?

বহুক্ষণ ব্যাপিয়া বহু অঙ্কপাতের পর যে অঙ্ক উদ্ধার হইল, জ্যোতিষী তাহার ভাবার্থ প্রকাশ করিলেন, সংপূর্ণ আশঙ্কা আছে।

দ্বিতীয় বার প্রশ্ন হইল, আশঙ্কা কিসের?

উত্তর হইল, জীবনের।

পুনর্ব্বার প্রশ্ন হইল, কবে, কোথায় এবং কি প্রকারে?

এবার উত্তর হইল, তৃতীয় দিবসে, গঙ্গাগর্ভে, গঙ্গাজলে।

পথিকের প্রাণ চমকিয়া উঠিল, বদন ঘোর মালিন্যে আচ্ছন্ন হইল, কলেবর কম্পান্বিত ও কণ্টকিত হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই তিনি ভাবিলেন, গণনায় গোল হইয়াছে, গণনা করিতে ভুল হইয়াছে, গণনায় নিশ্চিতই ভুল হইয়াছে। আবার ভাবিলেন, যদি ভুলই না হয়, তাহা হইলেও আশঙ্কাত কেবল গঙ্গাগর্ভে, গঙ্গাজলে, এবং তৃতীয় দিবসে, যদি বালক গঙ্গাতীরাভিমুখেই গমন করেন, তখন

তৃতীয় দিবসে সাবধান হইলেই হইবে। অনন্তর পথিক শ্রীহরি স্মরণপূর্ব্বক চিত্ত স্থির করিয়া গন্তব্য স্থানোদ্দেশে গমন করিলেন এবং কার্য্য সমাপনান্তে সরাইতে গিয়া উপনীত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পর দিন প্রত্যূষে পথিক নদীতীরে গিয়া ক্ষণকাল মধ্যে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বালককে বলিলেন, বন্যা বরং বৃদ্ধি হইতেছে। শুনিয়া বালক বড়ই বিষণ্ণবদনে বলিতে লাগিলেন, তবে উপায়? অদ্য ত এস্থানে অবস্থান করা আর কোনমতে উচিত নয়, শত্রু নিকটেই আছে, হয় ত সহরেই উপস্থিত হইয়াছে। আমার অন্তরে অত্যন্ত আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে, যেন শত্রুকে সর্ব্বদা সম্মুখে দেখিতেছি। নদী উত্তরণের উপায় না থাকে, তবে অন্য দিকে গমনের চেষ্টা করুন।

পথিক বলিলেন, পশ্চাদ্দিকে ত প্রতিগমন করা উচিত নয়, তথায় শত্রু উপস্থিত। আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, সরাইর সম্মুখে যে পূর্ব্ব পশ্চিমবাহিনী রাজবর্ত্ম দেখিতেছেন, ঐ পথে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলে কলিকাতা মহানগরিতে, পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলে জঙ্গলময় অসভ্যদেশে উপস্থিত হইবেন, কিন্তু দুই দিকেই অতি অল্পদূর অন্তরে এই নদীই প্রতিবন্ধক; তথায় নদী উত্তীর্ণ হইবার তত সুবিধা নাই; দুই একখানি সামান্য তরণীমাত্র আছে। এই সদর-ঘাটে বহুবিধ নৌকা আছে, বিশেষতঃ অত্রস্থ নাবিকগণ নৌকা-পরিচালন-বিষয়ে এত বিজ্ঞ ও বহুদর্শী, যে চেষ্টা করিলে প্রবল বন্যাতেও নদীর পর-পারে নৌকা লইয়া যাইতে পারে। আপাতত কিছুক্ষণ এই স্থানে অবস্থান করুন, বন্যার কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলেই উত্তরণের চেষ্টা করা যাইবে। বালক বলিলেন, যখন গমনের উপায়ান্তর নাই, তখন অগত্যা অপেক্ষা করিতে হইতেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বালকের একখানি নোট ভাঙ্গাইবার জন্য পথিক ট্রেজরিতে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, বালক আমাকে চিনেন নাই, জানেন নাই, অথচ অসঙ্কোচে আমার হস্তে সহস্র মুদ্রার নোট

দিলেন, নামও জিজ্ঞাসা করিলেন না। দুই দিন উভয়ে একত্রে আছি, ইচ্ছা থাকিলে সহজেই পরিচয় লইতে পারিতেন। বোধ হয়, নিজের পরিচয় দেওয়ার প্রতিবন্ধক আছে বলিয়াই আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করেন নাই। যাঁহার সহিত একত্রে অবস্থান করিতে হয়, তিনি জিজ্ঞাসা না করিলেও আপনা হইতে পরিচয় দেওয়া উচিত, কিন্তু উপস্থিতক্ষেত্রে জিজ্ঞাসার পূর্ব্বে উপযাচিত হইয়া পরিচয় দেওয়া কোনমতে কর্ত্তব্য নয়, কারণ বালকের মনে হইতে পারে, তাঁহার পরিচয় পাওয়ার উদ্দেশেই উপযাচিত হইয়া আমি তাঁহাকে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেছি। উহাঁর যেরূপ সন্দিগ্ধচিত্ত, হয়ত ঐ সূত্রে সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কার্য্য সমাধানপূর্ব্বক পথিক পান্থশালায় প্রত্যাগত হইয়া, বিস্মিতভাবে বালককে বলিতে লাগিলেন, ট্রেজারি হইতে প্রত্যাগমনকালে হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, সাতবাখুড়ার সেই পাঁড়ে দূর হইতে আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। আমার সন্দেহ হওয়ায় দেখিয়াও যেন দেখি নাই, এই ভাবে দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলাম, একটা গলিপথে প্রবেশ করিয়া পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখিলাম, পাঁড়ে নাই, অপর অপরিচিত দুই ব্যক্তি পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছে। গলি হইতে বড় পথে উপস্থিত হইয়া পশ্চাৎ দিকে পুনর্ব্বার চাহিয়া দেখি, তখন আবার দুই নূতন ব্যক্তি আমার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতেছে, আমি তাহাদিগের দিকে বারম্বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় তাহারা অন্যপথে চলিয়া গেল, তথা হইতে অল্প দূর আসিয়াছি, হঠাৎ "হাঁ ঐ বটে" এই কথা বলিয়াই একটা লোক একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার মুখ দেখিতে পাইলাম না, স্বরে এবং আকার অবয়বে বোধ হইল, সে তুলসির চটীর সেই মোটা মুদি, তাহার পশ্চাতে আরও একটা লোক ছিল। উহারা কি শত্রুচর? বালক দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন, তাহার কি সন্দেহ আছে। আজ আর নিস্তারের উপায় নাই।

পথিক। অন্যত্রে গিয়া আশ্রয় লইলে হয় না?

বালক। যখন সন্ধান পাইয়াছে, তখন কি আর স্থানান্তরিত হইয়া গোপনে থাকিবার উপায় আছে। গুপ্তচর সর্ব্বত্রেই আছে, এমন কি এই সরাইয়ের চতুর্দ্দিকেও আছে।

পথিক। তবে উপায়?

বালক। উপায় আর কৈ? আপনি অতঃপর স্থানান্তরে গমন করুন।

পথিক। আমি গমন করিলেই বা কি হইবে।

বালক। অন্তত আপনার জীবন রক্ষা হইবে।

পথিক। এখানে থাকিলেও আমার জীবন রক্ষা হইবে।

বালক। মনেও করিবেন না।

পথিক। কেন?

বালক। কেন? গত পরশ্ব কাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শত্রুদিগকে পশ্চাৎপদ হইতে হইয়াছিল, তাহা কি তাহাদিগের স্মরণ নাই।

পথিক। স্মরণ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহারা ত আমাকে চিনে নাই।

বালক। চিনে নাই বলিয়াই ত পাঁড়ে প্রভৃতির দ্বারা চিনিয়া লইয়াছে।

পথিক। তাহা হউক, এক উপায় আছে, রাজদ্বারে অভিযোগ।

বালক। হিতে বিপরীত হইবে; সঙ্গে সঙ্গে বন্দী হইতে হইবে।

পথিক। কেন?

বালক। সে অনেক কথা। এখন আপনি প্রস্থান করিয়া আপনার জীবন রক্ষা করুন।

পথিক। তা যেন করিলাম, আপনার উপায় কি হইবে?

বালক। আমার উপায় অসহায়ের সহায় সেই হরিই করিবেন।

পথিক। তবে আমারও উপায় সেই হরি না করিবেন কেন?

বালক কিঞ্চিৎ বিরক্তভাবে বলিলেন, মহাশয়! বিবেচনা করুন, বড়ই বিষম ব্যাপার, জীবন লইয়া কথা। উপস্থিত ক্ষেত্রে যখন আপনার দ্বারা কিছুমাত্র আমার উপকার হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তখন অকারণ এখানে থাকিয়া কেন জীবন হারাইবেন। পথিক বলিলেন, সে কথা পরে হইবে, এখন আসুন, উভয়ে একবার সেই বিপদভঞ্জন হরির স্তব পাঠ করি।

অতঃপর উভয়ে ভক্তিভাবে তদ্গদচিত্তে জয়দেব পাঠ করিতে লাগিলেন।

"মধুমুরনরকবিনাশন, গরুড়াসন সুরকুলকেলিনিদান।
অমলকমলদললোচন, ভবমোচন ত্রিভুবনভবননিধান॥

জনকসুতাকৃতভূষণ, জিতদূষণ সমরশমিতদশকণ্ঠ।
অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর শ্রীমুখচন্দ্রচকোর।
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু॥”

স্তব পাঠ করিয়া পরে উভয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। বালক প্রণাম করিয়াই গাত্রোত্থান করিলেন, আর পথিক প্রণতাবস্থাতে নিস্পন্দভাবে কতক্ষণ থাকিয়া ধীরে ধীরে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বালককে বলিলেন, একমনে হরির স্মরণ করিতে থাকুন।

নবম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, এমন সময় কতকগুলি জগন্নাথযাত্রী স্ত্রীলোক পান্থশালার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া, তথায় উত্তরিতে চাহিলে অভ্যন্তর হইতে পথিক বলিলেন, অপেক্ষা কর, এখনই দ্বার খুলিয়া দিতেছি। অনন্তর পথিক এবং বালক উভয়ে নিমেষমধ্যে অত্যন্ত মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া স্ত্রীবেশে দ্বার খুলিয়া দিলেন। যাত্রী স্ত্রীলোকেরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং যখন তাহাদিগের মধ্যে অনেকে হস্ত পদাদি প্রক্ষালন জন্য নদীঘাটে গমন করিল, তখন পথিক ও বালক তাহাদিগের সমভিব্যাহারে একত্রে পান্থশালা হইতে বহির্গত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে নদীঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যাত্রীগণের মধ্যে কেহ কেহ হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিল, কেহ বা গাত্রধৌত করিতে লাগিল। কেহ বা কলসে জল লইয়া প্রত্যাগমন করিল, আর পথিক ও বালক জনশূন্য নদীতীর দিয়া ধীরে ধীরে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন এবং কতক্ষণের পর নদীকূলস্থ একটা বিস্তীর্ণ শ্মশানভূমিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সমস্ত শ্মশানভূমিটা কেবল শ্মশানে ও নরকঙ্কালেই পরিপূর্ণ। শ্মশানভূমির চতুর্দ্দিকে ও মধ্যস্থলে স্থানে স্থানে নানাজাতীয় কণ্টকবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ লতা-গুল্ম-পরিবেষ্টিত হইয়া, ভূত প্রেত পিশাচের আবাস স্থানেরই পরিচয় প্রদান করিতেছে। শবাহারি শিবাদি জন্তুগণ কোন স্থানে সঠিত শবদেহ আনন্দে ভক্ষণ করিতেছে, কোন স্থানে বা সদ্য নিক্ষিপ্ত শবের নিকটস্থ হইয়া পরস্পর পরস্পর কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইতেছে, কোথাও বা প্রোথিত শব উত্তোলন উদ্দেশে

আবরণমৃত্তিকা খনন করিতেছে। আর এক স্থলে কয়েকটী লোক একটী শব দাহ করিতেছে।

যাহারা শবদাহ করিতেছিল, তাহারা হঠাৎ একটা শাকচিন্নি আর একটা প্রেতিনীকে শ্মশানভূমে উপস্থিত হইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রামনাম উচ্চারণ করিতে করিতে অর্দ্ধদগ্ধ শব পরিত্যাগপূর্ব্বক তথা হইতে উর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান করিল, আর শবসেবী শিবাদি জন্তুগণ শাকচিন্নি ও প্রেতিনীটাকে আপনাদিগের চির-সহচারিণী জানিয়াই কিছুমাত্র বিচলিত হইল না।

শ্মশানভূমির উত্তর দিকে রাজপথ। দক্ষিণ দিকে নদীজলের নিকট শাখা-পল্লববিশিষ্ট একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ গগনভেদ করিয়া মস্তকোত্তোলনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

মলিন বস্ত্র পরিহিত পথিক ও বালক ঐ বৃক্ষের তলদেশে গিয়া ত্রিলোক-বিজয়ী স্ত্রীবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক উভয়েই বৃক্ষোপরি আরোহণ করিলেন।

এই স্থলে ত্রিলোকবিজয়ী কথাটার ব্যাখ্যা করিয়া বলা ভাল। উহাদিগের বেশ ও হাবভাব দেখিয়া চর লোকেরা উহাদিগকে যাত্রী স্ত্রীদিগের অনুসঙ্গিনী, যাত্রী স্ত্রীলোকেরা উহাদিগকে সরাইর পাটকরানী, আর শবদাহকারী লোকেরা নিশ্চিতই ছুড়িটাকে শাকচিন্নি আর মাগিটাকে প্রেতিনী ভাবিয়াছিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ক্ষণকাল পরে বালক পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি সরাইতে বলিয়াছিলেন, তুলসির চটীর সেই মোটা মুদিটার স্বর শুনিয়া ও তাহার আকার অবয়ব দেখিয়া আপনি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছেন; তাহার সহিত কি আপনার পূর্ব্ব হইতে পরিচয় ছিল? আর আপনার সমভিব্যাহারে আমি যে গমন করিতেছি, তাহাই বা সে জানিল কিরূপে? শুনিয়া পথিক বলিলেন, যে সময় আপনি তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই সময় আমিও উহার একটা ঘরে উত্তরিয়াছিলাম। আপনি তথা হইতে গমন করার পরে, আপনি কে, কোথায় গমন করিতেছেন, একা কেন গমন করিতেছেন, গোপন ভাবে জগন্নাথ দর্শনে গমন করিতেছেন কি না? ইত্যাদি নানা কথা সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। আমি "জানি নাই বলিয়া" সকল কথার উত্তর দেওয়ায় "গোপন

করিলাম," এই ভাবিয়া আমার প্রতি যারপরনাই বিরক্ত হইল এবং অবশেষ অবধারিত কেরেয়া অপেক্ষা বেশী কেরেয়া লইয়া তবে গাড়ি ছাড়িতে দিল।

বালক বলিলেন, লোকটা বড়ই দুষ্ট। প্রথমে সেই শত্রুদিগকে সংবাদ দিয়াছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ঈশ্বরের অনুগ্রহে আর আপনার কৌশলে উপযুক্ত সময়ে পান্থশালা হইতে প্রস্থান করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়াই রক্ষা, নচেৎ বিলম্ব হইলেই বিপদ ঘটিত। ঐ দেখুন, উত্তরদিকে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে একটা প্রান্তরে একেবারে শতাধিক মশাল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। শত্রুগণ যে দলবলে সুসজ্জিত হইয়া পান্থশালার দিকে আসিতেছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পথিক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, আজ আমি কি মহাপাতকের কার্য্যই না করিয়াছি। আপনাদিগের প্রাণরক্ষার জন্য জানিয়া শুনিয়া কতকগুলি ধর্ম্মপ্রাণা সরলা অবলাকে স্বয়ং আহ্বানপূর্ব্বক বিপদসাগরে নিক্ষেপ করিয়া আসিয়াছি। যদি এখনও কোন প্রতিবিধান না করি, তাহা হইলে তাহাদিগকে কতই লাঞ্ছনা, কতই যে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অনন্তর তিনি বালককে বলিলেন, আপনি এখানে থাকুন, আমি স্ত্রীলোকদিগকে স্থানান্তরিত হওয়ার উপদেশ দিয়া এখনই প্রত্যাগমন করিব। বালক বলিলেন, সময় বড়ই সংক্ষেপ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় তথায় গমন করিলে হয়ত আপনাকে শত্রুহস্তে পতিত হইতে হইবে।

যদি সৎকার্য্য সাধন করিতে গিয়া বিপদগ্রস্ত হইতে হয়, সে বিপদ হইতে ঈশ্বরই উদ্ধার করিবেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার পিতৃপুণ্যবলে আমি নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিব; এই বলিয়া পথিক গাত্রে নামাবলি দিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে নীরবে নিকটস্থ রাজপথে উপস্থিত হইয়া, তথা হইতে "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" ইত্যাদি শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে পান্থশালায় উপস্থিত হইয়া যাত্রী স্ত্রীলোকদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া দিলেন।

অনন্তর—

"মনোয়ারে, সীতারাম ভজন করলিয়ো।
রামভজন করলিয়ো, সাধু গুরুভজন করলিয়ো।
ভুকে অন্ন, প্যাসে পানি, নেঙ্গটে বস্ত্র দিয়ো॥
কায়া ছোড়ও, মায়া ছোড়ও, ছোড়ও জীবন কি আশা।
আখের না টিকেগা কোই, রামনাম ভরসা॥"

নৈশ ভিক্ষুকদিগের এই প্রসিদ্ধ গীতটী গাইতে গাইতে পথিক সরাই অধ্যক্ষের বাটীর খিড়কিদ্বারে উপস্থিত হইলে একটী বৃদ্ধা স্ত্রী ভিক্ষা দিবার জন্য দ্বার খুলিল। ভিক্ষুক ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন না, বৃদ্ধাকে আসন্ন বিপদের সংবাদ দিয়া যেই তথা হইতে প্রস্থান করিবেন, অমনি অন্ধকারের মধ্য হইতে ঘেররে ঘেররে শব্দ করিয়া একেবারে চারিদিক্ হইতে চারি দল দস্যু বাটী বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। ভিক্ষুক ফাঁফরে পড়িলেন, পলাইবার পথ পাইলেন না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

চারিদল দস্যুর পশ্চাতে পশ্চাতে বহু সংখ্যক দস্যু হান হান কাট কাট শব্দে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিপণিকে বিচলিত করিয়া তুলিল। প্রজ্জলিত মশালের আলোকে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই দস্যুপতি শত শত অস্ত্রধারী পুরুষে পরিবেষ্টিত হইয়া উপস্থিত হইবামাত্র উপর্য্যুপরি বন্দুকের ভীষণ ধ্বনিতে সমস্ত সহরটা বিকম্পিত হইয়া উঠিল। দস্যুপতি একটা তিন্তিড়িবৃক্ষের তলদেশে চৌকির উপর উপবেশন করিয়াই হুকুম জারি করিলেন, "ফেরারি ও সহকারি মুন্সিকে একরজ্জুতে বন্ধনপূর্ব্বক অবিলম্বে আমার সম্মুখে উপস্থিত কর।"

তৎক্ষণাৎ গোয়েন্দার নিশানদিহিমতে প্রথমত পান্থশালা, পরে সরাই অধ্যক্ষের বাটী, তৎপরে পর পর নিকটস্থ অধিবাসীদিগের বাটী আক্রান্ত হইতে লাগিল। আক্রমণকারীদিগের হুহুঙ্কারে, আক্রান্ত ব্যক্তিগণের আর্ত্তনাদে এবং স্ত্রীলোকদিগের ক্রন্দনধ্বনিতে সহরের অধিবাসীগণ জাগিয়া উঠিলেন, দ্রুতপদে ঘটনাস্থলে

গিয়া উপস্থিত হইলেন, আর অম্লানবদনে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে লাগিলেন। ঘাটরক্ষক দস্যুগণ মুহুর্মুহু ঢাল কাছড়াইতেছে, উড়াপাক দিতেছে, শাণিত অস্ত্র বিদ্যুদ্বেগে পরিচালিত করিতেছে; "ভিতর মৎ পয়ঠো, পয়ঠেনেসে, কতল করেগা" বলিতেছে, আর ডাকে হাঁকে, লম্ফে ঝম্পে, মেদিনী কাঁপাইতেছে, দর্শকমণ্ডলী তাহাই দেখিতে লাগিলেন। পরস্পরে খেলোয়াড়দিগকে মনে মনে বাহবা দিতে লাগিলেন, আর তাহাদিগের কার্য্যপটুতার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। শিক্ষিত, সদ্গুণসম্পন্ন সভ্য সহরবাসীর শরীরে দয়া নাই, পরের প্রতি মায়া মমতা নাই, প্রতিবাসীর দুঃখে কাতরতা নাই, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি নাই, পরস্পরে পরিচয় পর্য্যন্ত নাই।

স্ত্রীলোকদিগের কাতর-কণ্ঠধ্বনিতে প্রতিবাসীগণের অন্তর বিচলিত হইল না, কিন্তু নিষ্ঠুর প্রবল পরাক্রান্ত দস্যুপতির অন্তর বিগলিত হইল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ভাই লোক সব! হুঁসিয়ার, যদি কেহ স্ত্রীলোকের অঙ্গ স্পর্শ করে, স্ত্রীলোকের প্রতি কুকথা প্রয়োগ করে, অথবা কেহ কাহার কোন দ্রব্য অপহরণ করে, তৎক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছেদন হইবে, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, খবরদার, খবরদার।"

এদিকে সদ্য সহরপ্রবাসী, জনৈক অস্ত্রধারী ভদ্রলোক, কয়েকজন অস্ত্রধারী অনুচর সহিত সাহসে নির্ভর করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভিপ্রায়ে দস্যুদিগের সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিলেন না। দস্যুদিগের ভয়ঙ্কর তাড়ায় ভাগড়া হইয়া, অবশেষ দর্শকমণ্ডলি কর্ত্তৃক, "পাড়াগেঁয়ে অসভ্য উল্লুক চাষাদি শব্দে" অভিহিত হইতে লাগিলেন।

সরাই অধ্যক্ষ ভিক্ষুক প্রদত্ত সংবাদ মাতা প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইবামাত্র পুলিশে গিয়া সেই সংবাদ দিয়াছিল। ঘটনাস্থল হইতে পুলিশ থানাও আধক্রোশের বেশী হইবে না, কিন্তু প্রায় দুই প্রহর কাল ভীষণ কোলাহলে, একটী বিপণি আক্রান্ত হইল, বিধ্বস্ত হইল, বিপর্য্যস্ত হইল, তথাপি পুলিশ প্রভু এ পর্য্যন্ত দর্শন দিলেন না। তিনি এতক্ষণ একটা গলি হইতে উঁকি ঝুকি মারিতেছিলেন, এক পা আগাইয়া, দশ পা পিছাইতেছিলেন, আর অনুচর সহচরদিগকে চুপ্ চুপ্ বলিয়া সর্ব্বদাই সাবধান করিতেছিলেন। পরিশেষে যখন দস্যুগণ, দস্যুপতির নিকট উপস্থিত হইয়াছে, কেহ কোন দ্রব্য অপহরণ করিয়াছে কিনা, তাহা জানিবার জন্য দস্যুপতির সম্মুখে তাহাদিগের অঙ্গ তল্লাসি হইতেছে, ক্রমে তাহারা প্রস্থানের চেষ্টা করিতেছে, তখন সব ইনস্পেক্টার মহাশয় গলির মধ্য হইতে সশরীরে সদলে

সপরিচ্ছদে বাহির হইয়া একটা পুলিশি হুঙ্কার ছাড়িয়া, দাড়ি মোচড়াইয়া, কিরিচ ফরকাইয়া, দূর হইতে উচ্চৈঃস্বরে, "শালা লোককো পাখড়ো পাখড়ো" শব্দ করিতে লাগিলেন। প্রস্থানোদ্যত দস্যুগণ কম্পিত কলেবরে, অনুমতি প্রাপ্তির আশায় দস্যুপতির মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইল। দস্যুপতি ভগ্নমনোরথ হইয়া বিষণ্নবদনে, গোয়েন্দাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, পুলিশের মুখে কটু-কথা শুনিয়া ভয়ঙ্করভাবে গর্জ্জিয়া উঠিয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিলেন, "পহেলাই সব-ইনস্পেক্টারকো পাখড়ো, কোহি মোজাহেম হোয় বান্ধো, দরকার হোয় কতল করো" তখন তুমুলকাণ্ড সঙ্ঘটিত হইল, দস্যুগণ গর্জ্জন করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, একের স্থলে শতেক ছুটিল, তিলকে তাল করিয়া তুলিল, শাণিত তরবারি শন শন শব্দে বিদ্যুদ্বেগে পরিচালিত হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিক হইতে ঘনঘোরে বন্দুকের ধ্বনি হইতে লাগিল, পরিশেষে যথায় তথায় ভীষণ হত্যাকাণ্ড চলিতে লাগিল। কালান্ত কালস্বরূপ কয়েকটা খড়্গধারি দস্যু রুধিরাক্ত কলেবরে এক একটা নরমুণ্ড হস্তে লইয়া লম্ফে ঝম্ফে সবইনস্পেক্টারের দিকে ধাবিত হওয়ায় তিনি আল্লা তোবা পড়িতে পড়িতে ভোঁ ভোঁ শব্দ করিয়া হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইলেন।

এবার বিষম বিপদ বুঝিয়া প্রতিবাসী দর্শকমণ্ডলি দারোগাকে গালি দিতে দিতে প্রাণ ও পরিজন রক্ষার জন্য আপনাপন গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক দ্বাররুদ্ধ করিতে লাগিল। অপরাপর দর্শকেরা যে যে দিকে সুবিধা পাইল, সে সেইদিকেই প্রস্থান করিল। পলাইবার পথ না পাইয়া দুইটী লোক প্রাণরক্ষার্থে অকূল নদীজলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

পুলিশকে প্রাণ লইয়া পলাইতে দেখিয়া দস্যুগণ প্রত্যাগমন করিলে দস্যুপতি গোয়েন্দাদিগকে যথা সম্ভব পুরস্কার প্রদান করিলেন, পুনর্ব্বার অনুসন্ধান জন্য অধিক সংখ্যক গোয়েন্দা নিযুক্ত করিলেন। আর পুরস্কারের হার বৃদ্ধি করিয়া দিয়া রাত্রিশেষে সদলে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

এখানে বালক পথিকের গমনের পর অবধি তাঁহার নিরাপদে প্রত্যাগমনের প্রার্থনায় ঈশ্বরের নাম জপ করিতেছিলেন। শত্রুগণের ভীষণ হুঙ্কার শ্রবণ করিয়া তাঁহার চিন্তা উপস্থিত হইল। তিনি একদৃষ্টে পথের দিকে চাহিয়া নিরন্তর পথি-

কের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যত সময় গত হইতে লাগিল, ততই তাঁহার ভাবনা বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

সমধিক সময় গত হওয়ার পর যখন দস্যুগণের আর কলরব শুনা গেল না, তখনও পথিক প্রত্যাগমন না করায় পথিক যে নিশ্চিতই শত্রুহস্তে পতিত ও বন্দী হইয়াছেন, ইহা ভাবিয়া বালক বড়ই ব্যথিত হইলেন, "সেদিন আমাকে রক্ষা করিয়াই তিনি (পথিক) শত্রুদিগের শত্রু হইয়াছেন, অদ্য আমাকে অন্তরে রাখাই তাঁহার বন্দী হইবার কারণ হইল, হয়ত শত্রুগণ বন্দী অবস্থায় এতক্ষণ তাঁহাকে কত দূরে লইয়া গল, হয়ত আমি কোথায় আছি, তাহা স্বীকার করাইবার জন্য এতক্ষণ তাঁহাকে কতই না যন্ত্রণা দিতেছে, তিনি অস্বীকার করায় এতক্ষণ হয়ত তাঁহাকে হত্যা করার চেষ্টা হইতেছে" ইত্যাদি চিন্তায় বালক ব্যকুল হইয়াছেন, এমন সময় দারোগার দোষে হঠাৎ ঘটনাস্থলে পুনর্ব্বার বিষম কোলাহল উপস্থিত হওয়ায় এবং হান হান কাট কাট শব্দে শত্রুগণ সিংহনাদ করিয়া উঠায় বালক ভাবিলেন, শত্রুগণ এবার তাঁহার হত্যার আয়োজন করিতেছে। আমি কোথায় আছি, তাহাই স্বীকার করাইবার জন্য শত্রুগণ এতক্ষণ চেষ্টা করিতেছিল, কৃতকার্য্য হওয়ার আশা নাই দেখিয়া অবশেষ হত্যার চেষ্টা করিতেছে। হত্যাকাণ্ড সজ্ঘটিত হওয়ার পূর্ব্বে তথায় উপস্থিত হইতে পারিলে শত্রুগণ তাহাকে ত্যাগ করিলেও করিতে পারে, অন্তত হত্যাকাণ্ড সজ্ঘটন হওয়ার আর কারণ থাকিবে না, অতএব অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়াই এক্ষণ আমার একমাত্র কর্ত্তব্য, ইহা স্থির করিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতেছেন, এমন সময় কয়েকটা লোক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা কহিতে কহিতে নিকটস্থ রাজপথ দিয়া দ্রুতপদে গমন করায় বালক হত্যার কথা শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন, আর অবতরণের প্রয়োজন কি ? যে দুর্ঘটনা নিবারণ উদ্দেশে গমন করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছিলাম, তাহাই যখন সজ্ঘটিত হইয়াছে, তখন আর গমন করিয়া অকারণ কেন শত্রুগণের মনস্কামনা পূর্ণ করিব।

বালক পুনর্ব্বার বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া সজলনয়নে বলিতে লাগিলেন, সেই পরোপকারী পরম পূজনীয় পুণ্যাত্মা আজ পাষণ্ড পাতকাদিগের হস্তে আমার জন্য নিহত হইলেন, আর অকৃতজ্ঞ অধম মহাপাতক আমি সেই পরম পূজনীয় পুতস্থানীয় মহাত্মার হত্যার সংবাদ জ্ঞাত হইয়াও এখনও এই অকিঞ্চিৎকর জীবন রক্ষার জন্য অন্তরালে অবস্থান করিতেছি। ধিক আমাকে, আমি এখনও আপন কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারিলাম না ; ধিক আমাকে, এখনও আমি জীবন রক্ষার

আশা করিতেছি ; ধিক আমাকে, এখনও আমি জীবনধারণ করিয়া আছি ; আমার এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে ? একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত অবিলম্বে আত্মহত্যা।

কর্ত্তব্যই যদি স্থির হইল, তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি ? এই বলিয়াই নদীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, এই যে, সময় বুঝিয়া পবিত্র-সলিলা মাতা কংসাবতিও পুত্রের সহায়তার জন্য, পুত্রের তাপিত হৃদয় শীতল করিবার জন্য, পাতকী পুত্রকে উদ্ধার করিবার জন্য বৃক্ষের তলদেশ পর্য্যন্ত প্রবাহ বিস্তারছলে করপ্রসারণপূর্ব্বক ক্রোড়স্থ হইতে আহ্বান করিতেছেন। মাতঃ কংসাবতি! তোমা ভিন্ন এ অধমের আর গতি নাই। মা! অধম অকৃতি সন্তানের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আর অতি অল্প সময় অপেক্ষা করুন। কিছু কর্ত্তব্য কার্য্য আছে, সম্পাদন করিয়াই ক্রোড়স্থা হইব।

কথিত কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনের পরে বালক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ক্ষণকাল হরির স্মরণ করিলেন। পরক্ষণে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া তদ্গাদচিত্তে, "মাতঃ দুর্গে !" তোমারই সপত্নিজ্ঞানে পবিত্রসলিলা কংসাবতির ক্রোড়স্থ হইতেছি, পরকালে স্থান দিও মা "দুর্গে !" বলিয়াই বালক বৃক্ষ হইতে যেমন নদীজলে ঝাঁপ দিবেন, অমনি "প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ং। আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যো-দয়ে যথা।" এই শ্লোকটী উচ্চারিত হওয়ায় বালকের বোধ হইল, স্বয়ং কৈলাস-বাসিনী শূন্যে অবতীর্ণা হইয়া শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন। ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। নিম্নদিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন, নামাবলী গাত্রে ভিক্ষুকবেশী পথিকই পথ হইতে কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে বৃক্ষের তলদেশে আগমন করিতেছেন।

বালক আহ্লাদে অস্থির হইলেন, কি করিবেন না করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া ক্ষণকাল স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরক্ষণে অবতরণপূর্ব্বক পথিককে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, আপনি কিরূপে উদ্ধার হইলেন ? আপনার যে দর্শন পাইব, আমার আর সে আশা ছিল না। পথিক বলিলেন, সে সকল কথা পরে বলিব, প্রভাত হইয়াছে, শীঘ্র বৃক্ষোপরি আরোহণ করুন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়াই বালক বলিলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এখন নিশ্চিন্ত হইলাম। শুনিয়া পথিক বলিলেন, চিন্তার গুরুতর কারণ আছে। পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিকে চর প্রেরিত হইয়াছে। আমি সরাই অধ্যক্ষের বাটীতে সংবাদ দিয়া প্রত্যাগমন করিতেছি, অকস্মাৎ দস্যুগণ চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া ফেলিল। মেঘাচ্ছন্ন ছিল বলিয়াই রক্ষা। পলাইবার পথ না পাইয়া সম্মুখের একটা বৃক্ষে আরোহণ করিলাম, পরক্ষণেই সর্দ্দার আসিয়া সেই বৃক্ষের তলদেশে উপবেশন করিল। তাহারা প্রত্যাগমন করার পর বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া আসিতেছি।

পান্থশালা ও সরাই অধ্যক্ষের বাটী অনুসন্ধান করিয়া যখন আমাদিগকে পাইল না, তখন সর্দ্দার পাঁড়েকে বলিল, ঘটনাক্রমে তোমার সরাইতে দুর্ঘটনা উপস্থিত হওয়ায় ফেরারি ও সহকারীর সহজেই সন্দেহ উপস্থিত হওয়ার কারণ হইয়াছিল। তাহার পরে অদ্য আবার তুমি যখন অন্তরাল হইতে সহকারিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা দেখাইয়াছিলে, তখনও না কি সহকারী তোমাকে দেখিতে পাইয়াছিল, সুতরাং তাহাদিগের বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতেই তাহারা এ স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছে। অতঃপর তোমাদিগের দ্বারা আর কোন কার্য্য সাধন হওয়ার আশা নাই। অনন্তর অঙ্গীকৃত পুরস্কারের মধ্যে কতকাংশ প্রদানপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিল। পুরস্কার প্রদানের সময় দেখিলাম, জঙ্গলের মধ্যে আপনি যাহার শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই নেড়া পাণ্ডাটাও হস্ত প্রসারণ করিয়া দাঁড়াইল।

পাঁড়ে সর্দ্দারের নিকট কতকগুলি মিথ্যা কথা বলায় পাঁড়ে প্রভৃতির প্রতি সর্দ্দারের বিশেষ সন্দেহও হইয়াছে। পাঁড়ের সহিত আমার আর কখন দেখা শুনা নাই, অথচ সে সর্দ্দারের নিকট বলিয়াছিল, "আমি তাহার বহুকালের পরিচিত, পথে পথে ভ্রমণ করিয়া দুষ্টলোকের সাহায্য করাই আমার একমাত্র ব্যবসা, আমি তন্ত্র মন্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। অনেক অঘটন ঘটনাও ঘটাইতে পারি।" কিন্তু সর্দ্দার যখন আমার নাম, ধাম ও অন্যান্য কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিল, তখন পাঁড়ে গোলযোগে পড়িল, যে উত্তর দিল, তাহা পূর্ব্বাপর কথার সহিত মিল হইল না। সে আমাকে আপনার সমভিব্যাহারী বা কর্ম্মচারী ভাবিয়াই

আমার গৌরব বৃদ্ধি মানসে তাহার সরাইতে আমাকে বারম্বার মুন্সিজী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল, বোধ হয় তাহা আপনার স্মরণ আছে।

বালক বলিলেন, তাহা স্পষ্টই স্মরণ আছে, কিন্তু পাঁড়ের সরাইর আক্রমণকে সর্দ্দার দুর্ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিল কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। শুনিয়া পথিক বলিলেন, প্রকৃতই তাহা আক্রমণ নহে, সে এক পৃথক কাণ্ড। তত্রত্য কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীর স্ত্রীলোকগণ জগন্নাথদেবের রথ দর্শন উদ্দেশে গোপনভাবে বাটী হইতে সেই পাণ্ডাটার সহিত প্রস্থান করায় অভিভাবকেরা সেই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া প্রতিনিবৃত্তি জন্য তাহাদিগের পশ্চাতে ধাবিত হয়। অভিভাবকদিগকে নিকটে উপস্থিত হইতে দেখিয়া স্ত্রীলোকদিগকে ঘরের মধ্যে গোপন করিয়া রাখার উদ্দেশে পাণ্ডাই প্রথমে আমাদিগের অবস্থান গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটন মানসে কবাটে আঘাত করে ও দ্বাররুদ্ধ দেখিয়া স্ত্রীলোকগণ সহিত তথা হইতে জঙ্গলে গিয়া প্রবেশ করে। কিন্তু পশ্চাদ্ধাবিত ব্যক্তিগণ স্ত্রীলোকেরা ঐ ঘরেই প্রবেশ করিয়াছে ইহা অনুমান করিয়া কবাটে আঘাত ও তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়াই বান্ধিয়া লইয়া যাইব ইত্যাদি কথা প্রয়োগ করিয়াছিল।

অনন্তর পথিক বালককে বলিলেন, এক্ষণে বিশ্বভাবন ব্রহ্মমূর্ত্তিতে দর্শন দিতেছেন, এই সময় ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম কর। বালক "অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে। সমস্তজগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥" আবৃত্তি করিয়া প্রণাম করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দস্যুগণ প্রস্থান করার পরেই সরাই অধ্যক্ষ পুনর্ব্বার পুলিশে গিয়া সংবাদ দিয়াছিল। প্রভাতের পর পাঠকের পূর্ব্বপরিচিত, পলায়নপটু পুলিশপুঙ্গব, পাইক প্রহরি প্রভৃতি সহিত ঘটনাস্থলে পদার্পণ করিয়াই প্রথামতে প্রথমেই প্রার্থীপীড়ন আরম্ভ করিলেন। পাড়াগাঁ হইলে প্রার্থীপীড়নের পূর্ব্বে প্রচলিত প্রথামতে প্রথমে প্রহরী (চৌকীদার) পীড়নের পরে পর্য্যায়ক্রমে পঞ্চায়েত, পরিশেষে প্রার্থীপীড়নের পালা পড়িত; কিন্তু সহরে চৌকীদারী প্রথা প্রচলিত নাই, সুতরাং চৌকীদারের গোমস্তারূপী পচি পাঁচি বেওয়ার চরখা নিলামকারী পঞ্চায়ৎপ্রথাও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। সহরে চৌকিদারের পরিবর্ত্তে পাহারা দেয় পুলিশের কনেষ্টবল, সহজেই সে পদসম্পর্কে বা মর্য্যাদা সম্বন্ধে সবইনস্পেক্টারের সোদরস্থানীয়, পাঁচদিন পরে

সেও সবইনস্পেক্টার হইতে পারিবে, সুতরাং সে সবইনস্পেক্টারের শালা পদ-বাচ্য বা পীড়নপাত্র হইতে পারে না। কাজেই যা কিছু কটুকাটব্য প্রয়োগ ও প্রচণ্ড পীড়ন, একা প্রার্থীর প্রতিই পূর্ণমাত্রায় চলিতে লাগিল, কিন্তু পীড়নের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ সংসাধিত হইল, সাধারণের অসাক্ষাতে, অন্তরালে।

কতক্ষণের পর তালিমকারি কনেষ্টবল, বাদীকে উপস্থিত করায় দারোগা তাহার এজাহার এবং কয়েকটা ব্যভিচার জীর্ণা বৃদ্ধা বেশ্যার জবানবন্দি কলম-বন্দ করিয়াই তদারক শেষ করিলেন এবং খতমা রিপোর্টে লিখিলেন, "যদিও কতকগুলি লোক দস্যুভাবে বাদির বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিল, তথাপি বাদির এজাহার অনুসারে তাহাদিগের প্রতি অনধিকার প্রবেশ বা ডাকাইতির চার্জ্জ আসিতে পারে না। বাদি স্পষ্টতঃ স্বীকার না করিলেও, ধর্ম্মপ্রাণা, সত্যপরায়ণা, বিশ্বস্তা বর্ষিয়সী প্রতিবাসিনীদিগের সাক্ষ্যবাক্যে স্পষ্টই প্রমাণ হইয়াছে যে, বাদির এক রূপসী ষোড়শী ভাদ্রবধুর ইঙ্গিতে অনুমতি পাইয়াই তাহারা অন্য কোন-রূপ অভিপ্রায়ে রাত্রিকালে বাদির বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিল। জোনাব আলি! আইনে আছে, যদি বাটীর কোন ভৃত্যরও অনুমতি পাইয়া কেহ কাহারও বাটীতে প্রবেশ করে, তাহা হইলে সে অনধিকার প্রবেশের অপরাধে অপরাধী হইবে না, অতএব বাদির অনধিকার প্রবেশের এজাহার মিথ্যা হইতেছে।

২য়। যদিও প্রবেশকারীগণ সংখ্যায় অধিক এবং মশাল জ্বালিয়া অত্যন্ত শোরগোল করিয়া বাদির বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিল, তথাপি তাহারা ডাকা-ইতির অপরাধে অপরাধী হইতেছে না, কারণ যদি তাহারা বাদির কোন দ্রব্য বল-পুর্ব্বক অপহরণ করিত, তবেই তাহারা দণ্ডবিধি আইনানুসারে ডাকাইতি অপরাধে অপরাধী হইত, কিন্তু বাদি স্বীয় এজাহারে স্পষ্টই প্রকাশ করিয়াছে যে, প্রবেশ-কারীগণ তাহার বা অন্য কাহারও কোন দ্রব্যই গ্রহণ করে নাই, সুতরাং বাদির দস্যুতা বা ডাকাইতির এজাহারও মিথ্যা হইতেছে।

৩য়। ফরিয়াদি স্বীয় এজাহারে বলিয়াছে যে, প্রবেশকারীগণ দশ বার ব্যক্তিকে খুন ও কুড়ি পঁচিশ জনকে নিমখুন বা করিবল হালক করিয়া গিয়াছে। জোনাবালি! সকলেই জানে যে, দস্যুদিগের স্বদলের লোক খুন হইলে তাহারা তাহার গরদান ত্যাগ করিয়া মস্তক লইয়া যায়। বিপক্ষ খুন হইলে, মস্তক সহিত গরদান ত্যাগ করিয়া যায়। অধীন সহরস্থ বহু ভদ্র লোক সহিত সমস্ত সহর ও ঘাট, বাট, মাঠ ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করাতেও মস্তক সহিত বা মস্তক রহিত একটা লাশও পাইল না এবং একটা নিমখুনও দেখিল না, অতএব ফরিয়াদির হতাহতের

এজাহারও সম্পূর্ণ মিথ্যা হইতেছে। সুতরাং বাদি জানিয়া শুনিয়া অনধিকার প্রবেশ,—ডাকাইতি এবং নরহত্যাদি বিষয়ক মিথ্যা এজাহার করার অপরাধে অপরাধী হইতেছে।

অনন্তর দারোগা মহাশয় স্বয়ং সুললিত স্বরে কিঞ্চিত উচ্চৈঃস্বরে ধীরে ধীরে সাধারণ সমক্ষে রিপোর্টখানি পাঠ করিলেন। বাদী পীড়নের কষ্টেই অস্থির ছিল, মনোযোগপূর্ব্বক রিপোর্ট শুনিবার শক্তি ছিল না বা. শ্রবণ করিলেও মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হইল না দেখিয়া প্রধান প্রধান প্রতিবাসী, যাহাদিগের সহিত পুলিশের চিরকাল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহারা বাদিকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া তাহার ভাবী বিপদের গুরুত্ব বুঝাইতে লাগিল। কেহ কেহবা বাদির পরিজনদিগের নিকটে গিয়া মিথ্যা এজাহারের অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, হয়ত প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে, এই কথা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিল, অবশেষ ঐ সকল মহাত্মাই মধ্যস্থরূপে বাদীর কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া দেওয়ায়, তখন দারোগা মহাশয় রিপোর্টের নিম্নে আরও একদফা যোজনা করিলেন। যথা,—"বাদির মিথ্যা এজাহার দেওয়ার প্রমাণ সংগ্রহ অভিপ্রায়ে অধীন বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রতিবাসির জবানবন্দী গ্রহণ করায়, স্পষ্ট প্রকাশ হইল যে, বাদির বৃদ্ধা মাতা, গত গভীর রজনিতে জনৈক সন্ন্যাসির নিকট হইতে "মাদক বিশিষ্ট সন্দেশ" প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পুত্র বাদিকে প্রদান করায়, তাহা বাদির অন্তরস্থ হওয়ামাত্র তাহাকে মত্ত, বা উন্মত্ত করিয়াছিল এবং বাদি উন্মত্ত হইয়াই স্বীয় এজাহারে ঐরূপ ও অন্যরূপ বহু প্রলাপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। জোনাবালি! আইনে আছে, যদি কেহ উন্মত্ত অবস্থায় কোন কথা প্রকাশ করে, তাহা গ্রহণযোগ্য হইবে না, অতএব বাদি আইনানুসারে মিথ্যা এজাহার দেওয়ার অপরাধে অপরাধি হইতেছে না।" অতঃপর সব ইন্‌স্পেক্টার শেষ দফা পাঠ করিয়া মধ্যস্থ মহাশয়দিগকে শ্রবণ করাইলেন ও ঈষদ্ধাস্যভাবে বলিলেন "মাদক বিশিষ্ট সন্দেশ" এই কথাটা শুনিয়া হয়ত তোমরা তাজ্জব হইয়া থকিবে, কিন্তু আমার ধর্ম্মভয় আছে, আমি মিথ্যাকথা লিখিব কেন? শব্দ কয়টা সংস্কৃতমূলক বলিয়া হয়ত তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না। "সন্দেশ শব্দের অর্থ সংবাদ, আর সংবাদটা যখন ভাদ্রবধূর আক্রমণ বিষয়ক, তখন তাহা শ্রবণ মাত্রেই যে বাদি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিবে, ইহা একান্তই সম্ভব, সুতরাং মাদকবিশিষ্ট সন্দেশ লিখিত হইয়াছে ইত্যাদি।"

কেহ কেহ বলেন কোর্টে দাখিল করার পূর্ব্বে রিপোর্টখানি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। পুলিশি-পলিসি যখন পলে পলে পরিবর্ত্তিত হয়, তখন সকলই সম্ভব।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

রিপোর্টের মর্ম্ম প্রতিবাসী অপেক্ষা প্রতিবাসিনীদিগের দ্বারা সমধিক পরিমাণে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত এবং বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া, অগৌণে সহরময় প্রচারিত হইল। সমস্ত সহর ব্যাপিয়া আন্দোলন আলোচনার তুমুল তরঙ্গ উত্থিত ও প্রবাহিত হইতে লাগিল। পাড়ায় পাড়ায়, যেখানে সেখানে, ঘরে বাহিরে, ঘাটে বাটে, স্ত্রীলোকেরা দলবদ্ধ হইয়া, যাহার যেরূপ অভিরুচি, সে রিপোর্টের সেই অংশ লইয়াই আন্দোলন অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইল, যাহার যেরূপ ক্ষমতা, সে সেই রূপেই টীকা টিপ্পনি চালাইতে লাগিল।

কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীর মধ্যে বৃদ্ধাদিগের একটা বিরাট সভায় বহু জল্পনা কল্পনা, বাদানুবাদ এবং তর্কবিতর্কের পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইল যে, ডাকাইতেরা গৃহস্থের ঝাটা কুলা পর্য্যন্ত ঝাটাইয়া লইয়া গিয়াছে, পুরুষগুলার হাড়গোড় চূর্ণ করিয়াছে, বৌড়ি ঝিউড়ির ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া গিয়াছে, আর এক পণ, এক কম এগার গণ্ডা নরবলি দিয়া গিয়াছে, মা কালি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নরবলি গ্রহণ করিয়াছেন, তাই এক ফোঁটা রক্তেরও চিহ্ন নাই। আরও সাক্ষ্য সাবুদ দ্বারা সঠিক সাব্যস্ত হইল যে, ঘরের বুড়িই যত অনর্থের গোড়া, নিশাভোর রাত্রে সন্ন্যাসীটাকে খিড়কীর কবাট খুলিয়া দেওয়াতেই ডাকাইতেরা বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল। সন্ন্যাসীটা তখনও নাকি নিধুবাবুর টপ্পা গাইতেছিল। হতভাগার যেমন পাপ তেমনই প্রায়শ্চিত্তও হইয়াছে, প্রথম মওড়ার নরবলিতে সেই পড়িয়াছে।

অনন্তর সভার শীর্ষস্থানীয়া বৃদ্ধা "যে বাড়িতে গিন্নির এত পাপ, সে গৃহস্থের মঙ্গল নাই, শাস্ত্রেই ত আছে, গিন্নির পাপে গৃহস্থ নষ্ট" ইহা বলিয়া সভাভঙ্গের অনুমতি দিলেন।

সরাই অধ্যক্ষের বাটীর অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ কোন অপ্রকাশ্য স্থানে তত্রত্য কতকগুলি সতীত্বাভিমানিনী কামিনী কোন প্রবীণার সহিত কথোপকথনছলে যথাসাধ্য ভাদ্রবধূর শ্রাদ্ধ তিলকাঞ্চনে সমাধান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এমন সময় একটা ব্যভিচার জীর্ণা অশীতিবর্ষবয়স্কা বৃদ্ধা ভাদ্রবধূর বৃষোৎসর্গের উপরন্ত

করিয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে নবীনাদিগের দলে গিয়া যোগ দিল। নবীনাগণ প্রবীণাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, আমরা এতদিন জানিতাম ছুঁড়ি (ভাদ্রবধূ) বড় সতী।

প্রবীণা। আমাদিগের এক ঘরে ঘর বল্লেই হয়। আমরাত সব জানি। তোমরা যা ভাবিয়াছ, তা নয়।

নবীনাগণ। তা যদি নয়, তবে রাজার বেটা ওদের ঘরে চা'ল চিঁড়ে চুরি করিতে আসিয়াছিল না কি?

প্রবীণা। কেন এসেছিল, তা তারাই জানে, আর তোরাই জানিস্।

নবীনাগণ। যারা সন্দেশ খায়, মিঠাই মোণ্ডা মোহনভোগের ভাগ পায়, তারাও জানে।

প্রবীণা। সন্দেশ আবার কি?

নবীনাগণ। তুমি না বল্লেই কি না হবে। ও কথা দারোগা লিখেছে, সাহেবের কাণে উঠেছে, ঐ কথা লইয়া সাহেব পাড়ায় ধুম পড়িয়া গিয়াছে।

প্রবীণা। যদি কেউ মিথ্যা কথা লিখে?

নবীনাগণ। দারোগা মিথ্যা লিখে, সাহেব মিথ্যা শুনে, আর তুমিই সব সত্য বল, কেমন!

প্রবীণা। যা জানি তাই বলিলাম; আমারত আর রাগ রিশ নাই।

নবীনাগণ। আমরাই না হয় ছুঁড়ির রূপ দেখিয়া রাগে রিশে গরগর কচ্চি। বুড়ো মাগিদেরত রাগ রিশ নাই। বড় বাবুদের বাড়ির বড় বাবুর বুড়ো ঠাকুরুণদিদি পর্য্যন্ত বলেছেন, ছুঁড়ির ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে।

প্রবীণা। যদিই হয়, তাতে তার আর তেমন অপরাধ কি? জোরে যদি কেহ কাহারও ধর্ম্মনষ্ট করে।

বৃদ্ধা। ধর্ম্মনষ্ট এদের (নবীনাদিগের) কেন কেহ করে না।

প্রবীণা। এদের তেমন রূপ কৈ?

নবীনাগণ। তেমন রূপের মুখে ঝাঁটা, তেমন রূপসীর মুখে খেঙ্গরা, শেষে জাত খেয়ে গেল, কোন্ জেতে বল্‌তে না কোন্ জেতে।

বৃদ্ধা। কোন্ জেতে? ছত্রিশ জেতে, জেতে, বেজেতে, সব জেতে।

নবীনাগণ। তবে মুসলমানও ছিল নাকি?

বৃদ্ধা। মুসলমানত মাথার ঠাকুর, মুচি, মুদ্দফরাশ, মেথর সৈতে।

প্রবীণা। সে-ত আর বেশ্যা নয়!

বৃদ্ধা। বেশ্যার চেয়ে বেশী, বেহদ্দ বেশী।

প্রবীণা। তারা তেমন নষ্ট দুষ্ট হ'লে সেদিন তোমায় তত অপমান কর্‌ত না।

বৃদ্ধা। নষ্ট দুষ্ট না হলেও আমি তেমন কথা ছুঁড়িকে কখন বলিতাম না। ছুঁড়ি যেমন সতীগিরি ফলিয়ে, বুড়ির কাছে লাগিয়ে, ছোঁড়াকে দিয়ে, আমাকে মার খাইয়েছিল, তেমনই কেমন, ছোঁড়ার বুকে লাথি মেরে ছুঁড়ির জাত খেয়ে গেল। বেশ হয়েছে, যেমন কুকুর তেমনই মুগুর হয়েছে, আমার অঙ্গের ব্যথা মরেছে।

নবীনাগণ। আর না, চুপ কর, ঐ বুঝি ছোঁড়াই (সরাই অধ্যক্ষের সহোদর) দাঁড়িয়ে আছে, যদি শুন্তে পায়—

বৃদ্ধা। (থথ মথ খেয়ে) তা আর মাত্তে হয় না। এবার গায়ে হাত তুল্লে হয়। দারোগাকে বলে, ছুঁড়ির উপর চৌদ্দ আইন জারি করিয়ে দেব।

নবীনাগণ। তাই যদি হাত ছিল, এইবারেই কেন কল্লে না?

বৃদ্ধা। ঢেম্‌নাকে ঢের বলেছিলাম, ঢেম্‌না বল্লে গুষ্টি পর্য্যন্তকে চালান দিবে, ছুঁড়িকে ময়নাতে পাঠাবে, ১৪ আইন জারি করাইবে, কোরাণ ছুঁয়ে কটু দিব্বি পর্য্যন্ত কল্লে, তাই সাক্ষি দিলাম, যা বলাইল, তাই বলিলাম, বামাকে বিমলাকে বলাইলাম, শেষে গুহরবেটা ঘুষ খেয়ে, তার বেটার মাথা খেয়ে সব ফাঁসিয়ে দিলে।

নবীনাগণ। ঐ যে ছোঁড়া এই দিকেই আস্‌ছে, ওটা বড় গোঁয়ার গোবিন্দ, আর না, তুমি পলাও—

এই কথা বলিয়াই সকলে সরিয়া পড়িল—আর ছোঁড়া আসিয়া মাগিকে আথালি পাথালি দমতক লাথি মারিয়া ভোঁ করিয়া একদিক দিয়া প্রস্থান করিল। বুড়ি গড়াগড়ি দিতে দিতে কায়মনোবাক্যে দারোগার পিতৃপুরুষের উদ্ধার করিতে লাগিল।

সন্ন্যাসীটা দিন দিন এত সন্দেশ কোথায় পায়, এই প্রশ্ন দলবিশেষের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে উত্থাপিত হওয়ায়, কেহ বলিল, সারাদিন সে সন্দেশই ভিক্ষা করে, কেহ বলিল, লোচন ময়রার দোকানে চুরি করে, এই মতভেদ সূত্রে, ক্রমশঃ সকলে দুই দলে বিভক্ত হইয়া কোন্দল কলহ উপস্থিত করায় নিকটস্থ কোন বাটী হইতে ডিপুটী বাবুর বৃদ্ধা-মাতা খিড়কি দ্বারে উপস্থিত হইয়া উভয় দলের মন ও মান রক্ষা হয়, এইরূপ ভাবে মীমাংসার চেষ্টা করিলেন, বৃদ্ধার কথা গ্রাহ্য হইল না। কলরব ও কোলাহল ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, বৃদ্ধা তদ্দর্শনে পুনর্ব্বার উভয় পক্ষকে মিষ্ট বচনে তুষ্ট করার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়,

"ফিরিঙ্গিনীর ন্যায় হাবভাব-প্রকাশিনি, সাঙতালিনি খৃষ্টানির ন্যায় ধুতি কামিজ পরিধায়িনী, ব্রাহ্মিকার ন্যায় ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত ঘোমটাদায়িনী, নিদ্রোত্থিতা ডিপুটী-গৃহিণি হঠাৎ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া রোষ-কষায়িত-লোচনে, ডিপুটীর গর্ভ-ধারিণির প্রতি কটাক্ষপূর্ব্বক পরুষবচনে, "অয়ি হতভাগিনি, বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ-কারিণি পরান্নভোজিনি, কপটাচারিণি, বিড়ালতপস্বিনি, মৎকুৎসাকারিণি, মহা-পাতকিনি, পরোপকারিতার পরিচয় প্রদর্শনভাণে কোন্দলে প্রশ্রয় প্রদানপূর্ব্বক অদ্য কলহপ্রিয়তার যথেষ্ট পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হইয়াছে, আর না, ক্ষান্ত হও" বলিয়া বৃদ্ধার দক্ষিণ গণ্ডোপরি স্বীয় বাম করের বৃদ্ধাঙ্গুলির চাপ প্রদান করায়, ভয়ে জড়সড় হইয়া শাশুড়ি বুড়ি, গুড়ি গুড়ি গৃহ মধ্যে গমন করিল। তখন ডিপুটী-কুল উজ্জ্বলকারিণি, শ্রীমতী ডিপুটীঘরণি, বহু স্ত্রীলোকের একত্র সমাগম দেখিয়া, হাতমুখ নাড়ার ঘটা, বক্তৃতার ছটা প্রদর্শনের বিলক্ষণ সুযোগ ভাবিয়া, কটি-দেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত হেলাইয়া দুলাইয়া, তর্জ্জনিমাত্র অঙ্গুলি সমস্ত দক্ষিণ হস্ত সহিত, স্ত্রীলোকদিগের দিকে সরল রেখায় সুরক্ষিতপূর্ব্বক কখন এ দলের কখন সে দলের দিকে হস্ত সঞ্চালন করিয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, "অয়ি অপরিচ্ছন্না, অরঞ্জিতবদনা, কামিজ কুরতাবিহীনা, স্থূল শাটী মাত্র পরিধানা ভগিনী-গণ! অয়ি বিদ্যারসবঞ্চিতা, সভ্যতা বিরহিতা, স্বামী সোহাগবঞ্চিতা, মৎঅপরি-চিতা, অবলা ভগিনীগণ! অয়ি অশিক্ষিতা ও অসংস্কৃতা, স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম অপরিজ্ঞাতা, পাশ্চাত্য আলোক অপ্রাপ্তা, অব্যবস্থিতচিত্তা ভগিনীগণ! অয়ি অবরবর্ণিনি, অন্ধকারবাসিনী, মোটা মুড়ি ভাতভোজিনি, সন্দেশ বিরহিনি, হাকিমেতর পুরুষের পত্নি, পতিমাত্র ঈশ্বরবাদিনি, হতভাগিনী ভগিনীগণ! তোমরা পরস্পরের প্রতি অবিনয় বাক্যপরম্পরা প্রয়োগ করা, বিশেষতঃ আহারের পর মাধ্যাহ্নিক আরাম না করা, অধিকন্তু কলহ করিয়া অন্যের আরামে বিঘ্ন উৎপাদন করা, এই ত্রিবিধ অপরাধে অপরাধিনী হইয়াছ, অপরাধ মার্জ্জনা জন্য, তোমাদিগের প্রার্থনা করা একান্ত আবশ্যক, অতএব তোমরা প্রভু যীশুখৃষ্ট" এই পর্য্যন্ত বলাও, অমনি "যীশুখৃষ্ট ভজগে যা তুই শ্রীরামপুরের গিরজাতে" কবির দলের এই অশ্লীল প্রসিদ্ধ গীতটী গাইতে গাইতে একটা স্কুল পালানে বয়াটে ছোক্‌রা, কাপড় চুপড় গুটাইয়া শ্রীমতির সম্মুখে গিয়া ঝিঙ্গে ফুল কাঁকুড় কাঁকুড় তালে তালে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। কলহকারিণী কামিনীগণ হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া বদনে বস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। বড়ই বেগতিক দেখিয়া শ্রীমতী তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতরে গিয়া দ্বাররুদ্ধ ও অর্গলবদ্ধ করিয়া,

তবে পরিত্রাণ পাইল, শ্রীমতীর থোথা মুখ ভোতা হইল, যেমন পাপ তেমনই প্রায়শ্চিত্ত হইল, যেমন বক্তৃতাদান, তেমনই দক্ষিণান্ত হইল। আর রাজা ইংরেজের পক্ষপাত বিবর্জ্জিত বাঙ্গালীর অকর্ম্মা প্রতিপাদক ৫৫ বৎসরে আইন-সঙ্গত এই অকর্ম্মা এবং অশিক্ষিত ও অসভ্য গ্রন্থকার, অভিনব শব্দ সঙ্কলন, সংগঠন ও সংযোজন দায় হইতে উদ্ধার হইয়া, নৃত্যকারি বালককে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ নদীতে বন্যার বড়ই বৃদ্ধি হইয়াছে। সমূলে উৎপাটিত বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ স্রোতাভিমুখে ভাসিয়া যাইতেছে। শত শত মেষ মহিষাদিকে প্রখর প্রবাহে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। কাণ্ডারি, কর্ণধার বিরহিত দুই একখানা হাতছুটি নৌকাও নামকাটা, নামজাদা, মর্দ্দের মত পরাধীন পরপদসেবী নির্জ্জীব বঙ্গবাসীকে স্বাধীনতা সুখের জীবন্ত ও জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া তীব্র স্রোতের তাড়নায় তরতর শব্দে তীরবেগে অকূল সমুদ্রাভিমুখে ভাসিয়া যাইতেছে।

বন্যাজল নদীর তীর পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, নদীকূলবাসিদিগের বাসগৃহের চতুর্দ্দিকে জলপ্লাবিত হইয়াছে, কোথাও উঠান পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছে, কাহারও কাহারও গৃহ, কংসাবতী, করাল কবলস্থ করার উপক্রম করিয়াছে, এমন সময় বন্যাক্রান্ত ঘর-দ্বার রক্ষার্থে স্বয়ং ইঞ্জিনিয়ার সাহেব অসংখ্য অনুচর সহিত মহাদম্ভ সহকারে নদীকূলে উপস্থিত হইলেন। প্রস্তরাদি নিক্ষেপ দ্বারা স্রোত পরিবর্ত্তনের বহু চেষ্টা করিলেন, তথাপি ঘরদ্বার হুড়দাড় শব্দে পড়িতে লাগিল, ছপ্পর ভাসিয়া গেল, তলস্থ ভূমি নদীগর্ভে পরিণত হইল, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কল কৌশল ব্যর্থ হইল; প্রকৃতির গতি পরিবর্ত্তিত হইল না।

সে বড় কঠিন ঠাই। রাজা প্রজা ভেদ নাই॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতেই বন্যা দেখিতে নদীকূলে লোক সমাগম হইতেছিল। প্রাতঃকালে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। যুবকেরা বলিল, এমন বন্যার কথা কখন শুনি নাই। বৃদ্ধেরা বলিল, এমন বন্যা কখন দেখি নাই। একটী অতিবড় বৃদ্ধ স্বীয় সুদীর্ঘ চিবুক যষ্টির উপর সুরক্ষিত করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে কোটর-

স্থিত ক্ষীণ অধর ওষ্ঠে ঈষদ্ধাস্যভাব প্রদর্শন করিয়া বিজড়িতস্বরে বলিতে লাগিল, ত্রিশ সালের বন্যা ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছিল, তীরের উপর মাপা ত্রিশ হাত জল উঠিয়াছিল, সে স্বয়ং তীরে উপস্থিত থাকিয়া তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিল।

যে শ্মশানভূমির বৃক্ষের উপর বালক ও পথিক অবস্থান করিতেছিলেন, সেই শ্মশানভূমে কয়েক ব্যক্তি কি সংগ্রহ করিতেছে দেখিয়া বন্যাদর্শকদিগের কেহ কেহ দ্রুতপদে সেই দিকে গমন করায় ক্রমে সকলেই সেইদিকে ধাবিত ও ত্বরিতে তথায় গিয়া উপস্থিত হইল এবং অন্বেষণ করিয়া কেহ হীরক, কেহ হীরকাঙ্গুরী, কেহ বা মণিময় হার ইত্যাদি মূল্যবান পদার্থ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। যাহারা কিছু পাইল না, তাহারা বলিতে লাগিল, উহা প্রেতসংস্পৃষ্ট পদার্থ, বাটীতে লইয়া যাওয়াত কর্ত্তব্যই নহে, পরন্তু সংগৃহীত পদার্থ নদীজলে নিক্ষেপ ও স্নান করিয়া তবে বাটীতে প্রবেশ করা কর্ত্তব্য। পরিতাপের বিষয়, প্রদত্ত বিধান প্রতিপালিত হইল না।

শ্মশানভূমির নিকটস্থ রাজপথ দিয়া জনৈক অশ্বারোহী গমন করিতেছিলেন, তিনি লোকমুখে বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শ্মশানভূমে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ব্যক্তিবিশেষের হস্তে কোন মণিময় পদার্থ দেখিয়া অর্থদ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া উহা গ্রহণ পূর্ব্বক বিদ্যুদ্বেগে অশ্বপরিচালনা করিলেন।

অশ্বারোহি নিশ্চিতই পুলিসের গুপ্তচর, হীরকাঙ্গুরি প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্যই চোরাই মাল, এখনই পুলিস আসিয়া সকলকেই বান্ধিবে, ইহা বলিয়া এক ব্যক্তি দ্রুতপদে প্রস্থান করায় সকলেই প্রাণ লইয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। স্থানটা যেমন জনশূন্য শ্মশানভূমি ছিল, নিমেষ মধ্যে আবার তেমনই আকার ধারণ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্মশানভূমিতে লোক সমাগম হইতে দেখিয়াই পথিক সন্দিগ্ধ ও শঙ্কিত হইয়াছিলেন, জনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সন্দেহ ও শঙ্কা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছিল, কিন্তু বালক নিরুদ্বেগে ও নিশ্চিন্তভাবে প্রফুল্লচিত্তে জনতার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া থাকায় তদ্দৃষ্টে পথিক বিস্মিত হইয়া তখনই বালককে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু জনতার কলরবে কথা শ্রুতিগোচর হওয়ার সম্ভাবনা

না থাকায় এবং উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিলে জনতার লোকের শ্রুতিগোচর হওয়ার আশঙ্কা থাকায় পথিক বালককে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে না পারিয়া ঘন ঘন বালকের মুখের দিকেই চাহিতেছিলেন। জনতা ভঙ্গের পরেই পথিক বালককে যেই তৎসম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, এমন সময় রাজপথে ডিব ডিব করিয়া ঢোল বাজিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা হইতে লাগিল "দস্যুতা ও নরহত্যা অপরাধে অপরাধী জনৈক দস্যু হরিহরপুর গ্রামে পুলিশ কর্ত্তৃক বমাল গ্রেপ্তার হইয়া কল্পিত নাম ধাম প্রকাশ ও অপরাধ স্বীকার করার পরেই পুলিশ প্রহরির অসাবধানতায় ফেরার্ হইয়াছে, দস্যু দেখিতে বড়ই সুন্দর, আকার অবয়ব উন্নত, ফিট্ গৌরবর্ণ, শরীর দোহারা, হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ, শ্রবণযুগল বিদ্ধ, নাসা উন্নত, চক্ষু দুইটী খুব বড়, ভ্রূযুগের মধ্যস্থলে গোলাকার একটা বড়রকম তিল ও দক্ষিণ কক্ষের নিম্নভাগে একটা জড়ুর আছে, বয়স প্রায় আঠার বৎসর হইবে, এখনও গোঁপের রেখা স্পষ্ট প্রকাশ হয় নাই। অদ্য প্রাতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, ফেরারি তিন চারিদিন এই মেদিনীপুর জিলায় প্রবেশ ও স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষ এই সহরেই উপস্থিত হইয়াছে এবং এখন সহরের মধ্যেই অবস্থান করিতেছে, অতএব ঘোষণা করা যাইতেছে; অতঃপর কেহ তাহাকে আশ্রয় দিলে সে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, আর যে কেহ তাহাকে ধরিয়া দিবে, কি দেখাইয়া দিবে, কিম্বা কোথায় আছে, সঠিক সংবাদ দিবে, সে হাজার টাকা পুরস্কার পাইবে।" আবার ডিব্ ডিব্ করিয়া ঢোল বাজিয়া উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পথিক ঘোষণা শুনিয়া বিস্মিতভাবে বালককে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন দেখিয়া বালক পথিককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয়! কি দেখিতেছেন, ও ঘোষণা আমারই জন্য এবং ঐজন্যই গত কল্য সরাইতে বলিয়াছিলাম, রাজদ্বারে অভিযোগ করিলে হিতে বিপরীত হইবে, যাহা হউক উহা শত্রুদিগের ষড়যন্ত্রমাত্র। শুনিয়া পথিক বলিলেন, উহা যে শত্রুর ষড়যন্ত্র, তাহাত সহজেই বুঝা যাইতেছে, কিন্তু যখন ঘোষণা আছে, তখন আবার গোপনভাবে আক্রমণ করে কেন? বালক বলিলেন, গুপ্ত আক্রমণে অভিপ্রায় সিদ্ধ না হইলে অবশেষ ঐ উপায় অবলম্বন করিবে ইহাই মানস, গত রাত্রিতে অকৃতকার্য্য হইয়া প্রাতেই

এই হুলিয়াটা প্রচারের যোগাড় করিয়া থাকিবে। শুনিয়া পথিক বলিলেন, ধন্য উহাদিগকে ! কত কৌশলই জানে, সরাই অধ্যক্ষের বাটি আক্রমণ কালে যখন সহস্র সহস্র লোক ঘটনাস্থলের চতুর্দ্দিকে উপস্থিত হইল, তখন কয়েকজন মাত্র অস্ত্রধারী অনুচর সহিত জনৈক নেতা ঢাল তলওয়ার হস্তে লইয়া নিমেষ মধ্যে অতি নিপুণতার সহিত ঘটনাস্থলে প্রবেশ করিয়া ভয়ঙ্কর তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক দস্যুগণের সহিত ভয়ঙ্করভাবে সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু ঘাটরক্ষক দস্যুগণ মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাদিগকে এরূপভাবে ঘেরিয়া দাঁড়াইল, যে একেবারেই তাহাদিগের পলাইবার পথ বন্ধ। এদিকে আবার কতকগুলা দস্যু এরূপভাবে অসি উত্তোলন করিয়াছে যে, আঘাত করিলেই প্রতিদ্বন্দ্বিদিগের সকলের শিরশ্ছেদন হয়। আমি ত ভাবিয়াই আকুল। কিন্তু উত্তোলিত অসি পতিত হওয়ার পূর্ব্বে অকস্মাৎ তাহারা যেন মন্ত্রবলে অক্ষতশরীরে অন্যের অলক্ষিতভাবে প্রস্থান করিল। যখন সেই সামান্য কয়েক ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে অসংখ্য দস্যুব্যূহ ভেদ করিয়া প্রবেশ করে, তখনই আমি তাহাদিগের বল বিক্রম ও অসীম সাহস দর্শন করিয়া, "এমন সাহসিক লোকও এদেশে আছে", ইহা ভাবিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। পরে আবার ঐরূপ শঙ্কটাবস্থা হইতে তাহাদিগের সকলকেই অক্ষত শরীরে প্রস্থান করিতে দেখিয়া যারপরনাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, যখন "দস্যুগণ" মনে করিলেই উত্তোলিত অস্ত্র আঘাত দ্বারা উহদিগের শিরশ্ছেদন করিতে পারিত, তখন আঘাত করিল না কেন ? অনন্তর সহজেই উপলব্ধি হইল, উহা প্রকৃত আক্রমণ নহে, দস্যুদিগেরই একটা কৌশলমাত্র। যদি কেহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে প্রবৃত্ত হয়, এই আশঙ্কায় দস্যুগণ আপনাপনি ঐরূপ বিপক্ষতার ভাণ করিয়া দর্শকমণ্ডলিকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল শুনিয়া বালক জিজ্ঞাসা করিলেন, আক্রমণকারীগণ কি এই দেশীয় লোক ? পথিক বলিলেন, তাহারা এদেশীয় লোক নহে, হিন্দুস্থানী। তখন বালক বলিলেন, আপনি যাহা অনুমান করিয়াছেন, তাহাই সত্য, উহারা নিশ্চিতই শত্রুদলভুক্ত লোক।

আমিত আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উহারা যে কত কৌশল জানে, তাহার সীমা নাই। শুনিয়াছি, আমাকে কৌশলে আয়ত্বাধীন করিবার জন্য এরূপ এক ঐন্দ্রজালিক নিযুক্ত করিয়াছে যে, একবার তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলে আর কোনরূপে নিস্তারের উপায় থাকিবে না। সে ইন্দ্রজাল বিদ্যায় এরূপ পারদর্শী যে, যাহাকে বশ করিতে হইবে, তাহাকে একবার দেখিতে পাইলে তখনই দুর্ব্বিগাহ মায়াজাল বিস্তার করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে।

তাহার মোহপাশে একবার বদ্ধ হইলে আর উদ্ধারের উপায় থাকে না; শুনিয়া হাস্যপূর্ব্বক পথিক বলিলেন, আপনি একথা কাহার নিকট শুনিয়াছেন? বালক বলিলেন, মাতৃকল্পা কোন স্ত্রীলোকের নিকট শুনিয়াছি। পথিক বলিলেন, ঐরূপ কথা স্ত্রীলোকের সত্য বলিয়া ধারণা হওয়া অসম্ভব নহে, বস্তুত উহা কিছুই নয়। শুনিয়া বালক বলিলেন, আপনি জানেন নাই বলিয়াই বোধ হয় অবিশ্বাস করিতেছেন, ঐন্দ্রজালিকের যথায় বাস, তথায় ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা বিশেষ প্রচলিত, আরও শুনিয়াছি, মায়াবী এমনই প্রচ্ছন্নবেশে চলে যে, তাহাকে মায়াবী বলিয়া কোনমতে চিনিতে পারা যায় না, সে মায়া প্রদর্শন পূর্ব্বক মিত্রভাবে সঙ্গ লইয়া অবশেষে ধনে প্রাণে উচ্ছেদ সাধন করে। তখন পথিক বিরক্তভাবে বলিলেন, আপনি একটা অমূলক কথা বারম্বার কেন উত্থাপন করিতেছেন? বালক ভীত ও নীরব হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পথিক বালককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, শ্মশানভূমিতে জনতা হইতে দেখিয়া, আমি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলাম, কিন্তু আমি স্পষ্টই দেখিয়াছি, আপনি তখন নিশ্চিন্তভাবে ছিলেন, ইহার কারণ কি?

বালক। আমিও চিন্তিত হইয়াছি।

পথিক। আপনি চিন্তিত হইয়াছেন, অশ্বারোহীর গমনের পরে।

বালক। আপনার অনুমান সত্য, কিন্তু অশ্বারোহীর গমনের পরে যে আমি চিন্তিত হইয়াছি, ইহা আপনি জানিলেন কিরূপে?

পথিক। আপনার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তখন আপনার মুখে চিন্তাভাব স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। যাহা হউক, অকস্মাৎ তখন চিন্তিত হওয়ার কারণ কি?

বালক। অশ্বারোহীই চিন্তার কারণ।

পথিক। পুলিশের লোক বলিয়া?

বালক। না, শত্রুপক্ষের লোক বলিয়া।

পথিক। আপনি কি উহাকে চিনেন?

বালক। না।

পথিক। চিনেন না, অথচ শত্রুপক্ষের লোক বলিয়া সন্দেহ হওয়ার কারণ কি?

বালক। বোধ হয় আপনি দেখিয়া থাকিবেন, শ্মশানভূমি হইতে অনেকে, অনেক দ্রব্য সংগ্রহ করিতেছিল?

পথিক। সংগ্রহ যে করিতেছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। প্রথমে এক ব্যক্তিকে একছড়া হার, অন্য এক ব্যক্তিকে মুক্তামালা এবং অপর একব্যক্তিকে বলয়বিশেষ কোন পদার্থ প্রাপ্ত হইতেও দেখিয়াছি। ঐ সকল দ্রব্য কাহার, কেইবা কি অভিপ্রায়ে এখানে এরূপভাবে নিক্ষিপ্ত করিয়া গেল, ভাবিয়া অস্থির হইতে হইয়াছে?

বালক। ঐ সকল দ্রব্য আমার।

পথিক। আপনার!

বালক। আজ্ঞে আমার।

পথিক। শ্মশানভূমিতে আপনার দ্রব্য?

বালক। আজ্ঞে ঐসকল আমারই দ্রব্য।

পথিক। আপনার দ্রব্য শ্মশানভূমিতে কেন?

বালক। আমিই নিক্ষিপ্ত করিয়াছি।

পথিক। কি কি দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়াছেন?

বালক। যাহা ছিল।

পথিক। সমস্ত?

বালক। সমস্তই।

পথিক। কেন নিক্ষেপ করিলেন?

বালক—নীরব, কোন উত্তর দিলেন না।

পথিক। কখন নিক্ষেপ করিয়াছেন?

বালক। আপনার আগমনের অধ্যবহিত পূর্ব্বে।

পথিক। যদি নিক্ষেপই করিয়াছেন, বলেন নাই কেন?

বালক। আপনি যখন আগমন করিলেন, তখন প্রভাত হইয়াছে, উদ্ধারের আর সময় ছিলনা, এইজন্য বলি নাই।

পথিক। উদ্ধারেরই যেন সময় ছিলনা, এতক্ষণ বলেন নাই কেন?

বালক। নির্ব্বোধের মত কার্য্য করিয়াছি শুনিলে আপনি বিরক্ত হইবেন, এই জন্যই বলি নাই।

পথিক। এখন কেন বলিলেন।

বালক। আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সুতরাং বলিতে হইল।

পথিক। তবে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতেছি ; আপনার দ্রব্যগুলিন কেন নিক্ষেপ করিয়াছেন বলুন ?

বালক—এবারও নিরুত্তর।

পথিক। অশ্বারোহি শত্রুপক্ষের লোক বলিয়া আপনার সন্দেহ হওয়ার কারণ কি ?

বালক। বোধহয়, বোধহয় কেন ? নিশ্চিতই অশ্বারোহি, কাহারও সংগৃহিত নামাঙ্কিত কোন পদার্থ দেখিয়া উহা যে আমারই এবং নিকটস্থ কোন স্থানে যে আমরা প্রচ্ছন্নভাবে আছি, ইহা বুঝিতে পারিয়া সংগ্রহকারির নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিয়াই, নিদর্শন সহিত সংবাদ দেওয়ার অভিপ্রায়ে, সোৎসাহে বিদ্যুদ্বেগে শত্রু সমীপে গমন করিয়াছে।

পথিক। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। গত কর্ম্মের অনুশোচনা করিতে নাই। আমি বিরক্ত হইব না, দ্রব্যগুলিন কেন নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন বলুন।

বালক। এই শ্মশানময় স্থানে, বৃক্ষোপরি একক অবস্থায়, ভয়ের যে সঞ্চার হইবে, ইহা আপনি সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন, তাহার পর আপনার প্রত্যাগমনে যত বিলম্ব হইতে লাগিল, ক্রমশ ততই অন্তর মধ্যে ভয়ঙ্কর বিভীষিকা বৃদ্ধি হওয়ায় মনে হইল, এরূপ অবস্থায় প্রাণধারণ অপেক্ষা প্র্যাণত্যাগ করাই ভাল। যাহা মনে হইল, তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল। তখন ভাবিলাম, যদি পোটমেণ্ট সহিত দ্রব্যগুলি বৃক্ষেই থাকে, কিম্বা উহা সহিত যদি স্থলবিশেষে নিক্ষেপও করি, তাহা হইলে উহা হয় ব্যক্তিবিশেষের হস্তগত, কিম্বা কোনরূপে রাজধনাগার গত হইবে, অতএব যাহাতে অনেকের হস্তগত হইতে পারে, সেই অভিপ্রায়েই এক একটী দ্রব্য ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিয়াছিলাম।

পথিক। (ক্ষণকাল স্থির ভাবে কি চিন্তা করিয়া) ঈষদ্ধাস্য সহকারে বলিতে লাগিলেন, আমি প্রত্যাগমন করিব, ইহাত আপনি জানিতেন, বৃক্ষে থাকিলে ঐ সকল দ্রব্যত আমিই পাইতাম।

বালক। আপনি পাইবেন, এমন কথা মনে হয় নাই। আর আপনি কি উহা গ্রহণ করিতেন ?

পথিক। স্বয়ং গ্রহণ না করিলেও আমি উহার সদ্ব্যয় করিতে পারিতাম, দীন দুঃখী, দরিদ্রকে দান করিতাম।

বালক। একথা আমার অন্তরে উদয়ই হইয়াছিল না।

পথিক। উদয় না হউক, যে জন্য দ্রব্য গুলি নিক্ষেপ করিলেন, তাহা সঙ্ঘটিত না হইল কেন? আত্মহত্যা না করিলেন কেন?

বালক। আত্মহত্যার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আপনি আগমন করিলেন, আর সুবিধা হইল না।

পথিক। সুবিধা হইল না নহে, আর প্রয়োজন হইল না বলুন।

বালক। তা—তা—

পথিক। আর তা, তা, করিতে হইবে না, স্থির হউন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বালক পথিককে বলিলেন, মহাশয় আমরা এখানে যেরূপ প্রচ্ছন্নভাবে ছিলাম, শত্রুর সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনাই ছিল না। দ্রব্যগুলি ইতস্তত নিক্ষেপ করিয়া আপনার বিপদকে আপনিই আহ্বান করিয়াছি। ঈশ্বর একান্তই নিগ্রহ! শুনিয়া পথিক বলিলেন, "ঈশ্বর নিগ্রহ" এমন কথা বলিতে নাই? বলিবেন না। ঈশ্বরের কাহারও প্রতি অনুগ্রহ, কাহারও প্রতি নিগ্রহ ভাব কথনই হইতে পারে না। তাঁহার সকলের প্রতিই সমান ভাব। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যখন যাহা ঘটে, তাহা মানুষের মঙ্গলের জন্যই সংঘটিত হয়, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর মানুষের মঙ্গলের জন্যই যে সংঘটিত হয়, উপস্থিত ঘটনাও তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।

বালক। (বিস্মিতভাবে) উপস্থিত ঘটনা দৃষ্টান্ত হইল কিরূপে?

পথিক। দ্রব্যগুলিন এক একটী করিয়া নিক্ষেপ করিতে অবশ্য অধিক সময় গত হইয়াছে। ঐ সূত্রে সমধিক সময় গত না হইলে আমার উপস্থিতির পূর্ব্বেই সর্ব্বনাশ সংঘটন হইত, আপনি আত্মহত্যা করিতেন।

বালক। আমি নিতান্ত নির্ব্বোধ। সংঘটিত ব্যাপারের গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে একান্ত অসমর্থ বলিয়াই, "ঈশ্বরেচ্ছায় যখন যাহা ঘটে, তাহা মানুষের মঙ্গলের জন্যই সংঘটিত হয়" এই মহার্থ বাক্যের জলন্ত দৃষ্টান্ত সম্মুখে উপস্থিত সত্বেও এ পর্য্যন্ত তাহা অবধারণ করিতে অক্ষম হইয়া সেই সর্ব্বমঙ্গলাকর ঈশ্বরের কার্য্যে দোষারোপ করিতেছিলাম, যদি আপনি বুঝাইয়া না দিতেন, তাহা হইলে ঐ মহার্থ বাক্যটীর সার্থকতা অবধারণে অসমর্থতা

প্রযুক্ত ভবিষ্যতে কত যে অনর্থ সংঘটিত হইত, তাহার ইয়ত্তা নাই। যাহা হউক, এখন হইতে ঐ মহার্থ বাক্যটী হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিল।

পথিক। আপনার কথা শুনিয়া তুষ্ট হইলাম। সহৃদয় ব্যক্তির অন্তরে সহজেই ঐরূপ ধারণা হইয়া থাকে। কিন্তু মধ্যে একবার আপনার সহৃদয়তার অভাব দর্শন করিয়া বড়ই দুঃখিত হইতে হইয়াছিল। অশ্বারোহির আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে সরাই অধ্যক্ষের সেই ষণ্ডা সহোদরটা, ভীম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যখন জনতার কয়েক ব্যক্তিকে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করিতেছিল, তদ্দর্শনে দুঃখিত না হইয়া আপনি প্রফুল্লিত হইলেন কিরূপে? আমি স্পষ্টই দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, আপনি প্রফুল্লিতচিত্তে ঈষদ্ধাস্য সহকারে অপরিস্ফুট স্বরে কি কয়েকটী শব্দও উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

বালক। জনতার মধ্যে কি কি ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা কি আপনি সমস্তই দর্শন করিয়াছিলেন?

পথিক। আমি তখন অধিকাংশ সময়ই আপনার মুখ পানে চাহিয়াছিলাম। মধ্যে মধ্যে এক একবার মাত্র জনতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম মাত্র। সরাই অধ্যক্ষের সহোদরটা লম্ফ দিয়া একটা বৃক্ষের শাখা হইতে মোড়া ষড়া কতকগুলা কি কাগজ সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহাও একবার দেখিয়াছিলাম।

শুনিয়া বালক বলিলেন, বৃক্ষ হইতে উহাকে যে কাগজ সংগ্রহ করিতে দেখিয়াছিলেন, তাহা সামান্য কাগজ নহে। গত কল্য ট্রেজরি হইতে আপনি যে দশ টাকা পরিমাণের একশত খণ্ড নোট পরিবর্ত্তন করিয়া আনিয়াছিলেন, উহা তাহাই। নোটগুলি যেরূপ ভাবে বৃক্ষে সংলগ্ন হইয়াছিল, তাহাতে জনতার অনেকেরই দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু সামান্য কাগজ বিবেচনাতেই হউক অথবা কণ্টকময় বৃক্ষে আরোহণের অসুবিধা জন্যই হউক, সে পর্য্যন্ত কেহ উহা সংগ্রহের চেষ্টা করে নাই। সরাই অধ্যক্ষের সহোদর নোটগুলি প্রাপ্ত হইল দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম। ভাবিলাম, আমাদিগের জন্য উহাদিগকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঐরূপে ক্ষতিপূরণ না হইলে চিরকাল অনুতাপ করিতে হইত।

অনন্তর উহার নিকটস্থ লোকেরা উহার সংগৃহীত কাগজগুলি নোট, বোধ হয় ইহা বুঝিতে পারিয়া উহা উহার নিকট হইতে অন্যায়রূপে অপহরণ করার অভি-

প্রায়ে উহাকে আক্রমণ করিয়া পীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেও ক্রোধে অস্থির হইয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে। আমার ভাবনা হইয়াছিল, আততায়ীরা উহাকে পরাভব করিয়া নোটগুলি অপহরণ করিবে। কিন্তু কেমন যে ধর্ম্মের কর্ম্ম, আততায়ীরা নোটত লইতে পারিলই না, অধিকন্তু অত্যন্ত প্রহৃত ও পরাজিত হইল। ধর্ম্ম পক্ষের জয় দেখিয়াই অকস্মাৎ আমার মুখ হইতে সেইরূপ অপরিস্ফুট স্বরে, "যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" এই কথা কয়টী উচ্চারিত হইয়াছিল।

ক্ষণকাল পরে ইহাও বুঝিতে পারিলাম, আততায়ীরা তাহাদিগের পূর্ব্ব সংগৃহীত দ্রব্য হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে। জনতা ভঙ্গের সময় সকলে দ্রুতপদে প্রস্থান করিলে উহারা তখনও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। উহাদিগের পরস্পরের কথাবার্ত্তায় উহাদিগকে নিতান্ত নির্ব্বোধ বা অশিক্ষিত কিম্বা ইতর শ্রেণীর লোক বলিয়াও বোধ হইল না। গমন কালে উহারা এই বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিল যে, ঈশ্বরেচ্ছায় যাহা পাইয়াছিলাম, তাহাতেই যদি সন্তুষ্ট থাকিতাম, যদি লোভের বশবর্ত্তী হইয়া লাভের দুরাশায় অপকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত না হইতাম, তাহা হইলে এরূপ ভাবে প্রহারিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হইত না, এবং সাধারণের ঘৃণার পাত্র কিম্বা সংগৃহীত সঞ্চিত পদার্থ হইতেও বঞ্চিত হইতে হইত না।

যাহা হউক, মহাশয় যে বলিয়াছিলেন, "মানুষ কষ্ট পায় বুদ্ধিদোষে" এই মহাত্ম বাক্যটীর উপস্থিত ঘটনাই একটী চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত, আততায়ীরা বুদ্ধিদোষে দুরাশা প্রণোদিত হইয়া ঈশ্বরের অনভিপ্রেত অপকার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে কখনই তাহাদিগকে এরূপে অপমানিত, লাঞ্ছিত এবং সঞ্চিত ধন হইতে বঞ্চিত হইতে হইত না।

শুনিয়া পথিক বলিলেন, আপনার ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় ভক্তি আছে। যাহারা হরিভক্ত, তাঁহাদিগকে কিছুই বুঝাইতে হয় না, হরির কৃপায় তাঁহারা সহজেই সকল বিষয় বুঝিতে পারেন।

অনন্তর পথিক মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ইতিপূর্ব্বে আমি বালককে যে বলিয়াছিলাম, "সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন অথচ কেহ কষ্ট পায়, এরূপ ইচ্ছা ঈশ্বরের নয়" একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে বালক তাহা বর্ত্তমান ঘটনা দ্বারাই বুঝিতে পারেন, কারণ "জগতে যে কোন কার্য্য সম্পাদন হইতেছে, তাহা সমস্তই যখন ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন, তখন বর্ত্তমান ঘটনায় আততায়ীগণ যে প্রহারিত হইয়া কষ্ট ভোগ্ করিল, ইহাও অবশ্য ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন বলিতে হইবে, কিন্তু উহারা যে কষ্ট

পায়, উপস্থিত ঘটনায় ঈশ্বরের এরূপ ইচ্ছা থাকার কোন কারণইত উপলব্ধি হইতেছে না; পক্ষান্তরে আততায়ীরা যে কেবল আপনাপন বুদ্ধি দোষে অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াতেই কষ্ট ভোগ করিল, তাহা স্পষ্টই প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে; সুতরাং "সকলই যে, ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন, অথচ কেহ কষ্ট পায় এরূপ ইচ্ছা ঈশ্বরের নয়।" তাহা বর্ত্তমান ঘটনা দ্বারাই অতি পরিষ্কাররূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। যাহা হউক এক্ষণ তাহা বালককে বুঝাইবার চেষ্টা করার প্রয়োজন নাই, ঈশ্বরের ইচ্ছায় প্রার্থিত জ্ঞাতব্য বিষয়ের রহস্য উদ্‌ঘাটন হইলে তখন বুঝাইয়া দিয়া বালকের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক, গন্তব্য পথে গমন করিব।

ক্ষণকাল পরে বালক পথিককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয়! আমার আবার সন্দেহ উপস্থিত হইল, বুদ্ধি দোষে বা অসৎ বুদ্ধি প্রণোদিত কার্য্য দ্বারা মানুষ কষ্ট পায়, ইহা যদিও বর্ত্তমান দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হইল, কিন্তু অন্যায় বা অপকর্ম্ম না করিয়াও যে মানুষ কষ্ট পায়, ইহা ঘটনা বিশেষের দ্বারা বহুকাল ব্যাপিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি, আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি, এ পর্য্যন্ত জ্ঞানত কখন কোন দুষ্ট বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হইয়া কোন অপকর্ম্মই করি নাই, অথচ দুষ্টবুদ্ধিপরবশ শত্রু কর্ত্তৃক আমাকে নিরবচ্ছিন্ন যারপরনাই কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। যদি অপকর্ম্ম না করিলে কষ্ট ভোগ করিতে না হয়, তবে আমি কেন এত দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া কষ্ট ভোগ করিতেছি?

শুনিয়া পথিক বলিলেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। সরাই অধ্যক্ষের সহোদরও প্রথমে কোন অপকর্ম্ম করে নাই, তথাপি তাহাকে আততায়ীদিগের দ্বারা আক্রান্ত ও উৎপীড়িত হইতে হইয়াছিল; তদ্রূপ আপনি নিরপরাধ হইলেও দুষ্ট শত্রু দ্বারা এক্ষণ আক্রান্ত ও উৎপীড়িত হইতেছেন, অবশেষ ন্যায়ের পক্ষ হইতে আততায়ীগণই যারপরনাই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে। সরাই অধ্যক্ষের সহোদর সম্বন্ধীয় ব্যাপার অতি সামান্য বিষয় লইয়া সংঘটন হইয়াছিল, যেমন সামান্য অপরাধ, আততায়ীরা তদনুরূপই দণ্ডিত হইল, সামান্য সময়ের মধ্যেই সকল বিষয় সুমীমাংসা হইয়া গেল। আপনার সম্বন্ধীয় ব্যাপার সম্ভবত যারপরনাই গুরুতর, সুতরাং ইহার মীমাংসা বা অপরাধ অনুসারে আততায়ীদিগের যথাযোগ্যরূপে দণ্ডিত হওয়া অধিক সময় সাপেক্ষ, আপনি সন্দেহ ত্যাগ করুন, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনই ঈশ্বরের কার্য্য। তাঁহার শ্রীমুখের আজ্ঞাই আছে, "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শ্মশান-ভূমির নিকটস্থ নদীজলে দলে দলে ধীবরগণ জাল ফেলাইয়া মৎস্য ধরিতেছে, বহু সংখ্যক ব্যাধ সাতনল স্কন্ধে করিয়া শ্মশান-ভূমির নিকটস্থ এ বৃক্ষের, সে বৃক্ষের তলদেশে গিয়া পাতায় পাতায় দৃষ্টিসঞ্চালনপূর্ব্বক পক্ষি অন্বেষণ করিতেছে, লাঠি সড়্‌কিধারি ছোটলোকেরা ছোট স্বীকার উদ্দেশে শ্মশানভূমির ঝোড় ও ঝুপড়ি জঙ্গল ঝাড়াই করিতেছে, আর ভিন্ন ভিন্ন দলের নিকটে এক এক জন ভদ্রলোক ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে।

পথিক, বালককে বলিলেন, বিষম বিপদ উপস্থিত। ধীবরাদি ছদ্মবেশীরা নিশ্চিতই শত্রুপক্ষের চর। শত্রু অশ্বারোহীমুখে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াই আমাদিগের অনুসন্ধানে ঐ সকল চর নিযুক্ত করিয়াছে, অতএব এক্ষণ আমাদিগের যতদূর সম্ভব সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। অনন্তর উভয়ে বৃক্ষের অপেক্ষাকৃত অগ্রভাগে ঘন পল্লববিশিষ্ট শাখায় আরোহণ করিয়া অধিকতর প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল পরে কতকগুলা ব্যাধ উক্ত বটবৃক্ষের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া পরস্পরে বলা-বলি করিতে লাগিল, গাছটার গোড়া হইতে গুঁড়ি পর্য্যন্ত জল উঠিয়া গাছটাত পড়ি পড়ি করিতেছে, তলায় গেলে পাছে গাছটা গায়ে পড়ে। উহাদের কথা শুনিয়া নিকটস্থ একটী যুবাপুরুষ ব্যাধগণের প্রতি তীব্র-কটাক্ষ করায়, তাহারা তাড়াতাড়ি যেই জলে নামিয়াছে, অমনি অনেকের গলা পর্য্যন্ত জল হইল, খর্ব্বাকৃতি দুইটা ব্যাধ একেবারে জলে ডুবিয়া গেল। অন্যান্য ব্যাধেরা উহাদিগকে জল হইতে কূলে উঠাইয়া আবার যেই জলে নামিতেছে, এমন সময় যুবাপুরুষ হঠাৎ ব্যস্তভাবে সকলকে ফিরিয়া আসিতে বলিল এবং আপনিও কিয়দ্দূরে গিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকাল মধ্যে দলস্থ সমস্ত লোক যুবকের নিকট উপস্থিত হওয়ায় যুবক তাহাদিগের সহিত চুপে চুপে কি কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

বালক পথিককে বলিলেন, মহাশয়! ঐ যুবকই ইতিপূর্ব্বে অশ্বে আরোহণ করিয়া জনতার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এক্ষণ পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়াছে; পথিক বলিলেন, উহার বর্ত্তমান বেশও স্বাভাবিকী বেশ বলিয়া বোধ হইতেছে না, সম্ভবত ছদ্মবেশে আসিয়াছে, যাহা হউক ইতিপূর্ব্বে যখন ব্যাধদিগকে বৃক্ষের তলদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিতে বলে, তখনই উহার স্বর শুনিয়া পরিচিত

স্বর বলিয়া আমার বোধ হইয়াছিল, এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, ঐ যুবকই গত রাত্রির দস্যুপতি। তখন উহার, ভয়ঙ্কর সাজ সজ্জা, সাহসিকতা, তথা তেজস্বিতা ও দাম্ভিকতা, প্রাতে অশ্বারোহি বেশে উহার বুদ্ধিমত্তা, কার্য্যকুশলতা এবং এক্ষণ নিরীহ ভদ্র বেশে উহার ধীরতা, গম্ভীরতা ও চতুরতা দর্শন করিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইতে হইয়াছে। যাহা হউক, যুবকের বয়স এবং মূর্ত্তি উহার বর্ত্তমান কুপ্রবৃত্তি এবং জঘন্য বৃত্তির সংপূর্ণ বিপরীত পরিচায়ক। যুবকের বয়স বিংশতি বৎসরের বড় বেশি বলিয়া বোধ হইতেছে না, এবং সুন্দর সুচারু মূর্ত্তি দেখিয়া সৎকুলোদ্ভব বলিয়াই বোধ হইতেছে ; তথাপি এই বয়সেই যখন উহার এরূপ কুপ্রবৃত্তি এবং যারপরনাই ঘৃণিত বৃত্তি, তখন অতঃপর উহা দ্বারা জগতের যে কত অনিষ্ট সংঘটিত হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

আমার সন্দেহ হইতেছে, আমরা যে এই বৃক্ষেই আছি, যুবক ইহা বুঝিতে পারিয়াই ব্যস্তভাবে ব্যাধগণকে তলদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিতে বলিয়াছিল এবং আমরা উহার ভাব বুঝিতে না পারি, এই জন্যই চতুরতাপূর্ব্বক সকলকে অন্তরে লইয়া গিয়া কি পরামর্শ করিতেছে। শুনিয়া বালক চমকিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, তবে এখন উপায়।

পথিক। আপাতত তেমন কোন উপায়ত দেখিতেছি না।

বালক। নদিতে সন্তরণ দেওয়া কি আপনার অভ্যাস আছে ?

পথিক। নিতান্ত অনভ্যস্ত না হইলেও আমার অদ্য নদীজলে অবতরণ নিষিদ্ধ।

বালক। নদীতে অবতরণ নিষিদ্ধ ?

পথিক। নদীতে না হইলেও গঙ্গাতে।

বালক। কেন ?

পথিক। এখন বলা উচিত নয়, বলিব না ?

বালক। গঙ্গার সহিত এই নদী কি সংলগ্ন।

পথিক। সংলগ্ন হউক আর নাই হউক, নদীজলে অবতরণ অদ্য অকর্ত্তব্য।

বালক। অকর্ত্তব্য না হইলে সন্তরণের দ্বারা উত্তরণের আশা করিতেন কি ?

পথিক। না।

বালক। কেন ?

পথিক। আপনি বালক, তাই কেন বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এরূপ বিস্তীর্ণ নদীর প্রখর স্রোত সন্তরণের দ্বারা উত্তরণের আশা মানুষে কখন করিতে পারে না।

বালক। আমারত সংপূর্ণ সাহস হইতেছে।

পথিক। সে দুঃসাহস।

বালক। সন্তরণে বিশেষ পটুতা আছে বলিয়াই সাহস হইতেছে।

পথিক। যতই পটুতা থাকুক না কেন, কখনই এরূপ দুস্তর নদী সন্তরণের দ্বারা উত্তীর্ণ হওয়ার আশা করিবেন না।

বালক। পটুতা জ্ঞাত নহেন বলিয়াই আশঙ্কা করিতেছেন।

পথিক। জ্ঞাত থাকিলেও আশঙ্কা করিতাম, যে প্রখর স্রোত বহুদর্শী নাবিকেরা নৌকাযোগেও উত্তীর্ণ হইতে সাহস করে না, সে স্রোত সন্তরণের দ্বারা উত্তীর্ণের আশা?

বালক। অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইব, আপনি আশীর্ব্বাদ ও অনুমতি করুন।

পথিক। অন্তত আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন।

বালক। আর অপেক্ষা করিলে কি হইবে?

পথিক। যদি নিতান্তই বিপদ নিবারণের উপায়ান্তর উদ্ভাবন না হয়, তখন না হয় তাহাই করিবেন।

বালক। তখন আর কখন! এখনও উপায় আছে। যদি শত্রুগণ বৃক্ষের তলদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন যে আর উপায় থাকিবে না।

পথিক। উপায় থাকিবে না কেন?

বালক। সন্তরণেই পটুতা আছে, কিন্তু এত উচ্চ হইতে ঝাঁপ দিয়া পতনত সাধ্যায়ত্ব নয়, এখান হইতে ঝাঁপ দিলে হয় জলে নিমজ্জিত, না হয় পঙ্কে এরূপ ভাবে প্রোথিত হইতে হইবে, যে আর উত্থানশক্তি থাকিবে না।

পথিক। যদি ঈশ্বর এরূপ অপার নদী সন্তরণ দ্বারা উত্তীর্ণ হইবার সুবিধা করিয়া দেন, তবে তিনিই তখন অবতরণেরও উপায় করিয়া দিবেন। এখন অনুপায়ের উপায় সেই হরির স্মরণ করুন।

বালক। হরি ভিন্ন উপায় নাই সত্য, কিন্তু আপনিই বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বর যাহা করিবেন, অবশ্য তাহাই হইবে, কিন্তু তথাপি যতদূর সম্ভব, মানুষের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।"

পথিক। চেষ্টার আর সময় কৈ? শত্রুগণ নিশ্চিতই অলক্ষিতভাবে এই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আছে, অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলে অবতরণের পূর্ব্বেই তাহারা তলদেশে আসিয়া উপস্থিত হইবে।

বালক। ক্রমশঃ বিপদ আসন্ন ভাবিয়া আমার অন্তর অস্থির হইতেছে।

পথিক। হরির ধ্যান কর, চিত্ত স্থির হইবে।

বালক। চিত্ত স্থির হইবে কিরূপে? ক্রমশঃ যে প্রস্থানের পথ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে।

পথিক। (বিরক্তভাবে) যদি সন্তরণের দ্বারা উত্তরণের এতই আশা ছিল, তবে পূর্ব্বে কেন বলেন নাই।

বালক। তখনত আশু বিপদপাতের এরূপ আশঙ্কা ছিল না।

এবার পথিক অত্যন্ত বিরক্তভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, এখন যাহা বলি শুনুন, একমনে হরির ধ্যান করুন। তিনিই প্রস্থানের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন। শুনিয়া বালক মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ইনি (পথিক) যাহা বলিতেছেন, অবশ্য আমার হিতকামনা করিয়াই বলিতেছেন, কিন্তু হিতে যে বিপরীত হইবে, একথা বুঝিতেছেন না। অথবা উঁহার দোষ কি! যখন বিপদ উপস্থিত হয়, তখন মঙ্গলজনক উপাদানওত অমঙ্গলের নিদান হইয়া থাকে। গোদোহন কালে গাভির জঙ্ঘাও বৎসবন্ধনের স্তম্ভের কার্য্য করিয়া থাকে। "আপদামাপতন্তীনাং হিতোঽপ্যায়াতি হেতুতাং। মাতৃজঙ্ঘা হি বৎসস্য স্তম্ভী ভবতি বন্ধনে।" ইনি অনুমতি দিবেন না, অকারণ তর্ক করিয়া উঁহাকে আর বিরক্ত করা উচিত নয়, অনন্তর বালক স্থিরভাবে পথিকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেখিয়া পথিক বলিলেন, বিমর্ষভাবে চাহিয়া থাকিলে কি হইবে? কায়মনোবাক্যে এখন সেই বিপদভঞ্জন মধুসূদনের স্মরণ করুন।

বালক একমনে ঈশ্বরের ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন, আর পথিক শত্রুগণকে কোথায় কি করিতেছে, ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া তাহাই দেখিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

একখানি ক্ষুদ্র নৌকা পারঘাট হইতে নদীর ধারে ধারে ধীরে ধীরে বৃক্ষের তলদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। পথিক দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, যুবকই, কয়েকজন সহচর অনুচর সহিত নৌকার মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে আরও কয়েকখানা লোকপূর্ণ ছোটবড় নৌকাও তীরবেগে বৃক্ষের তলদেশে উপস্থিত হইয়া নদীর গর্ভের দিকে সারি দিয়া দাঁড়াইল। ধীবরেরা জাল

সহিত ক্রমশঃ বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, ছোটলোকেরা লাঠি সড়কী সহিত এবং ব্যাধগণ সাতনল পরিত্যাগপূর্ব্বক লগুড় হস্তে লইয়া কূলের দিক ঘেরিয়া দাঁড়াইল। পথিক দূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে ভিন্ন ভিন্ন বেশে বহু লোক বৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া দ্রুতপদে আগমন করিতেছে। বৃক্ষের তলদেশে পুনর্ব্বার চাহিয়া দেখেন, যুবক তখন সশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আনন্দ-*সূচক সংকেতে সহচর অনুচরদিগকে নিকটস্থ হইবার জন্য আহ্বান করিতেছে।*

আর বিপদপাতের অধিক বিলম্ব নাই দেখিয়া, পথিক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধ্যাননিরত বালকের মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, বৎস! এই যে শত্রুগণ সপ্তরথির ন্যায় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া চতুর্দ্দিকে তোমার প্রস্থানের পথ বন্ধ করিয়া তোমাকে হত্যা করিবার জন্য ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে, তুমি এপর্য্যন্ত তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না, কিন্তু ক্ষণকাল মধ্যে জানিতে পারিবে, অদ্য একমাত্র আমিই তোমার হত্যার হেতু।

হায় বৎস! তোমার যেরূপ বল বিক্রম, আবার তোমার যেরূপ সন্তরণক্ষমতা আছে বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলে, যদি আমি ভ্রমবশতঃ বাধা না দিতাম, তাহা হইলে, তুমি এতক্ষণ নদী উত্তীর্ণ হইয়া আত্মরক্ষা করিতে, সন্দেহ নাই, হায় বৎস! কেবল আমারই নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ এখনই তোমাকে বন্দী হইতে হইবে, হয়ত সঙ্গে সঙ্গে হত্যাকাণ্ডও সঙ্ঘটিত হইবে। হায়! আমি কি করিলাম! প্রস্থানে বাধা দিয়া বালকের বন্ধন এবং হত্যার হেতু হইলাম!! ভ্রমে পতিত হইয়া পলায়নোদ্যত সিংহশাবককে মোহ-মন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া সাক্ষাৎ কালস্বরূপ ব্যাধরূপী শত্রুর পিঞ্জরস্থ করিয়া দিলাম!!! হায়! আজ আমি ভ্রমবশতঃ কি কুকর্ম্মই না করিয়াছি, বালক প্রস্থানের অনুমতির জন্য বারম্বার কতই না ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিল, অবশেষে যখন আমি বিরক্তি প্রকাশ করিলাম, তখন একান্তই যেন বিধাতা বাম. এই ভাব প্রদর্শন করিয়া বালক নিরতিশয় কাতরভাবে ম্লানবদনে আমার মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তখনও কেন আমার ভ্রম দূর হইল না? তখনও কেন জ্ঞানোদয় হইল না! তখনও কেন অনুমতি দিলাম না! যদি অনুমতি না দিয়াও নিবারণ না করিতাম, যদি বালকের ব্যাকুলতা দেখিয়া তখনও নীরব থাকিতাম, শেষে যদি "অন্ততঃ আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর" এই কথা না বলিতাম, সর্ব্বশেষে যদি "এখন যা বলি তাই শুন" এই কথা বিরক্ত-ভাবে না বলিতাম, তাহা হইলে, বালক এতক্ষণ নদী উত্তীর্ণ হইয়া জীবনরক্ষা করিত, সন্দেহ নাই।

হায়! যে বালক গত রাত্রিতে আমার বিপদ সন্দেহমাত্র করিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই বালকের হত্যার একমাত্র আমিই কারণ হইলাম, হায়! এখন আমি কেমন করিয়া তাহার হত্যা স্বচক্ষে দর্শন করিব, হায়! হায়! এ মনস্তাপ রাখিবার যে আর স্থান নাই। এখন করি কি! অন্তর যে একান্তই অস্থির হইয়া উঠিল, অন্তর মধ্যে অসহনীয় পরিতাপাগ্নি যে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, হৃদয় যে দগ্ধ হইয়া গেল, আর যে সহ্য হয় না। এ অগ্নি ত সহজে নির্ব্বাণ হইবে না, তবে এখন করি কি! জানি মৃত্যুকামনা করিতে নাই, কিন্তু মৃত্যু ভিন্ন এ যন্ত্রণা নিবারণের ত অন্য উপায় নাই। জানি আত্মহত্যা মহাপাপ, কিন্তু তাহা ভিন্ন আশু মৃত্যুরত সম্ভাবনা নাই। জানি আত্মহত্যা ঈশ্বরের অনভিপ্রেত, কিন্তু কে বলিবে, এরূপ ভয়ঙ্কর ভ্রান্ত ব্যক্তির আত্মহত্যায় ঈশ্বরের অভিমতি নাই। যেমন কর্ম্ম, তেমনই ফল হওয়া উচিত। যেমন পাপ, তেমনই প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত। যেমন ভয়ঙ্কর ভ্রম, তেমনই সাঙ্ঘাতিক সংশোধন হওয়া উচিত।

একবার এক ভ্রমে প্রভুকে পথের পথিক করিয়া নিরন্তর ত পথে পথে ভ্রমণ করিতেছি। আবার এই এক ভ্রমে এক নিরপরাধী বালকের হত্যাকাণ্ড পর্য্যন্ত সঙ্ঘটিত হইতে চলিল, জীবিত থাকিলে অতঃপর আমার দ্বারা আরও যে কত অনর্থ উৎপাদিত হইবে, তাহার কি ইয়ত্তা আছে? এরূপ ভয়ঙ্কর ভ্রান্তব্যক্তি হইতে জগতের যত অমঙ্গল সাধিত হয়, দুর্ব্বৃত্ত দুরাচারদিগের দ্বারা তাহার শতাংশের একাংশও সাধিত হয় কি না সন্দেহ, উপস্থিত ঘটনাই তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ। এইত শত সহস্র দুষ্টলোক বালকের নিধন সাধন মানসে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া নিরন্তর নিয়োজিত রহিয়াছে, তথাপি কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, কিন্তু আমার এক ভ্রমেই তাহা নিমেষমধ্যে সংসাধিত হইতে চলিল, অতএব এরূপ ভ্রান্ত ব্যক্তির জীবন ধারণ করিয়া উপর্য্যুপরি জগতের অনিষ্ট সাধন করা অপেক্ষা পৃথিবী হইতে একেবারে অপসৃত হওয়ার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য এবং এই যুক্তিই সর্ব্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত ও সাধুজন অনুমোদিত, সুতরাং ঈশ্বরেরও অভিপ্রেত, কিন্তু বড় দুঃখ রহিল, প্রভুর উদ্দেশ হইল না, দুষ্টদলন করিতে পারিলাম না, সঙ্কল্পিত ব্রতের উদ্যাপন হইল না।

হরি হে! পতিতপাবন! আজীবন প্রাণপণে ন্যায়পথে বিচরণের চেষ্টা করিয়া শেষে কি এই ফললাভ হইল,—একটী নিরপরাধ বালকের হত্যার কারণ হইতে হইল, অবশেষ আত্মহত্যা-মহাপাপে লিপ্ত হইতে হইল। হে ভ্রমভঞ্জন মধুসূদন! এখনই যে বালককে বলিয়াছি, "ঈশ্বরের ইচ্ছায় যখন যাহা ঘটে, তাহা মানুষের

মঙ্গলের জন্যই সংঘটিত হইয়া থাকে," এ হতভাগ্যের ভাগ্যদোষে কি সে মহার্ঘ বাক্যটী আজ ব্যর্থ হইবে। এখনই যে "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্," কবিতা আবৃত্তি করিয়া বালককে বুঝাইয়াছিলাম, শিষ্টের পালন এবং দুষ্টের দমন করাই ঈশ্বরের একমাত্র কার্য্য, হে দুষ্টদলন হরি! আমার ভাগ্যদোষে তোমার সেই শ্রীমুখের আজ্ঞারও কি অন্যথা হইবে?

অতঃপর পথিক দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বালকের মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, বালক নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ। পথিক বুঝিতে পারিলেন, বালক আপনার অন্তিম সময় জানিতে পারিয়া তদ্গদচিত্তে ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন। এরূপ নিরপরাধ, নিঃসহায় বিপন্ন বালকের প্রতি যে ঈশ্বরের কটাক্ষ হইবে না, ইহাত সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না, এরূপ ত কখন হইতেই পারে না, হইবেও না, অতএব আমিও এই অন্তিম সময়ে একবার সেই বিপদতারণ, সেই ভ্রমভঞ্জন মধুসূদনকে শেষ ডাক ডাকিয়া দেখি। "হরি হে, মধুসূদন! তুমি দুর্দ্দান্ত দুরাচার মধুদৈত্যের নিধন সাধন করিয়া দেবগণকে নিরাপদ করিয়াছিলে, আর এই পাষণ্ড দুরাচারদিগের দমন করিয়া এই নিরপরাধ বালককে রক্ষা করিবে না?"—ইহা বলিয়াই পথিক চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

কতক্ষণের পর বৃক্ষের তলদেশে শত্রুদিগের মধ্যে অকস্মাৎ একটা আনন্দ-সূচক কোলাহল উত্থিত হওয়ায়, তাহা শ্রবণ করিয়া বালকের ধ্যানভঙ্গ হইল। বালক বৃক্ষের তলদেশে চাহিয়া দেখিলেন, শত্রুগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, জলে স্থলে এরূপভাবে বেষ্টন করিয়াছে যে, কোনদিকে কোনরূপে প্রস্থানের কিছুমাত্র উপায় নাই। ভাবিলেন, শত্রুগণ ত্বরিতে বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া তাঁহাকে বন্দি এবং হত্যা করিবে, শত্রুগণের আনন্দসূচক কোলাহলের ইহাই একমাত্র কারণ। এখন করি কি, আরত কোন উপায় নাই, সময়ও নাই, শত্রুগণ চতুর্দ্দিকে যেরূপ অধিক দূর ব্যাপিয়া বেষ্টন করিয়াছে, যথাসাধ্য বলপূর্ব্বক লম্ফ দিলেও, শত্রুব্যূহের মধ্যেই পতিত হইতে হইবে; সুতরাং আত্মরক্ষার ত আর উপায় নাই, তবে যদি কোনরূপে অতর্কিতভাবে শত্রুদলের মধ্যে পতিত হইয়া যথাসাধ্য শত্রুদলন করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারি, এখন তাহাই প্রার্থনীয়।

বালক পুনর্ব্বার সতর্কভাবে বৃক্ষের তলদেশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন, উপস্থিত ক্ষেত্রে শত্রুগণের মধ্যে যুবকই প্রধান, উহার নৌকাও বৃক্ষের সন্নিকটে থাকায়, উহাতে অতর্কিতভাবে পতিত হওয়ারও সুবিধা আছে। যদি ঈশ্বরের ইচ্ছায় হত হওয়ার পূর্ব্বে অন্ততঃ যুবককেও নিহত

করিতে পারি, তাহা হইলেও, সুখে মৃত্যু হইবে। অনন্তর তিনি কোন্‌দিক দিয়া কিরূপে যুবকের নৌকায় পতিত হইবেন, তাহা স্থির করিয়া বিদায় গ্রহণ জন্য পথিকের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, পথিকের চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে, তিনি নয়ন মুদ্রিত করিয়া নিস্তব্ধভাবে ধ্যানে নিমগ্ন। বালক হস্ত দ্বারা তাঁহার পদস্পর্শ করিলেন। পথিক চাহিলেন না। বালক মনে মনে বলিতে লাগিলেন, মহাত্মাদিগের কি মাহাত্ম্য, ভাবই বা কি বিচিত্র, দেহই বা কি পবিত্র; স্পর্শমাত্রেই তাপিত হৃদয় যেন শীতল হইল। পরম পবিত্র পুরুষকে মৃত্যুকালীন স্পর্শ করায়, পরকালের পথও প্রশস্ত হইল।

ইতিপূর্ব্বে দূরে পুলিশ সাহেবকে আগমন করিতে দেখিয়াই, যুবকের দলমধ্যে আনন্দসূচক কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল, এক্ষণ সাহেব স্বদলে সজ্জিত হইয়া বালককে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইয়া যাওয়ার জন্য রাশি রাশি শৃঙ্খল সহিত বৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হওয়ামাত্র যুবকের দলমধ্যে পুনর্ব্বার আনন্দ সূচক কলরব উপস্থিত হইল। বালক পুলিশ সাহেবের আগমনে ভীত বা চিন্তিত না হইয়া বরং আনন্দিত হইলেন, তিনি ভাবিলেন, যেরূপে শত্রু দলন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগের কল্পনা করিয়াছি, পুলিশ সাহেবের উপস্থিতিতে সে সুবিধা অন্তর্হিত হওয়ার আশঙ্কা ত নাই, অধিকন্তু পশ্চাতে শত্রুগণ কর্ত্তৃক ইঁহার (পথিকের) প্রতি অত্যাচারের যে আশঙ্কা ছিল, ঈশ্বরের অনুগ্রহে এক্ষণে তাহাও তিরোহিত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

এতক্ষণ যুবকের নৌকা একটু অন্তরে ছিল। এক্ষণ যুবক স্বীয় নৌকা বৃক্ষের নদীদিকস্থ গাত্রে সংলগ্ন করিয়া সাহেবের তথায় উপস্থিতির অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পুলিশ সাহেব উপকূল হইতে একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ করিয়া বৃক্ষের তলদেশে গিয়া "ফেরারি কোথায়?" এই কথা জিজ্ঞাসা করায়, যুবক উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া যেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বালককে দেখাইয়া দিলেন, অমনি বৃক্ষনাথ * ভয়ঙ্করভাবে কম্পিত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ নদীজলে শায়িত

* বটবৃক্ষ।

হইলেন। বৃক্ষচাপে চর, অনুচর ও যুবক সহিত নৌকাখানি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া নদী-জলে নিমগ্ন হইয়া গেল, শাখা প্রশাখায় আঘাত প্রাপ্ত হইয়া আরোহীর সহিত আরও কয়েকখানা নৌকা নিমজ্জিত হইল, প্রচণ্ড জল-হিল্লোলে কয়েকখানা নৌকা অর্দ্ধনিমজ্জিত হইয়া দূরে সঞ্চালিত হইল, আরোহীদিগের অনেকেই নিমগ্ন ও অদৃশ্য হইল, কেহ কেহবা মৃতকল্পাবস্থায় স্রোতাভিমুখে ভাসিয়া গেল। জলে স্থলে, চর অনুচর সহচরদিগের হাহাকার রবে মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল। দর্শকমণ্ডলী কিছুই জানে নাই, শুনে নাই, অথচ ধর্ম্মের এমনই মাহাত্ম্য, "ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়" বলিয়া তাহারা আনন্দসূচক হরিবোল হরিবোল শব্দে দিগ্‌দিগন্ত পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল।

বৃক্ষের কম্পন প্রভাবেই পথিকের ধ্যান ভঙ্গ হইয়াছিল। পরে নদীরদিকে বক্রভাব আরম্ভ হওয়ায়, তখন বালক ও পথিক বৃক্ষের শাখা দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়াছিলেন। এক্ষণ দেখিলেন,—যে শাখায় তাঁহারা উপবেশন করিয়া আছেন, তাহার ৩।৪ হস্ত নিম্নেই নদীর স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। বালক পথিককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয়! আর চিন্তা নাই, ঈশ্বর আপনার স্তবে তুষ্ট হইয়া আমার প্রস্থানের পথ সর্ব্বতোভাবে পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর আপনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া যদিচ্ছা স্থানে গমন করুন, স্বয়ং পুলিশ সাহেব উপস্থিত, শত্রুগণ আপনার প্রতি আর কোনরূপ অত্যাচার উৎপীড়ন করিতে পারিবে না, অতঃপর আমি বিদায়।

"প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং। বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদং। কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে॥" আবৃত্তি করিয়াই, বালক প্রখরপ্রবাহে পতিত হইলেন।

পথিক ভাবিলেন, এরূপ সুবিস্তীর্ণ নদীর প্রখর প্রবাহ আমারত উত্তীর্ণ হওয়ার আশা নাই, অবতরণ করিলে নিশ্চিতই প্রাণ বিনষ্ট হইবে। পক্ষান্তরে জ্যোতি-ষীর গণিত তৃতীয় দিবস অদ্যই হইতেছে। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া মহাপাপের কার্য্য, কিন্তু আমার অন্তর যে নিবৃত্ত হইতেছে না, করি কি! অথবা চিন্তা করা বৃথা, অন্তরিন্দ্রিয়াদির পরিচালক সেই হৃদয়স্থ হৃষীকেশ যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। অনন্তর "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" আবৃত্তি করিতে করিতে পথিকও অতল নদীপ্রবাহে পতিত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

বালক ত্বরায় উত্তীর্ণ হওয়ার আশায় সম্যক্ বল প্রয়োগ পূর্ব্বক সন্তরণ দিতে-ছিলেন, আর পথিক স্রোতের অনুবর্ত্তী হইয়া ধীরে ধীরে প্রবাহ উত্তীর্ণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বালক নদীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখেন, পথিক পশ্চাতে পশ্চাতে সন্তরণ দিয়া আসিতেছেন, কিন্তু স্রোতের তাড়নায় অনেক দূরে নীত হইয়াছেন। বালক পথিকের নিকটস্থ হওয়ার অভি-প্রায়ে সন্তরণে শৈথিল্য করায় স্রোতোবেগে ক্রমশঃ পথিকের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। পথিকও বালকের ভাব বুঝিতে পারিয়া নিকটস্থ হওয়ার অভিপ্রায়ে অপেক্ষাকৃত অধিক বলে সন্তরণ দিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে বালক একটা আবর্ত্তে পতিত হইয়া পথিককে বলিলেন, "মহাশয়! অকস্মাৎ রজ্জুবৎ কোন বৃহৎ জন্তু উভয়পদ বেষ্টন করিয়া আমাকে যেন নিম্নদিকে আকর্ষণ করিতেছে।" শুনিয়া পথিক প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে বালকের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বালক পথিকের গলদেশ ধারণ করিয়া বলিলেন, মহাশয়! পদসঞ্চালনের উপায়ত নাই, হস্তদ্বয়ও শিথিল হইয়া আসিতেছে, জন্তুটা আমাকে নিমগ্ন করিবার জন্য নিরন্তর আকর্ষণ করায় ক্রমশঃ সমস্ত শরীরও অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। বিধাতা বুঝি একান্তই বাম। জন্তুটা ক্রমশঃ যেরূপ অধিকতর বলে আকর্ষণ করিতেছে, যদি এই ভাবে আর কিছুক্ষণ আপনার গলদেশ ধারণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে, আপনাকেও নিমগ্ন হইতে হইবে।

ইহা বলিয়াই বালক পথিকের গলদেশ হইতে হস্ত অপসারণ করিলেন এবং হরি রক্ষা কর, বলিয়াই জলে নিমগ্ন হইলেন। পথিক সঙ্গে সঙ্গে বালককে উত্তোলন করিলেন বটে, কিন্তু অধিকক্ষণ উত্তোলন করিয়া রাখিতে পারিলেন না। বালককে রক্ষার্থে পথিকের সমধিক বলপ্রয়োগ আবশ্যক হওয়ায়, সন্তরণের অভাবনিবন্ধন প্রখর স্রোতোবেগে ক্ষণকাল মধ্যে উভয়ে অধিক দূরে নীত ও পুন-র্ব্বার একটা উৎকট আবর্ত্তে পতিত হইলেন, এবং হরি রক্ষা কর, হরি রক্ষা কর, বলিতে বলিতে উভয়ে অতল জলে নিমগ্ন হইলেন। আর কেহই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না। কাল কংসাবতী, বালক এবং পথিককে গর্ভস্থ করিল দেখিয়া, দর্শকমণ্ডলি হাহাকার করিতে লাগিল।

জ্যোতিষীর গণনা ব্যর্থ হইল, জ্যোতিষশাস্ত্রের মর্য্যাদা গেল, আর অকলঙ্ক হরিনামে কলঙ্ক রহিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পাঁড়ে প্রমুখ গোয়েন্দাত্রয়ের পুরস্কারের পাঁচশত টাকার নোট পাঁড়ের হস্তেই প্রদত্ত হইয়াছিল। মুদি মহাশয়ের ইচ্ছা উড়ে মেড়া পাণ্ডাটাকে ফাঁকি দিয়া তিনি এবং পাঁড়ে উভয়ে সমস্ত টাকাটা দুইভাগে বিভক্ত করিয়া লইবেন, আর পাঁড়েজির ইচ্ছা কাহাকেও কিছু না দিয়া সমস্তই গর্ভস্থ করিবেন। কিন্তু পাণ্ডা কোনমতেই ছাড়িল না। ছায়ার মত পাঁড়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে লাগিল। তখন নোট ভাঙ্গাইয়া টাকা করা হইল, অবশেষ অংশের ন্যূনাধিক্যের কথা লইয়া যেই তুমুল হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়াছে, অমনি আহার্য্য অন্বেষণ বিষয়ে গগনবিহারি বামুন শকুনীর ন্যায় দুরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং রাঙ্গা মাথা বিশিষ্ট, নররূপী কোন ভয়ঙ্কর জন্তু কর্ত্তৃক সকলে ধৃত ও থানাতে নীত হইলেন। ডেকেতি মোকদ্দমায় বি ফরম পূরণ করিয়া দারোগা মহাশয় সট্‌কায় মুখ লাগাইয়া বসিয়াছিলেন, প্রহরির মুখে হঙ্গামার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হঙ্গামাকারীদিগকে উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, টাকা কাহার? পাঁড়ে, পাণ্ডা এবং মুদি তিনজনেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "টাকা আমার একার, আর কাহারই নহে," দারোগা সুযোগ পাইয়া ধমকাইয়া বলিলেন, তোমরা সকলেই মিথ্যা বলিতেছ, সত্য না বলিলে সকলকেই চালান দিব।

মুটে তাঁতিটা পাণ্ডার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল, সে চালানের কথা শুনিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া বলিল, "টাকা আমারও নহে, উহাদেরও নহে, টাকা লোটের।" শুনিয়া দারোগা বলিলেন, তুমি খাঁটি সত্যবাদী বটে, কিন্তু তোমার জবান কিছু নাদুরস্ত আছে, লোটের না বলিয়া লুটের বলিবে। শুনিয়া তাঁতি বলিল, হাঁ ধর্ম্মাবতার! লোটের নয় লুটের; অনন্তর দারোগা পাণ্ডার দিকে চাহিয়া "এই ব্যাটার, পাণ্ডাভাবে গৃহস্থের ঘরে প্রবেশ করিয়া কোথায় কি আছে, সন্ধান আনাই কার্য্য," আর পাঁড়ের দিকে চাহিয়া "এই নামকাটা কনেষ্টবল বেটার এখন চুরি ডাকাইতিই একমাত্র ব্যবসা হইয়াছে," বলিয়া ধমক দেওয়ায়, মুদি মনে করিল, আমারত কোন দোষ নাই, সুতরাং আমি একাই সমস্ত টাকাটা পাইতে পারিব, ইহা স্থির করিয়া অতি আহ্লাদিত অন্তরে সে যেই দারোগার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে, অমনি দারোগা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, এ বেটা গত রাত্রিতে নিশ্চিতই ডাকাইতদিগের মশালচি ছিল, মশালের ফিন্‌কুটী পড়িয়া,

বেটার মুখে ফোস্কা হইয়াছে, মাথার চুল পুড়িয়াছে, শুনিয়া মুদি মহাশয়ত একেবারে অবাক। অবশেষ মুদি মহাশয় অনেক দোহাই দস্তর দিয়া, কলিকার আগুনে মুখ পুড়িয়াছে বলিলেন, সরেজমিন তদারকের প্রার্থনা করিলেন, অবশেষ একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতকে রোয়েতের সাক্ষি মানিলেন, কিন্তু কিছুই গ্রাহ্য হইল না।

দারোগা সকলকেই চালান দিবেন বলিলেন, গত্যন্তর না দেখিয়া আসামীরূপী গোয়েন্দাত্রয় পরামর্শ করিয়া, পাঁড়ের পূর্ব্বপরিচিত পুরাতন পুলিসের কোন পুরাতন পাপিকে একখানা হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দেওয়ায় সে সকলকে খালাস করিয়া দিল।

যেমন পাপ তেমনই প্রায়শ্চিত্ত হইল, চোরের ধন বাটপাড়ে লইল, হ্যাণ্ড-নোটে দক্ষিণান্ত হইল, সকলের পাপ দারোগার ঘাড়ে চাপিল, দারোগার চারি পোয়া পাপ পরিপূর্ণ হইল।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কংসাবতী নদীর পারঘাটের পরপারে পূর্ব্বদিকে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে নদী-পুলিনে, বৃহৎ অশ্বথ বৃক্ষমূলে, রক্তকৌপিনধারী এক পরমহংসের আশ্রম পরমহংস পরমযোগী পরাৎপর পরমেশ্বরে চিত্ত অর্পণপূর্ব্বক শুভাশুভ কর্ম্ম ক্ষয়ার্থই সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। পরমহংসের বিষয়ান্তরে যত্ন নাই, মমতা নাই, স্পৃহা নাই। লাভালাভ, মানাপমান, সুখদুঃখে তাঁহার তুল্যজ্ঞান; তিনি শুদ্ধচিত্তে, নিয়ত নির্দ্বন্দ্ব নিরাগ্রহভাবে তত্ত্বমার্গেই ভ্রমণ করেন। পরমহংস আশ্রমেই অধিক দিন কালাতিপাত করেন, মধ্যে মধ্যে অন্যত্রে গমন করিলেও দেবপ্রাঙ্গন, বৃক্ষমূল কিম্বা নদী-পুলিন প্রভৃতি সাধারণ ভোগ্যভুমি ব্যতীত কুত্রাপি অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করেন না। ধনী জ্ঞানী ভক্তবৃন্দ পর্য্যাপ্ত পারমাণে আহার্য্য দ্রব্য প্রদান করিলেও প্রাণধারণোপযোগী দানের কিঞ্চিন্মাত্রও অধিক কথনই গ্রহণ করিতেন না।

সকলে বলিতেন, অনেকেই জানিতেন, পরমহংস ত্রিকালজ্ঞ। ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান তাঁহার অবিদিত ছিল না। তাঁহাকে কেহ কথন কোন প্রকারে ক্রোধের কি লোভের বশীভূত হইতে কিম্বা ক্লেশ অনুভব করিতে দেখে নাই। পরমহংসের আশ্রমে অনেকগুলিন শিষ্য, উপশিষ্য, এক রাজর্ষি ও জনৈক বেদ-পাঠার্থী পণ্ডিত এবং ন্যায়ানন্দস্বামী নামে এক মহাত্মা অবস্থান করিতেন।

পরমহংস যদিও শুভাশুভ কর্ম্মক্ষয়ার্থই সন্ন্যাসধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি আতুরকে ঔষধ, ক্ষুধার্ত্তকে আহার্য্য, ভয়ার্ত্তকে আশ্বাস, পাঠার্থীকে পাঠ, শিষ্যকে শিক্ষা দিতে এবং বিপন্নের সাহায্য করিতে বিমুখ ছিলেন না, তাঁহার মতে ঐ সকল কার্য্য ঈশ্বরের অবশ্য অভিপ্রেত বলিয়া, যোগের অঙ্গ-বিশেষ মধ্যেই পরিগণিত ছিল। যতই কেন ক্ষুধার্ত্ত উপস্থিত হউক না, তিনি সকলকেই আহার্য্য দান করিতেন, তিনি কোথা হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করিতেন, কেহই বলিতে পারিত না।

পরমহংসের আশ্রমে একটী বিশেষ নিয়ম প্রচলিত ছিল, প্রতিদিন সন্ধ্যার পরেই কোন শিষ্য "যে কেহ বুভুক্ষিত উপস্থিত আছ, আহার্য্য গ্রহণ কর," এই কথা বলিয়া আহার্য্য হস্তে আশ্রমের চতুর্দ্দিকে বারত্রয় ভ্রমণ করিতেন। যদি কোন দিন কোন কারণে প্রচলিত নিয়মের উল্লঙ্ঘন হইত এবং তন্নিবন্ধন কোন আহার্য্য-প্রত্যাশী সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত আহার্য্য প্রাপ্ত না হইত, তাহা হইলে, "আশ্রম অপবিত্র হইল" এই বিবেচনায় পরমহংস তৎক্ষণাৎ সশিষ্যে কিছুদিনের জন্য আশ্রম পরিত্যাগ করিতেন। পরমহংস কোন নিয়মের অধীন ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাকে প্রাগুক্ত নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে কেহ কখন দেখে নাই। পরমহংসের অনুপস্থিতকালে আশ্রমে থাকিতেন, ন্যায়ানন্দ স্বামী ও পাঠার্থীগণ।

পরমহংসের শিষ্যদিগের মধ্যে যোগানন্দ ও ধ্যানানন্দই প্রধান ও প্রিয় শিষ্য ছিলেন, নিরন্তর তপ জপ করাই তাঁহাদিগের একমাত্র কার্য্য ছিল।

ন্যায়ানন্দস্বামী পরমহংসের নিকট সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিতেন। তিনি শিষ্য বা উপশিষ্যের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন না, অথচ পরমহংস তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে ভালবাসিতেন, সময়বিশেষে যুক্তিও করিতেন, কখন কখন উপহাস ও পরিহাসও করিতেন।

পণ্ডিত পাঠানন্দ পরমহংসের নিকট বেদপাঠ করিতেন, তিনি যদিও সুপণ্ডিত ও নিরীহ উদার প্রকৃতিক ছিলেন, তথাপি অভ্যাসবশতঃ শাস্ত্রীয় বিচারকালে কুতর্ক উপস্থিত করিয়া অবশেষ অন্যায় পথ অবলম্বনপূর্ব্বক স্বমত সমর্থনের প্রয়াস পাইতেন, অনেক স্থলে কৃতকার্য্যও হইতেন, সুযোগ সুবিধা পাইলে প্রতিপক্ষকে পরাভূত করিয়া অপমানিত পর্য্যন্ত করিতেন। একদিন শিষ্যগণের সহিত বিচারকালে স্বীয় সিদ্ধান্ত একান্ত ভ্রমাত্মক বুঝিতে পারিয়াও তাহা বলবৎ রাখার জন্য নিতান্ত অন্যায় পথ অবলম্বন করায় পরমহংস তাঁহার প্রতি বড়ই বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদবধি তিনি বেদপাঠের নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য সময় পরমহংসের কুটীরে গমন করিতেন না। স্বীয় কুটীরে বসিয়াই পাঠ করিতেন, স্বীয় ছাত্র বীরেন্দ্রকেও পাঠ দিতেন। নিরন্তর তাঁহার পাঠ করাই কার্য্য ছিল বলিয়া ন্যায়ানন্দ তাঁহার পাঠানন্দ বলিয়া নামকরণ করিয়াছিলেন এবং তিনি অত্যন্ত উদারপ্রকৃতিক ছিলেন বলিয়া কখন কখন "পাঁঠানন্দ" বলিয়াও সম্বোধন করিতেন।

পরমহংসের কুটীরের অনতিদূরে অপেক্ষাকৃত নদী নিকটে, নদীতটে রাজর্ষির কুটীর ছিল, তিনি তত কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন না বলিয়া, ন্যায়ানন্দ তাঁহার রাজর্ষি বলিয়া

নামকরণ করিয়াছিলেন, তদবধি পরমহংস এবং শিষ্যগণ তাঁহাকে রাজর্ষি বলিয়াই সম্বোধন করিতেন। রাজর্ষি ইতিপূর্ব্বে পর্য্যটক অবস্থায় অকস্মাৎ একদিন পরমহংসের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া কোষ্ঠী দেখার প্রার্থনা করায় পরমহংস বলিয়াছিলেন, কোষ্ঠী দেখার প্রয়োজন নাই, সর্ব্বদা হরির ধ্যান কর, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। নষ্টধন পুনঃ প্রাপ্ত হইবে, সঙ্গে সঙ্গে এরূপ এক উপাদেয় ফল উৎপন্ন হইবে, যাহা এখন তোমার কল্পনাতেই আসিতে পারে না। পরমহংসের এই অমৃতময় বাক্য শ্রবণে পর্য্যটকের চক্ষে আনন্দাশ্রু নির্গত হইল, তিনি তদবধি আশ্রমে অবস্থান করিয়া ঋষির ন্যায় আচারবিশিষ্ট হইয়া নিরন্তর ঈশ্বর উপাসনা করিতেন। রাজর্ষি পরমহংসের পরম আদরের পাত্র ছিলেন।

স্থানীয় অনেক রাজা, জমীদার ও সম্ভ্রান্ত সাধু সদাশয় পরমহংসের পরম ভক্ত মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। তাঁহাদিগকে তিনি নিয়ত ন্যায়পথের পথিক হইয়া আপনাপন কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে উপদেশ দিতেন।

পরমহংস যেমন দীর্ঘকায়, তেমনই হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার বয়স কত, কেহ কিছু বলিতে পারিতেন না, অতিবৃদ্ধেরাও বলিতেন, বাল্যকাল হইতে তাঁহারা তাঁহাকে সেইরূপই দেখিয়া আসিতেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অদ্য দশহরা। শিষ্যগণ প্রত্যহ প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া নদীজলে স্নান করিতেন। অদ্য পরমহংসও নদীতে স্নান করিবেন বলিয়া সকলেই প্রত্যূষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পরমহংসের কুটিরে গমন করিয়াছেন। এমন সময় রাজর্ষিকে আগমন করিতে দেখিয়া ন্যায়ানন্দ বলিলেন, এ কি? রাজর্ষি কেন কম্পিত কলেবরে আগমন করিতেছেন?

ধ্যানানন্দ। রোগাক্রান্ত হইয়াছেন না কি?

যোগানন্দ। গত রাত্রিতে অনেকক্ষণ উহাঁর কুটীরে ছিলাম, সুস্থ শরীরে শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত হরিগুণ গান করিলেন, রোগাক্রান্ত হইলেন আর কখন?

ন্যায়ানন্দ। ব্যাধিগ্রস্ত হইতে কতক্ষণ, উহাঁর শরীর চিন্তায় যে জর্জ্জরীভূত।

পাঠানন্দ। (স্বগতঃ) "শরীরে জর্জ্জরীভূতে ব্যাধিগ্রস্তকলেবরে।
ঔষধং জাহ্নবিতোয়ং বৈদ্যো নারায়ণঃ স্বয়ং।"

উপশিষ্য। চিন্তাজ্বরো মনুষ্যাণাং—

শিষ্য। চিতাচিন্তাদ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা এব গরীয়সী। চিতা দহতি নির্জ্জীবং চিন্তা প্রাণৈঃ সমং বপুঃ ॥

রাজর্ষিকে সমাগত ও ভীতভাবে কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইতে দেখিয়া স্বয়ং পরমহংস গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাজর্ষির হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, কুটীরে আগমন করুন; ভয় কি?

রাজর্ষি। ভয়ে অন্তর একেবারে অস্থির ও কলেবর কম্পান্বিত হইয়াছিল। আপনার দর্শন ও স্পর্শনে ভয় দূরীভূত হইল।

পরমহংস। ভয়ের কারণ?

রাজর্ষি। দুঃস্বপ্ন।

পরমহংস। দুঃস্বপ্ন?

রাজর্ষি। গত রাত্রিশেষে নিদ্রাবেশে স্বপ্নে দেখিলাম, কংসাবতী স্বীয় স্রোত দ্বারা আমাকে অকূল সমুদ্রাভিমুখে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, আমি উদ্ধারার্থে বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না। স্বপ্নে আরও অনেক বিষয় অনুভূত হইল। নিদ্রাভঙ্গ হওয়ার পরে দেখিলাম, সত্য সত্যই বন্যাজল কুটীরে প্রবেশ করিয়া গাত্র স্পর্শ করিয়াছে। অমনি গাত্রোত্থান করিয়া প্রভুর নিকটে আসিলাম।

উপশিষ্য। বন্যাজল গাত্রস্পর্শ করাই বোধ হয় ঐরূপ স্বপ্নের কারণ।

যোগানন্দ। না না, ধার্ম্মিকের স্বপ্ন প্রায় মিথ্যা হয় না।

ন্যায়ানন্দ। দেখ তবে কি হইতে কি হয়।

পরমহংস। (রাজর্ষিকে সম্বোধন করিয়া) বড়ই কি ভয় হইয়াছে?

রাজর্ষি। এত ভয় হইয়াছে যে, কংসাবতী তটে আর অবস্থান করিতে সাহস হইতেছে না।

পরমহংস। তবে কোথায় এক্ষণ অবস্থানের ইচ্ছা।

রাজর্ষি। যথায় অনুমতি করিবেন।

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া পরমহংস বলিলেন, সুবর্ণরেখা নদীতীরে সুবর্ণাশ্রমে গমন করুন। আশ্রমে যে সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহার নিকটে পরিচয় দিলেই তিনি আপনার তথায় অবস্থানের সুব্যবস্থা করিবেন। 'যে আজ্ঞা' বলিয়া রাজর্ষি পরমহংসকে অভিবাদন করিয়া সুবর্ণাশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।

সশিষ্যে পরমহংস স্নানে গমন করিয়াছিলেন। রাজর্ষির কুটীরস্থ খুঙ্গি পুঁথি কংসাবতির স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া, পরমহংস উহা উদ্ধারপূর্ব্বক

স্নানান্তে কুটীরে আগমন করিতেছেন, এমন সময় রোরুদ্যমান রাজর্ষিকে ঊর্দ্ধ-শ্বাসে দ্রুতপদে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া, হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক খুঙ্গি পুঁথি প্রদর্শন করিতে করিতে পরমহংস অগ্রগামী হইয়া বলিতে লাগিলেন, "চিন্তা নাই, চিন্তা নাই, আমি আপনার খুঙ্গি পুঁথি নদীস্রোত হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি।" অনন্তর খুঙ্গি পুঁথি রাজর্ষির হস্তে প্রদান করায় রাজর্ষি কৃতকৃত্য হইয়া উহা গ্রহণ এবং পুনর্ব্বার পরমহংসকে পরম ভক্তিপূর্ব্বক প্রণিপাত করিয়া, "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে॥" বলিতে বলিতে গন্তব্য স্থানাভিমুখে গমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আশ্রমে গিয়া, পরমহংস হস্তপদাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক, বামপদ অধঃ করিয়া, দক্ষিণপদ বাম ঊরুর উপর স্থাপনপূর্ব্বক সরলকায়বিশেষে ধ্যানাসীন হইলে, জনৈক নব্য উপশিষ্য কোন উপশিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পরমহংস অদ্য এরূপভাবে কেন ধ্যানে উপবেশন করিলেন। তিনি বলিলেন, উহাঁর কিছুই নির্দ্দিষ্ট নাই, যখন যেরূপ ইচ্ছা, সেই ভাবেই ধ্যানাসীন হইয়া থাকেন। অদ্য যে ভাবে উপবেশন করিয়াছেন, ঐরূপ আসনকে বীরাসন বলে। "একপাদমধঃ কৃত্বা বিন্যস্যোরৌতথেতরং। ঋজুকায়ো বিশেন্মন্ত্রিবীরাসনমিতীরিতং॥"

যোগানন্দ ও ধ্যানানন্দ এবং অন্যান্য শিষ্যগণ আপনাপন নির্দ্দিষ্টস্থানে ধ্যানাসীন হইলে, পাঠানন্দ আপন কুটীরে পরমপ্রীতিপূর্ব্বক নিবিষ্টচিত্তে পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন, আর ন্যায়ানন্দ নিয়মিত মতে ধ্যানে উপবেশন করিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন এইমাত্র, তিনি পূর্ব্বেও কখন ধ্যান করেন নাই, অদ্যও করিবেন না। তিনি তপজপ তত ভালবাসিতেন না, সর্ব্বদা অন্তরে হরির স্মরণ ও মুখে হরিনাম উচ্চারণ করিতেন। তপজপে তাঁহার তত আস্থা নাই দেখিয়া, পরমহংসের শিষ্যগণ একদিন তাঁহাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি "আরাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং। নারাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং॥ অন্তর্বহি র্যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং। নান্তর্বহি র্যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং॥" এই শ্লোকদ্বয় আবৃত্তি করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন যে, অন্তরে ও বাহিরে

যে কোনরূপে হরির আরাধনা করিলেই হইল, তপজপের আড়ম্বরের আবশ্যক নাই। শিষ্যগণ প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পরমহংস বলিয়াছিলেন, "উহা একটী শ্রেষ্ঠ মত, উহার প্রতিবাদ হইতে পারে না, যাহার প্রতিবাদ নাই, তাহার প্রতিবাদ করিতে নাই, করিও না।"

তবে ন্যায়ানন্দের ঐরূপভাবে ধ্যানে উপবেশন করার অন্য কারণ ছিল। শিষ্যগণ ও পরমহংস বিষয়ান্তর হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ করিয়াছেন, বুঝিতে পারিলেই, তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন পূর্ব্বক কোথায় কি হইতেছে না হইতেছে দর্শন করিতেন এবং ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান ও নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শিষ্যদিগের কুটীরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সঞ্চিত দ্রব্যের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া ক্ষুধাতুরদিগকে দান করিতেন। ক্ষুধার্ত্ত উপস্থিত না থাকিলে কিম্বা সংগৃহীত আহার্য্য দ্রব্যের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক হইলে, নিকটস্থ গোচারণ ভূমিতে গিয়া বুভুক্ষিত রাখাল বালকদিগকে বিতরণ করিতেন এবং সকলের ধ্যানভঙ্গের পূর্ব্বে প্রত্যাগমন করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পুনর্ব্বার নয়ন মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকিতেন।

একদিন কোন শিষ্যের সঞ্চিত আহার্য্যের অধিক ন্যূনতা বোধ হইলে, তিনি শিষ্যসমাজে ঐ কথা উত্থাপন করায়, তাহারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের সঞ্চিত দ্রব্যেরও ন্যূনতা বোধ হইয়া থাকে। অবশেষ সকলে স্থির করিলেন, এরূপ কার্য্য অন্যের সম্ভবে না, টোলোপণ্ডিত পেটুক পাঠানন্দই সকলের সঞ্চিত দ্রব্য অপহরণ ও উদরস্থ করিয়া থাকে। তাঁহারা এই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া পাঠানন্দের প্রতি যারপরনাই বিরক্ত হইয়াছিলেন, কেহই তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতেন না, এমন কি একবার পাঠানন্দকে আশ্রম হইতে বিতাড়িত করার চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু ন্যায়ানন্দ পাঠানন্দকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন বলিয়া, শিষ্যগণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সকলে ধ্যানে নিমগ্ন হইলে ন্যায়ানন্দ অল্পে অল্পে নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন এবং অনতি-

দূরে এক বৃক্ষমূলে লতা গুল্মের অভ্যন্তরে এক ক্লিষ্ট কঙ্কালাবশিষ্ট ব্যক্তিকে নীরবে অবস্থান করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? সে অতি কাতর-কণ্ঠে উত্তর দিল, আমি অন্ধ, আজ তিন দিন হইল, আমার আহার হয় নাই। একে অন্ধ, তাহাতে অনাহারে দুর্ব্বল, গোচারক এক বালক দয়া করিয়া আমার হস্তধারণপূর্ব্বক এখানে আনিয়া এই বলিয়া আশ্বাস দিয়া গেল, "তুমি চুপ করিয়া বসিয়া থাক, স্থায়ানন্দ ঠাকুর এখনই এখানে আসিয়া খাবার দিয়া যাইবেন। তুমি কি ন্যায়ানন্দ?" কথা শুনিয়া ন্যায়ানন্দের মাথা ঘুরিল, গাত্র শিহরিল, চক্ষে জল পড়িল। তিনি জানেন, অন্য কোন শিষ্যের কুটীরেই কিছুমাত্র আহার্য্য নাই। উপর্য্যুপরি দিবসত্রয় বন্যা নিবন্ধন শিষ্যগণের নদী উত্তরণের উপায়াভাবে আশ্রমে আহার্য্যের একান্তই অভাব হইয়াছিল। তথাপি তিনি অন্ধকে আশ্বাসবাক্যে নীরবে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, হরির স্মরণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অত্যন্ত ভীতভাবে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পরমহংসের কুটীরে প্রবেশ ও তাঁহারই আহার্য্যের কতকাংশ অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, যদি পদসঞ্চার শব্দে কোন শিষ্যের ধ্যানভঙ্গ হয়, তাহা হইলেই বিষম বিপদ উপস্থিত হইবে, তাঁহার একান্তই ধারণা হইবে, অন্য আহারীয় দ্রব্যের অভাব বলিয়া পরমহংসের আহার্য্যও আমি আহারার্থে অপহরণ করিতেছি। কার্য্য মূলতঃ অন্যায় বা অধর্ম্মজনক না হইলেও দৃশ্যতঃ অত্যন্ত নিন্দনীয়, হয়ত এই সূত্রে শিষ্য সমাজে চিরকালের জন্য হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতে হইবে, এদিকে ক্ষুধার্ত্ত অন্ধ আমার আশ্বাসবাক্যে আশান্বিত হইয়া একাগ্রচিত্তে আমার প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করিতেছে, এখন করি কি? অথবা হরি যাহা করিবেন, তাহাই হইবে, অন্ধ ক্ষুধায় আতুর হইয়াছে, আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয়, ইহা ভাবিয়া অতি সতর্কভাবে যারপরনাই নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কুটীর হইতে বহির্গত ও পরমহংসের ঠিক সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই তিনি হঠাৎ ভয়ঙ্কর উচ্চৈঃস্বরে "ন হরি শঙ্কর ব্রহ্ম নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে" বলিয়া উঠায় সকলের ধ্যানভঙ্গ হইল।

ন্যায়ানন্দের হস্তে অঞ্জলিপূর্ণ আহার্য্য দর্শন করিয়া যারপরনাই সন্দিহানচিত্তে শিষ্যগণ সকলেই পরমহংসের দিকে চাহিলেন। একজন সাহসিক শিষ্য ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক বলিয়া উঠিলেন, "কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং।" পরমহংস সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া সস্মিতবদনে ন্যায়ানন্দকে জিজ্ঞাসিলেন, এমন সময় এত উচ্চৈঃস্বরে এরূপ ব্যগ্রভাবে শ্লোকার্দ্ধমাত্র উচ্চারণ করিবার কারণ? ন্যায়ানন্দ বলিলেন, কোন জল নিমগ্ন ব্যক্তি মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক, "হরি" বলিয়াই পুনর্ব্বার নদীজলে নিমগ্ন

হইল। অমনি, কৈ কোথায় বলিয়াই পরমহংস বীরাসন হইতে বীর মূর্ত্তিতে গাত্রোত্থান ও বিদ্যুদ্বেগে গমন করিয়া নদীজলে পতিত হইলেন এবং "ন্যায়ানন্দের অঙ্গুলিনির্দ্দেশ অনুসারে" প্রবাহিত জলোপরি উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-সঞ্চালন করিতে করিতে স্রোতের অনুগামী হইতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল পরে অনতিদূরে দুইটী মনুষ্য মস্তকের কেশাগ্রমাত্র উত্থিত ও সঙ্গে সঙ্গে পুনর্ব্বার নিমজ্জিত হইতে দেখিয়া পরমহংস অমনি জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং ক্ষণকাল মধ্যে দুইটী মনুষ্য শরীর উত্তোলনপূর্ব্বক সন্তরণ দ্বারা প্রখর প্রবাহ অবলীলায় উত্তীর্ণ ও তটে উপনীত হইয়া ধীরে ধীরে যত্নসহকারে নরদেহ দুইটীকে মৃত্তিকার উপর শয়ন করাইলেন। সকলেই দেখিলেন ও বুঝিতে পারিলেন, দুইটীই মৃত শরীর। তখনও উহাদিগের পরস্পরের হস্ত দ্বারা পরস্পরের গলদেশ ধারণ করা ছিল। ন্যায়ানন্দ সজলনয়নে ধীরে ধীরে দৃঢ়বদ্ধহস্ত অপসারিত করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, আর যোগানন্দ ও ধ্যানানন্দ উহাদিগের পদ বেষ্টিত স্থূল জীর্ণ রজ্জু উন্মুক্ত করিতে লাগিলেন। পাঠক অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন, মৃত শরীর দুইটী তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পরিচিত জল নিমগ্ন বালক ও পথিকের।

পরমহংস ক্ষণকাল উহাদিগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, এখনও জীবন আছে বলিয়া বোধ হইতেছে, রক্ষা হইলেও হইতে পারে। যত্নপূর্ব্বক সত্বরে সকলে ইহাদিগকে আশ্রমে লইয়া চল, আমি কোন দ্রব্যবিশেষ সংগ্রহ করিয়াই গমন করিব; ন্যায়ানন্দ! তুমিও ঔষধ অনুসন্ধানে গমন কর।

পণ্ডিত পাঠানন্দ নাসারন্ধ্রে বস্ত্র প্রদান করিয়া দশ হাত অন্তরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। বিকৃত শব দুটাকে বহন করিতে হইবে শুনিয়া ছাত্র বীরেন্দ্রকে প্রস্থানের সঙ্কেত করিয়াই তিনিও মৃদু মন্দ গতিতে অদৃশ্য হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শিষ্যগণ পথিক ও বালককে আশ্রমে লইয়া উপস্থিত হওয়ার পরেই, পরমহংস সংগৃহীত দ্রব্য সহিত উপনীত হইলেন, ও সংগৃহীত দ্রব্যের রস উভয়ের মুখ এবং নাসারন্ধ্র দিয়া প্রয়োগ করিলেন। আশ্চর্য্য দ্রব্য গুণপ্রভাবে উভয়েরই মুখ ও নাসিকা দিয়া প্রভূত পরিমাণে জল নির্গত হইতে লাগিল। উদরস্থ সমস্ত জল

নির্গত হওয়ার পর পরমহংস ন্যায়ানন্দের হস্তস্থিত কোন দ্রব্য গ্রহণ ও তাহা হস্ত দ্বারা মর্দ্দন করিয়া রুগ্নদিগের নাসারন্ধ্রের নিকট ধারণ করিলেন। মুহূর্ত্ত কাল পরে উভয়েরই শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া আরম্ভ হইলে পরমহংস ন্যায়ানন্দ ও যোগানন্দকে বলিলেন, অতঃপর ইহাঁদিগকে শুষ্ক বস্ত্র পরিধান এবং পৃথক্ পৃথক্ কুটীরে শয়ন করাইয়া শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা ইহাঁদিগের সমস্ত শরীর আবৃত কর, আর উভয়ে উহাঁদিগের শয্যা পার্শ্বে উপবেশন করিয়া, নিরন্তর সতর্কভাবে দৃষ্টি রাখিবে, চৈতন্য সম্পাদনের উপক্রম দেখিলেই আমাকে সংবাদ দিবে।

বালকের শয্যা পার্শ্বে ন্যায়ানন্দ ও পথিকের শয্যা পার্শ্বে যোগানন্দ উপবেশন করিয়াছিলেন, সন্ধ্যার প্রাক্কালে পরমহংস বালকের অবস্থান কুটীরে প্রবেশপূর্ব্বক বালকের সম্মুখে উপবেশন করিলেন। ক্ষণকাল পরেই বালকের হস্ত পদাদি সঞ্চালন ক্রিয়া আরম্ভ হইল। বালক কথা কহিবার চেষ্টা করিলে পরমহংস কথা কহিতে নিবারণ করিয়া বালকের মুখে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ প্রদান করিলেন, তাহা গলাধঃকরণ হইলে উপর্য্যুপরি আরও কয়েকবার অতি অল্পপরিমাণে দুগ্ধ প্রদান করিলেন, কিয়ৎকালের পর বালক পরমহংসের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, আপনি কে? ন্যায়ানন্দ উত্তর দিলেন, পরমহংস। তখন বালক ন্যায়ানন্দের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে?

ন্যায়ানন্দ। শিষ্য।

বালক। আমি কোথায়।

ন্যায়ানন্দ। হংসাশ্রমে।

বালক। হংসাশ্রমে!!

পরমহংস। পরমহংসের আশ্রমে।

বালক। আশ্রম কোথায়।

ন্যায়ানন্দ। কংসাবতী তটে।

বালক। তটে!!

পরমহংস। দক্ষিণ তটে।

বালক। বন্যা কত?

ন্যায়ানন্দ। সংপূর্ণ।

বালক। উদ্ধারক (পথিক) কোথায়?

ন্যায়ানন্দ। নিকটে।

পরমহংস। কুটীরান্তরে।

বালক। কেন?

পরমহংস। অসুস্থতানিবন্ধন।

বালক। অসুস্থ!!!

এবার বালকের মুখ মলিন হইল। বালক যেন ব্যাকুলিত, চিন্তিত ও ভীত হইলেন। পরমহংস বলিলেন, তিনি সুস্থ হইলেই এখানে আগমন করিবেন, তাঁহার জন্য বা বিষয়ান্তরের জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না। ইহা তপস্বীদিগের আশ্রম, এখানে প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও অন্যায় অত্যাচারের আশঙ্কা নাই, ইহা স্থির জানিবেন।

বালক যুগপৎ আশ্বস্ত ও লজ্জিত হইয়াছেন বুঝিয়া পরমহংস তথা হইতে পথিকের কুটীরে গমন করিলেন। পথিক তখন ব্যাকুলিতভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন এবং যেন কিছু জিজ্ঞাসা করিবার চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া পরমহংস বলিলেন, আপনার সমভিব্যাহারী বালক স্বচ্ছন্দে ভিন্ন কুটীরে অবস্থান করিতেছেন, ইহা সাধুদিগের আশ্রম, এখানে কোনরূপ ভয়ের কারণ নাই। আপনি কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করুন। পথিক করশিরঃসংযোগপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া দুগ্ধ পান করিলেন। অনন্তর পরমহংস যোগানন্দকে বলিলেন, অতঃপর ইহাঁদিগের একত্রে অবস্থান করার বিধান করাই কর্ত্তব্য। বালককে এই কুটীরে লইয়া আইস। আহারের ইচ্ছা হইলে একটু একটু দুগ্ধ পান করিতে দিবে। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে যথাযথ উত্তর দিবে, কিন্তু কদাচ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইয়াছে, এমন সময় বালক ও পথিককে সমভিব্যাহারে লইয়া যোগানন্দ পরমহংসের কুটীরে উপস্থিত হওয়ায় বালক ও পথিক পরমহংসকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। পরমহংস উভয়কে উপবেশন করিতে অনুমতি দিয়া উপস্থিত শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাহার কি জিজ্ঞাস্য আছে, উত্থাপন করিতে পার'। তখন শিষ্যগণের মধ্য হইতে পণ্ডিত পাঠানন্দের ছাত্র বীরেন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলে পরমহংস অনুমতি করিলেন, 'যাহা জিজ্ঞাস্য আছে, উপবেশন করিয়া স্বচ্ছন্দে বলিতে পার'। ছাত্র উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল পক্ষের দশমীর দশহরা নাম হইল কেন?"

পরমহংস। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমীতে হস্তানক্ষত্র যোগ হইলে স্নানে, জাহ্নবী দশবিধ পাপ হরণ করিয়া থাকেন; এইজন্যই দশহরা নাম; তথাহি ভবিষ্যপুরাণে;—

"জ্যৈষ্ঠশুক্লদশম্যান্তু হস্তযোগেন জাহ্নবী।
হরতে দশপাপানি তস্মাদ্দশহরোচ্যতে॥"

শিষ্য। নদীজল কি যোগবিশেষে গঙ্গাজল তুল্য হয়?

পরমহংস। কেবল নদী জল কেন? অর্দ্ধোদয় যোগ প্রাপ্ত হইলে সকল স্থানের জলই গঙ্গা জল তুল্য হয়। তথাহি স্কন্দপুরাণে;—

"অর্দ্ধোদয়ে তু সম্প্রাপ্তে সর্ব্বং গঙ্গাসমং জলং"

ছাত্র। বারুণীযোগ কাহাকে বলে? তাহার ফলই বা কি?

পরমহংস। চৈত্রমাসের গৌণচান্দ্রের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে বারুণ অর্থাৎ শতভিষা নক্ষত্র যোগ হইলে বারুণী যোগ হয়। ঐ যোগে গঙ্গাস্নান করিলে বহু শত সূর্য্য গ্রহণ জন্য গঙ্গাস্নানে যেরূপ ফল হয়, সেইরূপ ফল হইয়া থাকে। তথাহি স্কন্দপুরাণে;—

"বারুণেন সমাযুক্তা মধৌ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী।
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত সূর্য্যগ্রহশতৈঃ সমা॥"

ছাত্র। মহাবারুণী যোগ কি? তাহার ফলই বা কি?

পরমহংস। বারুণীতে শনিবার যোগ হইলে মহাবারুণী হয়। ঐ যোগে গঙ্গাস্নান করিলে কোটী সূর্য্যগ্রহণজন্য ফলসম ফল হইয়া থাকে। তথাহি স্কন্দপুরাণে—

"শনিবারসমাযুক্তা সা মহাবারুণী স্মৃতা।
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ সমা॥"

ছাত্র। মহামহাবারুণী-যোগ কি? তাহার ফলই বা কি?

ছাত্র উপর্য্যুপরি প্রশ্ন উত্থাপন করায় শিষ্য স্বীয় উত্থাপিত বিষয়ের শেষ কথা জিজ্ঞাসা করিবার অবসর না পাইয়া ছাত্রের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "নিয়ম ভঙ্গ কি অপরাধ নয়?"

ছাত্র। অপরাধ সত্য, কিন্তু অপরাধী কে?

শিষ্য। তুমি।

ছাত্র। তুমি।

শিষ্য। আমি কিরূপে?

ছাত্র। আমিই বা কিরূপে?

শিষ্য। জিজ্ঞাস্য সম্বন্ধে আশ্রমে যে নিয়মাবলী প্রচলিত আছে, তাহাতে প্রতিদিন সেইদিন সম্বন্ধীয় শুভাশুভ প্রশ্নই প্রথম ও প্রধান প্রশ্নমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। সেই বিষয় সুমীমাংসার পর সময় থাকিলে অন্য বিষয় উত্থাপিত হইতে পারে, নতুবা নয়। দশহরার কথা সমাপন হইতে না হইতেই বারুণী, মহাবারুণীর কথা পুনঃ পুনঃ উত্থাপন করিয়া তুমিই নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য করিয়াছ।

ছাত্র। আমি নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য করি নাই। তুমিই নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য করিয়াছ। আমার উত্থাপিত দশহরা প্রশ্নের শেষ মীমাংসা হইতে না হইতেই নদীজল কি যোগবিশেষে গঙ্গাজল তুল্য হয়? এই অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উপস্থিত করিয়া তুমিই নিয়মভঙ্গ অপরাধে অপরাধী হইয়াছ।

শিষ্য। উত্তম, আমিই অপরাধী হইব, অগ্রে আমার শেষ প্রশ্ন শ্রবণ কর।

ছাত্র। আর শুনিতে হইবে কেন? বিদ্যা বুদ্ধি বেশী, এখনই সুসংলগ্ন অপর একটা কথার অবতারণা করিয়া জয়লাভের চেষ্টা করিবে।

শিষ্য। এ ত আর টোলোপণ্ডিতের সভা নয়? যে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া অবশেষ অন্যায় পথ অবলম্বনপূর্ব্বক জয়লাভের চেষ্টা করিতে হইবে।

ছাত্র। (রোষভরে) টোলোপণ্ডিতদিগেরই যত অনাচার, অবিচার; আর তোমাদেরই যত সদাচার, সুবিচার।

শিষ্য। কি বলিয়াছি, কি বলি, অগ্রে শুন, পরে দোষ দিবে।

ছাত্র। উত্তম কথা। নদীজল কি যোগবিশেষে গঙ্গাজলতুল্য হয়, ইহাইত তোমার প্রশ্ন? ইহার মধ্যে দশহরার কথা কোথায় আছে বল?

শিষ্য। উহার মধ্যে নাই, সত্য। উহার পরে কি জিজ্ঞাসা করি, শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণ কর, তবে আছে, কি না আছে, বুঝিতে পারিবে।

ছাত্র। (সক্রোধে) বুঝিয়াছি, এইবার অন্যপথ, অন্যায় পথ অবলম্বনের চেষ্টা করিবে আর কি?

"পূর্ব্ববাদং পরিত্যজ্য যোহন্যামালম্বতে পুনঃ।
বাদসংক্রমণাজ্জ্ঞেয়ো হীনবাদী স বৈ নরঃ॥"

ধ্যানানন্দ। (ছাত্রকে সম্বোধন করিয়া) একেবারে যে অগ্নিশর্ম্মা হইলে? তর্কে প্রবৃত্ত হইলে কি হিতাহিত লঘু গুরু জ্ঞান থাকে না? অন্ততঃ উনিত বয়োজ্যেষ্ঠ।

শিষ্য। নির্ব্বোধস্য কুতো জ্ঞানং।

ছাত্র। (অত্যন্ত ক্রোধভরে) "নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।"

উত্তরোত্তর বিরোধ বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া ন্যায়ানন্দ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে পরমহংসকে বলিলেন, ইহারা উভয়েই ক্রোধপরবশ হইয়া শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। অতএব এই অপরাধে আপাততঃ ইঁহাদিগের উভয়েরই জিজ্ঞাস্য স্থগিত থাকুক। ইত্যবসরে আমার একটী গুরুতর প্রশ্ন আছে, তাহাই উত্থাপন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

পরমহংস। তাহাই হউক।

ন্যায়ানন্দ। ঈশ্বর মধু নামক দৈত্যকে নিধন করিয়া দেবতাদিগকে বিপদ হইতে নিস্তার করায় ঈশ্বরের মধুসূদন নাম হইয়াছে, এবং সেই কারণেই লোকে বিপদ কালে বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়ার নিমিত্ত ঈশ্বরকে মধুসূদন বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। সংস্কৃত গাথাও আছে "দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসূদনং"। কিন্তু আপনারত কখনও কোনও আপদ বিপদের আশঙ্কা নাই, তবে কেন আপনি সর্ব্বদা মধুসূদন মধুসূদন বলিয়া থাকেন।

পথিক। (স্বগত) বড়ই গুরুতর প্রশ্ন।

পরমহংস। মধুদৈত্যকে নিধন করিয়াছেন বলিয়া ঈশ্বরের নাম মধুসূদন, ইহা সত্য; কিন্তু সাধুগণ মধুসূদন নামের ভিন্নার্থ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভক্তগণের শুভাশুভ কর্ম্ম ও ভ্রান্তজনের পরিণামাশুভ কর্ম্মকে মধু অর্থে গ্রহণ এবং ঐ কর্ম্মরূপ মধুকে ঈশ্বর ক্ষয় করেন বলিয়া তাঁহাকে মধুসূদন শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন। আর আমিও সেই অর্থেই ঈশ্বরকে মধুসূদন বলিয়া সর্ব্বদা সম্বোধন করিয়া থাকি।

পথিক। (স্বগত) যেমনি জটিল প্রশ্ন, তেমনই সূক্ষ্ম মীমাংসা।

ন্যায়ানন্দ। প্রভু! মধুসূদন শব্দের যে অর্থ করিলেন, তাহার কি কোনও সংস্কৃত গাথা আছে?

পরমহংস। আছে;—

"সূদনং মধুদৈত্যস্য যস্মাৎ স মধুসূদনঃ।
ইতি সন্তো বদন্তীশং বেদৈর্ভিন্নার্থমীপ্সিতং।
মধু ক্লীবঞ্চ মাধ্বীকে কৃতকর্ম্মশুভাশুভে।
ভক্তানাং কর্ম্মণাঞ্চৈব সূদনং মধুসূদনং।

পরিণামাশুভং কর্ম্ম ভ্রান্তানাং মধুরং মধু।
করোতি সূদনং যো হি স এব মধুসূদনঃ ॥”

ন্যায়ানন্দ ভাল সংস্কৃত জানিতেন না, অতএব তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য ধ্যানানন্দ শ্লোক কয়টীর যেই ব্যাখ্যা করিবেন, অমনি ছাত্রস্বভাবসুলভ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া ছাত্র বীরেন্দ্র নিজের পাণ্ডিত্য প্রদর্শন অভিপ্রায়ে অগ্রেই ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া দিলেন। “যস্মাৎ মধুদৈত্যস্য সূদনং স এব মধুসূদন উচ্যতে ইতি। পরন্তু সন্তঃ সাধবঃ বেদৈরীপ্সিতং ঈশং ভিন্নার্থং বদন্তি, যথা ;—মধুশব্দঃ ক্লীবলিঙ্গঃ স চ মাধ্বীকে, মদ্যস্বরূপে, কৃতানাং কর্ম্মণাং শুভাশুভং বর্ত্ততে। এবঞ্চ সাধবঃ ভক্তানাং কর্ম্মণাং সূদনং বিনাশকং মধুসূদনং বদন্তি ॥ অপিচ ভ্রান্তানাং মধুরমথচ পরিণামাশুভং কর্ম্ম মধু উচ্যতে যো হি তস্য সূদনং করোতি স এব মধুসূদনঃ ॥”

অনন্তর পরমহংস পূর্ব্বপ্রশ্নকারী শিষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “দশহরা সম্বন্ধে কি প্রশ্ন আছে, অতঃপর উত্থাপন করিতে পার।”

শিষ্য। দশহরা-যোগে নদীজল গঙ্গাজলতুল্য হয় কি না?

পরমহংস। দশহরা-যোগে নদীজল গঙ্গাজলতুল্য হয় বলিয়াই দশহরাতে যে কোন নদীর জলে স্নান দান এবং কুশযুক্ত-তিলোদকে তর্পণ করিলে দশবিধ পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে।

তথাহি ব্রহ্মপুরাণব্রহ্মবৈবর্ত্তয়োঃ ;—

“জ্যৈষ্ঠস্য শুক্লদশমী সম্বৎসরমুখী স্মৃতা।
তস্যাং স্নানং প্রকুর্ব্বীত দানঞ্চৈব বিশেষতঃ ॥
যাং কাঞ্চিৎ সরিতং প্রাপ্য দদ্যাদ্দর্ভৈস্তিলোদকং।
মুচ্যতে দশভিঃ পাপৈঃ সুমহাপাতকোপমৈঃ ॥

পথিক। (স্বগত) দশহরাতে যদি নদীর জল গঙ্গাজলতুল্য হয়, তবেত জ্যোতিষীর গণনা ভুল নয়?

শিষ্য। “এতানি দশপাপানি হর ত্বং মম জাহ্নবি। দশপাপহরা যস্মাত্তস্মাদ্দশহরা স্মৃতা।” এই শ্লোক অন্য কোনও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কংসাবতীতে স্নানকালে পাঠ করিতেছিলেন শুনিয়া আমার সন্দেহ হইয়াছিল। এখন বুঝিলাম, সন্দেহের কারণ নাই।

অন্য শিষ্য। আপনার সন্দেহ দূরীভূত হইল, কিন্তু আমার সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। দশহরা-যোগে নদীজল গঙ্গাজল তুল্য হয় বলিয়া, কংসাবতীকে যেমন অন্য জাহ্নবী সম্বোধন করা কর্ত্তব্য হইয়াছে, কিন্তু আমি শুনিয়াছি,

ঐ ব্রাহ্মণ কংসাবতীতে স্নানকালে প্রায় প্রতিদিনই এই স্তব পাঠ করিয়া থাকেন ;—

"সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তম্।
স তরতি নিজপুণ্যৈস্তত্র কিন্তে মহত্ত্বং ॥
যদি চ গতিবিহীনং তারয়েৎ পাপিনং মাং।
তদপি তব মহত্ত্বং ত্বন্মহত্ত্বং মহত্ত্বং ॥

ছাত্র। সে তাঁহার ভুল।

পরমহংস। না, না, ভুল কেন হইবে? কলিতে কংসাবতী যে গঙ্গা।

তথাহি স্কন্দপুরাণে ;—

"কলৌ কংসাবতী গঙ্গা কলৌ নাক্ষত্রিকী দশা।
কলৌ যজ্ঞো হরের্নাম কলৌ কল্ক্যবতারকঃ।"

পথিক। (স্বগত) কলিতে কংসাবতী গঙ্গা? তবেত জ্যোতিষীর গণনা সর্ব্বাংশে সত্য। অজ্ঞতাবশতঃ অবজ্ঞা করিয়া আমিই আপনার অপমৃত্যু আপনিই ঘটাইয়াছিলাম।

শিষ্য। আর একটা বড় ভয় ছিল, তাহা দূর হইল।

ধ্যানানন্দ। কি ভয় দূর হইল?

শিষ্য। শাস্ত্রে আছে ;—

"কলের্দ্দশসহস্রাণি বিষ্ণু স্তিষ্ঠতি মেদিনীম্।
তদর্দ্ধং জাহ্নবীতোয়ং তদর্দ্ধং গ্রাম্যদেবতা ॥"

এখন কলিযুগের ৪৯৭০ বৎসর চলিতেছে। সুতরাং ঐ প্রমাণ অনুসারে আর ৩০ বৎসর পরে পতিতপাবনী গঙ্গা পৃথিবী হইতে অন্তর্হিতা হইবেন ; তখন পাপী উদ্ধারের কি উপায় হইবে, ইহাই ভাবনা ছিল ; এখন সেই ভাবনা দূর হইল।

কোনও উপশিষ্যের প্রার্থনানুসারে যোগানন্দ জ্যোতিষশাস্ত্রের কোন একটী 'অপ' শব্দ সংশ্লিষ্ট শ্লোকের অর্থ প্রকাশ কালে শ্লোক গত ব্যাকরণ দুষ্ট অপ শব্দ সম্বন্ধে কোনও কথা উত্থাপন না করিয়া কেবল ভাবার্থ প্রকাশ করিলে ছাত্র বীরেন্দ্র ঐ অপ শব্দের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বিতণ্ডা উপস্থিত করায় পরমহংস বলিলেন ;—

"জ্যোতিষে তন্ত্রশাস্ত্রে চ বিবাদে বৈদ্যশাস্ত্রকে।
অর্থমাত্রন্তু গৃহ্ণীয়ান্নাপশব্দং বিচারয়েৎ ॥"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আশ্রমের বহির্ভাগে কোনও শিষ্য গমন করিয়াছিলেন, তিনি প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন, "বন্যার হ্রাস হইয়াছে, রাজর্ষির কুটীর যেস্থানে ছিল, তাহা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে।" রাজর্ষির নাম শ্রবণ করিয়া পরমহংস যেন কি ভাবিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে যোগানন্দ ও ধ্যানানন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অদ্য আমার কিছু কর্ত্তব্য আছে, যদি কোনও শিষ্য বা উপশিষ্যের কিছু জিজ্ঞাস্য বা কোনও বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে, তোমরা তাহার যথাযথ উত্তর ও সন্দেহ-ভঞ্জন করিয়া দিবে। ইহা শুনিয়া শিষ্যগণ স্ব স্ব কুটীরে গমন করিলেন।

যোগানন্দের কুটীরে গিয়া জনৈক উপশিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, অদ্য যে দুই ব্যক্তিকে পরমহংস নদীজল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠের বয়স ৬০।৬৫ ও অপরের বয়স ১৫।১৬ বৎসরের ন্যূন হইবে না, কিন্তু পরমহংস প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে প্রৌঢ় ও দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বালক বলিয়া কেন উল্লেখ করিয়াছিলেন, বুঝিতে পারিতেছি না। শুনিয়া যোগানন্দ বলিলেন, পরমহংস ঠিকই বলিয়াছেন, কেন না, "আষোড়শাদ্ভবেদ্বালস্তরুণস্তত উচ্যতে। ঊর্দ্ধং ত্রিংশতঃ প্রৌঢ়ঃ স্যাৎ বৃদ্ধস্তু সপ্ততেঃ পরম্।" তখন উপশিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, স্ত্রীদিগের সম্বন্ধেও কি ঐরূপ। যোগানন্দ বলিলেন,—"আষোড়শাদ্ভবেদ্বালা তরুণী ত্রিংশতা মতা। পঞ্চপঞ্চাশতঃ প্রৌঢ়া বৃদ্ধা ভবতি তৎপরম্॥"

ধ্যানানন্দের কুটীরেও কয়েকটী শিষ্য উপশিষ্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। জনৈক উপশিষ্য কোন শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অদ্য পরমহংস যথা হইতে রাজর্ষির খুঙ্গি পুঁথি উদ্ধার করিয়াছিলেন, বন্যা আসিবার পূর্ব্বে সেই স্থান তীর বলিয়াই পরিগণিত হইত, এক্ষণে তাহা তীর, না নদীগর্ভ বলা যাইবে। শিষ্য বলিলেন, "সার্দ্ধহস্তশতং যাবৎ গর্ভতস্তীরমুচ্যতে।" শুনিয়া উপশিষ্য বলিলেন, গর্ভ হইতে দেড়শত হস্ত পর্য্যন্ত তীর ইহা বুঝিলাম, কিন্তু গর্ভের পরিমাণ কি? তখন ধ্যানানন্দ বলিলেন, "ভাদ্র কৃষ্ণ চতুর্দ্দশ্যাং যাবদাক্রমতে জলং। তাবদ্গর্ভং বিজানীয়াৎ তদন্যৎ তীরমুচ্যতে।"

উপশিষ্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্মশানভূমি কি অন্যরূপ অপবিত্র স্থানে গমন করিলে কি অশুচি হইতে হয় না। অদ্য ঔষধ অন্বেষণকালে জ্ঞানানন্দ শ্মশানভূমি ও কত অপবিত্র স্থানে অসঙ্কোচে গমন করিলেন, অথচ প্রত্যাগমন

করিয়া হস্তপদাদিও প্রক্ষালন করিলেন না? ধ্যানানন্দ বলিলেন, "স্বর্ণে লোষ্ট্রে গৃহেঽরণ্যে পুরীষে চন্দনে তথা। সমতা ভাবনা যস্য স যোগী পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

এখানে ছাত্র বীরেন্দ্র কুটীরে গিয়া পাঠনিরত পাঠানন্দকে বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বামী মহাশয় বলেন, তপ জপের তত প্রয়োজন নাই, ক্ষুধার্ত্তকে আহার্য্য দান করিলেই যথেষ্ট ফল হয়!! পাঠানন্দ বিস্মিত না হইয়া সস্মিতবদনে বলিতে লাগিলেন, স্বামী কি সামান্য লোক, সিদ্ধপুরুষ, তিনি ঠিকই অনুমতি করিয়াছেন; "তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে। দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহু র্দান-মেকং কলৌযুগে॥" বুঝিলে ত? বীরেন্দ্র বলিলেন, আজ্ঞে বুঝিয়াছি, আর সন্দেহ নাই। তখন জনৈক উপশিষ্য বীরেন্দ্রকে বলিলেন, শিষ্যগণের সহিত বিচারকালে তত উগ্রমূর্ত্তি, আর এখানে এখন যে একেবারে শান্তপ্রকৃতি? শুনিয়া পণ্ডিত পাঠানন্দ বলিলেন, "গ্রীষ্মে তীব্রকরো ভানু র্ন হেমন্তে তথাবিধঃ।" উত্তর শ্রবণ করিয়া উপশিষ্য লজ্জিতভাবে তথা হইতে গমন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বালক ও পথিকের ভোজনের পর ন্যায়ানন্দ তাঁহাদিগকে পাঠানন্দের কুটীরে লইয়া গিয়া বলিলেন, আশ্রমের মধ্যে এই কুটীরই প্রশস্ত, স্থান যথেষ্ট আছে, ইহারই এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া নিদ্রা যান। বালক ও পথিক কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শয়ন করিলেন।

এখানে পরমহংস কুটীরে ধ্যানে নিমগ্ন আছেন, শিষ্যগণ আপনাপন কুটীরে নিদ্রিত হইয়াছেন, গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছাত্র বীরেন্দ্রের দীর্ঘ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পতিত হইতেছে, আর পণ্ডিত পাঠানন্দের ঘুড় ঘুড় শব্দে নাসারন্ধ্র ধ্বনিত হইতেছে, এমন সময় পথিক ও বালক পরস্পরে মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

বালক বলিলেন, বন্যা হ্রাস হইয়াছে, আর এখানে ক্ষণকালও থাকা উচিত নয়, এখনই গমন করা উচিত। পথিক বলিলেন, প্রাতঃকালেই গমন করিব। বালক সে কথায় সম্মত না হওয়ায় পথিক তাঁহাকে স্বমতে আনিবার জন্য বুঝাইতে লাগিলেন। ক্রমে চন্দ্র অস্তমিত হইল, অন্ধকার দেখা দিল। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে তিনটী কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার মনুষ্য মূর্ত্তি আশ্রমের বহির্ভাগে উপস্থিত হইয়া নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে আশ্রমের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল।

পথিক বালককে বলিলেন, আপনি কেন অমত করিতেছেন, প্রত্যুষেই অভিপ্রেত একটী প্রশ্ন গণনা করাইয়া প্রাতেই আশ্রম হইতে গমন করিব।

বালক। এখানে আর ক্ষণকালও থাকিতে সাহস হইতেছে না।

পথিক। কেন?

বালক। এখনইত এখানে শত্রু উপস্থিত হইতে পারে। শুনিয়াছেন ত, বন্যা হ্রাস হইয়াছে, নদীপারের আর অসুবিধা নাই।

পথিক। অসুবিধা না থাকিলেও বোধ হয় এত রাত্রিতে নাবিকেরা কাহাকেও পার করিবে না।

বালক। অর্থের অসাধ্য নাই। অধিক অর্থ পাইলেই পার করিয়া দিবে।

পথিক। পার হইলেও আমরা যে আশ্রমে আছি, সহজে সে সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা নাই।

বালক। সম্ভাবনা নাই কেন?

পথিক। আমাদিগকে যে পরমহংস উদ্ধার করিয়াছেন, শিষ্যগণ ভিন্ন আরত কেহ জানে না।

বালক। অন্যে না জানিলেও আশ্রমের কাহারও নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করা কি অসম্ভব? শিষ্য, উপশিষ্যের সংখ্যাত কম নয়, কে কেমন লোক, তাহার স্থির কি?

পথিক। এমন কথা কখনই মনে করিবেন না, এই হংসাশ্রম অতি পবিত্র আশ্রম, ইহা সাধুদিগের আশ্রম;—

"ইহা সাধুদিগের আশ্রম" পথিক যেমন এই কথা বলিয়াছেন, অমনই "ইহা ভণ্ডাশ্রম! ভণ্ডাশ্রম! ভণ্ডাশ্রম!" বলিয়া অকস্মাৎ পথিকের কথার প্রতিবাদ হইল। প্রতিবাদ শ্রবণ করিয়াই পথিক ও বালক চমকিয়া উঠিলেন এবং বালক তৎক্ষণাৎ পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! শুনিলেন কি? পথিক বলিলেন, শুনিলাম; কিন্তু ব্যাপার কি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আশ্রমে সকলেই নিদ্রিত, এমন সময় কে কোথা হইতে উপর্য্যুপরি বারত্রয় "ইহা ভণ্ডাশ্রম, ভণ্ডাশ্রম" বলিয়া, আমার কথার প্রতিবাদ করিল, কিছুই উপলব্ধি হইতেছে না। বালক বলিলেন, ব্যাপার বড়ই ভয়ঙ্কর, এখন কি কর্ত্তব্য, স্থির করুন। পথিক বলিলেন, ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আর কোন কথাবার্ত্তা হয় কি না, শুনা আবশ্যক।

যে সময়ে পথিক "ইহা সাধুদিগের আশ্রম" বলিয়া বলিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিত্রয় আশ্রমের অনতিদূরে গিয়া পরস্পরের মধ্যে কেহ কাহাকে

জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ইহাই কি হংসাশ্রম?" অমনি অন্ধকারের মধ্য হইতে "ইহা ভণ্ডাশ্রম, ভণ্ডাশ্রম, ভণ্ডাশ্রম" এই কথা উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হইয়াছিল এবং ইহাই যুগপৎ পথিকের কথার প্রতিবাদ ও মূর্ত্তিবিশেষের কথার উত্তরস্বরূপে সকলের কর্ণগোচর হইয়াছিল।

উত্তর শুনিয়াই মূর্ত্তিত্রয় বেগে প্রস্থান করিল, কতক দূর গিয়া প্রথম মূর্ত্তি সঙ্গি অপর মূর্ত্তিদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি? ডরেত আমার আত্মারাম ছাড়িয়া গিয়াছে, এখনও বুক টিপ টিপ করিতেছে, এমন হবে কে জানে? ইহার আগে আমি কখন হংসাশ্রম দেখি নাই, তাই "ইহাই কি হংসাশ্রম" বলিয়া, তোমা-দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তোমরা উত্তর দিতে না দিতে হঠাৎ তেমন চীৎ-কার করিয়া "ভণ্ডাশ্রম ভণ্ডাশ্রম" বলিয়া কে কোথা হইতে উত্তর দিল, বোধ হয় উহা দৈববাণী হইবে। শুনিয়া দ্বিতীয় মূর্ত্তি বলিল, হয় দৈববাণী, না হয় ভৌতিক কাণ্ড, দুইয়ের একত বটেই। যাহা হউক, আমারও বড় ভয় হইয়াছে। তখন তৃতীয় মূর্ত্তি বলিল, তোমরা হিন্দু, তোমাদিগের ভয় হইতে পারে, আমি খৃষ্টান, তোমাদের দেবতাকেও মানিনা, ভূত প্রেতকেও ডরাই না, উহা দৈববাণীও নয়, ভূত প্রেতের কথাও নয়। দ্বিতীয় মূর্ত্তি বলিল, যদি ডরাও নাই, তবে তুমি সকলের আগে ভোঁভোঁ করিয়া দৌড়িয়া আসিলে কেন? খৃষ্টান বলিল, সকলের আগে ছিলাম বলিয়া আগেই আমাকে দৌড়িতে হইয়াছিল, আমি না দৌড়িলে, তোমরা যে পলাইবার পথ পাইতে না, সেই জন্যই আমাকে তত দৌড়িতে হইয়া-ছিল। সে যাহা হউক, আমাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য কোন সন্ন্যাসীই ঐরূপ চীৎকার করিয়া উত্তর দিয়া থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শুনিয়া প্রথম মূর্ত্তি বলিল, আশ্রম হইতে প্রায় দুইরশি আসার পর আমি তোমাদিগকে এত ধীরে ধীরে "ইহাই কি হংসাশ্রম" এই কয়টী কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, দশ হাত তফাতের লোকেও তাহা শুনিতে পাইত না, আর দুইরশি অন্তর আশ্রমের লোক তাহা শুনিতে পাইয়া উত্তর দিল, ইহা কি সম্ভব? আর উত্তরটা যে নিকটের কোন স্থান হইতে হইয়াছিল, তাহাও ত স্পষ্ট বুঝিতে পারা গিয়াছে। শুনিয়া দ্বিতীয় মূর্ত্তি বলিল, কাণ্ডটা সহজ নহে; যাহা হউক, ভালর ভালর গিয়া সর্দ্দারকে খবরটা দিতে পারিলে হয়। শুনিয়া খৃষ্টান বলিল, এই বুদ্ধি, স্পষ্টই শুনিলে উহারা (ফেরারি, সহকারি) এখনই প্রস্থানের চেষ্টায় আছে, ইহার পর ততদূর গিয়া সংবাদ দিতে এবং তথা হইতে লোক লইয়া আসিতে তখন কি আর উহারা এখানে থাকিবে। আমি আগে হইতে জানি, আশ্রমে আট দশজন মাত্র সন্ন্যাসী

আছে, জনকুড়ি লোক হইলেই কার্য্য উদ্ধার হইবে, তোমরা আমার সহিত আইস, এখনই আমি একটা উপায় করিব।

পাঠক! বিস্মিত হইবেন না। ন্যায়ানন্দের আশ্বাসিত আহার্য্য প্রত্যাশী অন্ধ, এপর্য্যন্ত আহার্য্য প্রাপ্ত না হওয়ায় ক্রোধে অস্থির হইয়া লতাগুল্মের অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছিল। এমন সময় পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিত্রয় অন্ধের নিকটস্থ কোন স্থানে উপস্থিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে কেহ কাহাকে "ইহাই কি হংসাশ্রম" বলিয়া যেমন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, অমনই অন্ধ, প্রশ্নকারীকে আপনার ন্যায় আহার্য্য প্রত্যাশী মনে করিয়া তাহাকে সতর্ক করার অভিপ্রায়েই "ইহা ভণ্ডাশ্রম ভণ্ডাশ্রম" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে উত্তর দিয়াছিল এবং ঐ উত্তরই এককালে মূর্ত্তিবিশেষের কথার উত্তর ও পথিকের কথার প্রতিবাদস্বরূপ সকলের কর্ণগোচর হইয়াছিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

আর কোন কথা হয় কি না, শুনা আবশ্যক ইহা বলিয়া পথিক ও বালক নীরবে অপেক্ষা করিতেছিলেন, অকস্মাৎ বালক অধিকতর উৎকণ্ঠিত হইয়া পথিককে বলিলেন, মহাশয়! বুঝি বিপদপাতের আর বিলম্ব নাই, ঐ চাহিয়া দেখুন, আশ্রম আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে, অস্পষ্ট কথাবার্ত্তাও শুনা যাইতেছে। শত্রু যে উপস্থিত হইয়াছে, সেবিষয়ে সন্দেহ নাই, বোধ হয়, আর প্রস্থানেরও উপায় নাই। আর "ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন," ইহা বলিয়া পথিক ধীরে ধীরে কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন এবং তখনই প্রত্যাগমন করিয়া বালকের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া যথাসাধ্য দ্রুতপদে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমনের পর পথিক বালককে বলিলেন, আপনি যে আশ্রমে শত্রু উপস্থিতির আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহা সত্য; জনৈক শত্রুপক্ষীয় লোক কোন শিষ্যের সহিত ধীরে ধীরে কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে, ৫।৭ জন অস্ত্রধারী পুরুষ অদূরে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদিগের পশ্চাতে একটা সুসজ্জিত ঘোটকও রহিয়াছে। আমি দেখিয়াই উহাদিগকে চিনিয়াছি, সরাই অধ্যক্ষের বাটী আক্রমণকালে আমি উহাদিগকে দেখিয়াছিলাম, উহারাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভাণে দস্যুদল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, উহাদিগেরই কথা বৃক্ষোপরি আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম। বালক বলিলেন, 'সরাই অধ্যক্ষের বাটী আক্রমণ

সময় শত্রুদিগকে রাত্রিকালে একবার মাত্র দেখিয়াছিলেন, এক্ষণ তাহাদিগকে দেখিয়াই কেমন করিয়া চিনিতে পারিলেন ? শুনিয়া পথিক বলিলেন, তখন প্রভূত প্রজ্বলিত মশালের আলোকে ঘটনা স্থলটা দিবসের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট হইয়াছিল, আরও উহারা দস্যুদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে ঘটনা স্থলে প্রবেশ করায় উহাদিগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিও ছিল, এই জন্যই উহাদিগকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়াছি।

দশম পরিচ্ছেদ।

বালক ও পথিকের প্রস্থান করার ক্ষণকাল পরেই পরমহংসের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তখন জনৈক শিষ্য পরমহংসের নিকটে গিয়া বলিলেন, তুরকাধিপতির জমাদার আমাকে জাগরিত করিয়া প্রভুর দর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করায় প্রভুকে সংবাদ দিতে আসিয়াছি, শুনিয়া পরমহংস বলিলেন, তাহাকে বল, তাহার যাহা বক্তব্য থাকে, উপস্থিত হইয়া বলিতে পারে। তখন শিষ্য প্রত্যাগমন করিয়া জমাদারের আনীত বিবিধ ফল মূলাদি গ্রহণ পূর্ব্বক, নিদ্রিত ন্যায়ানন্দকে জাগরিত করিয়া তাঁহারই কুটীরে ফলমূলাদি রাখিলেন এবং পরক্ষণেই জমাদারকে সমভিব্যাহারে লইয়া পরমহংসের নিকট উপস্থিত হইলেন।

নিদ্রোত্থিত ন্যায়ানন্দ অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে স্তূপাকার ফলমূলাদি দর্শন করিয়া পরম পরিতোষ পূর্ব্বক চক্ষুমর্দ্দন করিতে করিতে পরমহংসের কুটীরে উপস্থিত হইয়া জমাদারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই বলিলেন, কেও, ভবানীসিংহ ! তোমার প্রভুর আমরা সর্ব্বদাই মঙ্গলকামনা করিয়া থাকি, তাঁহার ন্যায় ন্যায়পরায়ণ ধার্ম্মিক সহৃদয় ভূস্বামী বড়ই বিরল। এ কি ! তোমার ললাটে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন কেন ?

জমাদার বলিল, স্বামীজি ! সে লজ্জার কথা আর কি বলিব। গতরাত্রে সহরের কোন স্থানে ডাকাইতি হইতেছিল, তাহাদিগের এরূপ প্রবল পরাক্রম, যে সম্মুখীন হয় কাহার সাধ্য, কিন্তু আমাদিগের ম্যানেজার মহাশয়ের আজ্ঞা ও উত্তেজনায় আমি কয়েকজনমাত্র নগদি সহায়ে, মহা দম্ভপ্রদর্শনপূর্ব্বক দস্যুদিগের মধ্যে প্রবেশ এবং যথাসম্ভব বলবিক্রম প্রকাশ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইলাম, দেখিতে দেখিতে পঙ্গপালের ন্যায় অসংখ্য অস্ত্রধারী দস্যু, আমাদিগকে এরূপভাবে ঘেরিয়া দাঁড়াইল যে, তখন প্রস্থানেরও আর পথ নাই। ম্যানেজার মহাশয় সাহস দিয়াছিলেন, "তোমরা ঘটনাস্থলে প্রবেশ করিলে দর্শকদিগের

অনেকেই সাহায্যার্থে গমন করিবে," কিন্তু চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখি, কোথায় বা কে, জনপ্রাণীও নাই। এদিকে তখন বেষ্টিত দস্যুগণ এরূপভাবে অসি উত্তোলন করিয়াছে, যে, তাহা পতিত হইলেই সকলের শিরশ্ছেদন হইত, কিন্তু কেমন যে হরির কৃপা, আমার ললাটে আঘাত ব্যতীত আর কাহারও কোনরূপ শারীরিক ক্ষতি হইল না, আমরা প্রস্থান করিয়া প্রাণরক্ষা করিলাম। প্রাণরক্ষা হইল বটে, কিন্তু ভবানীসিংহের ভাগ্যে যাহা কখন ঘটে নাই, তাহাই ঘটিল, দস্যুদিগকে সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করিয়া সঙ্গে সঙ্গে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে হইল, সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হইল, উল্লুক পাড়াগেঁয়ে চাষাদি বলিয়া দর্শকমণ্ডলী ধিক্কার দিতে লাগিল, শরীর হইতেও রক্তপাত হইল, কি বলিব ম্যানেজার মহাশয়কে, তিনি সর্দ্দার, আমি তাঁবেদার।

শুনিয়া ন্যায়ানন্দ নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, লজ্জিত বা দুঃখিত হওয়ার কিছুমাত্র কারণ নাই। কৃতকার্য্য সকল স্থলে হওয়া সম্ভব নয়, কেহ কখন হইতে পারে নাই, হয়ও নাই। তবে বিপন্নের সাহায্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য, যতদূর সম্ভব, যখন সে চেষ্টা করিয়াছ, তখন মনুষ্যের মতই কার্য্য করা হইয়াছে, ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা হইয়াছে, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা হইয়াছে, যথেষ্ট হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে? বিপন্নের সাহায্য করিতে গিয়া যে পরিমাণ শোণিতপাত হইয়াছে, ঈশ্বরের কৃপায় অচিরে তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে শোণিত শরীরে সঞ্চিত হইবে, শক্তি সামর্থ্য সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধি হইবে। দুষ্ট লোকের পরিহাসে আপাততঃ কষ্ট অনুভব হয় সত্য, কিন্তু ন্যায়ের মহিমায় ন্যায়পরায়ণ সজ্জন ব্যক্তিদিগের, বিশেষতঃ তোমার ন্যায়পরায়ণ প্রভুর নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণে যশ লাভ করিবে। কার্য্যাধ্যক্ষের প্রতিও তোমার খেদ করা উচিত নয়, তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ, অন্যায় অত্যাচার অত্যন্ত অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই অসম্ভব সত্বেও দস্যুদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য তোমাকে উত্তেজিত করিয়া থাকিবেন। আমি জানি, তাঁহার ঐ গুণেই তোমার প্রভু তাঁহার প্রতি তত সন্তুষ্ট, আর তোমার প্রভুরও যে বিপন্নের সাহায্য করা প্রথম ও প্রধান সঙ্কল্প, সেই জন্যইত প্রভুর (পরমহংসের) তাঁহার প্রতি এত প্রসন্ন ভাব। শুনিয়া যোগানন্দ বলিলেন, সেই জন্যও বটে, আর তিনি যারপরনাই প্রজারঞ্জক, এই জন্যও বটে, তাঁহার প্রজাপালনের কথা মনে হইলেই রঘুর এই কবিতাটি স্মরণপথে উদিত হয়, "প্রজানাং বিনয়াধানাৎ রক্ষণাদ্ভরণাদপি। স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ॥" ধ্যানানন্দ বলিলেন; মহেন্দ্রনাথের সেই মনোহর

মূর্ত্তি মনে হইলে আমারও এই কবিতাটি আবৃত্তি করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে।
"সর্ব্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন, যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন। তন্নির্ম্মিতো বিশ্বসৃজা প্রযত্নাদেকস্থসৌন্দর্য্যদিদৃক্ষয়েব॥" শুনিয়া স্বায়ানন্দ বলিলেন, শুধুই কি রূপবান্, যেমন রূপবান্, তেমনই বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্।

অনন্তর স্বায়ানন্দ জমাদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদিগের কার্য্যাধ্যক্ষ এখন কোথায়?

জমাদার বলিল, এত অধিক রাত্রিতে প্রভুর (পরমহংসের) দর্শন পাওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিয়া তিনি আসিলেন না। সেই সামান্য কয়টী ফলমূল কোন শিষ্যের নিকটে দেওয়ার জন্য আমাকে উপদেশ দিয়া তিনি অগ্রগামী হইয়াছেন।

পাঠক! অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন, এই ভবানীসিংহ জমাদারই ইতিপূর্ব্বে সরাই অধ্যক্ষের বাটী আক্রমণকালে কয়েকজন মাত্র অস্ত্রধারী অনুচর সহিত মহাদম্ভ প্রকাশিয়া দস্যুদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত ও অবশেষ এককালে বহুসংখ্যক অস্ত্রধারি দস্যু কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া অপূর্ব্ব কৌশলে সকলে শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিল এবং উহাদিগের সকলকে সেরূপ সঙ্কটাবস্থা হইতে আশ্চর্য্য কৌশলে প্রস্থান করিতে দেখিয়াই উহারা যে দস্যুগণেরই দলভুক্ত লোক এবং দর্শকমণ্ডলাকে ভয় প্রদর্শন জন্যই যে উহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাণ করিয়া ঘটনাস্থলে প্রবেশ করিয়াছিল, পথিক ইহাই স্থির করিয়া সেই কথাই বৃক্ষোপরি বালককে বলিয়াছিলেন এবং এক্ষণেও সেই ভবানীসিংহ জমাদারকে অকস্মাৎ আশ্রমে উপস্থিত হইতে দেখিয়া পূর্ব্ব সংস্কার অনুসারে উহাকে প্রকৃতই শত্রুপক্ষের লোক ভাবিয়া পথিক বালককে লইয়া আশ্রম হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

জমাদার বিদায় হইলে পরমহংস জল গ্রহণ করার পূর্ব্বে নিয়মিতমতে জিজ্ঞাসা করিলেন, বুভুক্ষিতগণকে উপযুক্ত সময় মধ্যে আহার্য্য গ্রহণার্থে আহ্বান করা হইয়াছিল কি না? প্রশ্ন শুনিয়া স্বায়ানন্দের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, তাঁহার স্মরণ হইল, বুভুক্ষিত আশ্বাসিত অন্ধ এ পর্য্যন্ত আহার্য্য প্রাপ্ত হয় নাই। তখন তিনি অতি মলিনবদনে দীনবচনে বলিতে লাগিলেন, অদ্য জলমগ্ন কুমারদ্বয়ের শুশ্রূষা

ও পথ্য সংগ্রহ জন্য সকলেই ব্যস্ত থাকায়, উপস্থিত বুভুক্ষিতদিগকে আহ্বান করিয়া আহার্য্য প্রদানের যে নিয়ম প্রচলিত আছে, তাহা ভ্রমক্রমে প্রতিপালন করা হয় নাই এবং তন্নিবন্ধন উপস্থিত আহার্য্য প্রত্যাশী এক অন্ধ এ পর্য্যন্ত আহার্য্য প্রাপ্ত হয় নাই, শুনিয়া পরমহংস বলিলেন, অবিলম্বে অন্ধকে আহার্য্য প্রদান করিয়া শিষ্য উপশিষ্যদিগকে আমার নিকট উপস্থিত হইতে বল।

শিষ্য ও উপশিষ্য সকলে উপস্থিত হইলে, অদ্য "চির আচারিত ব্রত ভঙ্গ হওয়ায় আশ্রম অপবিত্র হইয়াছে, অতএব অবিলম্বে আশ্রম পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।" ইহা বলিয়া পরমহংস আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলে শিষ্য উপশিষ্য সকলেই তাঁহার অনুসরণ করিলেন। ন্যায়ানন্দও পরমহংসের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে কিয়দ্দূর গমন করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

এখানে মূর্ত্তিত্রয় ২০।২৫ জন লাঠিয়াল সহিত আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ধীরে ধীরে পাঠানন্দের কুটীরে প্রবেশপূর্ব্বক নিদ্রিত পাঠানন্দ ও ছাত্র বীরেন্দ্রকে সহকারী ও ফেরারি অনুমানে একই বারে উভয়ের মুখ বস্ত্রদ্বারা রুদ্ধ করিল ও শয্যার দ্বারা তাহাদিগের আপাদমস্তক আবৃত ও শব বন্ধনের ন্যায় বন্ধন করিয়া কয়েকজন লাঠিয়ালের স্কন্ধে উত্তোলন করিয়া দিয়া সকলে দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিল।

কতক দূর গমনের পর তৃতীয়মূর্ত্তি অর্থাৎ খ্রীষ্টান, দ্বিতীয় মূর্ত্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ভাই ভূতনাথ! কেমন ফিকির বাহির করিয়াছি বল দেখি? বোধ হয়, তোমার এতদূর বুদ্ধি যোগাইত না, সাহসও হইত না, তাহার টাকাটা ন্যায় বিচারে আমারই অধিক পাওনা হয়, তবুও তোমাকে সমান ভাগই দিব। সে যাহা হউক, আমি যে বলিয়াছিলাম, সন্ন্যাসীগুলা নিতান্ত নিস্তেজ ও ভণ্ড, তাহাই ঠিক বটে কি না বল? নহিলে এই আশ্রিত অনাথ দুটাকে এরূপ অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া পলায়।

ভূতনাথ। আমিও ত তাহাই ভাবিতেছি, ইহাদিগকেত সঙ্গে লইয়া পলাইতে পারিত, ফেলিয়া গেল কেন?

খ্রীষ্টান। লইয়া গেলে বিপদ যে সঙ্গে সঙ্গে গড়াইবে?

ভূতনাথ। সঙ্গে সঙ্গে বিপদ গড়াইবে, কি করিয়া তাহারা বুঝিতে পারিল ?

খৃষ্টান। সন্ন্যাসীদিগের কি নিদ্রা আছে, জাগিয়াছিল, আমাদিগকে কেহ দেখিয়া থাকিবে।

ভূতনাথ। দেখিলে, রুখিতে পারিত, আমরাত মোটে তিনজন ছিলাম।

খৃষ্টান। আমাকে না চিনে এমন বদমাইস এখানে নাই, আমাকে দেখিয়াই, আক্কেল গুড়ুম হইয়াছে, রুখিবে কি ? আমি যে বদমাইসের যম।

ভূতনাথ। সন্ন্যাসীদিগকে বদমাইস বল কেন ? বদমাইস হইলে সন্ন্যাসী হইত না, তপজপ করিত না।

খৃষ্টান। কত খুনি আসামী, সন্ন্যাসী সাজিয়া বেড়ায়। শেষে ধরা পড়ে কয়েদ হয় ?

ভূতনাথ। উহারা তেমন সন্ন্যাসী নয়।

খৃষ্টান। তেমন নয়, বদমাইস নয়, তবে ভণ্ডাশ্রম বলিয়া দৈববাণী হয় কেন ?

ভূতনাথ। তুমিইত বলিয়াছিলে, উহা দৈববাণী নয়।

খৃষ্টান। তোমরা ভয় পাইবে বলিয়া, নয় বলিয়াছিলাম।

ভূতনাথ। তুমি কখন কি বল, ঠিক নাই।

তখন খৃষ্টান বলিল, সে কথা এখন থাক। শিবিরের নিকটে আসিয়াছি, প্রায় প্রভাতও হয়। এখন আর কথাবার্ত্তা কহা উচিত নয়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আশ্রম হইতে প্রায় একক্রোশ অন্তরে কংসাবতী নদীর প্রসিদ্ধ কালগাঙ্গের উত্তরদিকে, প্রান্তরের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড দোমহলা অট্টালিকা আছে, তাহাই খৃষ্টানের কথিত শিবির। যে সময়ের ঘটনা, সেই সময় অট্টালিকাটী প্রায় অধিকাংশ সময়ই জনশূন্য থাকিত। হঠাৎ একদিন তথায় বহুলোকের সমাগম দেখা গেল। জনরব, উত্তর পশ্চিমদেশীয় কোন সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী সপরিবারে জগন্নাথ দর্শনে গমন করিতেছেন, অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি কয়েক দিনের জন্য বাড়িটী ভাড়া লইয়া তথায় অবস্থান করিতেছেন।

দোমহলা'র সম্মুখে কয়েকটা ছোট বড় তাঁবু খাটান হইয়াছে। দোমহলা ও তাঁবুর চতুর্দ্দিকে বহুদূর ব্যাপিয়া বস্ত্রপ্রাচীর বেষ্টিত, বস্ত্রপ্রাচীরের বাহিরে বন্দুকধারী সিপাহিলোক পাহারা দিতেছে।

খৃষ্টানটা স্বদলে তথায় উপস্থিত হইয়া সর্দ্দারকে (শিবিরাধ্যক্ষ) সম্বোধন করিয়া বলিল, মহাশয়! ফেরারি ও সহকারী উভয়কেই একেবারে বন্ধন করিয়া আনিয়াছি। ফেরারি অপেক্ষা সহকারীটা বড়ই পাকা বদমাইস, উহার মুখ বস্ত্রদ্বারা বন্ধ করাতেও "বীরেন্দ্র বীরেন্দ্র" বলিয়া কয়েকবার গোঙাইয়াছিল এবং দৃঢ় বন্ধন সত্বেও বারম্বার বন্ধন খুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, উহাকে খুব সাবধানে রাখিবেন।

অধ্যক্ষ আহ্লাদে অস্থির হইয়া খৃষ্টানকে ধন্যবাদ দিতে দিতে তৎক্ষণাৎ বন্দিদিগকে শিবির মধ্যে লইয়া গিয়া বন্ধন অবস্থাতেই দুই নির্জ্জন কুটীরে নিক্ষেপ ও দ্বাররুদ্ধ করিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক মূর্ত্তিদ্বয়ের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে গোয়েন্দাদিগের নামের খাতা খুলিয়া মূর্ত্তিদ্বয়কে নাম জিজ্ঞাসা করায়, তৃতীয় মূর্ত্তি খৃষ্টান বলিল, আমার নাম হিরেনাথ।

অধ্যক্ষ। আপনি তবে হিন্দু ছিলেন?

খৃষ্টান। হাঁ. হিন্দু ছিলাম, খৃষ্টান হইয়াছি, আন্ধার হইতে আলোকে আসিয়াছি, নরক হইতে স্বর্গে উপনীত হইয়াছি।

অধ্যক্ষ। দ্বিতীয় মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া, তোমার নাম?

ভূতনাথ। আমার নাম ভূতনাথ লড়ি।

অধ্যক্ষ। আপনাদিগের দলের প্রধান গোয়েন্দা আনন্দ আশ কোথায়?

খৃষ্টান। তিনি তত কষ্টসহিষ্ণু নহেন, সমস্ত রাত্রির পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়ায় আমার বাটীতে তাঁহাকে লইয়া গিয়া তাঁহার পরিচর্য্যায় লোক নিযুক্ত করিয়া আসিয়াছি। পরের ক্লেশ আমার সহ্য হয় না, যেহেতু আমি খৃষ্টান। তাঁহার প্রাপ্য অর্থ আমিই লইয়া গিয়া তাঁহাকে প্রদান করিব।

অধ্যক্ষ। উত্তম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

খৃষ্টান ও ভূতনাথ লড়িকে অধ্যক্ষ সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়া শিবিরাধিপতির সহিত উহাদিগের পরিচয় করিয়া দিলেন।

অধিপতি খৃষ্টান মহাশয়কে উপর্য্যুপরি ধন্যবাদ দিতে থাকায় তিনি বলিলেন, অপরের উপকার করাই আমার একমাত্র কার্য্য, আমি যাহা করিয়াছি, কর্ত্তব্য বোধেই করিয়াছি, তজ্জন্য আমায় ধন্যবাদ দিতে হইবে না। শুনিয়া অধিপতি

বলিলেন, আপনি যে অসাধ্য কার্য্য সাধন করিয়াছেন, ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না, শতমুখে আপনার প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। অঙ্গীকৃত অর্থাপেক্ষা আরও অধিক অর্থ দ্বারা আপনাকে সন্তুষ্ট করিব। তখন খৃষ্টান মহাশয় অত্যন্ত প্রফুল্লিতচিত্তে বলিলেন, স্বর শুনিয়া আপনাকে বড়ই দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হইতেছে? অধিপতি বলিলেন, অদ্য আপনি আমার পরম বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন। বন্ধুর নিকট কোন কথা গোপন করিতে নাই, করিব না। বন্দি দুরাত্মাদিগের পৈশাচিক মন্ত্রবলে বৃক্ষচাপে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিহত হইয়াছে, অনেক বন্ধু বান্ধব হত ও আহত হইয়াছে। দুর্বৃত্তেরা জলমগ্ন হইয়াছিল, কিন্তু উহাতে যে উহাদিগের মৃত্যু হইবে না, অধিকন্তু উহাদিগকে যে, কেহ ধৃত করিতে পারিবে না, ইহা আমি স্থির ভাবিয়াছিলাম। একে পুত্রশোক, তাহাতে আবার পুত্রহন্তাদিগকে ধৃত করার বিষয়ে হতাশ্বাস; এই দ্বিবিধ কারণে আমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞান অবস্থায় ধরাশায়ী হইয়াছিলাম। দুরাত্মারা ধৃত ও নীত হইয়াছে শুনিয়া মৃতশরীরে জীবন সঞ্চারিত হইল, বল হইল, উত্থান শক্তি হইল, উঠিয়া বসিতে পারিলাম। সে যাহা হউক, আপনি উহাদিগকে ধৃত করিলেন কিরূপে?

সুবিধা সুযোগ পাইয়া খৃষ্টান মহাশয় বলিতে লাগিলেন, উহারা আমাদিগকে অনেক ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল, অনেক বিভীষিকা দেখাইয়াছিল, পৈশাচিক মন্ত্র প্রভাবে কতমত দৈববাণী হইতে লাগিল, কিন্তু খৃষ্টানের নিকট বুজরুকি খাটিল না। আমরা উহাদিগকে, কত কৌশলে যে ধৃত করিয়া আনিয়াছি, পরিচয় দিতে গেলে আত্মশ্লাঘা করা হইবে, খৃষ্টানের পক্ষে তাহা উচিত নহে। যাহা হউক, আপনি উহাদিগকে কিরূপে ধরিয়া রাখিবেন, এখন আমি তাহাই ভাবিতেছি; অধিপতি বলিলেন, আমারওত সেই ভাবনা. ফেরারিকে ধৃতজন্য ওয়ারেণ্ট আছে, সেই সূত্রে তাহার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারিবে। কিন্তু সহকারির দণ্ড হওয়ার কোন উপায় নাই! শুনিয়া খৃষ্টান মহাশয় বলিলেন, সহকারি জীবিত থাকিতে মঙ্গলও নাই, সে পৈশাচিক তন্ত্র মন্ত্র প্রভাবে ফেরারিকে উদ্ধার করিবেই করিবে। অধিপতি বলিলেন, আপনি বড়ই বিজ্ঞ ও বহুদর্শী, আপনি অতি প্রামাণিক কথাই বলিয়াছেন, আমিও ঐ চিন্তাই করিতেছি, আমার ইচ্ছা এখনই দুরাত্মা দুইটার শিরশ্ছেদন করি, কিন্তু—

অধিপতির কথা শেষ হইতে না হইতে খৃষ্টান মহাশয় বলিলেন, আপনি কোনও আশঙ্কা করিবেন না, প্রকাশ হওয়ার কোন কারণ নাই. প্রকাশ হইলে

আমরাওত দণ্ডিত হইব। আর অকারণ বিলম্ব করার প্রয়োজন নাই, কল্পনা কার্য্যে পরিণত করুন, "শুভস্য শীঘ্রং।" আপনি সৎযুক্তিই দিয়াছেন, আর বিলম্ব করা উচিত নয়, ইহা বলিয়া অধিপতি অধ্যক্ষকে বলিলেন, অগ্রে সহকারীকে উপস্থিত কর, পুত্রহন্তার আমি স্বহস্তে শিরশ্ছেদন করিব।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অধিপতির আজ্ঞানুসারে অধ্যক্ষ বন্দী সহকারিকে উপস্থিত করায়, অধিপতি অধ্যক্ষকে সতর্কভাবে দ্বারদেশে উপস্থিত থাকিতে উপদেশ দিয়া খৃষ্টান মহাশয়কে বলিলেন, অগ্রে আপনি দুরাত্মার পরিচয় লউন, পুত্রহন্তার পুত্র-পৌত্রাদি পর্য্যন্ত হত্যা করিলে তবে আমার ক্ষোভ নিবৃত্তি হইবে।

বন্দী আপনাকে এক অপরিচিত স্থানে নীত ও অস্ত্রধারি পুরুষে পরিবেষ্টিত দেখিয়াই, যারপরনাই বিস্মিত ও চিন্তিত হইয়াছিলেন। এক্ষণ আবার আশু হত্যা সংঘটনের আয়োজন দেখিয়া ও সবংশে ধ্বংস করার কল্পনার কথা শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। বন্দীকে অচৈতন্য হইতে দেখিয়া অধিপতি উঁহার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিবার জন্য পরিচারকদিগের প্রতি অনুমতি করিলেন। অচৈতন্য অবস্থায় বন্দীর মুখ হইতে অকস্মাৎ "বীরেন্দ্র" এই নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া অধিপতি বলিয়া উঠিলেন, আর ডাকিতে হইবে না, সে তোমার পশ্চাতেই গমন করিবে।

পরিচারকগণের পরিচর্য্যায় মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে বন্দী তাহার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইতে আর বড় বিলম্ব নাই ভাবিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, যেরূপ ব্যাপার উপস্থিত, ইহাতে আমি যে অধিপতির একান্তই বধার্হ, ইহাত নিঃসন্দেহে নিরূপিত হইয়া থাকিবে, এ সময়ে আমি নিরপরাধ বা নির্দ্দোষ এ কথা বলিলেইত গ্রাহ্য হইবে না অথবা আমি যে কি অপরাধে অভিযুক্ত, তাহা জিজ্ঞাসা করার কিম্বা আমি যে অপরাধী নহি, এ কথা বলিবারই বা সুবিধা কৈ ? যে কোন সূত্রে কথা কহিতে গেলেই পরিচয়ত দিতে হইবে। কথা কহিব, অথচ পরিচয় দিব না বলিলে হয়ত আশু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার আর একটা কারণ হইবে, সুতরাং কথা না কহাই কর্ত্তব্য। অনন্তর অধিপতিকে নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, অধিপতি যে হিন্দু, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিন্দুদিগের পণ্ডিত ব্রাহ্মণের প্রতি

ভক্তি শ্রদ্ধা সহজেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই সময় পণ্ডিত বলিয়া কোনরূপে পরিচয় দিতে পারিলে বোধ হয় সুবিধা হইলেও হইতে পারে। আবার ভাবিলেন, পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দিতে গেলেও ত কথা কহিতে হইবে, কথা কহিলেই পরিচয়ও দিতে হইবে, যদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জানিয়াও অনুগ্রহ নাই হয়, তবে পরিচয় দিয়া কি শেষে সবংশে ধ্বংস হইব। পরিচয়ত কোনমতেই দেওয়া হইবে না, সুতরাং কথা কহিবারও উপায় নাই, তবে এখন করি কি? পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের উপায়ান্তরই বা কি? চিন্তা করার আর সময়ই বা কৈ? অথবা চিন্তা বৃথা, "সঙ্কটে মধুসূদন" এখন মধুসূদন নাম জপ করি, তিনিই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বন্দী মধুসূদন নাম জপ করিতেছেন, এমন সময় খৃষ্টান মহাশয় বন্দীর সম্মুখে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? বন্দীর তখন সঙ্কল্পিত নাম জপ শেষ হয় নাই, সুতরাং উত্তর দিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়ায়, খৃষ্টান মহাশয় বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, চোখ মুখ বুজিয়া চুপ করিয়া আছে, যেন কতই না শিষ্ট!

বন্দী। "ন পাণিপাদচপলো ন নেত্রচপলো মুনিঃ। ন চ বাগঙ্গচপল ইতি শিষ্টস্য লক্ষণং॥"

খৃষ্টান মহাশয় আবৃত্তি কবিতার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ফাঁফরে পড়িলেন, অজ্ঞতা প্রকাশ না হয়, এই অভিপ্রায়ে বিদ্রূপভাব প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, সাধু! সাধু!!

বন্দী। "ন প্রহৃষ্যতি সম্মানে নাবমানে চ কুপ্যতি। ন ক্রুদ্ধঃ পরুষং ব্রূয়াদিত্যেতৎ সাধুলক্ষণম্॥"

খৃষ্টান। বিদ্রূপেও লজ্জাবোধ নাই, কথায় কথায় কবিতা, যেন কতই না পণ্ডিত!

বন্দী। "ন হৃষ্যত্যাত্মসম্মানে নাবমানেন তপ্যতে। গাঙ্গোহ্রদ ইবা ক্ষোভো যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে॥"

ব্যাপার দেখিয়া অধিপতির সহচর মনে মনে বলিতে লাগিলেন, নরাধম বুঝি কেবল অপেয় ও অখাদ্য পান ভোজনের লোভেই খৃষ্টান হইয়াছে। অধিপতিও

বুঝিতে পারিলেন, খৃষ্টান মহাশয় ভূত, প্রেত পিশাচেরই যম, বিদ্যা বুদ্ধি তত বেশী নাই। অনন্তর অধিপতির ইঙ্গিত অনুসারে সহচর বন্দীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বন্দিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, অপরাধিকে বন্দী অবস্থায় বিশেষতঃ বধ্য-ভূমিতে ঐরূপ শিষ্ট ও সাধু এবং পণ্ডিতভাব সহজেই অবলম্বন করিতে হয়, এখন তোমার নাম, ধামাদি বল।

বন্দী। "যস্য ন জ্ঞায়তে নাম ন চ গোত্রং ন চ স্থিতিঃ। অকস্মাদ্ গৃহমায়াতি সোঽতিথিঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥"

সহচর। তুমিত অতিথিভাবে আগমন কর নাই। আততায়ীভাবে নীত হইয়াছ।

বন্দী। "অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ।"

সহচর। আততায়ীর মধ্যে পরিগণিত না হইলেও তুমি নৃশংস, নির্দ্দয়, পরদ্রোহী সর্পের ন্যায় ক্রূর।

বন্দী। "সর্পঃ ক্রূরঃ খলঃ ক্রূরঃ সর্পাৎ ক্রূরতরঃ খলঃ। মন্ত্রৌষধিবশঃ সর্পঃ খলঃ কেন নিবার্য্যতে॥"

সহচর। সর্প মন্ত্রৌষধি দ্বারা বশীভূত হয়, খল কোনমতে নিবারিত হওয়ার নহে, সুতরাং সর্পাপেক্ষা খলই অধিক ক্রূর, এ কথা সত্য। গতদিনের দুর্ঘটনাও তাহার প্রমাণ। বিনা অপরাধে অকারণে কত লোকেরই না প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। যদি তুমিও খল না হও, তাহা হইলেও তোমার সমভিব্যাহারী বন্দী ফেরারি অর্থাৎ তুমি যাহার সহকারী, সে যে খল, তাহাতে ত আর সন্দেহ নাই।

বন্দী। (স্বগতঃ) আমি কাহার সহকারি? কেই বা ফেরারি? কাহাকেই বা আমার সঙ্গে বন্দী করিয়া আনিয়াছে? যে লোক দুটা আমার কুটীরে শয়ন করিয়াছিল, তাহাদিগেরই কি কেহ ফেরারি? ইহাইত সম্ভব। ফেরারি নহিলে অকুল নদীজলে ঝাঁপ দিয়া প্রস্থানের চেষ্টা করিবে কেন? উহাদিগকে কুটীরে আশ্রয় দিয়াছিলাম বলিয়াই আমাকে সহকারী অপরাধী স্থির করিয়া থাকিবে। ঠিক কথা। (প্রকাশ্যে)

"দুর্বৃত্তঃ ক্রিয়তে ধূর্ত্তৈঃ শ্রীমানাত্মবিবৃদ্ধয়ে।
কিং নাম খলসংসর্গঃ কুরুতে নাশ্রয়াশবৎ॥"

সহচর। আশ্রয়াশ অর্থাৎ আশ্রয়ভুক্ অগ্নির ন্যায় খল আশ্রয় স্থানকে ধ্বংস করে, ইহা জানিয়া শুনিয়াও দুর্বৃত্ত খলকে যখন আশ্রয়দান ও তাহার সাহায্য

করিয়াছ, তখন সহজেই আপনার ধ্বংসের আপনিই কারণ হইয়াছ। খলের সাহায্য না করিলে ত আজ আর তোমার এ দুর্দ্দশা হইত না?

বন্দী। "খলঃ করোতি দুর্ব্বৃত্তং নূনং ফলতি সাধুষু।
দশাননোঽহরৎ সীতাং বন্ধনস্তু মহোদধেঃ॥"

সহচর। দশাননের সীতাহরণ অপরাধ জন্য যদিও নিরপরাধ মহোদধির বন্ধন হইয়াছিল, তথাপি খলের দুর্ব্বৃত্ততার ফল সর্ব্বত্রই যে সাধুকে ভোগ করিতে হইবে, ইহা সম্ভব ন—

সহচর এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, এমন সময় অধিপতি সহচরকে নিকটে আহ্বান করিয়া চুপে চুপে বলিতে লাগিলেন, "বন্দী এখন আপন মুক্তি উদ্দেশে আপনি যে নির্দ্দোষ, ফেরারিরই যত দোষ, ফেরারির অপরাধ জন্যই উহাকে বন্দী হইতে হইয়াছে, প্রকারান্তরে ইহাই প্রকাশ করিতেছে। যদি তখন ক্রোধভরে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য না হইয়া উহার সাক্ষাতে পরিচয় লইবার উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত না করিতাম, তাহা হইলে সহজে পরিচয় পাওয়া যাইতে পারিত। এখন যতদূর সম্ভব, ছলে ও কৌশলে পরিচয় লওয়ার চেষ্টা কর।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া সহচর বন্দীর নিকটে গিয়া বলিতে লাগিলেন, খলের দুর্ব্বৃত্ততার ফল সর্ব্বত্রই যে সাধুকে ভোগ করিতে হইবে, ইহা সম্ভব না হইলেও বর্ত্তমান স্থলে যে তাহা ঘটিয়াছে, ইহা ক্রমশঃ বুঝা যাইতেছে, সকলেই বুঝিতেছে, অধিপতি মহাশয়ও বুঝিতে পারিয়া সেই কথাই এতক্ষণ বলিতেছিলেন। সে যাহা হউক, আপনার গলদেশে কি যজ্ঞসূত্র?

বন্দী। (স্বগত) কেবল পরিচয় লওয়ার জন্যই এই চাতুরী। (প্রকাশ্যে)
"ঊর্দ্ধন্তু ত্রিবৃতং সূত্রং সধবানির্ম্মিতং শনৈঃ।
তন্তুত্রয়মধোবৃত্তং যজ্ঞসূত্রং বিদুর্বুধাঃ॥"

সহচর। যজ্ঞসূত্র ঐরূপেই নির্ম্মিত হইয়া থাকে বটে। আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। তবে আপনি ব্রাহ্মণ?

বন্দী। "জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয় উচ্যতে॥"

খৃষ্টান। হাঁ, এতক্ষণে ঠিক উত্তর দিতেছেন, যেমন ঠিক ঠিক উত্তর দিতেছেন, ইহার পরও তেমনই ঠিক ঠিক উত্তর দিবেন। কারণ প্রশ্নকর্ত্তা মহাশয়ও ব্রাহ্মণ।

বন্দী। "যোগস্তপো দমোদানং ব্রতং শৌচং দয়া ঘৃণা।
বিদ্যা বিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতৎ ব্রাহ্মণলক্ষণং॥"

খৃষ্টান। আমার বলিতে ভুল হইয়াছে, প্রশ্নকর্ত্তা মহাশয় কেবল ব্রাহ্মণ নহেন, ইহাঁকে কদাচ ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিবেন না, যেমন ঠিক ঠিক উত্তর দিতেছেন, তেমনই ঠিক ঠিক উত্তর দিবেন, ইনি অধিপতির সভাসদ্।

বন্দী। "শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ।
রাজ্ঞা সভাসদঃ কার্য্যাঃ শত্রৌ মিত্রে চ যে সমাঃ॥"

খৃষ্টান। এতক্ষণে সকল কথাই সরলভাবে বলিতেছেন।

তখন সহচর কিঞ্চিৎ বিরক্তভাবে খৃষ্টান মহাশয়কে নীরব হইতে বলিয়া বন্দীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, শত্রু মিত্রে সমান ভাবই দেখিতে পাইবেন। অগ্রে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের যথার্থ উত্তর দেন।

বন্দী। "যথার্থকথনং যচ্চ সর্ব্বলোক-সুখপ্রদং।
তৎ সত্যমিতি বিজ্ঞেয়মসত্যং তদ্বিপর্য্যয়ম্॥"

সহচর। যথার্থ কথা যে সর্ব্বলোক-সুখপ্রদ, তাহার কি আর সন্দেহ আছে? ভাল বলুন দেখি, আপনার উপাধি কি?

বন্দী। "শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মত্রাতা চ ভূভুজঃ।
ভূতিদত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ॥"

সহচর। ব্রাহ্মণের শর্ম্মা ও দেব, ভূমিভোগকারী ক্ষত্রিয়ের বর্ম্ম ও ত্রাতা, বৈশ্যের ভূতি ও দত্ত এবং শূদ্রের দাস উপাধি বটে। এখন বলুন দেখি, আপনার পিতার নাম কি?

বন্দী। "ন নাম গ্রহণং কুর্য্যাৎ কৃপণস্য গুরোস্তথা।
ভার্য্যায়া অভিশপ্তস্য জনকস্য বিশেষতঃ॥"

সহচর। না হয় পিতার নামই করিতে নাই, বলুন দেখি আপনার পুত্র কে?

বন্দী। "পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা॥"

সহচর। পুন্নাম নরক হইতে যে ত্রাণ করে, তাহাকেই পুত্র বলে সত্য, কিন্তু আমিত আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আপনার পুত্র কে? অর্থাৎ আপনার পুত্রের নাম কি? আপনি প্রকৃত উত্তর দিতেছেন না কেন? আপনার ন্যায় পুণ্যবান্ ও পণ্ডিত ব্যক্তির ছল করিয়া কি সত্য বার্ত্তা গোপন করা উচিত?

বন্দী। "প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে নরাঃ পুণ্যবিবর্জ্জিতাঃ।
দুরাচাররতাঃ সর্ব্বে সত্যবার্ত্তাপরাঙ্মুখাঃ॥"

সহচর। অন্যে সত্যবার্ত্তা পরাঙ্মুখ হইলেও আপনার এখন সত্য বলা একান্ত কর্ত্তব্য, নতুবা এখনই যে আপনার প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে।

বন্দী। "উদ্ঘাটিতনবদ্বারে পঞ্জরে বিহগোঽনিলঃ।
যত্তিষ্ঠতি তদাশ্চর্য্যং প্রয়াণে বিস্ময়ঃ কুতঃ॥"

বন্দী পরিচয় দিল না দেখিয়া অধিপতি ক্রোধভরে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বন্দীর সম্মুখে গিয়া অতি কর্কশস্বরে বলিতে লাগিলেন, পরিচয় দিবে কি না বল, আর তোমায় পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে হইবে না। তোমার কবিতা আবৃত্তির শক্তি আছে, সে কথা আমি শুনিয়াছি, সেদিন রাত্রিকালে ভিক্ষুকবেশে গীত গাইতে গাইতে সরাই অধ্যক্ষের বাটিতে প্রবেশ পূর্ব্বক শত সহস্র লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া ফেরারিকে লইয়া অন্তরীক্ষে অন্তর্হিত হইয়াছিলে, এ কথাও শুনিয়াছি, সেই দিন বৈকালেও সরাইতে গীত গাইবার ভাণ করিয়া ফেরারিকে অনেক তন্ত্রমন্ত্র শিখাইয়াছিলে, এ কথাও শুনিয়াছি, পৈশাচিক বিদ্যাবলে শ্মশান ভূমির এক দুরারোহ বৃক্ষে ফেরারিকে লইয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছিলে, এ কথাও শুনিয়াছি। বন্দি বলিল, "যস্ত নাস্তি নিজা প্রজ্ঞা কেবলং তু বহুশ্রুতঃ। ন স জানাতি তত্ত্বার্থং দর্ব্বীপাকং রসং যথা॥"

"আমার প্রজ্ঞা নাই, জ্ঞান নাই, বুদ্ধি নাই ; এই প্রজ্ঞা আছে কি না দেখ্," নাম বলিবে না বটে! বলিয়া অধিপতি অসি উত্তোলন করায় বন্দী আপনার অন্তিমকাল উপস্থিত ভাবিয়া "হরি হরি" শব্দ উচ্চারণ করিলেন। শুনিয়া প্রত্যুৎপন্ন-মতি খৃষ্টান মহাশয় অধিপতিকে বলিলেন, আর ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, বন্দী পরিচয় দিতেছে, নাম বলিতেছে। বন্দীর দিকে চাহিয়া বলিলেন ; হরি তুমি না তোমার পিতা, হরি কে? বন্দী বলিল, "রুদ্ররূপেণ সংহর্ত্তা বিশ্বানামপি নিত্যশঃ। ভক্তানাং পালকো যো হি হরিস্তেন প্রকীর্ত্তিতঃ।" শুনিয়া খৃষ্টান মহাশয় জ্বলিয়া উঠিয়া অধিপতিকে বলিলেন, আবার ও কবিতা আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ও পরিচয় দিবে না, নাম বলিবে না, অকারণ আর কাল বিলম্বের আবশ্যক নাই। অতঃপর "শুভস্য শীঘ্রং, শুভস্য শীঘ্রং" বলিয়া, তিনি নিরন্তর বন্দীর শিরশ্ছেদন উদ্দেশে দক্ষিণ হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অধিপতিও যারপর-নাই ক্রোধে অস্থির হইয়া, "এই তোমার ভক্তপালক হরি, তোমাকে রক্ষা করুন" বলিয়া হস্তস্থিত অসি আঘাত উদ্দেশে উত্তোলন করিলেন, উত্তোলিত অসি বন্দীর মস্তকচ্ছেদন উদ্দেশে যেই সঞ্চালিত হইয়াছে, এমন সময় "পিতঃ! অকারণ ব্রহ্মবধ করিবেন না" বলিয়া অধিপতির দ্বিতীয় পুত্র বা শিবিরাধ্যক্ষ বিদ্যুদ্বেগে অধিপতি ও

বন্দীর মধ্যস্থলে গিয়া অকস্মাৎ দণ্ডায়মান হইলেন। উত্তোলিত অসি অধ্যক্ষের মস্তকেই পতিত ও সর্ব্বনাশ সঙ্ঘটিত হয় দেখিয়া রক্ষি পুরুষগণ দৃঢ়রূপে অধিপতির হস্তধারণ করিল। অসি পতিত হইল না। অধিপতি মূর্চ্ছিত হইলেন। কিন্তু খৃষ্টান মহাশয়ের বিরাম নাই, তিনি তখনও "শুভস্য শীঘ্রং" বলিয়া হস্ত সঞ্চালন করিতেছিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ চর খৃষ্টান ও লড়িটাকে অষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন এবং বন্দীদ্বয়ের বন্ধন-মোচন পূর্ব্বক তাহাদিগের যথাবিধ শুশ্রূষা করার অনুমতি প্রদান করিয়া মূর্চ্ছিত অধিপতিকে লইয়া গৃহাভ্যন্তরে গমন করিলেন। বহুক্ষণের পর অধিপতির চৈতন্য সম্পাদন হইলে তিনি অধ্যক্ষের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, সেরূপ সঙ্কট সময়ে হঠাৎ সেরূপ ভাবে বন্দীর অগ্রে উপস্থিত হওয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য হইয়াছিল। তোমার যে শারীরিক কোন ক্ষতি হয় নাই, ইহাই আমার সৌভাগ্য। সঞ্চালিত অসি তোমারই উপর পতিত হইবে ভাবিয়া আমি অজ্ঞান হইয়াছিলাম।

অধ্যক্ষ। সঞ্চালিত অসি পতিত হওয়ার পূর্ব্বেই রক্ষি পুরুষগণ বড় নিপুণতায় আপনার হস্তধারণ করিয়াছিল।

অধিপতি। তবে কি অসি পতিত হয় নাই?

অধ্যক্ষ। আজ্ঞা না।

অধিপতি। কি? অসি পতিত হয় নাই?

অধ্যক্ষ। আজ্ঞে না, পতিত হয় নাই।

অধিপতি। সহকারি তবে এখনও জীবিত আছে?

অধ্যক্ষ। তিনি সহকারি নহেন।

অধিপতি। সে সহকারি নহেত কে?

অধ্যক্ষ। তিনি এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।

অধিপতি। কে বলিল, সে সহকারি নয়? অচৈতন্য অবস্থাতেও সে স্পষ্ট ফেরারির নামোচ্চারণ করিয়া বারম্বার তাহাকে আহ্বান করিয়াছে, আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

অধ্যক্ষ। ধৃত হওয়ার সময়েও তিনি "বীরেন্দ্র বীরেন্দ্র" বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া উহাঁর সমভিব্যাহারি বন্দী যে প্রকৃতই ফেরারি এবং উনিই যে ফেরারির সহকারী, ইহা আমারও ধারণা হইয়াছিল।

অধিপতি। তবে কি ফেরারিও ধৃত হয় নাই!

অধ্যক্ষ। ফেরারি বলিয়া যাঁহাকে বন্দি করিয়া আনা হইয়াছিল, তিনি এক ব্রাহ্মণতনয়, তাঁহারও নাম বীরেন্দ্র, আর কথিত সহকারীর নাম পণ্ডিত পাঠানন্দ। উঁহারা উভয়েই পরমহংসের আশ্রমে অবস্থান ও অধ্যয়ন করেন।

শুনিয়া অধিপতি ললাটে করস্পর্শ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন অধ্যক্ষ বলিলেন, নিতান্ত নিরাশ হইবেন না, কিছু আশা-জনক সংবাদও আছে। চর আনন্দ আশের কথা শ্রবণ করিলে সমস্ত বুঝিতে পারিবেন। আমি আপনার আজ্ঞামতে দ্বারদেশে উপস্থিত ছিলাম, অকস্মাৎ চর আনন্দ আশ উপস্থিত হইয়া বলিল, "যাহাদিগকে ধরিয়া আনা হইয়াছে, উহারা ফেরারি কি সহকারী নহে।" এই কথা শুনিবামাত্র ফেরারির কুটীরে গিয়া দেখি, সে প্রকৃতই ফেরারি নহে, সুতরাং অকারণ ব্রহ্মবধ হয় দেখিয়া সেরূপভাবে হত্যাকাণ্ডে বাধা দিতে হইয়াছিল।

অনন্তর অধ্যক্ষ দ্বারদেশ হইতে চররূপী প্রথম মূর্ত্তি অর্থাৎ তুলসী চটীর গাড়োয়ান আনন্দ আশকে অধিপতির সম্মুখে উপস্থিত করাইয়া তাহাকে বলিলেন, তুমি আদ্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণন কর।

অধ্যক্ষের অনুমতি অনুসারে বন্দি লড়ি ও খৃষ্টানটাকেও তথায় উপস্থিত করা হইল।

আনন্দ আশ বলিতে লাগিল, এখান হইতে বিদায় হইয়া খৃষ্টান মহাশয়, ভূত-নাথ লড়ি ও আমি একত্রে নদীঘাটে পৌছিলাম। ঘাট ইজারদার খৃষ্টান মহাশয়ের বড় বন্ধু, ইনি তাহাকে ইসারায় কি বলায়, সে প্রথম খেয়াতেই আমাদিগকে পার করিয়া দিল, আমরা নদীতীর দিয়া পূর্ব্বমুখে চলিলাম, কতকদূর যাওয়ার পর এক গোয়ালার মুখে শুনিলাম, হংসাশ্রমের পরমহংস নদীজল হইতে দুইটা মরা মানুষকে উঠাইয়া মন্ত্রবলে বাঁচাইয়াছেন, তাহাদিগের পথ্যের জন্য আশ্রমের একজন সন্ন্যাসী ঐ গোয়ালার বাটীতে দুগ্ধ আনিতে গিয়াছিল, শুনিয়া আমরা আশ্রমের দিকে চলিলাম ও কতক্ষণের পর আশ্রমে উপস্থিত হইলাম; কিন্তু আশ্রমে প্রবেশ করিতে কাহারই সাহস হইল না। কুটীরের পশ্চাতে পশ্চাতে

ঘুরিতে লাগিলাম। একটী কুটীরে ধীরে ধীরে কথাবার্ত্তা হইতেছে শুনিয়া, আমরা সেই কুটীরের খুব নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। স্বর শুনিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম, ফেরারি ও সহকারীতেই কথাবার্ত্তা কহিতেছে। পরে সকলে তথা হইতে ফিরিলাম, প্রায় দুইরশি আসিয়া সঙ্গিদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহাই কি হংসাশ্রম? হঠাৎ, "ইহা হংসাশ্রম নহে, ভণ্ডাশ্রম" বলিয়া, উপরোপরি দৈববাণী হইতে লাগিল। তখন সকলে ভয়ে পলাইয়া আসিলাম। তাহার পর খৃষ্টান মহাশয় কোথা হইতে জনকুড়ি লাঠিয়াল লইয়া আসায় সকলে আবার আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং অন্ধকার কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ফেরারি ও সহকারী মনে করিয়া নিদ্রিত দুই ব্রাহ্মণকে বন্ধন করিয়া কয়েকজন লাঠিয়ালের স্কন্ধে তুলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া সকলে এক সঙ্গে আসিতে লাগিলাম। অল্পদুর আসিয়াছি, এমন সময় খৃষ্টান মহাশয় ও ভূতনাথ আমার পশ্চাদ্দিকে গেলেন। একটু পরেই কে আমাকে উপরোপরি লাঠি মারায় আমি চিৎকার করিয়া পড়িয়া গিয়া অজ্ঞান হই। যখন জ্ঞান হইল, দেখিলাম, আমি নদীতীরে কাদার উপর পড়িয়া আছি, এক সন্ন্যাসী আমার কাছে কাদার উপরে বসিয়া, আমার গায়ের কাদা ও রক্ত পুঁছাইতেছেন, কাটা ও ফাটা স্থানে ঔষধ দিতেছেন, তাঁহার ঔষধের গুণেই আমার জ্ঞান হইয়াছিল, গায়ের বেদনা কমিল, সঙ্গে সঙ্গে শরীরে একটু বল হইল, আমি উঠিতে পারিলাম। তিনি আমাকে হংসাশ্রমে লইয়া গেলেন; উত্তমরূপে আহার করাইলেন; আর বলিলেন, "তোমার অংশের পাওনা টাকা আপনারা লইবে, এই মনে ভাবিয়াই তোমার সঙ্গীরা তোমাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য লাঠি মারিয়াছিল। তাহার পর তোমার মৃত্যু হইয়াছে ভাবিয়া, তোমার মুখ কাপড় দিয়া ও হাত পা দড়ি দিয়া বান্ধিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিতে যাইতেছিল। দুর হইতে তোমার চিৎকার শুনিতে পাইয়া আমি দৌড়িয়া তথায় যাইতেছিলাম, আমাকে দেখিতে পাইয়া তোমাকে তাহারা নদীতীরে ফেলিয়াই পলাইয়াছে।"

তিনি আরও বলিলেন, "যে নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণতনয়কে তোমার সঙ্গীগণ বন্দি করিয়া লইয়া গিয়াছে, যদি সংবাদ পাওয়ার পরেও তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখা হয়, তোমার প্রভুকে বলিও, ব্রহ্মকোপানলে সবংশে ধ্বংস হইতে হইবে, আর যদি সংবাদ পাওয়া মাত্র তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।" তিনি বলিলেন, তাঁহার নাম স্থায়ানন্দ স্বামী।

শুনিয়া অধিপতি আনন্দ আশকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি স্পষ্ট শুনিয়াছ "মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে বলিয়া তিনি বলিয়াছেন।" সে বলিল আমি শুনিয়াছি, তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন, "মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অধ্যক্ষ ও অধিপতি, পাঠানন্দের সহিত অতি সংগোপনে সন্তর্পণে কিয়ৎকাল কি কথাবার্ত্তা কহিয়া ছাত্র সহিত পণ্ডিত পাঠানন্দকে অগ্রে লইয়া আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।

ন্যায়ানন্দ ধ্যানে নিমগ্ন আছেন দেখিয়া পাঠানন্দ ধীরে ধীরে ন্যায়ানন্দের নিকট গিয়া উপবেশন করিলেন, আর অধিপতি ও অধ্যক্ষ গললগ্নীকৃতবাসে যোড়হস্তে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিঃশব্দে ও নিস্পন্দে ন্যায়ানন্দের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে ন্যায়ানন্দের ধ্যানভঙ্গ হইলে অধ্যক্ষ ও অধিপতি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। ন্যায়ানন্দ তাঁহাদিগের প্রতি তীব্রভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, তোমাদিগের বড়ই সৌভাগ্য যে, উপযুক্ত সময়ে উপস্থিত হইয়াছ, কোপানল প্রজ্জ্বলিত হইতে আর অধিক বিলম্ব ছিল না। শুনিয়া অধিপতি কম্পিত কলেবরে আকুলনয়নে পাঠানন্দের দিকে চাহিবায় তখন পাঠানন্দ বড়ই বিনীতভাব প্রকাশিয়া বলিতে লাগিলেন, ইহাঁদিগের কোনও অপরাধই নাই, ইহাঁদিগের লোকে ভ্রমবশতঃ যে আমাদিগকে লইয়া গিয়াছিল, অবশ্য আপনি তাহা অবগত হইয়াছেন, আর "আপনার আজ্ঞানুসার কর্ম্মানুবর্ত্তী হইলে ইহাঁদিগকে ক্ষমা করিবেন, অধিকন্তু ইহাঁদিগের মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবে," যখন আপনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই আজ্ঞা করিয়াছেন এবং সেই আজ্ঞানুসারে ইহাঁরা যখন তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে সসম্মানে সমভিব্যাহারে লইয়া এখানে উপস্থিত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন, তখন আপনার ন্যায় সাধু পুরুষের ইহাঁদিগের প্রতি প্রসন্নভাব প্রদর্শন করাই কর্ত্তব্য। আপনি সিদ্ধ পুরুষ, যখন যাহার প্রতি যে বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাঁরা বড়ই বিপন্ন। অত্যন্ত আশান্বিত হইয়া শরণ লইয়াছেন। এক্ষণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহাঁদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া যাহাতে ইহাঁরা সফলকাম হইতে পারেন, তাহা আপনাকে অবশ্যই করিতে হইবে।

ন্যায়ানন্দ ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া অধিপতির দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক মৃদুস্বরে বলিলেন, অদ্য এখনও আমার নিয়মিত অনেক কর্ত্তব্যকর্ম্ম অবশিষ্ট আছে, অতএব এক্ষণ গমন কর, আগামী কল্য প্রাতে উপস্থিত হইবে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

অধিপতি ও অধ্যক্ষ গমন করার পরেই পাঠানন্দ ন্যায়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পরমহংস কিম্বা শিষ্যগণ কাহাকেও কেন আশ্রমে দেখিতেছি না? আর সেই দুই দুরাত্মা, যাহাদিগকে কুটীরে আশ্রয় দিয়া আমাদিগকে এত যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনাভোগ করিতে হইল, তাহারা কোথায়? অতঃপর এরূপ অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে কদাচ কুটীরে পদার্পণ করিতেও দিব না, "অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাসো দেয়ো ন কদাচিৎ" দুর্ব্বৃত্ত দুটার তুল্য মহাপাতক বোধ হয় এ জগতে আর নাই, উহাদিগের পাপপ্রবৃত্তির পরিচয় যদি শ্রবণ করেন, তাহা হইলে আপনি নরাধমদিগের তুষানলের ব্যবস্থা করিবেন, উহাদিগকে উদ্ধার করায় পরমহংসের পুণ্যের পরিবর্ত্তে পাপ সঞ্চয় হইয়াছে এবং আশ্রমস্থ অন্যান্য সকলেও সংস্পৃষ্ট দোষে দোষী হইয়াছেন, নতুবা গত কল্য গভীর রজনীতে এরূপ পবিত্র হংসাশ্রমের প্রতি অকস্মাৎ "ইহা হংসাশ্রম নহে, ইহা ভণ্ডাশ্রম" বলিয়া উপর্য্যুপরি দৈববাণী হওয়ার কারণ কি? চর আনন্দ আশের মুখে দৈববাণীর কথা শ্রবণ করিয়া প্রথমে অধিপতি অবিশ্বাসই করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন অপর দুইটা চরও একবাক্যে উহার কথার সমর্থন করিল, তখন তিনি বড়ই বিস্মিত হইলেন, আমিও প্রথমতঃ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই দুর্ব্বৃত্তদ্বয়ের ধূর্ত্ততার অধিকন্তু গত কল্য মধ্যে অপূর্ব্ব কৌশলে উহাদিগের একেবারে অসংখ্য নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করার বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইয়া তৎক্ষণাৎ অধিপতিকে বলিলাম, বোধ হয় পাপিষ্ঠেরা পিশাচসিদ্ধ, পৈশাচিক বলেই বহু লোক বিনষ্ট করিয়া থাকিবে আর ঐ পাপিষ্ঠদ্বয়কে পরমহংস মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করাতেই আশ্রমের প্রতি ঐরূপ কঠোর দৈববাণী হইয়া থাকিবে। আমার এই ব্যাখ্যা অধিপতি বেদবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং উহারা যে পিশাচসিদ্ধ, তিনি তাহার পদে পদে পরিচয় পাইয়াছেন বলিয়া বলিতে লাগিলেন।

ন্যায়ানন্দ ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক প্রকৃত বৃত্তান্ত গোপন করিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনার ন্যায় পণ্ডিতের অনুমান ও ব্যাখ্যা কখনই ব্যর্থ হইতে পারে না। যাহা

হউক, যখন ভগ্নাশ্রম বলিয়া দৈববাণী হয়, তখন দুরাত্মা দুটা জাগ্রত ছিল, দৈববাণী শ্রবণ করিয়া অধিকন্তু দৈববাণীর আপনি যে সূক্ষ্ম কারণ ব্যাখ্যা করিলেন, বোধ হয়, তাহারাও তাহা বুঝিতে পারিয়া তখনই প্রস্থান করে। পরক্ষণেই পরমহংস তাহা বুঝিতে পারিয়া উহাদিগকে ধৃত করার অভিপ্রায়ে সশিষ্যে উহাদিগের অনুসরণ করেন। আমিও কতকদূর গিয়াছিলাম; আশ্রমে আপনি ও বীরেন্দ্র ভিন্ন আর কেহ নাই স্মরণ হওয়ায় তখনই প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল, কিন্তু প্রত্যাগমন বৃথা হইল, যেহেতু চরেরা তখন আপনাদিগকে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছে। পাঠানন্দ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন, আমাদিগকে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহাতে তত দুঃখ নাই, কিন্তু দুরাত্মারা প্রস্থান করিয়াছে শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখ হইতেছে, কি জানি, যদি পরমহংস অকৃতকার্য্য হয়েন, তবে কি হইবে? শুনিয়া ন্যায়ানন্দ বলিলেন, যখন পরমহংস সশিষ্যে গমন করিয়াছেন, তখন যে তাহাদিগকে ধৃত করিয়া আনিবেন, এইরূপই আশা ছিল; কিন্তু এখনও যখন প্রত্যাগমন করিলেন না, তখন হয়ত দুরাত্মারা প্রস্থান করিয়াছে। পরমহংস বলিয়া গিয়াছেন, দুর্ব্বৃত্তেরা ধৃত না হইলে তিনি পুরুষোত্তমধামে গমন করিবেন। তখন পাঠানন্দ অতি মলিনবদনে বলিলেন, দুর্ব্বৃত্তেরাও পলাইল, আমারও বেদ অধ্যয়ন বন্ধ হইল।

ন্যায়ানন্দ। চিন্তিত হইবেন না, বেদ অধ্যয়নও চলিবে, দুর্বৃত্তেরাও ধৃত ও দণ্ডিত হইবে?

পাঠানন্দ। আপনি কি তাহা জানিবার জন্যই অদ্য অসময়ে ধ্যানাসীন হইয়াছিলেন।

ন্যায়ানন্দ। সেই জন্যও বটে, আপনাদিগের উদ্ধার জন্যও বটে, আর অধিপতির সর্ব্বনাশ সাধন জন্যও বটে।

পাঠানন্দ। অধিপতির অপরাধ?

ন্যায়ানন্দ। (পাঠানন্দের পরিহিত পট্টবস্ত্রের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া) শুভ্র পট্টবস্ত্র আর উদরপূর্ণ উপাদেয় আহার্য্যাদি প্রদান করিয়াই কি অধিপতি একেবারে নিরপরাধ হইল? বন্ধনের লোহিত চিহ্ন সকল এখনও যে অঙ্গে বর্ত্তমান।

পাঠানন্দ। চিহ্ন আছে বটে, কিন্তু অধিপতি অতি উত্তম লোক। যাহা হউক, আপনি উপাদেয় আহার ও ভোজন দক্ষিণার কথা জানিলেন কিরূপে?

ন্যায়ানন্দ। ধ্যানে।

পাঠানন্দ। আপনার ধ্যানই ধ্যান। ধ্যান প্রভাবেই আমাদিগের অদ্য প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। আমাদিগের বিদ্যা বুদ্ধি সকলই মিথ্যা। কত কবিতা

আবৃত্তি করিলাম, পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিলাম, কিছুতেই কিছু হইল না। খড়্গ উত্তোলিত পর্য্যন্ত হইয়াছিল, মস্তক ছেদন হয় আর কি? অকস্মাৎ অধিপতি মূর্চ্ছিত হইলেন, খড়্গ উত্তোলিত অবস্থাতেই রহিল, আমার প্রাণ রক্ষা হইল। ভাল যদি হত্যাই করিত?

ন্যায়ানন্দ। হত্যাত পরের কথা, উপস্থিত হইতে আর একটু বিলম্ব হইলেই রক্ষা থাকিত না।

পাঠানন্দ। কি হইত?

ন্যায়ানন্দ। সবংশে ধ্বংস।

পাঠানন্দ। ঠিক কথা। নিরপরাধ অধিপতি ঐ ভয়েই অস্থির হইয়া প্রাণপণে দ্রুত পদবিক্ষেপে গমন করিতেছিলেন। আমি বলিলাম, আর ভয় নাই, যখনই আপনি মুক্তি দিয়াছেন, তখনই তিনি জানিতে পারিয়াছেন। সে যাহা হউক, আপনি যে বলেন, "অপরাধি না হইলে দণ্ডিত হইতে হয় না" তাহার যে ব্যভিচার হইল? আমারত কোন অপরাধ নাই, অথচ আমাকে কেন দণ্ড ভোগ করিতে হইল?

ন্যায়ানন্দ। (স্বগত) নহিলে অধিপতির সর্ব্বতোভাবে পাপ পরিপূর্ণ হয় কৈ? উৎসন্ন যাওয়ার পথ প্রশস্ত হয় কৈ? (প্রকাশ্যে) আপনি কি নিরপরাধ? কোন পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই পরাভব করার আশায় বিচার আরম্ভ করেন; সহজে পরাভব করার উপায় না থাকিলে অন্যায় পথ অবলম্বন পূর্ব্বক পরাজিত ও অপমানিত করেন, সে কি সামান্য অপরাধ?

পাঠানন্দ। ছাত্র বীরেন্দ্রের অপরাধ কি?

ন্যায়ানন্দ। বীরেন্দ্রের অপরাধ আরও অধিক, আপনার সহিত শিষ্যগণের মনান্তর হওয়ার পর হইতে সে প্রায়ই বিচারকালে শিষ্যদিগকে অপমানিত করার চেষ্টা করে। গত কল্য এমন কাণ্ড ঘটাইয়াছিল যে, দেখিয়া আমারও ভয় হইয়াছিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া পরমহংসকে অন্যমনস্ক করার জন্য আমি উপযাচিত হইয়া একটা প্রশ্ন উত্থাপন করিলাম।

পাঠানন্দ। তবেত অধিপতির কোনও অপরাধই নাই, আমাদিগের পাপের মত দণ্ড হইয়াছে। অধিপতি সর্ব্বতোভাবে নিরপরাধ।

ন্যায়ানন্দ। তার আর সন্দেহ কি? (স্বগত) আহা! পট্টবস্ত্রের কি অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তি!

পাঠানন্দ। আপনি সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন, ঈশ্বরেচ্ছায় যখন যাহা ঘটে, তাহা মনুষ্যের মঙ্গলের জন্যই সংঘটন হয়। তবে এই সূত্রে ভবিষ্যতে আমাদিগের মঙ্গলওত হইতে পারে।

স্বায়ানন্দ। (ঈষদ্ধাস্যভাবে) অবশ্য সম্ভব। সম্ভবতঃ আপনি তাহার আভাসও পাইয়া থাকিবেন।

পাঠানন্দ। হাঁ, অধিপতি আশা দিয়াছেন, কার্য্য সিদ্ধ হইলে সভাপণ্ডিত পদে বরণ করিবেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

অধিপতি আশ্রমে গমন করার পরেই আনন্দ আশ গৃহ গমনোদ্দেশে শিবির হইতে গমন করিয়া বহু কষ্টে সহরে উপনীত হয়। বিকৃতাঙ্গ আনন্দকে অষ্টবক্রের ন্যায় গমন করিতে দেখিয়া জনৈক গাড়োয়ান উহাকে আপন গাড়িতে উঠাইয়া লইল। ঐ গাড়োয়ানই ইতিপূর্ব্বে তুলসির চটী হইতে পথিককে সাতবাখুড়া পর্য্যন্ত গাড়িতে আনিয়াছিল। আনন্দের মুখে তাহার দুর্গতির কারণ জ্ঞাত হইয়া সে বলিল, ভাই ধর্ম্মই আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, না হইলে আমারও তোমার মত দুর্দ্দশা হইত। যে দিন পাঁড়ের বুদ্ধিতে আমরা সেই লোক দুটীকে (পথিক ও বালককে) ফাঁকি দিয়া সাতবাখুড়া হইতে ঘরে ফিরি, সেই দিন গেঁজে শুদ্ধ দশটী টাকা কোথায় যে পড়িয়া গেল, আর পাইলাম না, তখনই বুঝিলাম, পরকে ঠকাইলাম বলিয়াই আমাকে ঠকিতে হইল। তখনই দিব্য করিলাম, আর কখনও এমন পাপ কর্ম্ম করিব না। তাই তুমি ও মুদি তত উপরোধ করাতেও তোমাদের সঙ্গে যাই নাই। আনন্দ বলিল, পাপ কর্ম্ম বলিয়া তখন কি করিয়া জানিতে পারিয়াছিলে? সে বলিল, ভাল কর্ম্ম হইলে তত টাকা দিতে চাহিবে কেন? আবার বার বার করিয়া সে কথা প্রকাশ করিতেই বা মানা করিবে কেন? শুনিয়া আনন্দ বলিল, ভাই ঠিক কথা বলিয়াছ, পাপ কর্ম্ম বলিয়া আমারও একবার মনে হইয়াছিল, কিন্তু লোভ সামলাইতে পারিলাম না। যদি তুমি তোমার টাকা হারা হওয়ার কথা আমাকে ভাঙ্গিয়া বলিতে, তাহা হইলে আমিও যাইতাম না। সে বলিল, তখন সে কথা বলিলেও হয়ত তুমি শুনিতে না, আমি ঠেকিয়া শিখিয়াছিলাম বলিয়াই যাই নাই, এখন তুমিও ঠেকিয়া শিখিলে, আর কুকর্ম্ম করিতে

তোমার ইচ্ছা হইবে না। যাহা হউক, কি পাইলে বল? আনন্দ বলিল, পাঁচশ টাকা দেওয়ার কথা। দশ টাকা আগাম দিয়াছিল, কিন্তু তাহাও নাই, বোধ হয় যখন অজ্ঞান হইয়াছিলাম, তখন খৃষ্টানটাই লইয়া থাকিবে। সর্দ্দার (শিবিরাধ্যক্ষ) বলিয়াছিল, আশ্রম হইতে ফিরিয়া আসিয়া কিছু টাকা দিবে, গাড়ি করিয়া ঘরে পৌঁছাইয়া দিবে, কিন্তু আর পাপ টাকা লইতে মন হইল না, অমনই চলিয়া আসিলাম, ঈশ্বরেরও দয়া হইল, অল্পদূর আসিয়াই তোমার দেখা পাইলাম। গাড়োয়ান বলিল, ভাই আজ হইতে শিখিয়া রাখ, পরমেশ্বরের অনুগ্রহে পাঁচ আঙ্গুলের উপার্জ্জনের পয়সা ভোগ করিতে পাইলেই পাথরে পাঁচ কিল, কাজ কি আমাদের কুকাযে? আনন্দ বলিল আবার? এই কানে কান মোচড়া, নাকে নাকখপতা।

ইতর শ্রেণীর অশিক্ষিত অসভ্য গাড়োয়ানেরা, অল্পেই ঠকিল, শিখিল, অপরাধ প্রকাশ করিল, আর অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধও হইল, কিন্তু অন্যের কি উহাদিগের কথা ভাল লাগিবে?

হেথায় শিবিরস্থ রক্ষি পুরুষগণ অধ্যক্ষের অনুমতি স্মরণ করিয়া খৃষ্টান ও লড়িটার বন্ধনের উপর আর এক এক প্রস্থ কড়া রকমের বন্ধন চড়াইয়া লগুড়ের হুড়ার দ্বারা দুটাকে এমুড়া সেমুড়া গড়াগড়ি দেওয়াইতে লাগিল। যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া খৃষ্টানটা রূপা বান্ধান ছড়ি ও ঘড়ি, আর লড়িটা গোটা কুড়ি টাকা ঘুস দিয়া, গড় করি পায়ে পড়ি বলিয়া, লগুড়ের হুড়া এড়াইবার যোগাড় করায় একটা রসিক রক্ষি পুরুষ উভয়ের লম্বা দাড়ি দুটা, কড়চা ভাঙ্গা দড়ির মত করিয়া দুই দাড়িকে জড়াইয়া জড়াইয়া দড়ি দিয়া কড়া করিয়া বান্ধিয়া তাড়াতাড়ি খৃষ্টান ও লড়িটার নাকে হাঁচুটী ফলের গুঁড়ি দেওয়ায়, উপরোউপরি যতই বড় বড় হাঁচি পড়িতে লাগিল, ততই দাড়ির চুল গুলা চড় চড় পড় পড় শব্দে ছিঁড়িতে লাগিল, ততই মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি লাগিয়া, হু হু করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, উভয়ের রক্তে উভয়ে রক্তদন্তি সাজিয়া উঠিল। তথাপি কি পাপ হাঁচির বিরাম আছে?

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বালক ও পথিক দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। কতকদূর গমনের পর বালক পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভণ্ডাশ্রম, ভণ্ডাশ্রম" এই কথা শ্রবণ করিয়া ও আশ্রমমধ্যে শত্রু, সমাগম দেখিয়া এখনও কি আশ্রমের সকলকে সাধু বলিয়া আপনার মনে হইতেছে? পথিক বলিলেন, আশ্রম যে একান্তই পবিত্র, আশ্রমস্থ সকলেই যে সাধু, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শুনিয়া বালক অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না। কিয়দ্দূর গমনের পর বালক পথিককে বলিলেন, মহাশয়! আমার দিক্‌ভ্রম হইয়াছে, কোন্‌দিকে গমন করিতেছি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনর্ব্বার আশ্রমেইত গিয়া উপস্থিত হইব না? পথিক বলিলেন, সে আশঙ্কা নাই। আমারও দিক্‌ভ্রম হইয়াছে বটে, কিন্তু ধ্রুব-নক্ষত্রের সহায়তায় দিক্‌নির্ণয় করিয়া ঠিক দক্ষিণদিকেই গমন করিতেছি। বালক বলিলেন, ভাল কথা স্মরণ হইল। ধ্রুবনক্ষত্র সম্বন্ধে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে,—এমন সময় অকস্মাৎ বিস্মিতভাবে পথিক বলিলেন, স্থির হও, নিকটেই যেন অস্পষ্ট কথাবার্ত্তা শুনা যাইতেছে, সন্ধান পাইয়া কেহ অনুসরণ করিয়াছে না কি? "তবেই ত বিপদ, ধীরে ধীরে কথা কহুন, কোনদিকে প্রস্থান বা কোথায় প্রচ্ছন্ন-ভাবে অবস্থান করা যাইতে পারে, তাহা স্থির করুন;" ইহা বলিয়া বালক স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। পথিক বলিলেন, এখানে দাঁড়াইয়া থাকিলে কি হইবে, আর কি প্রস্থান বা প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করার উপায় আছে? শরীরে শক্তি থাকিলেত প্রস্থান করিবেন? অর্থ থাকিলেত প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থানের উপায় করিবেন? এখনই যখন আহার্য্যের জন্য গৃহস্থের দ্বারস্থ হইতে হইবে, তখন কি আর প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থানের উপায় আছে? আপনার সহিত যা ছিল সমস্তইত শ্মশানভূমিতে নিক্ষেপ রিয়াকছেন, আমারও যা কিছু ছিল, তাহাও ত বৃক্ষেই রহিয়া গিয়াছে। এক্ষণ

একেবারেই যে নিঃসম্বল? সুতরাং আর প্রচ্ছন্ন থাকার উপায় কৈ? শুনিয়া বালক বলিলেন, যদি প্রচ্ছন্ন থাকার উপায় নাই, তবে আর আমার জীবন রক্ষারও উপায় নাই, এখনই হউক, আর কিছুক্ষণ পরেই হউক, শত্রুর দৃষ্টিপথে পতিত ও সঙ্গে সঙ্গে নিহত হইতে হইবে; শত্রুহস্তে নিধন হওয়া অপেক্ষা আত্মহত্যাই শ্রেয়ঃকল্প। যেমন নদীজলে নিমগ্ন হইয়াছিলাম, যদি আপনি রক্ষার চেষ্টা না করিতেন, কিম্বা পরমহংস উদ্ধার না করিতেন, তাহা হইলে আর এখন ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্মহত্যা করিতে হইত না। শুনিয়া পথিক মনে মনে বলিতে লাগিলেন, বালকত ভয়ে একেবারে অস্থির হইয়াছে, নতুবা আত্মহত্যার কথা বলিবে কেন? প্রকাশ্যে বলিলেন, যত আশঙ্কা করিতেছেন, তত আশঙ্কার কারণ নাই, অস্পষ্ট যে কথা শুনা যাইতেছিল, তাহা আর শুনা যাইতেছে না, বোধ হয়, তাহারা অন্য লোক হইবে। তখন বালক বলিলেন, উহারা শত্রু না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যে শত্রুর দৃষ্টিপথে পতিত হইতে হইবে, ইহাত সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন; সুতরাং অদ্য পর্য্যন্তই যে ঈশ্বর আমার জীবনের শেষ সীমা অবধারণ করিয়াছেন, ইহা স্থির।

পথিক বলিলেন, ঈশ্বরের কৃপায় শত্রুর দৃষ্টিগোচর হওয়ার পূর্ব্বেই হয়ত এমন মহৎব্যক্তির আশ্রয়ও পাইতে পারি যে, তিনি আমাদিগের রক্ষার উপায় করিবেন। জগতেত মহৎব্যক্তি দুর্ল্লভ নয়। দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বালক বলিলেন, "এ অবস্থায় মহৎব্যক্তির আশ্রয় ব্যতীত জীবন রক্ষার উপায়ান্তর নাই সত্য, মহৎব্যক্তি দুর্ল্লভও নহে, এ কথাও সত্য; কিন্তু ভাগ্যদোষে যে সেরূপ আশ্রয় প্রাপ্তির আশা একেবারে নাই।" নিঃসহায় নিরপরাধ বিপন্ন ব্যক্তিবিশেষের আহারীয় দান বা প্রয়োজনমতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থানের ব্যবস্থা মহৎব্যক্তিমাত্রেই করিতে পারেন; কিন্তু আশ্রয় দান করিয়া সেরূপ প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর কে শত্রু হইতে ইচ্ছা করিবেন, কেই বা তাহাদিগের দুর্নিবার আক্রমণ সহ্য করিতে সক্ষম হইবেন? অধিকন্তু বিনা পরিচয়ে অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে কোন্ ভদ্রলোক আশ্রয়দানে সম্মত হইবেন? আপনার নিকট পূর্ব্বেই পরিচয় দিয়াছি, গুরুজনের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নিবন্ধন আমি প্রাণান্তেও কাহার নিকট পরিচয় প্রদান করিতে পারিব না। কল্পিত পরিচয় প্রদান করা, বিশেষতঃ যিনি উপকারক বা যাঁহার নিকট উপকারের প্রত্যাশা করা যায়, তাঁহার নিকট কোনরূপ মিথ্যা বলা নিতান্ত নরাধমের কার্য্য। সুতরাং তাদৃশ মহৎ আশ্রয় প্রাপ্তির আশা একেবারেই নাই, পক্ষান্তরে মহৎ আশ্রয় ব্যতীত এইরূপ দুর্ব্বল, নিরস্ত্র ও নিঃসম্বল অবস্থায় জীবন

রক্ষার আর উপায়ান্তরও নাই। বড়ই দুঃখ রহিল, নিরপরাধ জানিয়াও অন্তর্যামী ঈশ্বর রক্ষার আর উপায় করিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অকস্মাৎ "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" বলিয়া জনৈক আগন্তুক, বালক ও পথিকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আশ্বাসবাক্যে বলিতে লাগিলেন, দেবতার প্রতি আপনাদিগের যখন দৃঢ়ভক্তি আছে, তখন তাঁহারই কৃপায় আপনারা সফলকাম হইবেন, তিনিই আপনাদিগের অভিলাষানুরূপ আশ্রয় প্রাপ্তির বিধান করিবেন।

আগন্তুককে অতর্কিতভাবে উপস্থিত হইতে দেখিয়া উভয়েই বিশেষতঃ বালক ভয়ে বিহ্বল হইলেন। তাঁহাদিগের তদবস্থা দেখিয়া আগন্তুক বলিতে লাগিলেন, আমি আপনাদিগের শত্রুপক্ষের লোক বা শত্রুপ্রেরিত ছদ্মবেশী চর নহি। আমাকে অকস্মাৎ এরূপভাবে উপস্থিত হইতে দেখিয়া আপনাদিগের সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সন্দেহের কোন কারণ নাই। আমি একজন পথিক, নিকটের রাজপথ দিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতেছিলাম, কার্য্যান্তরে পথ হইতে নিকটস্থ কোন স্থানে আসিতে হইয়াছিল, তথা হইতে আপনাদিগের কথাবার্ত্তা যতদূর শুনিতে পাইয়াছিলাম, তাহাতে "আপনাদিগের দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে ও ধ্রুবনক্ষত্রের সহায়তায় দিঙ্‌নিরূপণ করিয়া গমন করিতেছেন এবং ধ্রুবনক্ষত্র সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাস্য আছে," ইহা বুঝিতে পারিয়া আপনাদিগকে পথপ্রদর্শন ও ধ্রুবনক্ষত্র সম্বন্ধে কি জিজ্ঞাস্য আছে, তাহা শ্রবণ করার অভিপ্রায়ে আপনাদিগকে আহ্বান করিব মনে করিতেছি এমন সময় "সন্ধান পাইয়া কেহ আমাদিগের অনুসরণ করিয়াছে না কি? তবেত বড় বিপদ" এই কথা শুনিতে পাইয়া ব্যাপার কি বুঝিবার নিমিত্ত তথা হইতে ধীরে ধীরে এই বৃক্ষের অন্তরালে উপস্থিত হইয়া স্থিরভাবে এতক্ষণ আপনাদিগের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলাম। অবশেষ আপনারা নির্দ্দোষ, নিরপরাধ, অথচ ঘোর বিপন্ন, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া আপনাদিগের সাহায্য করার অভিপ্রায়েই, আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। আমার এই কথা আপনারা প্রতারণা বা প্রবঞ্চনামূলক বলিয়া বিবেচনা করিবেন না, আমি অন্তরালে থাকিয়া আপনাদিগের নিরপরাধিত্বের যেরূপ পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে এইরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করাত আমার পক্ষে

একান্তই সম্ভব, কিন্তু ধর্ম্মের কেমন যে মাহাত্ম্য, যাঁহারা আপনাদিগের বিষয় কিছুমাত্র জ্ঞাত নহেন, তাঁহারাও আপনাদিগের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গত কল্য আপনারা নদীজলে নিমগ্ন হইলে "অকারণে নির্দ্দোষ নিরপরাধ দুইটী মহাপ্রাণী নষ্ট হইল" বলিয়া দর্শকমণ্ডলি যে কত খেদ করিতে লাগিলেন, তাহার সীমা নাই; অধিক কি, কোন কোন মহাত্মা জীবনের মমতা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগের উদ্ধারার্থে অকূল নদীজলে অবতরণ করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন, অবশেষে আপনারা একেবারে অদৃশ্য হওয়ায় তাঁহারা হতাশমনে সজলনয়নে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। কথিত ঘটনা দ্বারাই আপনারা যে নির্দ্দোষ ও নিরপরাধ, ইহা ধর্ম্মপক্ষ হইতে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইতেছে; সুতরাং আপনারা যে মনুষ্যমাত্রেরই নিকট হইতে সহানুভূতি প্রাপ্ত হইবেন, ইহা একান্তই সম্ভব। সে যাহা হউক, আমি যে আপনাদিগের শত্রুপক্ষের লোক নহি, সেই সন্দেহ ভঞ্জন জন্য বলিতেছি, ঐ দেখুন, অল্প অন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে আমার সমভিব্যাহারি লোকজন সসজ্জিত দুইটি হস্তী সহিতে নিরবে দাঁড়াইয়া আছে। যদি আমি আপনাদিগের শত্রুপক্ষের লোক হইতাম, তাহা হইলে এতক্ষণ অনায়াসে আপনাদিগকে বন্দি করিয়া লইয়া যাইতে পারিতাম। আমি এই মেদিনীপুর জিলার কোন ন্যায়পরায়ণ সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীর কার্য্যাধ্যক্ষ। প্রভুর ক্রয় করা একটী জমীদারির মূল্যের টাকা দেওয়ার জন্য মেদিনীপুরে গিয়াছিলাম। এক্ষণ প্রভুর আলয়াভিমুখে গমন করিতেছি। এখান হইতে দক্ষিণদিকে ৮ ক্রোশ অন্তরে কোতাইগড়ে প্রভুর আলয়। নানাস্থানে তাঁহার জমিদারী আছে, তন্মধ্যে তুরকা নামক একটী পরগণার তিনি একমাত্র জমীদার; এই জন্য তিনি সাধারণত তুরকাধিপতি বলিয়াই অভিহিত হইয়া থাকেন। আমি বহুদিন হইতে প্রভু সংসারে অবস্থান করিয়া তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্যের যতদূর পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে সাহস সহকারে বলিতে পারি যে, আপনারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তিনি অবশ্যই আপনাদিগের অবস্থানের যথাবিধি ব্যবস্থা করিবেন। আর আমি ইহাও আশা করি, যদি আপনারা পরিহিত গেরুয়া বসন পরিবর্ত্তন করিয়া এখনই আমার সহিত গমন করেন, তাহা হইলে কোনরূপে অন্যের অজ্ঞাত অবস্থাতেই আমি আপনাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়া প্রভুর নিকট উপস্থিত হইতে পারিব। তিনি আপনাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা না করেন, তাহারও উপায় আমি করিতে পারিব। কিন্তু আর বিলম্ব করা উচিত নয়, রাত্রি শেষ হইয়াছে। তখন পথিক সজলনয়নে বলিতে লাগিলেন,

অধিক আর কি বলিব, আপনার অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাদিগের মৃত-শরীরে জীবন সঞ্চারিত হইল। উপস্থিত বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করার জন্যই ঈশ্বর আপনাকে এখানে উপস্থিত করিয়াছেন। এক্ষণ আমরা আমাদিগের জীবন আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম। যথায় যাঁহার নিকট লইয়া যাওয়া উচিত বিবেচনা করেন, লইয়া চলুন।

"আপনারা এই স্থানে আর ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, সমভিব্যাহারি লোক-জনকে বিদায় করিয়া দিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে আমি প্রত্যাগমন করিতেছি," এই কথা বলিয়া কার্য্যাধ্যক্ষ তথা হইতে গমন করিলেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ যখন বালক ও পথিকের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন, তখন তাঁহার ভৃত্য প্রত্যাগমন করায় সমভিব্যাহারি লোকদিগের মধ্যে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কি হে? গাড়ু ঘটি লইয়া তুমি যে একা আসিলে, তিনি (কার্য্যাধ্যক্ষ) কোথায়? সে বলিল, চুপ কর, গোল করিও না, তিনি গোলমাল করিতে নিষেধ করিয়া-ছেন। একটা গাছের আড়ালে গিয়া তিনি কাহার কি কথাবার্ত্তা শুনিতেছেন," ভৃত্যের কথা শুনিয়া সকলে নিরবে পথিমধ্যে দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় হংসাশ্রম হইতে ভবানীসিংহ জমাদার তথায় উপস্থিত হইল এবং সকলের নিরবে দাঁড়াইয়া থাকার কারণ জ্ঞাত হইয়া পূর্ব্বোক্ত ভৃত্যকে চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিল, রাত্রিকালে তথায় তিনি একা কাহার কি কথা শুনিতেছেন? তাহারা কে? তাহাদিগের কথাবার্ত্তাই বা কি? তুমি কি কিছু বুঝিতে পারিয়াছ? জমাদারের কথা নিঃশেষ হইতে না হইতে অন্য এক ব্যক্তি ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক বলিল, "তাহারা পুরুষত?" ভৃত্য বলিল, আমি জানি না।

কিয়ৎকাল পরে জমাদার বিরক্ত ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল, রাত্রিত প্রায় প্রভাত হয়, আর কতক্ষণ নিরর্থক এখানে এরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকা যায়? শুনিয়া অন্যে বলিল, যেমন বলিয়াছেন, তেমনই করিতে হইবে, হুকুমের অন্যথা করিলে কি আর রক্ষা থাকিবে। তখন জমাদার বলিল, ঠিক বলিয়াছ, যে রকম কড়া মেজাজ, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও ভয় হয়। এই জন্য বড়ই দরকার না হইলে প্রায় আমি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি না। এক জন বলিল, আপনি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন, বোবার শত্রু নাই, চুপ করিয়া থাকাই ভাল, দেখরে চোখ, শোনরে কান। এইরূপ কথাবার্ত্তা বা রসিকতা চলিতেছে, এমন সময় কার্য্যাধ্যক্ষ তথায় উপস্থিত হইলেন। সমভিব্যাহারিদিগের রসিকতা শ্রবণ করিয়া শাপে বর হইল ভাবিয়া কাহাকেও কিছু বলিলেন না। একটা

পেটেরা হইতে প্রয়োজন মত বস্ত্রাদি বাহির করিয়া লইয়া সকলকে বিদায় করিয়া দিলেন।

অনন্তর তিনি পথিক ও বালকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করাইয়া একত্রে সকলে কোন অপ্রকাশ্য পথ দিয়া প্রভুর আলয়াভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন এবং উপযুক্ত সময়ে প্রভুসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সঙ্ক্ষেপে সমভিব্যাহারিদ্বয়ের বিপদের কথা তাঁহাকে অবগত করায় তিনি অভিনিবিষ্ট চিত্তে আদ্যোপান্ত বিবরণ শ্রবণপূর্ব্বক বালক ও পথিককে সম্বোধন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে, অম্লানবদনে অতি আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনাদিগের যতদিন ইচ্ছা, আমার অধিকারের মধ্যে অবস্থান করিতে পারেন। ঈশ্বর না করুন, আপনাদিগকে কেহ আক্রমণ করিলে যথাসাধ্য প্রতিকারের চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। আমার স্থির বিশ্বাস, আপনারা যখন নির্দ্দোষ, নিরপরাধ, তখন শত্রু যতই না প্রবল পরাক্রান্ত হউক, তাহাদিগের দ্বারা আপনাদিগের অপকার হওয়ার আশঙ্কা নাই, প্রত্যুত ধর্ম্ম বা ন্যায়ের পক্ষ হইতে পরিশেষে তাহারাই পরাভূত হইবে। সে যাহা হউক, যখন আপনারা প্রকাশ্যভাবে অবস্থান করিতে একান্তই অনিচ্ছুক, তখন অগত্যা প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থানেরই ব্যবস্থা করিতেছি, অনন্তর তিনি কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত অতি সঙ্গোপনে সন্তর্পণে ক্ষণকাল পরামর্শ করিয়া তাঁহার একছত্র জমিদারি তুরকা পরগণার তুরকা-গড়ের কাছারী-বাটীর নিকটস্থ কোন বাটীর মধ্যে বালক ও পথিকের অবস্থানের সুব্যবস্থা করিলেন। তুরকা, কোতাইগড় হইতে উত্তরদিকে দশক্রোশ অন্তর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই স্থলে তুরকাগড়ের যৎকিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বর্ণন করা প্রয়োজন হইতেছে। ইংরেজ অধিকারের প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে তৈলঙ্গদেশীয় কোন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ শ্রীক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন কালে যে স্থান এক্ষণ তুরকা-গড় নামে অভিহিত, সেই স্থানের কোনরূপ অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া তথায় বাটীনির্ম্মাণ ও অবস্থান করার কল্পনা করেন। কল্পনা কার্য্যে পরিণত করার অভিপ্রায়ে তিনি সম্রাট দিল্লীশ্বরের নিকটে গিয়া নজরান

স্বরূপে বহু অর্থ ও বিবিধ মূল্যবান পদার্থ প্রদান করায়, সম্রাট তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কথিত স্থান ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সমস্ত তুরকা পরগণার আধিপত্য ও সেই সঙ্গে মহামান্যসূচক চতুর্ধুরীন উপাধি তাঁহাকে প্রদান করেন। অনন্তর কিছুদিন পরে তিনি প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কথিত স্থানের চতুর্দ্দিকে উপযুক্ত পরিখা বা গড়খাই খনন ও গড়ের মধ্যে বাসোপযোগী বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় অবস্থান এবং বিধিবিধানমতে সমস্ত তুরকা পরগণাতে আধিপত্য করিতে থাকেন। জনশ্রুতি, ইতিমধ্যে অধিপতির প্রধান অমাত্য, জমিদারি আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে অধিপতির যৌবনাবস্থায় তাঁহাকে বৈদ্যের দ্বারা ঔষধ বলিয়া বিষ প্রয়োগ করায় তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত অধিপতির অবীরা পতিব্রতা একমাত্র সহধর্ম্মিণী সহমৃতা হওয়ার সময়, সন্দিহানচিত্তে আততায়ীকে এই বলিয়া অভিশপ্ত করেন যে, "যদি কোন দুরাশয়, জমিদারি আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে আমার স্বামীকে বিষপ্রয়োগ করিয়া থাকে, তবে তাহাকে এই গড় ও জমিদারি ভোগ করিতে হইবে না।" সতীবাক্য নাকি সর্ব্বাংশে সর্ব্বতোভাবে সফলও হইয়াছিল। অতি অল্প দিন মধ্যেই ঘটনাক্রমে এক অতি অসম্ভাবিত কারণে রাজলক্ষ্মী, আততায়ীকে পরিত্যাগ করেন। অনন্তর ক্রমশঃ পর পর কয়েক ব্যক্তির হস্তগত ও অল্প দিন মধ্যে তাঁহাদিগের হস্তচ্যুত হইয়া অবশেষ ইংরাজাধিকারের প্রারম্ভে চতুর্ধুরীন উপাধি সহিত সমস্ত তুরকা পরগণার জমিদারি ও তুরকাগড়, বর্ত্তমান গ্রন্থের উল্লিখিত তুরকাধিপতি প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় চতুর্ধুরীন মহেন্দ্রনাথ পাল জমিদার মহাশয়ের পিতৃদেবের হস্তগত হইয়া, সেই হইতে এপর্য্যন্ত রাজলক্ষ্মী অচলভাবে ক্রমশঃ তাঁহারই বংশধরের ক্রোড়স্থা হইয়া আছেন। তুরকা-গড় মেদিনীপুর হইতে দক্ষিণদিকে অষ্টাদশ ক্রোশ ও বিখ্যাত সুবর্ণরেখা নদী হইতে উত্তরদিকে পাঁচক্রোশ অন্তরে অবস্থিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এখানে পরমহংস সশিষ্যে হংসাশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে "সন্ধ্যা হওয়ায় নিশাযাপনার্থ দাঁতুনের বিখ্যাত

শ্যামলেশ্বর মহাদেবের প্রাঙ্গনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রাঙ্গনের দ্বারদেশে চম্পক বৃক্ষমূলে, এক সাধু সজলনয়নে বিষণ্ণবদনে উপবেশন করিয়াছিলেন। তিনি পরমহংসকে দেখিবামাত্র শশব্যস্তে গাত্রোত্থান ও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে যোড়করে পরমহংসের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। পরমহংস আসনপরিগ্রহ ও সাধুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, যাহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছ, উপবেশন করিয়া স্বচ্ছন্দে বলিতে পার। সাধু বলিলেন, আমার কাহিনি বিস্তর, এইজন্য প্রভুর বিশ্রামলাভের পর বলিব মানস করিয়াছি। শুনিয়া জনৈক শিষ্য বলিলেন, উঁহার শ্রম বিশ্রামে তুল্যজ্ঞান, যাহা অভিলাষ, প্রভুর আজ্ঞানুসারে উপবেশন করিয়া এখনই সঙ্ক্ষেপে বলিতে পার।

সাধু পরমহংসের আদেশ ও শিষ্যের উপদেশ অনুসারে সজলনয়নে অতি দীন বচনে বলিতে লাগিলেন, প্রভু! আমি পাঁচবৎসরের মধ্যে কাহারও নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করি নাই, প্রভুর নিকট না বলিলেই নয়, এই জন্যই বলিতে হইতেছে। আমি উত্তর পশ্চিম দেশস্থ নন্দন নগরের রাজা ছিলাম, এখনও নামমাত্র রাজা আছি। নাম পৃথ্বীনাথ, জাতি ক্ষত্রিয়। ঘটনাক্রমে আমার সহধর্ম্মিণীর ও আমার অমাত্য আদিত্যনাথের পত্নীর উভয়েরই মৃতবৎসা দোষ ছিল। বিবিধ উপায় অবলম্বন করাতেও যখন কোনমতেই সন্তান হইয়া রক্ষা হইল না, তখন আমি ও আদিত্যনাথ উভয়ে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করার অভিপ্রায় করিয়া আদিত্যনাথের কার্য্যাধ্যক্ষ সত্যপরায়ণ সত্যব্রতকেই অমাত্যপদে বরণ ও তাহারই হস্তে রাজ্যভার অর্পণের যুক্তি স্থির করিলাম। সত্যব্রত ঐ সংবাদ অবগত হইয়া আমাদিগকে উত্তর দিলেন, আপনাদিগের সন্তান জীবিত না থাকুক; কিন্তু সন্তান মুখ দর্শন হইয়াছে, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার যে এ পর্য্যন্ত সন্তানই হইল না, হওয়ার আর আশাও নাই; সুতরাং আমি ইতিপূর্ব্বে হইতেই কার্য্যভার পরিত্যাগ করিয়া তীর্থপর্য্যটনে গমন করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি।

অমাত্যপদে বরণ ও রাজ্যভার অর্পণের একমাত্র উপযুক্ত পাত্র সত্যব্রত যখন একেবারে অস্বীকৃত হইল, তখন আমি যারপরনাই চিন্তিত হইলাম। অবশেষে সত্যব্রতেরই পরামর্শমতে সহকারি অমাত্য ভৈরবচন্দ্রকেই পরীক্ষাধীনে অমাত্যপদে নিয়োজিত করিলাম। ভাবিলাম, যদি ভৈরবচন্দ্র দ্বারা সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত না হয়, তবে তখন অন্য উপায় অবলম্বনের চেষ্টা করিব।

ভৈরবচন্দ্র যেমন বিদ্বান, তেমনই বুদ্ধিমান ও চতুর। অমাত্যপদে নিয়োজিত হওয়ার পর হইতে এরূপ সুচারুরূপে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল, যে সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইল। ইহাতে আমি যারপরনাই আনন্দিত হইয়া উহাঁকেই স্থায়িরূপে অমাত্যপদে বরণ করিলাম ও অল্পদিন পরে উহাঁরই হস্তে যাবতীয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহের ভার অর্পণের ইচ্ছা করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হওয়ার উদ্যোগ করায় তখন আদিত্যনাথ বলিলেন, "আজ তিন বৎসর হইল, 'আমার সহধর্ম্মিণীর শেষ সন্তান হইয়া নষ্ট হওয়ার পরে তিনি কোন দৈব (স্বপ্নাদ্য) ঔষধ সেবন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে সন্তান হওয়ার অল্পদিন পরেই পুনর্ব্বার গর্ভসঞ্চার হইত। ঔষধ সেবনের পর দীর্ঘকাল মধ্যে আর গর্ভসঞ্চার না হওয়ায় আমি ভাবিয়াছিলাম, আর গর্ভই হইবে না; কিন্তু অল্পদিন হইল গর্ভসঞ্চার হইয়াছে। এবার দীর্ঘকাল পরে গর্ভ হওয়ায় গর্ভস্থ সন্তান রক্ষা হইবে বলিয়া আশাও হইতেছে, আমার একান্ত ইচ্ছা, রাজ্ঞিকেও ঐ দৈব ঔষধ সেবন করান হয়।" আদিত্যনাথের কথায় দৈব ঔষধের প্রতি আমার আস্থা হইল। সহধর্ম্মিণীকে যথা নিয়মে ঔষধ সেবন করাইলাম।

যথা সময়ে আদিত্যনাথের এক সুকুমার নবকুমার ভূমিষ্ঠ হইল। যখন দুই বৎসরের হইল, তখন যে সন্তানটী রক্ষা হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ রহিল না। কিছুদিন পরে আমার সহধর্ম্মিণীও গর্ভধারণ ও যথাসময়ে একটী কন্যা সন্তান প্রসব করিলেন। কন্যাটী ছয়মাসের হইলে নামকরণ করাইলাম; সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও স্বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা বলিয়া নাম রাখা হইল স্বর্ণময়ী।

ভূতপূর্ব্ব অমাত্য আদিত্যনাথ আমার শুদ্ধ অমাত্য ছিলেন না, যারপরনাই সুহৃদ ও প্রিয় বয়স্যও ছিলেন। স্বর্ণময়ী বাঁচিয়া থাকিলে আদিত্যনাথের পুত্রের সহিতই বিবাহ দিব, মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলাম। যখন স্বর্ণময়ী ৩ বৎসরের হইল, তখন আদিত্যনাথের পুত্র ৭ বৎসরের হইয়াছে। একদিন সহধর্ম্মিণীর নিকট স্বর্ণময়ীর বিবাহ বিষয়ক মনোগত ভাব ব্যক্ত করায় তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া শীঘ্র শুভকার্য্য সমাধানের জন্য আমায় অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে কথা সকলের কর্ণ গোচর হইল। অমাত্য ভৈরবচন্দ্র আদিত্যনাথের সাক্ষাৎ ভ্রাতুষ্পুত্র। উত্থাপিত পরিণয়প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে রাজসংসারের সহিত চিরকালের জন্য তাঁহাদিগের অভেদ্য ও অকাট্য ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হইবে ইহা ভাবিয়া তিনি পরম সন্তোষ সহকারে স্বয়ংই মধ্যস্থতা করিতে লাগিলেন, সম্বন্ধের কথা স্থির হইয়া গেল।

বিধাতার বিড়ম্বনায় অল্পদিন মধ্যে অকস্মাৎ আদিত্যনাথের পুত্র হিংস্রজন্তু কর্ত্তৃক হত হইল। বয়স্যের একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে অন্তরে বড় আঘাত লাগিল। কন্যাটী অন্যপূর্ব্বা হওয়ায়, ইহাও অন্যতর ভাবনার কারণ হইল।

স্বর্ণময়ীর যখন সাত বৎসর বয়স, তখন সহধর্ম্মিণীর অনুরোধে বিশ্বেশ্বর দর্শন জন্য কন্যার সহিত সস্ত্রীক কাশীধামে গমন করি। প্রভু বিশ্বেশ্বর দর্শনে গমন করাই আমার সর্ব্বনাশের কারণ হইল * * *

সাধু এই পর্য্যন্ত বলিয়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না, রোদন করিয়া আকুল হইলেন। কতক্ষণের পর ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, কাশী হইতে প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে সহধর্ম্মিণী বিসূচিকা রোগাক্রান্তা হইলেন। রোগ সংক্রামক ভাবিয়া, তিনি রুগ্নশয্যায় শয়ান থাকিয়াই বারম্বার বলিতে লাগিলেন, যাহাতে স্বর্ণময়ী নিরাপদে থাকে, তাহার উপায় করুন। তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরে বস্ত্রাবাস মধ্যে, স্বর্ণময়ীর অবস্থানের ব্যবস্থা করা হইল। ক্রমশঃ সহধর্ম্মিণীর পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিপদ আসন্ন ভাবিয়া হতবুদ্ধি হইয়া আমি শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছি, অমাত্য ভৈরবচন্দ্র চিকিৎসকদিগের সহিত যুক্তি করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছেন, হঠাৎ কোন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, একদল দস্যু স্বর্ণময়ীকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল, রাত্রি তখন আড়াই প্রহর। একে সহধর্ম্মিণীর সাংঘাতিক পীড়ার ভাবনায় অস্থির, তাহার উপর এই নিদারুণ দুর্ঘটনার সংবাদে একেবারে আমার বুদ্ধিবৃত্তি ও বাক্‌শক্তি তিরোহিত হইল। আমি কথা কহিতে বা কি কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। মৃত্যু শয্যায় শায়িতা সহধর্ম্মিণী কপালে করাঘাত করিয়া অপরিস্ফুটস্বরে কেবল এই কথাই বলিতে লাগিলেন, "নাথ আমি মরি ক্ষতি নাই, যাহাতে স্বর্ণময়ীর উদ্ধার হয়, তাহার উপায় করুন।"

প্রত্যুৎপন্নমতি ভৈরবচন্দ্র আমার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বয়ং সুসজ্জিত হইয়া স্বর্ণময়ীর উদ্ধারার্থে গমন করিলেন। ভৈরবচন্দ্র যেমন বলবান, তেমনই সাহসিক ও সুচতুর। তিনি অস্ত্র শস্ত্র সহিত যেরূপ উৎসাহ সহকারে গমন করিলেন, তাহা দর্শন করিয়া তিনি যে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন, আমার এইরূপই আশা হইতে লাগিল। ভৈরবচন্দ্রের গমনের ক্ষণকাল পরে শুনিলাম, ভৈরবচন্দ্রের একটী পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যাও স্বর্ণময়ীর সহিত অপহৃতা হইয়াছে। সহধর্ম্মিণী পীড়ার যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া নিরন্তর কপালে করাঘাত করিয়া "আমার স্বর্ণময়ী কোথায়" এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, আর কোনও ঔষধই সেবন করিতে চাহিলেন না, করিলেনও না। আমি

চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় একদৃষ্টে ভৈরবচন্দ্রের প্রত্যাগমনের প্রত্যাশায় পথের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আছি, এমন সময় ভৈরবচন্দ্র রক্তাক্তকলেবরে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, দস্যু অন্য কেহ নহে, অন্যত্রেরও নহে, কাশীরই একদল গুণ্ডা ও কতকগুলা গঙ্গাপুত্র। আমি উহাদিগকে স্পষ্টই চিনিয়াছি, অনেককে অস্ত্রাঘাতও করিয়াছি। আপনি চিন্তিত হইবেন না, স্বর্ণময়ীর উদ্ধার হইবেই হইবে। তখন আমি ভৈরবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার কন্যাটী কি উদ্ধার হইয়াছে? শুনিয়া ভৈরবচন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আমার কন্যা অপহৃত হইয়াছে, আমি এ পর্য্যন্ত একথা শুনি নাই।

সহধর্ম্মিণীর রোগ ক্রমশঃ উপশম হওয়ার উপক্রম দেখিয়া, প্রাতেই অমাত্য সহিত কাশীতে গমন করিলাম, প্রভূত ব্যয়ভূষণ করিলাম, অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিছুতেই স্বর্ণময়ীর সন্ধান পাইলাম না। আমারই দুরদৃষ্টজন্য ভৈরব-চন্দ্রের কন্যাটীও অপহৃত হইল, স্বর্ণময়ীকে উদ্ধার করিতে গিয়াই ভৈরবচন্দ্রকে সাঙ্ঘাতিকরূপে আঘাতিত হইতে হইল, ইহা ভাবিয়া ভৈরবচন্দ্রের নিকট আমার মুখ দেখাইতে লজ্জাবোধ হইতে লাগিল; কিন্তু ভৈরবচন্দ্র এমনই সজ্জন ও সুধীর, তাঁহার সহধর্ম্মিণী এমনই সুশীলা ও সাধুশীলা যে, আমাদিগের মনোকষ্ট হইবে ইহা ভাবিয়া উহাঁদিগের অপহৃতা কন্যার কথা আমার বা আমার সহধর্ম্মিণীর নিকট কখনই উত্থাপন করিতেন না।

স্বর্ণময়ীর জন্য নিরন্তর রোদন করিয়া সহধর্ম্মিণী অন্ধ হইলেন। আমি সেই হইতে সস্ত্রীক কাশীবাস করিলাম। ভৈরবচন্দ্র প্রথমত বাটী গমন করিতে চাহিয়াছিলেন না। অবশেষ আমার আজ্ঞা অন্যথা করিতে না পারিয়া যদিও গমন করিলেন; কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই পুনর্ব্বার কাশীতে উপস্থিত হইলেন, প্রাণপণে কন্যা দুইটীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, যে কোন গতিকে পারেন, যত দিনে পারেন, কন্যা দুইটীর উদ্ধার করিবেন বলিয়া আশা দিতে লাগিলেন। কিন্তু বহুদিন গত হইল, তথাপি কন্যা দুইটীর কোন উদ্দেশই হইল না। অবশেষে আমি কন্যার উদ্ধারের আশা পরিত্যাগ করিয়া ভৈরবচন্দ্রকে রাজ-ধানীতে প্রেরণ করিলাম এবং যে পর্য্যন্ত আমি রাজধানীতে প্রত্যাগমন না করি, সে পর্য্যন্ত ভৈরবচন্দ্রই আমার প্রতিনিধি স্বরূপে যাবতীয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, এই ভার তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিলাম।

কিছুদিন গত হওয়ার পর একদিন রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম,—"স্বর্ণময়ী রোদন করিয়া বলিতেছে, "পিতঃ! কৈ, তুমিত আমার উদ্দেশ করিলে না,

উদ্ধার করিলে না!" নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ভাবিতে লাগিলাম, "কৈ, তুমিত আমার উদ্দেশ করিলে না," এ কথার অর্থ কি!" তবে কি স্বর্ণময়ী তাহার উদ্দেশ করার জন্য আমায় স্বয়ং গমন করিতে বলিতেছে! তবে কি স্বর্ণময়ী জীবিত আছে?" অবশেষ উহাই স্থির, ইহা ভাবিয়া সেই দিন হইতে সন্ন্যাসী-বেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া স্বর্ণময়ীর সন্ধান করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ দূরদেশে গমন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, মধ্যে মধ্যে দুই একদিন সহধর্ম্মিণীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাঁকে প্রবোধ দিয়া আসিতাম মাত্র। বহুদিন ব্যাপিয়া বহুস্থান অন্বেষণের পর হতাশ-অন্তরে প্রত্যাগমন করিতেছি, দেখিলাম, এক পর্ব্বতগুহায় এক ঋষি ধ্যানাসীন রহিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকটে গমন করিলাম, তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল, তিনি আমায় ক্ষুধাতুর বিবেচনায় কিঞ্চিৎ আহার্য্য প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, ইহা ভোজন করিয়া ঝরণার জল পান কর। আমি তাহাই করিলাম এবং তখনই নিদ্রিত হইয়া স্বপ্ন দেখিলাম, সেই তপস্বী বলিতেছেন,—"পুরুষোত্তম ধামে গমন কর।" জাগরিত হইয়া দেখিলাম, তপস্বী নাই। তখনই পুরুষোত্তম ধাম উদ্দেশে গমন করিলাম। পুরীতে উপস্থিত হইয়া মুক্তিমণ্ডপে একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম, তিনি করকোষ্ঠী দেখিয়া বলিলেন, স্বর্ণময়ী জীবিত আছে। অনন্তর তিনি গণনা করিয়া বলিলেন, সত্বর উদ্ধার হওয়ারও সম্ভব, কিন্তু কোথায় আছে, কবে উদ্ধার হইবে, তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না, তুমি কংসাবতী নদীতীরস্থ পরমহংসের নিকট গমন করিয়া বিস্তারিত বৃত্তান্ত বর্ণন করার চেষ্টা কর। তিনি অদ্বিতীয় জ্যোতিষী, অধিকন্তু সিদ্ধপুরুষ, তিনি সমস্তই বলিয়া দিবেন। আমি অমনই তথা হইতে প্রভুর উদ্দেশে গমন করিলাম। ক্রমাগত কয়েক দিন গমনের পর অদ্য কিছুক্ষণ পূর্ব্বে জনৈক জগন্নাথযাত্রি সন্ন্যাসীর প্রমুখাৎ, প্রভু অদ্য শ্যামলেশ্বরের প্রাঙ্গনে অবস্থান করিবেন, এই কথা অবগত হইয়া তথা হইতে দ্রুতপদে এখানে উপস্থিত হইয়া প্রভুর আগমনপ্রতীক্ষা করিতেছিলাম। প্রভু!—

পরমহংস বলিলেন, আর কিছু বলিতে হইবে না, তুমি এই দেব প্রাঙ্গনে অবস্থান করিয়া কিছুদিন মহাযোগী মহেশ্বরের ধ্যান কর, আমি উপযুক্ত সময়ে তোমাকে আহ্বান করিব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এখানে ন্যায়ানন্দ স্বামীর আজ্ঞানুসারে, অধিপতি পরদিন প্রাতে আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিত পাঠানন্দ ন্যায়ানন্দের নিকট বালক ও পথিকের প্রস্থান এবং তাহাদিগকে ধৃত করার জন্য সশিষ্যে পরমহংসের গমন করাদি বিষয়, যেরূপ জ্ঞাত হইয়াছিলেন, অধিপতিকে অবিকল অবগত করাইয়া বলিলেন, তাহারা প্রকৃতই পিশাচসিদ্ধ কি না? এবং যদি তাহাই হয়, তবে কি উপায়ে তাহাদিগকে আয়ত্বাধীনে আনিয়া সমুচিত শাস্তি প্রদান করা যাইতে পারে, তাহা অবধারণার্থেই স্বামী মহাশয় অদ্য অতি প্রত্যূষে যোগাসনে উপবেশন করিয়াছেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আশ্রমের মধ্যে পরমহংস এবং স্বামী মহাশয়ই সিদ্ধপুরুষ। পরমহংসের আজ্ঞার অন্যথা হইতে পারে, কিন্তু ন্যায়ানন্দ স্বামীর আজ্ঞা অন্যথা হওয়ার নহে। দুরাত্মাদ্বয় প্রস্থান করিয়াছে বলিয়া আপনি হতাশ হইবেন না। যখন স্বামী মহাশয় দুরাত্মাদিগকে দণ্ড দিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন, তখন তাহারা জলে স্থলে নভোমণ্ডলে কুত্রাপি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান, বা কেহই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। পাঠানন্দের কথায় অধিপতি আশ্বস্ত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে ন্যায়ানন্দের ধ্যান ভঙ্গ হইল। অধিপতি ন্যায়ানন্দের সম্মুখে গিয়া দণ্ডায়মান হইলে, তিনি পাঠানন্দের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, দুর্ব্বৃত্তদ্বয় (পথিক ও বালক) পিশাচসিদ্ধই বটে। পৈশাচিকবল পরাভূত জন্য এখন কোন তন্ত্রবিশারদ্ তান্ত্রিকের প্রয়োজন।

পাঠানন্দ। তন্ত্র বিশারদ!

ন্যায়ানন্দ। তন্ত্র শাস্ত্র কি সামান্য।

"দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা।
তথা সমস্তশাস্ত্রাণাং তন্ত্রশাস্ত্রমনুত্তমং॥"

পাঠানন্দ। (স্বগত) তবে ইনিও তান্ত্রিক না কি? (প্রকাশ্যে) তা যেন হইল, তান্ত্রিকের দ্বারা হইতে পারে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের দ্বারা হইতে পারে না?

ন্যায়ানন্দ। "চত্বারো দেবি বেদাস্তাঃ পশুভাবে প্রতিষ্ঠিতা।
বামাদ্যাস্ত্রয় আচারো দিব্যে ভাবে চ সংস্থিতা।"

বুঝিলেন ত?

পাঠানন্দ। (স্বগত) মাথা আর মুণ্ডু বুঝিব। বেদের নিন্দা, পণ্ডিতের শ্রোতব্যই নয়। (প্রকাশ্যে) বুঝিব না কেন? বৈদিকপন্থা পশুভাবে প্রতিষ্ঠিত, আর তদপেক্ষা দিব্যভাবে সংস্থিত বামাদি আচারত্রয় উৎকৃষ্ট, ইহাইত আপনার আবৃত্তি কবিতার ভাবার্থ। তা হউক, বামাদিত্রয়ের মধ্যে কোন্ মতাবলম্বী প্রয়োজন?

ন্যায়ানন্দ। বামাচারিরই প্রয়োজন।

পাঠানন্দ। তাহারাত বামহস্তে মদ্যাদি পান ভোজন করিয়া থাকে।

ন্যায়ানন্দ। আরও কিছু বিশেষ আছে, নরকপাল ভোজনপাত্র।

পাঠানন্দ। তবে বলুন কাপালিক। রাম! রাম!! রাম!!!

ন্যায়ানন্দ। হইলই বা কাপালিক, কার্য্য উদ্ধার লইয়া কথা। কাপালিক নহিলে আশু তত অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দেয় কাহার সাধ্য। সিদ্ধ কাপালিকের নিকট দেবতাও পরাভব স্বীকার করেন।

পাঠানন্দ। তবে তাহাই হউক; তিনি জাতিতেত ব্রাহ্মণ।

ন্যায়ানন্দ। ব্রাহ্মণ না হইলেই বা ক্ষতি কি? "প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ।"

পাঠানন্দ। (স্বগত) "ভ্রষ্টাচারাশ্চ বামাশ্চ তে যান্তি নরকং ধ্রুবং।" (প্রকাশ্যে) তিনি কার্য্য করিবেন কোথায়?

ন্যায়ানন্দ। আশ্রমে।

পাঠানন্দ। মদ্যপায়ীকে আশ্রমে প্রবেশ করিতে দিবেন? যদি পরমহংস শুনেন?

ন্যায়ানন্দ। আপনি না বলিলেই হইল।

পাঠানন্দ। আমিত মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না।

ন্যায়ানন্দ। মিথ্যা বলিতে পারিবেন না, আর ইঁহার (অধিপতির) শত্রু দমনের উপায় করিয়া দিবেন বলিয়া যে বাক্য দিয়াছেন, তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন?

পাঠানন্দ। না, কদাচই না, আমিও না, আপনিও না। আপনিওত বাক্য দিয়াছেন।

"উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে
বিকসতি যদি পদ্মং পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে।
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নিঃ
ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ॥"

ন্যায়ানন্দ। তবে!

পাঠানন্দ। কাপালিকের উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে না হয় আমি অন্যত্র গমন করিব।

ন্যায়ানন্দ। আপনি অন্যত্র গমন করেন, ইহা আমার ইচ্ছা নয়। (স্বগত) আমিত তাহাই চাই, তুমি যে "পাঁঠানন্দ।"

পাঠানন্দ। আমি আর কত দিন বেদ অধ্যয়ন না করিয়া বসিয়া থাকিব। পরমহংস কোথায় আছেন, স্থির সংবাদ পাইলেই তথায় গমন করিব।

অনন্তর ন্যায়ানন্দ অধিপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কার্য্যসিদ্ধি জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তাহা যত শীঘ্র সম্ভব আয়োজন করা যাইবে। অধিপতি আশ্বস্ত এবং আনন্দিত হইয়া শিবিরে গমন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এখানে বালক ও পথিক ভূস্বামির নির্দ্দেশিত নির্জ্জন বাটীতে অবস্থান পূর্ব্বক নিরন্তর হরি প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া উভয়ে এক প্রকার নিশ্চিন্তভাবে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কয়েক দিনের পর কার্য্যাধ্যক্ষ তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদিগেরত কোনরূপ কষ্ট অনুভব হয় নাই? শুনিয়া উভয়ে একবাক্যে উত্তর করিলেন, আপনার প্রভুর আশ্রয়ে আমরা পরমসুখে কালাতিপাত করিতেছি।

অনন্তর পথিক বলিলেন, আমাদিগের নিকট যে দুইটী পরিচারককে * নিযুক্ত করিয়াছেন, উহারা উভয়ে সর্ব্বাংশে একাকৃতি থাকায় এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি জ্ঞান অপরিহার্য্য। অধিকন্তু উহাদিগের স্বরেরও বিশেষ বৈলক্ষণ্য নাই, সুতরাং এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি বলিয়া সর্ব্বদাই ভ্রম হওয়ায় যা কিছু অসুবিধা হইয়া থাকে। শুনিয়া কার্য্যাধ্যক্ষ বলিলেন, উহারা প্রভুর অত্যন্ত বিশ্বাসি ভৃত্য, উহাদিগের দ্বারা আপনাদিগের এখানে অবস্থানের কথা প্রকাশ হওয়ার কোনরূপ আশঙ্কা নাই বলিয়াই উহাদিগকে আপনাদিগের নিকটে নিযুক্ত করিয়াছেন। যদি অসুবিধা হইতেছে, তবে পরিচারক পরিবর্ত্তন জন্য প্রভুকে জানাইব। শুনিয়া

---

* পরিচারক দুইটী যমজ। নাম ভীম ও অর্জ্জুন ঘোষ। উহাদিগের এক ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত জীবিত আছে।

পথিক বলিলেন, পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই। উহাদিগের কে কোন্ ব্যক্তি চিনিতে না পারা প্রযুক্ত যদিও সামান্য অসুবিধা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সেই সূত্রে যে এক অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় কৌতুক ও কৌতূহল উপস্থিত হয়, তাহার তুলনায় ঐ অসুবিধা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আইসে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কার্য্যাধ্যক্ষ প্রায়ই মধ্যে মধ্যে বালক ও পথিকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, একদিন পথিক কার্য্যাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় প্রথম দিন রাত্রিতে সাক্ষাৎকালে আপনি বলিয়াছিলেন, "ধ্রুব নক্ষত্র সম্বন্ধে কি জিজ্ঞাস্য আছে, তাহা শ্রবণ করিতে আপনার কৌতূহল জন্মিয়াছিল।" ইহাতে বোধ হইতেছে, গ্রহ নক্ষত্রাদি সম্বন্ধে আপনার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে।

কার্য্যাধ্যক্ষ। অভিজ্ঞতা তেমন নাই। তবে জ্যোতিষ শাস্ত্র অসংপূর্ণ, এই জন্য যদি কাহারও নিকট কোন নূতন কথা শুনিতে পাওয়া যায়, প্রধানতঃ এই কারণেই গ্রহ নক্ষত্রাদি সম্বন্ধে কথা উত্থাপন হইলে, শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে। পরিতাপের বিষয়, এখন এদেশে ঐ বিষয়ের আন্দোলন একেবারে অভাব।

বালক। এখন স্কুল কলেজের কৃপায় বরং আন্দোলন অনুশীলন হয়, তৎপূর্ব্বে বোধ হয় তাহাও ছিল না।

কার্য্যাধ্যক্ষ। মহাশয়! কথায় কথায় উঠে। বিরক্ত হইবেন না। ছিল না বলিয়া কে বলিল? বহু পূর্ব্বে এ দেশে জ্যোতিষের যে বহুল পরিমাণে *আন্দোলন অনুশীলন ছিল, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।* সর্ব্ব প্রথমে ভারতেই জ্যোতিষের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, এই জন্যই হিন্দু জ্যোতিষ এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর আদি জ্যোতিষ বলিয়া বিখ্যাত।

পথিক। ভারতে জ্যোতিষের আলোচনা কোন্ সময়ে আরম্ভ হয়?

কার্য্যাধ্যক্ষ। তাহা যদিও ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছি না, কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, বেদের সময়েও জ্যোতিষের অনেক উন্নতি হইয়াছিল, কারণ পূজা যজ্ঞ শ্রাদ্ধ বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার বৈদিককাল হইতে তিথি নক্ষত্রাদি অনুসারে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। অনেক সময়ে ঐ

সকল বৈধ কার্য্য সম্পন্ন করার জন্য অতি সূক্ষ্ম জ্যোতিষ গণনার আবশ্যক হয়। যদি আর্য্যগণ জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন না হইতেন, তাহা হইলে কখনই তিথি নক্ষত্রাদি অনুসারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধানের ঐরূপ ব্যবস্থা হইত না।

পথিক। হিন্দু জ্যোতিষ পৃথিবীর আদি জ্যোতিষ বটে, কিন্তু তিথি নক্ষত্র পরিজ্ঞাপক যে জ্যোতিষ গ্রন্থ এখন এদেশে প্রচলিত আছে, তাহা অতি সামান্য এবং তাহারও হেতুবাদ কিছুই নাই, বর্ত্তমান জ্যোতির্ব্বিদেরা বলেন, "হিন্দু জ্যোতিষীগণ কারণ অনুসন্ধিৎসু ছিলেন না, কোনরূপে ফল মাত্র জানিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল, ইহাই তাঁহারা মনে করিতেন। তিথি, নক্ষত্র ও গ্রহণাদির গণনা বা পঞ্জিকাদি প্রণয়ন হইতে পারে, তাঁহারা এইরূপ সঙ্কেত মাত্র প্রস্তুত করিয়াছেন।"

কার্য্যাধ্যক্ষ। "আর্য্য ঋষিগণ কারণ জিজ্ঞাসু ছিলেন না" একথা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক; কেন না, কারণ জ্ঞান না হইলে বিজ্ঞানের উৎপত্তিই হইতে পারে না। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ সাধারণের সুবিধার জন্য প্রাচীন সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ গ্রন্থ সকল অবলম্বন করিয়া পঞ্জিকাদি প্রণয়ন করার নিমিত্ত ঐরূপ সাঙ্কেতিক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন মাত্র। কালবশে মূল গ্রন্থ সকল লোপ হইয়াছে, সাঙ্কেতিক পুস্তক গুলিই এক্ষণ মূল গ্রন্থের বর্ত্তমানতার প্রমাণ স্বরূপে রহিয়াছে, মূল গ্রন্থের মধ্যে সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থ প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ আরও গ্রন্থ যে এখন ভারতে বর্ত্তমান না আছে, এরূপ সম্ভব নয়, কিন্তু তাহার অনুসন্ধান করে কে?

পথিক। আপনি যে সূর্য্যসিদ্ধান্তের কথা বলিলেন, তাহা কখন্ রচিত হইয়াছিল?

কার্য্যাধ্যক্ষ। কতকাল পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, যদিও তাহা স্থির করিয়া বলিবার উপায় নাই, কিন্তু গ্রন্থের প্রথমে লিখিত আছে, সত্যযুগের কিছুকাল অবশিষ্ট থাকিতে ময় নামক মহাসুর ঐ সকল বিষয় শিক্ষা করেন।

বালক। সংক্ষেপতঃ সূর্য্য বা পৃথিবীর পরিভ্রমণ সম্বন্ধে সূর্য্যসিদ্ধান্তের কি মত?

কার্য্যাধ্যক্ষ। পৃথিবী কেন্দ্রস্বরূপে মধ্য স্থানে অবস্থিত, আর সূর্য্য তাহার চতুষ্পার্শ্বে মণ্ডলাকারে আপন কক্ষায় ভ্রমণ করিতেছে।

বালক। সূর্য্যসিদ্ধান্ত সত্যযুগেরই হউক, আর যে সময়েরই হউক, উহার মত যে একেবারে ভ্রান্তিমূলক।

কার্য্যাধ্যক্ষ। ভ্রান্তিমূলক বলিয়া কেন বলিতেছেন?

বালক। ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা ঐ মত যে সংপূর্ণ ভ্রমাত্মক, তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহারা অকাট্য প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক নিরূপণ করিয়াছেন পৃথিবী আবর্ত্তন করিতে করিতে সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে।

কার্য্যাধ্যক্ষ। পৃথিবীর আবর্ত্তন ও পরিভ্রমণ সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। সে যাহা হউক ঐমত যে সর্ব্ব প্রথমে হিন্দু জ্যোতিষী কর্ত্তৃকই আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বালক। পৃথিবীর আবর্ত্তন করার মত যে প্রথমে হিন্দুজ্যোতিষী কর্ত্তৃকই আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ?

কার্য্যাধ্যক্ষ। পৃথিবীর আবর্ত্তনের মত ইউরোপে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু প্রায় আটশত বৎসর হইল, ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত আর্য্যভট্ট বলিয়া গিয়াছেন, "ভ * পঞ্জর † স্থিরো ভূরেবাবৃত্তাবৃত্ত্য প্রতি দৈবসিক উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাং।" পিঞ্জর স্বরূপ গ্রহনক্ষত্রগণ স্থির আছে। পৃথিবীরই দৈনিক আবর্ত্তন বশতঃ গ্রহনক্ষত্রাদির উদয় অস্ত অনুভব হইয়া থাকে।

পথিক। পৃথিবীই যদি ঘুরিতেছে, তবে তদ্বিপরীতে গ্রহনক্ষত্রাদি পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে, এরূপ অনুভব হওয়ার কারণ কি?

কার্য্যাধ্যক্ষ। আর্য্যভট্ট বলেন, "স্রোতোভিমুখগামী জলযানস্থ ব্যক্তি যেরূপ নদীতীরস্থ অচল পদার্থসকলকে বিলোমগামী দেখিতে পায়, সেইরূপ পৃথিবীবাসীরাও নক্ষত্র প্রভৃতিকে পশ্চিমাভিমুখগামী বলিয়া বোধ করে" পৃথিবী পূর্ব্বাভিমুখে ঘুরিতেছে, এই জন্য স্থির গ্রহ নক্ষত্রাদির পশ্চিমাভিমুখে গতি অনুভব হয়।

পথিক। পূর্ব্বোক্ত সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও আর্য্যভট্টের প্রচারিত বিপরীত ভাবাপন্ন মত দুইটীর মধ্যে. কোন মতের সহিত বর্ত্তমান তিথি, নক্ষত্র ও গ্রহণাদির মিল হইয়া থাকে?

কার্য্যাধ্যক্ষ। উভয় মতেরই সহিত মিল হয়। কারণ উভয় মতেই দৈনিক ও বার্ষিক, দুই প্রকার গতি স্বীকৃত হইয়াছে। পাত, গ্রহণ ও গ্রহগণের পরস্পর দূরতা বিষয়েও উক্ত উভয় মতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। গ্রহগণ সহ সূর্য্যের পশ্চিমাভিমুখে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণের যে ফল,

---

* ভ, নক্ষত্র, গ্রহ। † পঞ্জর, পিঁজরা।

পৃথিবীর পূর্ব্বাভিমুখে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইয়া সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণেরও সেই ফল; সুতরাং মত দুইটী সাধারণতঃ সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন হইলেও তাহাতে গণিত ফলের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ হয় না।

পথিক। যদি উভয় মতেই গণিত ফল এক, অধিকন্তু আর্য্যভট্ট ও ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা যখন একবাক্যে পৃথিবীর আবর্ত্তন ও সূর্য্য পরিভ্রমণ স্বীকার করিতেছেন, তখন ঐ মতই যে প্রবল, ইহা সহজেই অনুমান হইতেছে, তথাপি ঐ মত সম্বন্ধে আপনার বিশেষ সন্দেহ আছে কেন বলিতেছেন?

তখন কার্য্যাধ্যক্ষ বলিলেন, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রহনক্ষত্রাদির ভ্রমণ দর্শন করিতে আমার অত্যন্ত ঔৎসুক্য আছে। সুতরাং সুবিধা পাইলেই গ্রহনক্ষত্রাদির ভ্রমণ দর্শন করিতাম এবং সাধারণত দেখিতে পাইতাম, সমস্ত গ্রহনক্ষত্রই পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে নিরন্তর গমন করিতেছে। এক দিন মনে হইল, সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রেরই পশ্চিমাভিমুখে ভ্রমণ করার কারণ কি? "অসংখ্য গ্রহনক্ষত্র নিরন্তর পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে আর পৃথিবী তাহাদিগের ভ্রমণ পথের মধ্যস্থলে স্থিরভাবে আছে, ইহা কল্পনা করা অপেক্ষা একমাত্র পৃথিবীর আবর্ত্তন স্বীকার করিলে যখন অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রের ভ্রমণ কল্পনা করার প্রয়োজন হয় না, তখন আর্য্যভট্টের আবিষ্কৃত সিদ্ধান্তই অর্থাৎ পৃথিবীর আবর্ত্তন জন্যই যে গ্রহনক্ষত্রের উদয় অস্ত অনুভব হইয়া থাকে, এই সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য।" অনন্তর ঐ ধারণাই ক্রমশঃ অন্তর মধ্যে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। তৎপরে যে কারণে উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা বলিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

একদিন রাত্রিকালে ধ্রুবনক্ষত্রের অতি নিকটবৎ প্রতীয়মান তিনদিকের তিনটী নক্ষত্র স্থির ধ্রুবনক্ষত্র হইতে কতক্ষণ মধ্যে কতদূর গমন করে, ইহা দেখিবার মানসে ঐ নক্ষত্রত্রয়ের প্রতি বহুক্ষণ ব্যাপিয়া দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া থাকি। কতক্ষণের পর অনুমান হইল যে, নক্ষত্রত্রয় কোন বিশেষদিকে গমন না করিয়া ধ্রুবনক্ষত্রের চতুর্দ্দিকে দক্ষিণাবর্ত্তে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতেছে। ইহাতে বিস্মিত হইয়া ধ্রুবনক্ষত্রের অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী আরও কয়েকটী নক্ষত্রের প্রতি সতর্কভাবে কতক্ষণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় তখনও স্পষ্ট বোধ হইল উহারাও পূর্ব্বোক্ত নক্ষত্রত্রয়ের ন্যায় ধ্রুবনক্ষত্রের চতুর্দ্দিকে দক্ষিণাবর্ত্তে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহাতে যারপরনাই বিস্মিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া

উপর্য্যুপরি কিছুদিন রাত্রিকালে প্রায় সর্ব্বদাই নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, "নভোমণ্ডলস্থ যাবতীয় গ্রহনক্ষত্রাদিই ধ্রুবনক্ষত্রে আকৃষ্ট হইয়া, ধ্রুবনক্ষত্রকে নিরন্তর (প্রতি দিবারাত্রিতে সামান্যত এক-বার) মণ্ডলাকারে দক্ষিণাবর্ত্তে প্রদক্ষিণ করিতেছে।" আরও যাবতীয় গ্রহনক্ষত্রই ধ্রুবনক্ষত্রে আকৃষ্ট হইয়া ঐরূপে ধ্রুবনক্ষত্রকে নিরন্তর প্রদক্ষিণ করা হেতুতে ইহা মনে হইতে লাগিল, তবে কি ধ্রুবনক্ষত্রই যাবতীয় গ্রহনক্ষত্রাদির একমাত্র আশ্রয়স্থল? যাহাহউক, ব্যাপারটী যারপরনাই গুরুতর ও চিরসংস্কারের বিপরীত, বিশেষতঃ সহজদৃষ্টি ও সামান্য বুদ্ধিতে স্থিরীকৃত বলিয়া উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত যে ভ্রমাত্মক নহে, প্রথমতঃ ইহা বিশ্বাস করিতেই প্রবৃত্তি হইয়াছিল না। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া যখন জানিতে পারিলাম, বিষ্ণুপুরাণেও গ্রহ-নক্ষত্রাদি সম্বন্ধে (স্পষ্টত নাই হউক) ভাবতঃ ঐরূপই নির্দ্দেশ আছে, তখন আর সন্দেহ রহিল না। শুনিয়া পথিক বলিলেন, যাহা শুনিলাম, সত্য হইলে বিশেষ বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। এখনই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবে, এখন কৃষ্ণপক্ষ এবং আকাশও নির্ম্মল বটে। গ্রহনক্ষত্রাদির পরিভ্রমণ দর্শন করার অদ্য বড়ই সুবিধা। আপনি যেরূপভাবে ধ্রুবনক্ষত্রের নিকটস্থ নক্ষত্রগণের ভ্রমণ দর্শন করিয়াছিলেন, অদ্য আমরাও সেইরূপ ভাবে উহাদিগের ভ্রমণ দর্শন করিবার চেষ্টা করিব।

কয়েকদিন পরে কার্য্যাধ্যক্ষ উপস্থিত হইলে পথিক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয়! কয়েক দিন প্রায় সমস্তরাত্রিই নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি, সমস্ত গ্রহনক্ষত্রই যে ধ্রুবনক্ষত্রের চতুর্দ্দিকে দক্ষিণাবর্ত্তে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতেছে, তাহা স্পষ্ট দেখিয়াছি ও বুঝিতে পারিয়াছি। আপনার সিদ্ধান্ত যে ভ্রমাত্মক নহে, ইহাই ত আমার ধারণা। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে সাধারণের অভিপ্রায় কিরূপ, তাহা জানিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কি? শুনিয়া কার্য্যাধ্যক্ষ বলিলেন, সাধারণের অভিপ্রায় জানিবার জন্য "ধ্রুবনক্ষত্র" শীর্ষক একটী প্রবন্ধে ঘটনাটী বিস্তৃতরূপে বিবৃত করিয়া বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণ সহিত প্রবন্ধটি প্রায় সমস্ত সংবাদপত্র সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু বঙ্গনিবাসী, বঙ্গবাসী এবং এডুকেশন গেজেট এই তিনখানি সংবাদপত্র ব্যতীত আর কোন সংবাদপত্রেই উহা প্রকাশ হয় নাই, তাহাও আবার শেষোক্ত দুইখানিতে প্রবন্ধটীর ভাবার্থ মাত্র প্রকাশ হইয়াছিল। যাহাহউক প্রবন্ধটী সম্বন্ধে সম্পাদক কিম্বা কোন পাঠক কোন মতামতই প্রকাশ করেন নাই, সুতরাং কেহই যে পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই, তাহাই বুঝে

উপলব্ধি হইল। শুনিয়া পথিক বিস্মিত হইয়া বলিলেন, সামান্য কোন একটা নূতন বিষয় পত্রস্থ করিয়া প্রেরণ করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হয়, ক্রমশঃ তাহার বাদ প্রতিবাদে সংবাদপত্রের কলেবর পরিপূর্ণ হয়, সম্পাদকীয় স্তম্ভে কত অভিনব মত প্রকাশিত হয়, আর এরূপ গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে কেহ কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না, ইহার কারণ কি? ভাল, বিষ্ণুপুরাণে গ্রহনক্ষত্রাদির ভ্রমণ সম্বন্ধে ভাবতঃ ঐরূপই নির্দ্দেশ আছে বলিয়া যে আপনি বলিয়াছিলেন, কিরূপ নির্দ্দেশ আছে, তাহা কি আপনার স্মরণ আছে?

কার্য্যাধ্যক্ষ বলিলেন, স্মরণ আছে। বিষ্ণুপুরাণের দ্বাদশ অধ্যায়ের ৯১।৯২।৯৩ সংখ্যক শ্লোক যাহা প্রবন্ধমধ্যে সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ আবৃত্তি করিতেছি, শ্রবণ করুন।

ভগবান ধ্রুবকে বলিতেছেন;—

"ত্রৈলোক্যাদধিকে স্থানে সর্ব্বতারা গ্রহাশ্রয়ঃ।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মৎপ্রসাদাদ্ভবান্ ধ্রুবঃ॥
সূর্য্যাৎ সোমাৎ তথা ভৌমাৎ সোমপুত্রাদ্বৃহস্পতেঃ।
সিতার্কতনয়া দীনাং সর্ব্বর্ক্ষাণাং তথা ধ্রুবঃ॥
সপ্তর্ষীণা মশেষাণাং যে চ বৈমানিকাঃ সুরাঃ।
সর্ব্বেষা মুপরিস্থানং তব দত্তং ময়া ধ্রুবঃ॥

শুনিয়া পথিক বলিলেন, এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, আপনার প্রেরিত প্রবন্ধটী সকলে পাঠ করিয়াছেন এইমাত্র, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় নাই। কারণ আপনি বলিয়াছেন, "নভোমণ্ডলস্থ যাবতীয় গ্রহনক্ষত্রাদি যে ধ্রুবনক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করিতেছে (স্পষ্টত নাই হউক) ভাবতঃ বিষ্ণুপুরাণেও ঐরূপই নির্দ্দেশ আছে"; কিন্তু বিষ্ণুপুরাণের যে কয়টী শ্লোক আবৃত্তি করিলেন, উহাতে ধ্রুবকে, গ্রহনক্ষত্রাদি প্রদক্ষিণ করিবে, এ কথাত কোথাও নাই; সুতরাং প্রবন্ধটী অমূলক বিবেচনা হওয়াতেই কাহারই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। এরূপ অসংলগ্ন প্রমাণ উদ্ধৃত না করাই ভাল ছিল, প্রমাণ সর্ব্বাংশে সুসংলগ্ন হওয়াই একান্ত প্রয়োজন।

কার্য্যাধ্যক্ষ বলিলেন, সর্ব্বাংশে সুসংলগ্ন না হইলেও একেবারে অসংলগ্নও নহে। শ্লোকত্রয়ের ইহাই ভাবার্থ, যে ধ্রুব সমস্ত গ্রহনক্ষত্রাদির আশ্রয়স্বরূপে যাবতীয় গ্রহনক্ষত্রাদির উপরিভাগে অবস্থান করিবে। যদি ধ্রুবই যাবতীয় গ্রহনক্ষত্রাদির আশ্রয় হইল, তবে আশ্রয়রূপ ধ্রুবকে যে আশ্রিত গ্রহনক্ষত্রাদি

প্রদক্ষিণ করিবে, ইহা কি সম্ভব নয়? যাহারা যাহার আশ্রিত, তাহারা তাহারই চতুর্দ্দিকে ঘুরিবে বা তাহাকে প্রদক্ষিণ করিবে, ইহাইত সম্ভব।

শুনিয়া পথিক বলিলেন, সম্ভব হইলেও পাঠকের এত কষ্ট কল্পনা করার প্রয়োজন কি? উদ্ধৃত প্রমাণের সহিত প্রবন্ধটীর মিল নাই দেখিয়াই তাঁহারা পরীক্ষা করার চেষ্টা করেন নাই, আমার ত ইহাই বিশ্বাস। আমার বিবেচনায় প্রমাণস্বরূপে শ্লোক কয়টী পত্রস্থ না করিলেই ভাল হইত।

তখন কার্য্যাধ্যক্ষ বলিলেন, শ্লোক কয়টী একটু অসংলগ্ন হওয়াতেই কাহারও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে প্রবৃত্তি হয় নাই বলিয়া যাহা অনুমান করিতেছেন, বাস্তবিক তাহা নহে, কারণ প্রবন্ধটী প্রকাশ হওয়ার কিছুদিন পরে প্রবন্ধটীর পূর্ণ পরিপোষক প্রমাণ পুরাণান্তরে প্রাপ্ত হইয়া "উদয় অস্ত" শীর্ষক আর একটী প্রবন্ধে বিষয়টি বিস্তীর্ণরূপে বিবৃত করিয়া পৌরাণিক প্রমাণ সহিত সংবাদপত্র সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, অবিকল প্রকাশও হইয়াছিল, তথাপি জনপ্রাণীও মতামত প্রকাশ করেন নাই; প্রবন্ধটী পাঠ করিতেছি, সুসংলগ্ন প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছিল কি না, শ্রবণ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

উদয় অস্ত।*

"আমাদিগের অধিষ্ঠানভূতা এই পৃথিবী নিয়ত শূন্যমার্গে শকট-চক্রের ন্যায় আবর্ত্তন করিতে করিতে, সূর্য্যমণ্ডলকে কি প্রদক্ষিণ করিতেছে? এবং পৃথিবীর আবর্ত্তনই কি গ্রহনক্ষত্রের উদয় অস্তের কারণ?

এইরূপ বিস্ময়জনক প্রশ্ন আটশত বৎসর পূর্ব্বে কুত্রাপি কাহারও মনে উদয় হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না, কারণ তখন পর্য্যন্ত "ভ্রাম্যমান গ্রহনক্ষত্রাদির ভ্রমণই উহাদিগের উদয়াস্তের একমাত্র কারণ," এই পৌরাণিক মতই সর্ব্বত্র সমভাবে সমাদৃত ও অপ্রতিহতরূপে অনুমোদিত হইয়া আসিতেছিল।

পুরাণে সূর্য্যের উদয়, অস্ত এবং ভ্রমণ সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে।

"অতশ্চক্র—গতিবশাৎ অতিদূরতো ভূলগ্নস্যেব দর্শনং মধ্যাহ্নঃ। ভূমিং প্রবিষ্টস্যেব দর্শন মস্তময়ঃ ততোঽতিদূরগমনে নিশীথ ইতি।" শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চমস্কন্ধ। একবিংশোঽধ্যায়ঃ। ১২।

"অতএব চক্রগতির কারণে অতি দূর হইতে সূর্য্যকে যে ভূমি সংলগ্নের ন্যায় দেখা যায়, তাহাই তাঁহার উদয়; তাঁহার আকাশারূঢ়ের ন্যায় দর্শনই মধ্যাহ্ন এবং

* ১৩০১ সালের ২২শে বৈশাখের বঙ্গনিবাসীতে প্রকাশিত হয়।

ভূমি প্রবিষ্টের ন্যায় দর্শনই তাঁহার অস্ত। তথা হইতে অধিক দূর গমনই অৰ্দ্ধরাত্রি।"

ইদানিন্তন ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, "তাঁহারা নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিয়াছেন যে, পৃথিবী আপনাপনি শূন্যমার্গে নিয়ত শকটচক্রের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্যের চতুৰ্দ্দিকে প্রচণ্ডবেগে পরিভ্রমণ করিতেছে, ঐরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর যে ভাগ যখন সূর্য্যাভিমুখে আইসে, সেই ভাগ হইতে সূর্য্যের উদয় এবং তাহার বিপরীত ভাগ হইতে অস্ত, অনুভূত হয়; পৃথিবীর এক এক আবৰ্ত্তনে এক এক অহোরাত্র সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এখন দেখিতে ও বুঝিতে হইবে, উপরোক্ত সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন মত দুইটীর কোন মতটী সত্য অর্থাৎ গ্রহনক্ষত্রাদির ভ্রমণই উহাদিগের উদয়াস্তের প্রকৃত কারণ, না, পৃথিবীর আবর্ত্তন বশতই গ্রহনক্ষত্রাদির উদয় অস্ত অনুভব হইয়া থাকে?

এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, সত্য নির্ণয়ার্থে অন্য উপায় অবলম্বনের অগ্রে "ধ্রুবনক্ষত্র" শীর্ষকপত্র (যাহা ১৩০০ সালের ১০ই চৈত্রের বঙ্গনিবাসীতে প্রকাশ হইয়াছে) সকলের একবার মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করা আবশ্যক। উহাতে স্পষ্টই বলিয়াছি যে, "নভোমণ্ডলস্থ যাবতীয় গ্রহনক্ষত্রাদি ধ্রুবনক্ষত্রে আকৃষ্ট হইয়া দক্ষিণাবর্ত্তে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি।" আরও অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি যে, শ্রীমদ্ভাগবতেও ঐরূপই নির্দ্দেশ আছে।

যথা—"মেধীস্তম্ভ-আক্রমণার্থং পশবঃ সংযোজিতা স্ত্রিভিঃ সবর্ণৈ র্যথাস্থানং মণ্ডলানি চরন্তি। এবং ভগণা গ্রহাদয় এতস্মিন্নন্তর্ব্বহির্যোগেন কালচক্র আযোজিতা ধ্রুব মেবালম্ব্য বায়ুনোদীর্য্যমাণা আকল্পান্তং পরিতঃ ক্রামন্তি॥" পঞ্চমস্কন্ধ। ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩।

"যেমন ধান্য আক্রমণার্থ মেধীস্তম্ভে (মাইকাষ্ঠ) বদ্ধ বলীবর্দ্দগণ নিকট, মধ্য ও দূরতাক্রমে স্ব স্ব স্থানে অতিক্রমণ করিয়া মণ্ডল বেষ্টন পূর্ব্বক ভ্রমণ করে, সেইরূপ গ্রহ ও নক্ষত্রগণ এই কালচক্রের অভ্যন্তরে ও বাহিরে আবদ্ধ হইয়া ঐ ধ্রুবকেই অবলম্বন করিয়া আছে ও কল্পান্ত পর্য্যন্ত চতুৰ্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে।"

যদি ধ্রুব নক্ষত্র শীর্ষক পত্রের লিখিত সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন না হয়, তাহা হইলে গ্রহ নক্ষত্রাদির ভ্রমণই যে উহাদিগের উদয়াস্তের হেতু, এই পৌরাণিক মতই সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ উক্ত সিদ্ধান্ত পুরাণোক্ত মতেরই অনুরূপ মাত্র। সুতরাং সর্ব্ব প্রথমে উল্লিখিত সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক

কি না, ইহাই পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য হইতেছে। অতএব সনির্ব্বন্ধে সকলের নিকট অনুরোধ যে, পূর্ব্বপোষিত সংস্কার ত্যাগ করিয়া সত্য নির্ণয়ের জন্য নিরপেক্ষ-ভাবে আকাশ মণ্ডলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখুন। দেখিলে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, নভোমণ্ডলস্থ যাবতীয় গ্রহ, উপগ্রহ এবং নক্ষত্রগণ ধ্রুব নক্ষত্রের চতুর্দ্দিকে দক্ষিণাবর্ত্তে মণ্ডলাকারে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে।

বলা ভাল যে, গ্রহ নক্ষত্রাদি ধ্রুব নক্ষত্রের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে কোন যন্ত্রাদির আবশ্যক হইবে না। তবে কিছু সময় এবং মন সংযোগের প্রয়োজন মাত্র। মেঘ শূন্য একটু অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে ধ্রুব নক্ষত্রের নিকটবর্ত্তী এক কি দুইটী তারকার প্রতি কিছু অধিকক্ষণ ব্যাপিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাদিগের ভ্রমণ বিবরণ জ্ঞাত হইয়া ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী নক্ষত্রাদির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলে, ক্রমশঃ "গ্রহ নক্ষত্রাদির প্রকৃত ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং তাহাদিগের উদয় অস্তের কারণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন।"

প্রবন্ধটী শ্রবণ করিয়া পথিক বলিলেন, এই প্রবন্ধটীতে যেরূপ সুসংলগ্ন পৌরাণিক প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে পাঠকের পরীক্ষায় প্রবৃত্তি না হওয়ার আর কোন কারণ ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে না, তথাপি যখন কেহ কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই বলিয়া বলিতেছেন, তখন সহজেই ইহা মনে হইতেছে যে, কিরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, হয়ত তাহা কেহই বিশদরূপে বুঝিতে পারেন নাই। শুনিয়া কার্য্যাধ্যক্ষ বলিলেন, আমিও তাহাই ভাবিয়া পুনর্ব্বার "অয়স্কান্ত শীর্ষক" একটী প্রবন্ধের অবতারণা করিয়া ঐ প্রবন্ধের শেষ ভাগে প্রকারান্তরে গ্রহ নক্ষত্রাদির পরিভ্রমণের কথা উত্থাপন পূর্ব্বক সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রাদিই যে ধ্রুব নক্ষত্রে আকৃষ্ট হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে তাহা এবং যেরূপে গ্রহ নক্ষত্রাদির পরিভ্রমণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, সেকথা পুনঃ পুনঃ উত্থাপন করিয়া, পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। লেখা স্পষ্ট হইয়াছিল কি না, শ্রবণ করুন।

অয়স্কান্ত। *

* * * * * *

"অয়স্কান্ত বিষয়ক মূল প্রবন্ধের পরীক্ষার পরে বা পূর্ব্বে "ধ্রুব নক্ষত্র বিশিষ্ট আকর্ষণশক্তিসম্পন্ন পদার্থ বটে কি না এবং ধ্রুব নক্ষত্রে গ্রহ নক্ষত্র আকৃষ্ট হইয়া

* ১৩০১ সালের ৯ই আষাঢ়ের বঙ্গনিবাসীতে প্রকাশিত হয়।

পরিভ্রমণ করিতেছে কি না” তাহা যাঁহাদিগের পরীক্ষা করিয়া দেখিতে প্রবৃত্তি হইবে, তাঁহাদিগের সুবিধার জন্য বলিতেছি যে, গ্রহ নক্ষত্র ধ্রুব নক্ষত্রে আকৃষ্ট হইয়া উহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে দূরবীক্ষণ বা অন্য কোন যন্ত্রের আবশ্যক হইবে না।' সন্ধ্যার পর হইতে সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যতক্ষণ নক্ষত্রাদি দৃষ্টিগোচর হইবে, সেই সময়ের মধ্যে যাঁহার যে সময়ে সুবিধা হইবে, তিনি তখনই সহজ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। প্রথমত ধ্রুব নক্ষত্রের অতি নিকটস্থ এক কি দুই কিম্বা তিনটী তারকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়া উহারা, ধ্রুব নক্ষত্রের কোন্ দিকে কত দূরে অবস্থিত, ইহা একটু সতর্কভাবে স্থির করিয়া, পরে উহারা কি ভাবে ভ্রমণ করে, কিছু অধিকক্ষণ ব্যাপিয়া দেখুন। উহাদিগের প্রতি যে নিরন্তরই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকিতে হইবে, এমন নহে। একবার দেখিয়া এক আধ ঘণ্টা পরে আর একবার দেখুন, তখনও বুঝিতে না পারেন, আবার কতক্ষণ পরে আরও একবার দেখুন, তথাপি স্পষ্ট বুঝিতে না পারেন, তবে আরও একবার দেখুন, তখন অবশ্য বুঝিতে পারিবেন যে ধ্রুব নক্ষত্র হইতে যে নক্ষত্রটী যত দূরে ছিল, সে ঠিক সেই পরিমাণ দূরে থাকিয়াই ধ্রুব নক্ষত্রকে দক্ষিণ দিকে রাখিয়া মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে। উহাদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী গ্রহ নক্ষত্রাদির প্রতি উপরিউক্ত-ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলে যাবতীয় গ্রহ নক্ষত্রাদি যে এক মাত্র ধ্রুব নক্ষত্রের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া নিরন্তর দক্ষিণাবর্ত্তে পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন।”

প্রবন্ধটী পাঠের পরে কার্য্যাধ্যক্ষ পথিককে বলিলেন, ঐ প্রবন্ধটী প্রকাশের পরেও যখন কেহ কোনও মতামত প্রকাশ করিলেন না, তখন সংবাদ পত্রের আশা পরিত্যাগ করিয়া যখন যাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইত, তাঁহাকেই গ্রহ নক্ষত্রাদির পরিভ্রমণ দর্শন করাইতাম। দেখিয়া শুনিয়া সকলে বলিতেন, সূর্য্যাই যে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে অর্থাৎ সূর্য্যের পৃথিবী কেন্দ্রক পরিভ্রমণ মতই যে সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তাঁহারাই আবার অন্যের নিকট ঐ কথা উত্থাপন করিয়া বলিতেন, যখন ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ, পৃথিবীর আবর্ত্তন ও সূর্য্য পরিভ্রমণ অর্থাৎ পৃথিবীর সূর্য্য কেন্দ্রক পরিভ্রমণ মত আবিষ্কার করিয়াছেন, তখন গ্রহ নক্ষত্র ধ্রুব নক্ষত্রে আকৃষ্ট হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা দৃষ্ট বোধ হইলেও পৃথিবীর সূর্য্য কেন্দ্রক

পরিভ্রমণ মত অস্বীকার করা বাতুলতা মাত্র। অধিক পরিতাপের বিষয়, উহাঁদিগের মধ্যে বি এ, এমেই অধিক।

পথিক। পরিতাপের বিষয় কিছুই নাই। এমন এমে বিয়েই অধিক, যাঁহাদিগের চর্ব্বিত চর্ব্বণ ও তাঁহাই গলাধঃকরণ করা একমাত্র কার্য্য।

বালক। আপনি অন্যায় বলিতেছেন, এমে বিয়ে যাঁহারা পাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সত্য মিথ্যা নির্ণয়ের শক্তি নাই, ইহাও কি সম্ভব?

পথিক। ক্ষান্ত হউন; সময়ে সাক্ষাতেই দেখাইয়া দিব।

বালক। ব্যাপারটী যে বড়ই সন্দেহজনক। সহজেই সন্দেহ হওয়া সম্ভব। আমারও সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। গ্রহ নক্ষত্রাদি ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, ইহা যদিও দৃশ্যত বোধ হইতেছে, কিন্তু হইতে পারে, পৃথিবীর আবর্ত্তন জন্যই গ্রহ নক্ষত্রাদির ঐরূপ পরিভ্রমণ অনুভব হইয়া থাকে, অথচ আমরা তাহা কোন কারণে বুঝিতে পারিতেছি না।

পথিক। একরূপ দেখা যাইবে, অন্যরূপ হইবে, ইহাও কি সম্ভব?

বালক। (কার্য্যাধ্যক্ষকে সম্বোধন করিয়া) অসম্ভবও নয়। আপাততঃ পৃথিবীকে দর্পণাদির মত সমতল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, "পৃথিবী সমতল নহে, গোল, কমলা লেবুর ন্যায়।" বোধ হয়, ইহা অবশ্য আপনি শুনিয়া থাকিবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ। শুনিয়া থাকিব কেন? স্পষ্টই জানি। উহাত আর নূতন কথা নয়? আর পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও উহার আবিষ্কারক নহেন? পৃথিবীর গোলত্ব বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় পণ্ডিতগণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ স্থিরীকৃত হইয়াছে।

বালক। আমি পাঠ্য পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, ইউরোপীয়েরা উহা ষোলশত খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করিয়াছেন, তৎপূর্ব্বে যে তাহা ভারতীয় পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ?

কার্য্যাধ্যক্ষ। প্রমাণ আছে অনেক। প্রথমতঃ যখন শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে, তখন হইতেই পৃথিবীর গোলত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে। "ভূমণ্ডল" এই শব্দের দ্বারা পৃথিবী যে গোল, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে, ভূ শব্দের অর্থ পৃথিবী আর মণ্ডল শব্দের অর্থ গোল। দ্বিতীয়তঃ সত্যযুগের গ্রন্থ সূর্য্য-সিদ্ধান্তের দ্বাদশ অধ্যায়ে ৫৩ সংখ্যক শ্লোকে নির্দ্দেশ আছে, যথা "সর্ব্বত্রৈব মহীগোলে স্বস্থান মুপরিস্থিতম্। মন্যন্তে খে যতোগোলস্তস্ম-

কোর্দ্ধং কবাপ্যধঃ ॥" অর্থাৎ পৃথিবীর গোলত্ব বশতঃ সর্ব্বত্রই স্ব স্ব স্থান উপরিস্থিত মনে করে ; শূন্য মধ্যস্থিত গোলে (পৃথিবীতে) অধঃই বা কি ? উর্দ্ধই বা কোথায় ? তৃতীয়তঃ শ্রীমদ্ভাগবতে * নির্দ্দেশ আছে "এই ভূমণ্ডল এক প্রকাণ্ড পদ্ম স্বরূপ" নব প্রস্ফুটিত পদ্ম যে গোল ও উহার উভয় দিক যে কিঞ্চিৎ চাপা, ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। চতুর্থতঃ প্রায় আটশত বৎসর হইল অর্থাৎ ১০৩৬ শকাব্দে ভাস্করাচার্য্য, সিদ্ধান্ত শিরোমণি নামক চারিখানি গ্রন্থ প্রচার করেন, তাহারই অন্তর্গত গোলাধ্যায়ে তিনি পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় প্রমাণ করিয়া পৃথিবীকে কদম্ব কুসুমের ন্যায় বর্ণন করিয়াছেন।

বালক। (পথিককে সম্বোধন করিয়া) তাহাই যেমন হইল, কিন্তু গ্রহ নক্ষত্র ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, ইহা আমরা যখন দেখিতে পাইতেছি, তখন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও যে দেখিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, উহা দেখিয়াও তাঁহারা যখন পৃথিবীর আবর্ত্তন ও সূর্য্য পরিভ্রমণের কথা দৃঢ়রূপে লিখিয়াছেন, তখন তাহা যে ভ্রমাত্মক হইবে, ইহাত সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

পথিক। গ্রহ নক্ষত্র ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের দৃষ্টিগোচর বা বোধগম্য হইয়াছে, আমারত এরূপ বোধ হইতেছে না। আমি প্রায় সর্ব্বদাই নভোমণ্ডলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গ্রহ নক্ষত্রাদির ভ্রমণ দর্শন করিয়া থাকি, কিন্তু ধ্রুবকে গ্রহনক্ষত্রাদি প্রদক্ষিণ করিতেছে, ইহা কখন আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই, কিম্বা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকিলেও কৈ, কখনত বোধগম্য হয় নাই, অধিকন্তু এ পর্য্যন্ত কাহার মুখে শুনিও নাই। ইহাঁর (কার্য্যাধ্যক্ষের) নিকট না শুনিলে ভবিষ্যতে কখন যে দৃষ্টিগোচর বা বোধগম্য হইত, এমনও বোধ হইতেছে না।

বালক। আপনার কিম্বা আমার দৃষ্টিগোচর বা বোধগম্য হওয়া সম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু যাঁহাদিগের গ্রহনক্ষত্রের ভ্রমণ পরিদর্শন ও মতামত অবধারণ করা একমাত্র কার্য্য, তাহাঁদিগের অর্থাৎ ইয়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতদিগের উহা দৃষ্টিগোচর বা বোধগম্য হয় নাই, ইহাও কি সম্ভব ?

---

* পঞ্চম স্কন্ধ। ষোড়শ অধ্যায় ৫ম শ্লোক।

পথিক। তাঁহাদিগের দৃষ্টিগোচর বা বোধগম্য হইয়া থাকিলে তাঁহারা পৃথিবীর সূর্য্য কেন্দ্রক পরিভ্রমণ মত প্রকাশ করার প্রারম্ভে অবশ্য তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতেন।

বালক। গ্রহ নক্ষত্রাদির ঐরূপ পরিভ্রমণ দৃশ্যত বোধ হইলেও উহা প্রকৃত পরিভ্রমণ নহে, সম্ভবতঃ এই কারণেই প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া থাকিবেন।

পথিক। নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় প্রকাশ করেন নাই, ইহাত বোধ হইতেছে না, কারণ উহা গ্রহ নক্ষত্রাদির প্রকৃত পরিভ্রমণ না হইলেও, তাঁহারা পৃথিবীর আবর্ত্তণ ও সূর্য্য পরিভ্রমণ প্রমাণ করার পূর্ব্বে অবশ্য এইরূপ লিখিতেন, যে "গ্রহ নক্ষত্রাদি ধ্রুব নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, ইহা দৃশ্যত বোধ হইলেও, বস্তুত তাহা নহে" কারণ ঐরূপ স্থলে এইরূপ উক্তির একান্তই প্রয়োজন, অধিকন্তু তাঁহারা যে ঐরূপ স্থলে ঐরূপ উক্তি করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই, তাহা তাঁহাদিগের প্রচারিত ভূগোলেই প্রকাশ; পৃথিবীর গোলত্ব প্রমাণ করার পূর্ব্বেই তাঁহারা স্পষ্ট লিখিয়াছেন, "আপাততঃ পৃথিবীকে সমতল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু উহা সমতল নহে গোল"। পৃথিবীর গতি প্রমাণ করার পূর্ব্বেও তাঁহারা লিখিয়াছেন, "আপাততঃ বোধ হয় পৃথিবী একস্থানে স্থির হইয়া আছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়, ইহা ঘুরিতে ঘুরিতে প্রতি ঘণ্টায় ২৯৯৩৭ ক্রোশ ধাবমান হইতেছে" ইত্যাদি।

অনন্তর কার্য্যাধ্যক্ষ বালককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয়! গ্রহ নক্ষত্রাদি যে প্রকৃতই ধ্রুব নক্ষত্রে আকৃষ্ট হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহার আরও একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণের কথা বলিতেছি, সময় বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন।

নভোমণ্ডলস্থ হরিতালি বা ছায়াপথ সকলেই দেখিয়াছেন, ঐ বাষ্পরাশিবৎ প্রতীয়মান ছায়াপথ যে তারকা রাশি ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাও সকলে অবগত আছেন। যদি পৃথিবীর আবর্ত্তনই গ্রহ নক্ষত্রাদির ভ্রমণ অনুভব হওয়ার কারণ হয়, তাহা হইলে ঐ ছায়াপথ প্রথম রাত্রিতে যদি উত্তর দক্ষিণ ব্যাপিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই ভাবেই ক্রমশঃ উহার পশ্চিম দিকে গতি অনুভব হইবে। আর যদি গ্রহ নক্ষত্রাদি ধ্রুব নক্ষত্রের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া মণ্ডলাকারে ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে ঐ উত্তর

দক্ষিণব্যাপী ছায়াপথের পশ্চিম দিকে গতি অনুভব না হইয়া উহা যে ক্রমশঃ মণ্ডলাকারে ধ্রুব নক্ষত্রের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহাই দৃষ্ট হইবে। নভোমণ্ডলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলে আপনারা স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন ও বুঝিতে পারিবেন যে, প্রথম রাত্রিতে ছায়াপথের যে অংশ ধ্রুব নক্ষত্রের যতদূরে ছিল, ঠিক ততদূরে থাকিয়াই উহা ক্রমশঃ ধ্রুব নক্ষত্রের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতেছে। এখন আষাঢ় মাস, সন্ধ্যার পরে ছায়াপথ ধ্রুব নক্ষত্রের পূর্ব্বদিকে উত্তর দক্ষিণ ব্যাপিয়া থাকা দৃষ্ট হইবে এবং ক্রমশঃ মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে করিতে রাত্রি তুই প্রহরের সময়ে ধ্রুবের দক্ষিণ দিকে, পূর্ব্ব পশ্চিম দিক ব্যাপিয়া এবং শেষ রাত্রিতে ধ্রুবের পশ্চিম দিকে উত্তর দক্ষিণ দিক ব্যাপিয়া উপস্থিত হইতে দেখিতে পাইবেন।

পরদিন পথিক কার্য্যাধ্যক্ষকে বলিলেন, আপনি যেরূপ বলিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপই অর্থাৎ অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের ন্যায় ছায়াপথও যে ধ্রুবকে দক্ষিণাবর্ত্তে মণ্ডলাকারে প্রদক্ষিণ করিতেছে, ইহা স্পষ্টই দর্শন করিয়াছি, আরও ছায়াপথের ঐরূপ পরিভ্রমণের দ্বারা নভোমণ্ডলস্থ দৃশ্য অদৃশ্য যাবতীয় গ্রহনক্ষত্রাদিই যে ধ্রুবনক্ষত্রে আকৃষ্ট হইয়া স্বীয় স্বীয় কক্ষায় পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহা সহজেই প্রমাণিত হইতেছে, সুতরাং সূর্য্যও যে, ধ্রুব নক্ষত্রে আকৃষ্ট হইয়া স্বীয় কক্ষায় পরিভ্রমণ করিতেছে বা ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, ইহাও স্পষ্টই বোধগম্য হইতেছে। তখন বালক বলিলেন, সূর্য্য যখন ধ্রুব নক্ষত্রে আকৃষ্ট হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে, তখন সূর্য্যের ঐ পরিভ্রমণকে পৃথিবী কেন্দ্রক পরিভ্রমণ না বলিয়া বরং ধ্রুব কেন্দ্রক পরিভ্রমণই বলাত উচিত?

কার্য্যাধ্যক্ষ বলিলেন, অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রাদির ন্যায় সূর্য্য ধ্রুব নক্ষত্রে আকৃষ্ট হইয়া পরিভ্রমণ করিলেও সূর্য্য ধ্রুবের বহু নিম্নে থাকিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে ও সূর্য্যের পরিভ্রমণ পথের ঠিক মধ্য বা কেন্দ্রস্থলে পৃথিবী অবস্থিত, সুতরাং সূর্য্যের পরিভ্রমণকে পৃথিবীকেন্দ্রক পরিভ্রমণই বলা হইয়া থাকে, বলাও উচিত।

শুনিয়া পথিক বলিলেন, সূর্য্যের পরিভ্রমণ পথের ঠিক মধ্যস্থলে পৃথিবী অবস্থিত রহিয়াছে, ইহার কারণ কি? কার্য্যাধ্যক্ষ বলিলেন, শাস্ত্রে কিরূপ নির্দ্দেশ আছে, জ্ঞাত নহি। তবে ইহাই উপলব্ধি হয়, সূর্য্যের উত্তাপেই সূর্য্যের পরিভ্রমণ পথের কেন্দ্রস্থলে পৃথিবী উৎপত্তি হইয়াছে।

পথিক বলিলেন, আমারও ঐরূপই বোধ হয়। সূর্য্যের উত্তাপে উৎপন্ন বলিয়াই আমাদিগের অধিষ্ঠানভূতা এই পৃথিবীর নাম সৌরজগৎ। বালক কোন

কথা না বলিয়া নিরবে বসিয়াছিলেন দেখিয়া কার্য্যাধ্যক্ষ তাঁহাকে বলিলেন, হরিতালির পরিভ্রমণ দর্শন করিয়াও বোধ হয় আপনার এখনও সংশয় দূর হয় নাই, অতএব সূর্য্যের পৃথিবী কেন্দ্রক পরিভ্রমণ সম্বন্ধে আরও একটী যে নূতন প্রমাণ সংপ্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

সূর্য্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, এই মত অভ্রান্ত হইলে প্রতিদিন পরিভ্রমণ কালে সূর্য্যমণ্ডলের চারি ভাগের মধ্যে তিন ভাগ অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্নে প্রথম ভাগ, মধ্যাহ্নে দ্বিতীয় ভাগ বা নিম্নভাগ এবং অপরাহ্নে তৃতীয় ভাগ পৃথিবী অভিমুখে প্রকাশ হওয়া সম্ভব; ঊর্দ্ধ বা উপরি ভাগ কখনও পৃথিবী অভিমুখে প্রকাশ হওয়া সম্ভব নয়। সূর্য্যের ঐ যে তিন ভাগ বা অংশ পৃথিবীতে প্রকাশ হয়, সেই তিন অংশের উত্তাপ সমভাবাপন্ন নয়; বস্তুতঃ বিস্তর বিভিন্ন ভাবাপন্ন। মধ্যাহ্নের প্রকাশিত অংশ আমাদিগের অত্যন্ত নিকটস্থ হয় বলিয়া সেই অংশের উত্তাপ অপর দুই অংশের উত্তাপের সহিত তুলনা করিয়া তাহার তারতম্য প্রদর্শন করা তত সুবিধা হইবে না, অতএব এ স্থানে মধ্যাহ্নের প্রকাশিত অংশের কথা ত্যাগ করিয়া কেবল পূর্ব্বাহ্নের ও পরাহ্নের প্রকাশিত অংশের উত্তাপের তারতম্যেরই উল্লেখ করা যাইবে।

পূর্ব্বাহ্নে যে অংশ প্রকাশ হয়, সেই অংশের উত্তাপ অধিক, আর অপরাহ্নে যে অংশ প্রকাশ হয়, তাহার উত্তাপ অপেক্ষাকৃত অল্প। উত্তাপের এই ন্যূনাধিক্য আতসি প্রস্তরের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে নিঃসংশয়ে নিরূপণ হইতে পারিবে। পূর্ব্বাহ্নে বেলা দুই কি তিন দণ্ডের সময় এক খণ্ড আতসি যথানিয়মে সূর্য্যাভিমুখে ধারণ করিয়া তাহার বিপরীত দিকে দাহ্য কোন পদার্থ স্থাপন করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইবে, কিন্তু পরাহ্নে দুই কি তিন দণ্ড বেলা অবশিষ্ট থাকিতে পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া অনুসারে আতসি ধারণ করিলে বিপরীত দিকস্থ দাহ্য পদার্থ আদৌ দগ্ধ হইবে না। সুতরাং ইহার দ্বারাও সূর্য্য যে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

পক্ষান্তরে "সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবী স্বীয় কক্ষাবৃত্তে আবর্ত্তন করিতে করিতে তিনশত পঁয়ষট্টি দিন ছয় ঘণ্টায় বা সম্বৎসরে সূর্য্যকে একবার পরিভ্রমণ করিতেছে" পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের প্রচারিত এই মত সত্য হইলে পৃথিবীর প্রতিদিন পরিভ্রমণ-কালে সামান্যতঃ সূর্য্যের তিন শত পঁয়ষট্টি ভাগের এক ভাগ মাত্র যাহা পৃথিবী অভিমুখে প্রকাশ হয়, পর্য্যায়ক্রমে সেই ভাগের পূর্ব্বাহ্নের প্রকাশিত অংশের উত্তাপ অধিক ও পরাহ্নের প্রকাশিত অংশের উত্তাপ অল্প হইবে, ইহা কখনই সম্ভব নয়।

তবে তর্কস্থলে যদি সম্ভব বলিয়াও স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও যখন তিন শত পঁয়ষট্টি দিন ছয় ঘণ্টায় পৃথিবীর একবার সূর্য্য পরিভ্রমণ সমাধা হয়, তখন বর্ত্তমান পরিভ্রমণ সমাধানের পর দ্বিতীয় কি তৃতীয়বার পরিভ্রমণকালে সূর্য্যের পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বাহ্নের প্রকাশিত ভাগ পর্য্যায়ক্রমে পূর্ব্বাহ্নে ও পরাহ্নের প্রকাশিত ভাগ পরাহ্নে প্রকাশ না হইয়া ক্রমশঃ চারি বৎসর পর্য্যন্ত তাহার যে ব্যতিক্রম হইবে, ইহা স্থির। সুতরাং পৃথিবীর সূর্য্যকেন্দ্রক পরিভ্রমণ মত যে অভ্রান্ত নয়, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

অনন্তর কয়েক দিনের পর বালক কার্য্যাধ্যক্ষকে দেখিয়া বলিলেন, মহাশয়! আপনি যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপই অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলের অংশবিশেষের উত্তাপের আধিক্য, পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু একই পদার্থের উত্তাপের ঐরূপ ন্যূনাধিক্য বড়ই বিস্ময়জনক ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না? কার্য্যাধ্যক্ষের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বেই পথিক বলিলেন, বিস্ময়ের কিছুই কারণ নাই। আমাদিগের এই অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবীরই যখন কোন ভাগ স্থল, কোন ভাগ জলে পরিপূর্ণ, স্থল ভাগের মধ্যেও যখন কোন ভাগ উর্ব্বরা, কোন ভাগ মরুভূমি, আবার জল ভাগ বা সমুদ্রের মধ্যেও যখন ভাগবিশেষের জলের লবণাক্ততা অধিক, তখন সূর্য্যমণ্ডলের অংশবিশেষের উত্তাপ অধিক হইবে না কেন?

বালক বলিলেন, উত্তাপের ঐরূপ ন্যূনাধিক্য হওয়ার কারণ কি?

পথিক বলিলেন, ইহা বড়ই গুরুতর প্রশ্ন, ঈশ্বর যে কি অভিপ্রায়ে কি করিয়াছেন, তাহা মানুষের বুঝিবার শক্তি নাই, তবে এই পর্য্যন্ত উপলব্ধি হয় যে, রাত্রিকালে ভূমণ্ডল অত্যন্ত স্নিগ্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং প্রাতেই অধিক উত্তাপের প্রয়োজন হয়, এই জন্যই সূর্য্যমণ্ডলের যে অংশ প্রাতে পৃথিবী অভিমুখে প্রকাশিত হয়, সেই অংশকে ঈশ্বর উত্তাপবিশিষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন।

শুনিয়া বালক বলিলেন, ঈশ্বর সূর্য্যমণ্ডলের অংশবিশেষের উত্তাপ অধিক করিয়াছেন বলিয়া আপনি বলিতেছেন, কিন্তু কোন কোন বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতের মতে সূর্য্যই সাক্ষাৎ ঈশ্বর। আমি কোন পাঠ্য পুস্তকে যাহা পাঠ করিয়াছি, তাহা আবৃত্তি করিতেছি, শ্রবণ করুন। "তাপ ও আলোকঘটিত সমস্ত ব্যাপারই সূর্য্য হইতে সম্পাদিত হইতেছে। দীপশিখা ও ইন্ধনাগ্নিতে তিনিই প্রকাশমান হইতেছেন। দাবাগ্নি, বিদ্যুদাগ্নি ও বজ্রাগ্নিতে তিনিই বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনিই সাগরকে জলীয় শরীর ও পবনকে বায়বীয় আকার প্রদান করিয়াছেন। তিনিই সমুদ্র জলকে বাষ্পরূপে পরিণত করিয়া মেঘ উৎপাদন করিতেছেন।

তিনিই তরুদলকে নব পল্লবে সুশোভিত করিতেছেন। তিনিই ধরণীকে কানন-রাজিতে বিভূষিত করিতেছেন। তিনিই ক্ষুদ্রতম বীজ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উৎপাদন করিয়া পুনরায় তাহাঁকে ধ্বংশ করিতেছেন। তিনিই হয়াকারে আশু গতি গমন করিতেছেন। তিনিই তেজোরূপে আবির্ভূত হইয়া পুনরায় তেজোরূপে তিরোভূত হইতেছেন। পাঠক! ইহা কবি-কপোল-কল্পিত অলীক কথা নহে। পরন্তু বিজ্ঞান-শাস্ত্র-সম্মত যুক্তি-সিদ্ধ বাক্য, ইহাতে কিছুমাত্র অবিশ্বাস বা সংশয়ের বিষয় নাই।"

শুনিয়া পথিক বলিলেন, আপনি যাহা পাঠ করিয়াছেন, উহা নূতন কথা নহে। হিন্দু-শাস্ত্রেরও ঐরূপ মত।

অনন্তর পথিক কার্য্যাধ্যক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয়! ধ্রুব যে যাবতীয় গ্রহনক্ষত্রের উপরে অবস্থিত, ইহা বিষ্ণু পুরাণ ভিন্ন অন্য পুরাণেও নির্দ্দেশ আছে কি না? শুনিয়া কার্য্যাধ্যক্ষ বলিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণন আছে * "ঋষিদিগের যে স্থান বর্ণনা করিয়াছি, তাহা হইতে ত্রয়োদশ লক্ষ যোজন অন্তরে বিষ্ণুর সেই প্রসিদ্ধ পরম স্থান ধ্রুবলোক। নক্ষত্ররূপী অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, কশ্যপ এবং ধর্ম্ম, পরম ভাগবত ধ্রুবকে সবহুমানে যুগপৎ প্রদক্ষিণ করিতেছেন এবং ধ্রুব এখনও কল্পজীবীদিগের উপজীব্য হইয়া ঐ পরম স্থানে আছেন। ধ্রুবের মহিমা সর্ব্বত্র বিখ্যাত। অনিমিশ এবং অব্যক্ত বেগবিশিষ্ট কালের গতিক্রমে যে সমস্ত গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতিগণ নিরন্তর গগনমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহা-দিগের অবলম্বনার্থে পরমেশ্বর ঐ ধ্রুবকে স্তম্ভরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব তাঁহার প্রকাশ নিরন্তরই হইয়া থাকে।"

পথিক বলিলেন, ধ্রুবের প্রকাশ যে নিরন্তরই হইয়া থাকে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দিবসে অর্থাৎ সূর্য্যালোকে বাধা না হইলে, আমরা ধ্রুবকে নিরন্তরই দেখিতে পাইতাম। কিন্তু পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠের অর্থাৎ আমেরিকা প্রভৃতির অধিবাসীদিগের ধ্রুব আদৌ দৃষ্টিগোচর হয় কি না, সে বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হইল। কারণ, যে সকল গ্রহনক্ষত্রাদি, যে সময় আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়, তখন তাহা পৃথিবীর বিপরীত দিকস্থ অধিবাসীদিগের দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ধ্রুব যখন নিরন্তরই আমাদিগের দৃষ্টিপথে প্রকাশ থাকে, তখন উহা পৃথিবীর বিপরীত পৃষ্ঠের অধিবাসীদিগের কখনই ত দৃষ্টিগোচর হওয়

---

* পঞ্চম স্কন্ধ ১।২ সংখ্যক শ্লোক।

সম্ভব নয়? আরও সর্ব্বোপরি ধ্রুবের স্থান, ইহা পুরাণে প্রকাশ, কিন্তু ধ্রুবকে আমরা পৃথিবীর উত্তরদিকে দেখিতে পাই, ইহারই বা কারণ কি?

শুনিয়া কার্য্যাধ্যক্ষ বলিলেন, ধ্রুব যে, আমাদিগের ন্যায় আমাদিগের বিপরীত দিকস্থ আমেরিকা প্রভৃতির অধিবাসীদিগেরও নিরন্তর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে এবং উহা যে পৃথিবীর ঠিক উপরি বা ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত, তাহা সহজে বুঝাইতে ও বুঝিতে অসুবিধা হইবে। অতএব ধ্রুব, পৃথিবী, পৃথিবীস্থ বিষুব রেখা ও উত্তর বা কর্কট ক্রান্তি এবং তাঁহার সন্নিকটস্থ ভারত ও আমেরিকার যৎসামান্য চিত্রময় প্রতিরূপ অঙ্কিত করিয়া দেখাইতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক দৃষ্টি করিলেই সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে।
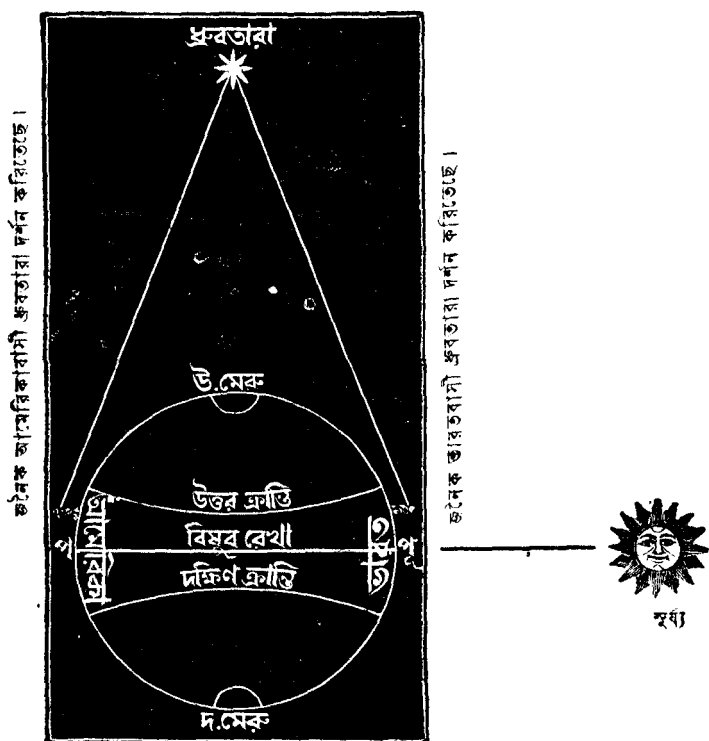
পৃথিবীর উত্তর মেরুই পৃথিবীর ঊর্দ্ধভাগ। উত্তর শব্দের আভিধানিক অর্থ যে "উপরিস্থ" এই স্থলে সেই অর্থই গ্রহণ করা গেল। আর দক্ষিণ মেরু পৃথিবীর অধঃভাগ।

পৃথিবীকে ঊর্দ্ধ ও অধঃ এই দুইভাগে বিভক্ত করিতে পূর্ব্ব পশ্চিম ব্যাপী যে রেখা কল্পিত হইয়াছে, তাহাই বিষুব রেখা। ঊর্দ্ধ ও অধঃভাগে পৃথিবীকে

১৮০ অংশে বিভক্ত করিলে বিষুবরেখা হইতে উভয় মেরুই ৯০ অংশ অন্তর হয়। বিষুবরেখার ২৩৷৷ অংশ উর্দ্ধে উহার সহিত সমান্তর পূর্ব্ব পশ্চিম ব্যাপী যে বৃত্ত কল্পিত হইয়াছে, তাহার নাম উত্তর বা কর্কট ক্রান্তি রেখা এবং ঐ বিষুব রেখা হইতে ২৩৷৷ অংশ নিম্নভাগে ঐরূপ যে বৃত্ত কল্পিত হইয়াছে, তাহাকে দক্ষিণ বা মকর ক্রান্তি রেখা বলে।

পৃথিবীর উর্দ্ধ ও অধঃভাগ সহজে অনুভব হওয়ার নহে। পৃথিবীর অধঃ বা উর্দ্ধ যে কোন ভাগের যে কোন স্থানে কেহ দণ্ডায়মান হইলে তাহার পদের দিক নিম্ন ও মস্তকের দিককে উর্দ্ধ বলিয়াই বোধ হইবে। সুতরাং সে পৃথিবীর কোন্ ভাগ প্রকৃত উর্দ্ধ ও কোন্ ভাগ অধঃ তাহা সহজে নিরূপণ করিতে পারে না।

যদি কেহ বিষুবরেখার যে কোন স্থানের উপর দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলে তাহারও পদের দিক নিম্ন ও মস্তকের দিককে উর্দ্ধ বলিয়া বোধ হইবে এবং পৃথিবীর ঠিক উর্দ্ধদিকে অবস্থিত যে ধ্রুবনক্ষত্র, তাহাকে সে তাহার ঠিক উত্তরদিকে পৃথিবীর সহিত যেন সংলগ্ন এইরূপই দেখিতে পাইবে। আর যদি সে তথা হইতে পৃথিবীর উর্দ্ধদিকে (উত্তরদিকে) গমন করিতে থাকে, তাহা হইলে সে যতই গমন করিবে, ক্রমশঃ ধ্রুবকে সে ততই তাহার উর্দ্ধদিকে দেখিতে পাইবে, গমন করিতে করিতে সে যদি পৃথিবীর উত্তর মেরুতে গিয়া উপস্থিত হইতে পারে, তাহা হইলে তখন সে ধ্রুবকে ঠিক তাহার মস্তকের উপরেই দেখিতে পাইবে।

আমাদিগের বর্ত্তমান আবাসস্থান অর্থাৎ তুরকাগড়, ভারতবর্ষের কলিকাতা মহানগরির প্রায় সমসূত্র স্থানে বা উত্তরক্রান্তির কিছু দক্ষিণে অবস্থিত। ধ্রুবকে আমরা যেরূপ আমাদিগের উত্তরদিকে অথচ কিছু উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া থাকি, আমাদিগের বিপরীতদিকস্থ আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের অধিবাসিরাও ধ্রুবকে তদ্রূপ তাহাদিগের উত্তরদিকে অথচ কিছু উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া থাকে এবং আমাদিগের ন্যায় তাহাদিগের দৃষ্টিপথেও ধ্রুব নিরন্তরই প্রকাশ আছে।

পথিক বলিলেন, চিত্রময় প্রতিরূপ দেখিয়া ধ্রুব যে প্রকৃতই পৃথিবীর উর্দ্ধদিকে অবস্থিত ও ধ্রুবকে আমরা যেরূপ উত্তরদিকে কিছু উর্দ্ধে দেখিয়া থাকি, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের অধিবাসিরাও যে তদ্রূপই দেখিয়া থাকে এবং আমাদিগের ন্যায় তাহাদিগের দৃষ্টিপথেও যে ধ্রুব নিরন্তরই প্রকাশ থাকে, তাহা এতক্ষণে সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইল।

শুনিয়া বালক পথিককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয়! সামান্য সন্দেহের অপনোদন হইল বটে, কিন্তু পক্ষান্তরে গুরুতর সংশয় উপস্থিত হইল। পাশ্চাত্য

পণ্ডিতগণ ভূরি ভূরি প্রমাণ সহিত ভূয়োভূয়ঃ পৃথিবী উত্তর দক্ষিণে অবস্থিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং সেই মত অপ্রতিহতভাবে এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, এক্ষণে একটা পুরাতন পৌরাণিক মতের অর্থাৎ পৃথিবীর ঊর্দ্ধভাগে ধ্রুবনক্ষত্র অবস্থিত, ইহা প্রতিপন্ন করার জন্য পৃথিবী "অধঃউর্দ্ধে" অবস্থিত বলিয়া একটা অভিনব মত উদ্ভাবিত হইল এবং আপনিও অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া তাহা অসঙ্কোচে অনুমোদন করিলেন, কিন্তু ঐ মত স্বীকার করিলে পৃথিবীর যে দিক দিয়া যেরূপভাবে গ্রহনক্ষত্রাদির পরিভ্রমণ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছিল, তাহা সেইরূপভাবে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব কি না, তাহা কি চিন্তা করিয়াছেন? শুনিয়া পথিক বালককে বলিলেন, আপনার এই কথা নিতান্ত বালকের মতই হইয়াছে, কারণ উত্তর দক্ষিণে শয়ান ভাবাপন্ন পৃথিবীকে ঊর্দ্ধাধোভাবে দণ্ডায়মান করিয়া দেওয়া হয় নাই; পৃথিবী যে ভাবে ছিল, সেই ভাবেই আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা পৃথিবী উত্তর দক্ষিণে শয়ানভাবে অবস্থিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, আর ইনি (কার্য্যাধ্যক্ষ) পৃথিবী ঊর্দ্ধ, অধঃ ভাবে অবস্থিত বলিয়া বলিতেছেন, এইমাত্র প্রভেদ। সুতরাং পৃথিবী যে ভাবে ছিল, যদি সেই ভাবেই রহিল, তবে গ্রহ নক্ষত্রাদির পরিভ্রমণ পৃথিবীর যে দিক দিয়া যে ভাবে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে, তাহা না হইবে কেন?

শুনিয়া বালক কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া নিরব হইলেন এবং ক্ষণকাল পরে কার্য্যাধ্যক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয়! উত্তর শব্দের অর্থ "উপরিস্থ" কেবল এই কথার উপর নির্ভর করিয়াই কি আপনি পৃথিবীর উত্তর মেরুকে ঊর্দ্ধভাগ ও দক্ষিণ মেরুকে অধঃভাগ বলিতেছেন, না আর কোন প্রমাণ আছে?

কার্য্যাধ্যক্ষ বলিলেন, আছে; উত্তর মেরু ঊর্দ্ধভাগ বলিয়াই তাহার নাম সুমেরু এবং দক্ষিণ মেরু অধঃভাগ, এই জন্য তাহার নাম কুমেরু বলিয়া অভিধানে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ঊর্দ্ধভাগ উত্তম ও অধঃভাগ অধম বলিয়াই মনুষ্যের মস্তককে উত্তমাঙ্গ ও পদদ্বয়কে অধমাঙ্গ বলা হইয়া থাকে। শুনিয়া বালক বলিলেন, আপনার কথার পোষক হইবে ভাবিয়া পৃথিবীর ঊর্দ্ধ ও অধঃভাগের নামের সহিত মনুষ্যের অধঃ ঊর্দ্ধ অঙ্গের নামের যে তুলনা দিলেন, ইহা কি সঙ্গত হইল? পৃথিবীর সহিত কি মনুষ্যের কোন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে? কার্য্যাধ্যক্ষ বলিলেন, সাদৃশ্য না থাকিবে কেন? পৃথিবীর ঊর্দ্ধদিক যেমন পাহাড় পর্ব্বতময়, তেমনই মনুষ্যের মস্তকও অস্থিময়। পৃথিবীর নিম্নভাগে জল

ভাগই অধিক, মনুষ্যেরও উদর হইতে নিম্নদেশে অস্থি ভাগ অল্প, জলীয় ও মাংস ভাগই অধিক। শুদ্ধ মনুষ্য কেন, পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীব জন্তু বৃক্ষাদির সহিতই যে প্রায় পৃথিবীর সাদৃশ্য আছে, ইহা অভিনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। পৃথিবীর আকার গোল, সচরাচর জীব জন্তু বৃক্ষাদির আকারও প্রায় গোল। তখন পথিক বলিলেন, পৃথিবীর সহিত পৃথিবীস্থ চেতন অচেতন উদ্ভিদাদির যে প্রায় সাদৃশ্য আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমার অন্য এক বিষয়ে সন্দেহ আছে, এখন তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

শুনিয়াছি, ল্যাপল্যাণ্ডে বৎসরের মধ্যে একবার দিন ও একবার মাত্র রাত্রি হয়। ক্রমাগত ছয় মাস ধরিয়া সূর্য্য নিরন্তর প্রকাশ এবং আর ছয় মাস একেবারে অপ্রকাশ থাকেন, ইহার কারণ কি? কার্য্যাধ্যক্ষ বলিলেন, যাহা শুনিয়াছেন, তাহা সত্য। শুদ্ধ ল্যাপল্যাণ্ডে কেন, পৃথিবীর উভয় মেরু সন্নিহিত স্থলে ছয় মাস নিরন্তর সূর্য্য প্রকাশ ও আর ছয় মাস একেবারে অপ্রকাশ থাকেন।

সূর্য্যের স্বীয় কক্ষায় পশ্চিমাভিমুখে আট প্রহরে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে একবার পরিভ্রমণ সমাধা হয় বলিয়া আমরা যেমন চারিপ্রহর বা পরিভ্রমণ কালের অর্দ্ধেক সময়মাত্র সূর্য্যকে দেখিতে পাই, অবশিষ্ট চারি প্রহর পৃথিবীর অন্তরাল বশতঃ সূর্য্যকে একেবারে দেখিতে পাই না, সেইরূপ বৎসরের মধ্যে সূর্য্যের একবার মাত্র উত্তর ক্রান্তি হইতে দক্ষিণ ক্রান্তি পর্য্যন্ত গমনাগমন হয় বলিয়া মেরু সন্নিহিত স্থলে ছয় মাস বা সূর্য্যের গমনাগমনের অর্দ্ধেক সময়মাত্র তথায় সূর্য্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন, অবশিষ্ট ছয়মাস পৃথিবীর অন্তরালবশতঃ একেবারে দৃষ্টিগোচর হয়েন না।

আমরা যে সময় সূর্য্যকে দেখিতে পাই, সেই সময় যেমন পৃথিবীর অন্তরাল বশতঃ আমাদিগের বিপরীত দিকস্থ এমেরিকার অধিবাসিরা সূর্য্যকে দেখিতে পান না, আবার যখন আমেরিকার অধিবাসীগণ সূর্য্যকে দেখিতে পান, তখন যেমন আমরা সূর্য্যকে একেবারে দেখিতে পাই না, তদ্রূপ সূর্য্যের বিষুবরেখা হইতে উত্তর ক্রান্তিতে গমন কাল তিন মাস ও তথা হইতে বিষুব রেখাতে প্রত্যাগমন কাল তিনমাস এই ছয় মাস কাল ল্যাপল্যাণ্ড বা সুমেরু প্রদেশে সূর্য্য যখন নিরন্তর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তখন কুমেরু সন্নিহিত স্থলে সূর্য্য একেবারে অপ্রকাশ থাকেন। অনন্তর বিষুবরেখা হইতে সূর্য্যের দক্ষিণ ক্রান্তিতে গমন কাল তিন মাস ও তথা হইতে বিষুব রেখাতে প্রত্যাগমন কাল তিন মাস এই ছয় মাস কুমেরু সন্নিহিত স্থলে যখন সূর্য্য নিরন্তর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন, তখন পৃথিবীর

অন্তরাল প্রযুক্ত সূর্য্য ল্যাপল্যাণ্ড বা সুমেরু প্রদেশে আদৌ দৃষ্টিগোচর হয়েন না। পৃথিবীর যে যৎসামান্য চিত্রময় প্রতিরূপ অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছি; তাহার উত্তর মেরু, উত্তর ক্রান্তি, বিষুবরেখা ও দক্ষিণ ক্রান্তি মনোযোগপূর্ব্বক দর্শন এবং সূর্য্যের উত্তর ক্রান্তি হইতে দক্ষিণ ক্রান্তি পর্য্যন্ত গমনাগমন কাল অভিনিবেশ-পূর্ব্বক চিন্তা করিলেই সূর্য্য বৎসরের মধ্যে ছয় মাসকাল কেন যে সুমেরুপ্রদেশে নিরন্তর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন এবং অবশিষ্ট ছয় মাস কাল দৃষ্টিগোচর হন না, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

বালক জিজ্ঞাসিলেন, সূর্য্যের পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমাভিমুখে গমন যেরূপ সহজে অনুভব হয়, ক্রান্তি হইতে অন্য ক্রান্তিতে গমন সেরূপ সহজে অনুভব হয় না কেন?

কার্য্যাধ্যক্ষ বলিলেন, পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমাভিমুখে সূর্য্যের পরিভ্রমণ কালে প্রতিদিন নিরন্তর উত্তর বা দক্ষিণ দিকে অতি অল্প পরিমাণে অর্থাৎ পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ সীমা ১৮০ অংশের মধ্যে উত্তর ক্রান্তি হইতে দক্ষিণ ক্রান্তি পর্য্যন্ত ৪৭ অংশ মাত্রে সম্বৎসরে সূর্য্যের একবার গমনাগমন বা প্রায় প্রতি অষ্টাহে এক অংশ মাত্রে গতি হয় বলিয়া উহা সহজে অনুভব হয় না।

বালক পুনর্ব্বার কার্য্যাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি যে বলিতেছেন, পৃথিবীর উভয় মেরু সন্নিহিত স্থানেই ক্রমাগত ছয় মাস সূর্য্য নিরন্তর প্রকাশ এবং আর ছয় মাস একেবারে অপ্রকাশ থাকেন কৈ, ইহাত কখন শুনি নাই? ল্যাপল্যাণ্ডেইত সম্বৎসরে একবার দিন ও একবার রাত্রি হইয়া থাকে। শুনিয়া কার্য্যাধ্যক্ষ বলিলেন, কুমেরুর নিকট জলময়, ও অগম্য; সুমেরু প্রদেশের ন্যায় তথায় লোকালয় থাকিলে তবেত শুনিতেন। তখন পথিক বলিলেন, সুমেরু প্রদেশ হইতে সূর্য্যের প্রকাশ বা অপ্রকাশ যে সময় যেরূপ দৃষ্ট হইবে, সুমেরুর ঠিক বিপরীত দিকস্থ কুমেরুর নিকটস্থ স্থল বা জলভাগ হইতে যে ঠিক তাহার বিপরীত অর্থাৎ সুমেরু প্রদেশে যে ছয়মাস সূর্য্য নিরন্তর প্রকাশ থাকেন, সেই সময় কুমেরুর নিকটস্থ স্থল বা জলভাগে যে সূর্য্য আদৌ প্রকাশ হইবেন না এবং সুমেরু প্রদেশে যে ছয় মাস সূর্য্য একেবারে দৃষ্টিগোচর হয়েন না, সেই সময় যে কুমেরুর নিকটস্থ স্থল বা জলভাগে সূর্য্য নিরন্তর প্রকাশ থাকিবেন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু সুমেরু প্রদেশ যে ছয়মাস সূর্য্যের অপ্রকাশ নিবন্ধন নিরন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, সেই সময় তথাকার অধিবাসীদিগের কর্ম্ম-কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহিত হয়?

কার্য্যাধ্যক্ষের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে বালক বলিলেন, আমি কোন পাঠ্য-পুস্তকে পড়িয়াছি;—"পৃথিবীর মেরুদেশে নভোমণ্ডলে যে একপ্রকার অপূর্ব্ব আলোকচ্ছটা দৃষ্ট হয়, তাহাকে মেরু-প্রভা বলে। সুমেরু ও কুমেরু উভয় মেরুতেই এই ব্যাপার দৃষ্ট হয়, কিন্তু কুমেরু অপেক্ষা সুমেরু প্রদেশেই সমধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার তুল্য বিচিত্র ব্যাপার ভূমণ্ডলে অতি বিরল। স্কন্ধনাভ প্রভৃতি সুমেরু সন্নিহিত প্রদেশে সন্ধ্যা সমাগমে এই প্রকার অপূর্ব্ব আলোকে গগনমণ্ডল আলোকিত হয়। ক্ষণে ক্ষণে ইহা নানা বর্ণ ধারণ করে; কখন সিত, কখন হরিত, কখন বা উজ্জ্বল ধূমলবর্ণ কিরণচ্ছটায় আকাশমণ্ডল সমুজ্জ্বল হয়। সুমেরু প্রদেশে যখন ছয় মাস ধরিয়া গগনমণ্ডলে সূর্য্য দৃষ্ট হয় না, সেই সময়ে এই মেরুপ্রভা বা মেরুকচ্ছটা দ্বারা সৌর প্রভার অসদ্ভাব কিয়ৎপরিমাণে বিমোচিত হয়।" শুনিয়া পথিক বলিলেন, কুমেরু অপেক্ষা সুমেরু প্রদেশেই মেরু-প্রভার অধিক প্রয়োজন বলিয়াই ঈশ্বর যে তথায় মেরু প্রভা বা মেরুক-চ্ছটা সমধিক পরিমাণে সৃষ্টি করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঈশ্বর যে জগতের মঙ্গলসাধন জন্য কোথায় কি করিয়াছেন, কে বলিতে পারে?

একদিন বালক পথিককে জিজ্ঞাসিলেন, কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় যেরূপ বলিয়াছেন, যদি সেইরূপই অর্থাৎ পৃথিবীর ঠিক ঊর্দ্ধদিকেই ধ্রুবনক্ষত্র অবস্থিত হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর আবর্ত্তন জন্যই, যে গ্রহনক্ষত্র ধ্রুবনক্ষত্রের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে, এইরূপ আমাদিগের অনুভব হওয়াত অসম্ভব নয়। শুনিয়া কার্য্যাধ্যক্ষ বলিলেন, আমারও একবার ঐরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই সূর্য্যমণ্ডলের অংশবিশেষের উত্তাপাধিক্যের কথা মনে হওয়ায় সূর্য্যের ন্যায় অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রও যে প্রকৃতই ধ্রুবনক্ষত্রে আকৃষ্ট হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না।

কয়েকদিনের পর কার্য্যাধ্যক্ষ উপস্থিত হইলে, বালক তাঁহাকে বলিলেন, ধ্রুব যে যাবতীয় জ্যোতিষ্কের উপরে অবস্থিত, ইহা পুরাণে প্রকাশ থাকিলেও বিশ্বাসযোগ্য নহে, কারণ তখন দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছিল না, দূরবীক্ষণ ভিন্ন উহা নির্ণীত হওয়া কদাচই সম্ভব নয়। কার্য্যাধ্যক্ষের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বেই পথিক বলিলেন, আমাদিগের মত সামান্য লোকের দৃষ্টিতে নির্ণীত হওয়া অসম্ভব হইতে পারে, কিন্তু পুরাণপ্রণেতা আর্য্য ঋষিদিগের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। ভাল বলুন দেখি, ধ্রুবনক্ষত্রের উপরে আর কোন কোন জ্যোতিষ্ক আছে বলিয়া পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদেরা স্থির করিয়াছেন?

বালক। যতদূর স্মরণ হইতেছে, তাহাতে, ধ্রুবনক্ষত্রের উপরে কোন কোন নক্ষত্রাদি আছে, যদিও তাহা বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট নাই; কিন্তু পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, নভোমণ্ডলে এমন দূরবর্ত্তী নক্ষত্রও আছে, যাহার আলোক পৃথিবীতে উপস্থিত হইতে দশলক্ষ বৎসর লাগিয়া থাকে। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৯২ হাজার মাইল গমন করে।

পথিক। যাহার দূরত্ব বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তাহার কথা ত্যাগ করিয়া যে সকল জ্যোতিষ্কের দূরত্ব দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন জ্যোতিষ্ক ধ্রুব অপেক্ষা আরও উচ্চে অবস্থিত, তাহাই বলুন।

বালক। পঠিত গ্রন্থে যে সকল জ্যোতিষ্কের দূরত্ব বিশেষরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহারা সকলেই ধ্রুবের নিম্নে। ধ্রুবনক্ষত্রের আলোক পৃথিবীতে উপস্থিত হইতে ৩৩ বৎসর লাগিয়া থাকে।

পথিক। তবেই দেখুন, পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা যাহা দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে স্থির করিয়াছেন, আমাদিগের পুরাণ প্রণেতা ঋষিগণ তাহা সহজ দৃষ্টিতেই স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা যে সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, ইহা দ্বারাও কি তাহা প্রমাণ হইতেছে না?

বালক আর কোন উত্তর করিলেন না। তখন পথিক বালককে বলিলেন, হংসাশ্রম হইতে গমনকালে "ধ্রুবনক্ষত্র সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাস্য আছে" বলিয়া আপনি বলিয়াছিলেন; এক্ষণ তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। শুনিয়া বালক বলিলেন, ধ্রুব নক্ষত্র সম্বন্ধীয় আপনাদিগের প্রশ্নোত্তরে আমার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর ইতিপূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। অনন্তর পথিক কার্য্যাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন, "এখন আষাঢ় মাস, সন্ধ্যার পরে ছায়াপথ ধ্রুব-নক্ষত্রের পূর্ব্বদিকে উত্তর দক্ষিণ ব্যাপিয়া দৃষ্ট হইবে" বাস্তবিকও ঐরূপই দেখা গিয়াছিল, কিন্তু অন্য সময়ে কি সন্ধ্যার পর উহা ঐ স্থানে দৃষ্ট হইবে না? শুনিয়া কার্য্যাধ্যক্ষ বলিলেন, না। কারণ দিবা রাত্রি বা আট প্রহরে যে জ্যোতিষ্কের ঠিক একবার প্রদক্ষিণ কার্য্য সমাধা হয়, তাহাকে প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে একই স্থানে দেখিতে পাওয়া সম্ভব। সূর্য্য আট প্রহরে ধ্রুবকে একবার অর্থাৎ সম্বৎসরে সামান্যত ৩৬৫ বার প্রদক্ষিণ করেন, আর ছায়া পথ প্রতি আট প্রহরে একবার অপেক্ষা কিছু বেশী অর্থাৎ বৎসরে ৩৬৬ বার ধ্রুবকে

প্রদক্ষিণ করে। এইজন্য উহা প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট স্থান অপেক্ষা ক্রমশঃ এক একটু অগ্রসর হইয়া থাকে। পথিক পুনর্ব্বার কার্য্যাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গ্রহ এবং নক্ষত্রের প্রভেদ জানিবার উপায় কি? কার্য্যাধ্যক্ষ উত্তর না দিতে দিতে বালক বলিলেন, গ্রহগণের আলোক স্থির, নক্ষত্রগণের আলোক চঞ্চল।

অনন্তর পথিক কার্য্যাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জ্যোতিষীদিগের গণনা সর্ব্বত্র যে সফল হয় নাই, ইহার আমি অনেক প্রমাণ পাইয়াছি, এরূপ হওয়ার প্রধান কারণ কি?

কার্য্যাধ্যক্ষ। বড়ই কঠিন প্রশ্ন। জ্যোতিষশাস্ত্র প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত, গণিতস্কন্ধ ও যাতকস্কন্ধ বা গণিতভাগ বা যাতকভাগ। গণিত ভাগদ্বারা গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতি দিব্য পদার্থের স্বরূপ, সঞ্চার, পরিভ্রমণ কাল, গ্রহণ, শৃঙ্খলা, অন্তর ও তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় ঘটনা নিরূপিত হইয়া থাকে। ফলিত ভাগ দ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদির গতি, স্থিতি ও সঞ্চার অনুসারে শুভাশুভ নির্ণীত হইয়া থাকে। যদিও জ্যোতিষশাস্ত্র অসংপূর্ণ, তথাপি তুলনায় ফলিতভাগ অপেক্ষা গণিতভাগই সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন। আপনার প্রশ্ন কোন ভাগ সম্বন্ধে?

পথিক। ফলিতভাগ সম্বন্ধে।

কার্য্যাধ্যক্ষ। ফলিতভাগ একে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন নয়, তদ্ব্যতীত আরও একটী বিশেষ কারণে অনেক স্থলেই গণনা ব্যর্থ হয়। সংক্রান্তির সহিত ফলিত জ্যোতিষের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। সায়ণ ও নিরয়ণ ভেদে সংক্রান্তি দ্বিবিধ। বর্ত্তমানকালে পঞ্জিকাতে অয়নাংশ অনুসারে সংক্রান্তির গণনা না হইয়া বহুকাল পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় জ্যোতিষীগণ নিরয়ণ প্রবেশ অনুসারে সংক্রান্তির যে গণনা করিয়াছিলেন, এখনও তাহাই অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিতেছে। অয়নাংশ অনুসারে সংক্রান্তির গণনা করিলে তাহার অনেক পূর্ব্বে সায়ং সংক্রমণ হয়; ইহাই প্রকৃত সংক্রান্তি। নিরয়ণ সংক্রমণ অনুসারে গ্রহগণের শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিলে তাহা যথাযথ হইতে পারে না। অবশ্যই সময়ের অন্যথা হইয়া যায়। সুতরাং অনেক স্থলে গণনা অনুসারে ফল হয় নাই। ফল হয় নাই বলিয়াই নভোমণ্ডলস্থ গ্রহাদির সহিত ভূমণ্ডলস্থ মানবগণের যে কোনরূপ সম্বন্ধ আছে তাহা এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র যে সফল, তাহা বিশ্বাস করিতে অনেকের প্রবৃত্তি হয় নাই। যা হউক, জ্যোতিষ শাস্ত্র যে

বালক। যতদূর স্মরণ হইতেছে, তাহাতে, ধ্রুবনক্ষত্রের উপরে কোন কোন নক্ষত্রাদি আছে, যদিও তাহা বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট নাই; কিন্তু পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, নভোমণ্ডলে এমন দূরবর্ত্তী নক্ষত্রও আছে, যাহার আলোক পৃথিবীতে উপস্থিত হইতে দশলক্ষ বৎসর লাগিয়া থাকে। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৯২ হাজার মাইল গমন করে।

পথিক। যাহার দূরত্ব বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তাহার কথা ত্যাগ করিয়া যে সকল জ্যোতিষ্কের দূরত্ব দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন জ্যোতিষ্ক ধ্রুব অপেক্ষা আরও উচ্চে অবস্থিত, তাহাই বলুন।

বালক। পঠিত গ্রন্থে যে সকল জ্যোতিষ্কের দূরত্ব বিশেষরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহারা সকলেই ধ্রুবের নিম্নে। ধ্রুবনক্ষত্রের আলোক পৃথিবীতে উপস্থিত হইতে ৩৩ বৎসর লাগিয়া থাকে।

পথিক। তবেই দেখুন, পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা যাহা দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে স্থির করিয়াছেন, আমাদিগের পুরাণ প্রণেতা ঋষিগণ তাহা সহজ দৃষ্টিতেই স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা যে সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, ইহা দ্বারাও কি তাহা প্রমাণ হইতেছে না?

বালক আর কোন উত্তর করিলেন না। তখন পথিক বালককে বলিলেন, হংসাশ্রম হইতে গমনকালে "ধ্রুবনক্ষত্র সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাস্য আছে" বলিয়া আপনি বলিয়াছিলেন; এক্ষণ তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। শুনিয়া বালক বলিলেন, ধ্রুব নক্ষত্র সম্বন্ধীয় আপনাদিগের প্রশ্নোত্তরে আমার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর ইতিপূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। অনন্তর পথিক কার্য্যাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন, "এখন আষাঢ় মাস, সন্ধ্যার পরে ছায়াপথ ধ্রুব-নক্ষত্রের পূর্ব্বদিকে উত্তর দক্ষিণ ব্যাপিয়া দৃষ্ট হইবে" বাস্তবিকও ঐরূপই দেখা গিয়াছিল, কিন্তু অন্য সময়ে কি সন্ধ্যার পর উহা ঐ স্থানে দৃষ্ট হইবে না? শুনিয়া কার্য্যাধ্যক্ষ বলিলেন, না। কারণ দিবা রাত্রি বা আট প্রহরে যে জ্যোতিষ্কের ঠিক একবার প্রদক্ষিণ কার্য্য সমাধা হয়, তাহাকে প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে একই স্থানে দেখিতে পাওয়া সম্ভব। সূর্য্য আট প্রহরে ধ্রুবকে একবার অর্থাৎ সম্বৎসরে সামান্যত ৩৬৫ বার প্রদক্ষিণ করেন, আর ছায়া পথ প্রতি আট প্রহরে একবার অপেক্ষা কিছু বেশী অর্থাৎ বৎসরে ৩৬৬ বার ধ্রুবকে

প্রদক্ষিণ করে। এইজন্য উহা প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট স্থান অপেক্ষা ক্রমশঃ এক একটু অগ্রসর হইয়া থাকে। পথিক পুনর্ব্বার কার্য্যাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গ্রহ এবং নক্ষত্রের প্রভেদ জানিবার উপায় কি? কার্য্যাধ্যক্ষ উত্তর না দিতে দিতে বালক বলিলেন, গ্রহগণের আলোক স্থির, নক্ষত্রগণের আলোক চঞ্চল।

অনন্তর পথিক কার্য্যাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জ্যোতিষীদিগের গণনা সর্ব্বত্র যে সফল হয় নাই, ইহার আমি অনেক প্রমাণ পাইয়াছি, এরূপ হওয়ার প্রধান কারণ কি?

কার্য্যাধ্যক্ষ। বড়ই কঠিন প্রশ্ন। জ্যোতিষশাস্ত্র প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত, গণিতস্কন্ধ ও যাতকস্কন্ধ বা গণিতভাগ বা যাতকভাগ। গণিত ভাগদ্বারা গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতি দিব্য পদার্থের স্বরূপ, সঞ্চার, পরিভ্রমণ কাল, গ্রহণ, শৃঙ্খলা, অন্তর ও তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় ঘটনা নিরূপিত হইয়া থাকে। ফলিত ভাগ দ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদির গতি, স্থিতি ও সঞ্চার অনুসারে শুভাশুভ নির্ণীত হইয়া থাকে। যদিও জ্যোতিষশাস্ত্র অসংপূর্ণ, তথাপি তুলনায় ফলিতভাগ অপেক্ষা গণিতভাগই সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন। আপনার প্রশ্ন কোন ভাগ সম্বন্ধে?

পথিক। ফলিতভাগ সম্বন্ধে।

কার্য্যাধ্যক্ষ। ফলিতভাগ একে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন নয়, তদ্ব্যতীত আরও একটী বিশেষ কারণে অনেক স্থলেই গণনা ব্যর্থ হয়। সংক্রান্তির সহিত ফলিত জ্যোতিষের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। সায়ণ ও নিরয়ণ ভেদে সংক্রান্তি দ্বিবিধ। বর্ত্তমানকালে পঞ্জিকাতে অয়নাংশ অনুসারে সংক্রান্তির গণনা না হইয়া বহুকাল পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় জ্যোতিষীগণ নিরয়ণ প্রবেশ অনুসারে সংক্রান্তির যে গণনা করিয়াছিলেন, এখনও তাহাই অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিতেছে। অয়নাংশ অনুসারে সংক্রান্তির গণনা করিলে তাহার অনেক পূর্ব্বে সায়ং সংক্রমণ হয়; ইহাই প্রকৃত সংক্রান্তি। নিরয়ণ সংক্রমণ অনুসারে গ্রহগণের শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিলে তাহা যথাযথ হইতে পারে না। অবশ্যই সময়ের অন্যথা হইয়া যায়। সুতরাং অনেক স্থলে গণনা অনুসারে ফল হয় নাই। ফল হয় নাই বলিয়াই নভোমণ্ডলস্থ গ্রহাদির সহিত ভূমণ্ডলস্থ মানবগণের যে কোনরূপ সম্বন্ধ আছে তাহা এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র যে সফল, তাহা বিশ্বাস করিতে অনেকের প্রবৃত্তি হয় নাই। যা হউক, জ্যোতিষ শাস্ত্র যে

সকল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই "বিফলান্যন্য শাস্ত্রাণি বিবাদস্তেষু কেবলং।
সকলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ ॥"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

একদিন পথিক কার্য্যাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, জ্যোতিষ শাস্ত্র অসংপূর্ণ বলিয়াই তাহার আন্দোলন অনুশীলন করিতে আপনার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও যখন অসংপূর্ণ, তখন বোধ হয় সে সম্বন্ধেও আপনি আন্দোলন অনুশীলন করিয়া থাকেন। শুনিয়া কার্য্যাধ্যক্ষ বলিলেন, আপনার অনুমান মিথ্যা নয়, তবে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে অন্যরূপ আন্দোলন অনুশীলনে যোগ দেওয়ার সুবিধা না থাকিলেও কোন্ কোন্ দ্রব্যের কি কি গুণ তাহা জানিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকি। চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফলও হয় নাই। প্রচলিত চিকিৎসা শাস্ত্রে ধৃত হয় নাই বা ধৃত হইয়া থাকিলেও যে গুণ, প্রকাশ নাই, এরূপ গুণবিশিষ্ট অনেকগুলিন দ্রব্যই প্রাপ্ত হইয়াছি। দ্রব্যগুলি এমনই অব্যর্থ ও আশু ফলপ্রদ, যে শুনিলে বিস্মিত হইবেন। দ্রব্যগুলির নাম ও গুণ পুস্তকে লিখিয়া রাখিয়াছি, সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে, তাহা অবলম্বন করিয়া একখানি পুস্তক প্রণয়ন হইতে পারে। কোন কারণে অদ্য আমি বড়ই উৎকণ্ঠিত আছি, পরে কোন সময় পাঠ করিয়া শুনাইব।*

অনন্তর কার্য্যাধ্যক্ষ পথিককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয়! আপনাদিগের নিকটে যে দুইটী পরিচারক নিযুক্ত আছে, তাহাদিগকে হংসাশ্রমের ন্যায়ানন্দ স্বামি মহাশয় দেখিতে চাহিয়াছেন। এখনই উহাদিগকে হংসাশ্রমে না পাঠাইলেই নয়। আপনাদিগকে না বলিয়া হঠাৎ পরিচারক পরিবর্ত্তন করা উচিত নয়, এই জন্য আপনাদিগকে বলা আবশ্যক। আপনাকে বলিলাম, তাঁহাকে (বালককে) ও একবার বলিতে হইবে। তিনি এখন কোথায়? শুনিয়া পথিক বলিলেন, তিনি কুটীরান্তরে আছেন। হংসাশ্রমের নামে তাঁহার আতঙ্ক উপস্থিত হয়, অতএব ঐ কথা তাঁহাকে বলিবেন না। তিনি পরিচারক পরিবর্ত্তনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাঁহাকে কোনরূপে বুঝাইয়া দিব। পরমহংসের নিকট কয়েকটী প্রশ্নের গণনা করাইবার আমার একান্ত অভিলাষ আছে, অনুগ্রহ

---

* যদি জগদীশ্বর জীবিত রাখেন ও সুবিধা হয়, তবে দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করিব।

পূর্ব্বক তাহা পত্রস্থ করিয়া পরমহংসের নিকট পাঠাইয়া দিতে হইবে। কার্য্যাধ্যক্ষ বলিলেন, কল্য প্রাতেই প্রশ্ন লিখিয়া লইয়া যাইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ গমন করার পর বালক উপস্থিত হইয়া পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আবার কিছু গণনা করাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন না কি? আপনি কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত প্রশ্ন গণনারই কথা কহিতেছিলেন না? আকাশস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদি সম্বন্ধে যে গণনা তাহাই প্রকৃত গণনা, আর শুভাশুভ সম্বন্ধে দৈবজ্ঞেরা যে গণনা করিয়া থাকেন, তাহা গণনা নহে, কেবল বঞ্চনা। পরীক্ষা জন্য কোন বিখ্যাত গণককে আমি এক কল্পিত রুগ্নের নাম করিয়া, "সে বাঁচিবে কি না," এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া আমাকে দিলেন, এবং তাহা পশ্চাৎ পাঠ করিতে বলিয়া গেলেন। উহা পাঠ করিয়া গণক যে নিতান্তই বঞ্চক, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম। তিনি ঠিক এই কয়টী কথা লিখিয়াছিলেন, "রুগ্ন মরিবেনামরিবার সম্ভাবনা কি? "না," শব্দটী এমনভাবে লেখা হইয়াছিল যে, উহা পূর্ব্ব লিখিত শব্দের সহিত যোগ করিয়া পাঠ করিতে হইবে, না পরের লিখিত শব্দের সহিত যোগ করিয়া পাঠ করিতে হইবে তাহা বুঝা কঠিন। পূর্ব্ববর্ত্তি শব্দের সহিত যোগ করিলে রুগ্ন মরিবে না, আর পরবর্ত্তি শব্দের সহিত যোগ করিলে রুগ্ন মরিবে, এই অর্থ হয়। তজ্জন্যই বলিতেছিলাম, শুভাশুভ সম্বন্ধের গণনা গণনাই নহে, কেবল বঞ্চনা।

বালকের কথায় পথিক কোন উত্তর না দিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "দেবে তীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" যেমন প্রতারণামূলক প্রশ্ন, তেমনই প্রবঞ্চনাপূর্ণ উত্তর। যাহা হউক, গণনায় যখন ইহার (বালকের) আদৌ আস্থা নাই, তখন ইহার নিকট অতঃপর গণনার কোন কথাই উত্থাপন করা কর্ত্তব্য নয়।

বালকের কথায় পথিক কোন উত্তর না দিয়া ঈষদ্ধাস্যবদনে নিরব থাকায় তিনি বিরক্ত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া বালক ভীতভাবে তথা হইতে কুটীরান্তরে গমন করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, প্রকৃত ব্যাপার না জানিয়া গণকমাত্রেই বঞ্চক, এ কথাটা বলা বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া থাকিবে, এই জন্যই উনি (পথিক) বিরক্ত হইয়া আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু মহাত্মার কি শান্ত প্রকৃতি, বিরক্তজনক কথা বলিয়াছি, তথাপি সেই হাস্য বদন। কতবার কত অসংলগ্ন ও অসম্বদ্ধ কথা বলিয়াছি, অন্যায় প্রতিবাদ করিয়াছি, কত ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছি, কখন কি বিরক্তভাব প্রকাশ করিয়াছেন? আমার জন্য যে

এত কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, করিতেছেন, এইরূপ একটী নির্জ্জন গুপ্ত বাটীর মধ্যে অপরাধির ন্যায় সদা সর্ব্বদা সশঙ্ক অবস্থায় প্রকারান্তরে অবরুদ্ধ আছেন, তথাপি কি কখন সে কথা মুখে আনিয়াছেন। পরের জন্য বিশেষতঃ একটী অপরিচিত ব্যক্তির জন্য আপন স্বার্থ তথা সুখ সচ্ছন্দে জলাঞ্জলি দিয়া কেহ এত কষ্ট সহ্য করেন বা করিতে পারেন, ইহাত আমার ধারণাই ছিল না। কিন্তু বড়ই দুঃখ রহিল, এই মহাপুরুষ, কে? পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। আপনার পরিচয় দিব না; অথচ উহাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিব, ইহাত কখনই হইতে পারে না। যাহা হউক, আমার প্রতি যে উহাঁর অনির্ব্বচনীয় স্নেহ জন্মিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ তাহা না হইলে উহাঁর প্রতি আমার কখনই এরূপ প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিত না। পরিচয় না থাকা সত্বেও পরস্পরের প্রতি এরূপ অপরূপ স্নেহ ভক্তির উৎপন্ন হওয়া যারপরনাই বিস্ময়জনক ব্যাপার।

নবম পরিচ্ছেদ।

এখানে পণ্ডিত পাঠানন্দের বেদ পাঠ বন্ধ হওয়ায় তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন। পরমহংস সুবর্ণাশ্রমে অবস্থান করিতেছেন, এই সংবাদ ন্যায়ানন্দের নিকট জ্ঞাত হইয়া তিনি সুবর্ণাশ্রমাভিমুখে গমন করিতে উদ্যত হইলে, তুরকাধিপতির কার্য্যাধ্যক্ষকে দেওয়ার জন্য ন্যায়ানন্দ স্বামি তাঁহারই হস্তে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। পত্র লইয়া পাঠানন্দ পরাহ্নে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং কার্য্যাধ্যক্ষের অনুরোধে সে দিবস তথায় অবস্থানও করিয়াছিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে কার্য্যাধ্যক্ষ পাঠানন্দের নিকটে গিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনার প্রদত্ত পত্রখানি পাঠ করিয়াই আমাকে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইতে হইয়াছিল, সুতরাং সে সময় অন্য কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবেন। শুনিয়া পাঠানন্দ বলিলেন, আপনার সম্বর্দ্ধনার কিছুমাত্র ত্রুটী হয় নাই. পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উপাদেয় আহার্য্য যাহা প্রদান করিয়াছিলেন, ঈশ্বরকে অর্পণ করিয়া তাহা সমস্তই আহার করা হইয়াছে, পাথেয়ের জন্য কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করায় ইচ্ছা ছিল, ছাত্র বীরেন্দ্র বলিল, পাথেয় পৃথক পাওয়া যাইতে পারিবে। তখন কার্য্যাধ্যক্ষ প্রচুর পরিমাণে পাথেয় প্রদান করিতে পরিচারকের প্রতি অনুমতি করিয়া, পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বামি মহাশয় বাচনিক কিছু বলিতে

বলিয়াছিলেন কি না? পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, লিপিখানি আমার হস্তে দিয়া উহা আপনার হস্ত ব্যতিত অন্যের হস্তে প্রদান করা না হয়, ইহাই বারম্বার বলিয়াছিলেন, অতএব উপস্থিত হইয়া অগ্রেই লিপিখানি আপনার হস্তে অর্পণ করিয়াছি। পরমহংসের আজ্ঞা অপেক্ষা ন্যায়ানন্দের অনুমতি আমরা অতি আগ্রহের সহিত প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করি। শুনিয়া কার্য্যাধ্যক্ষ মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আমারওত সেই ভয়, পরমহংসের আজ্ঞা অন্যথা করিলে বরং রক্ষা আছে, কিন্তু ন্যায়ানন্দের আজ্ঞার অন্যথা করিলে অনর্থ ঘটিবে।

বালক ও পথিকের অবস্থান বাটীর নিকটস্থ কোন গৃহেই পাঠানন্দ রাত্রিকালে অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে কার্য্যাধ্যক্ষ যখন পাঠানন্দের সহিত কথা বার্ত্তা কহেন, তখন বালক গবাক্ষ দ্বার দিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়াছিলেন; এবং তৎক্ষণাৎ তিনি পথিকের নিকট গিয়া বিস্মিতভাবে বলিতে লাগিলেন, মহাশয় হংসাশ্রমের পণ্ডিত পাঠানন্দ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় যে তাঁহার সহিত সৌহৃদ্যভাবে সংগোপনে কি কথা বার্ত্তা কহিতেছেন, দেখিয়া তাহাও বুঝিতে পারিয়াছি। পুরাতন পরিচারক দুইটীর হঠাৎ পরিবর্ত্তনেই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণ আবার পাঠানন্দের আগমন দর্শনে আরও সন্দেহ বৃদ্ধি হইয়াছে। অতএব আপনাকে বলিতে আসিয়াছি। পথিক বালকের কথায় বিস্মিত না হইয়া সস্মিতবদনে "কৈ, তিনি কোথায়?" ইহা বলিয়াই গমন করিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত গবাক্ষ দ্বার দিয়া দেখিয়া বলিলেন, হাঁ পণ্ডিত পাঠানন্দই বটেন, কিছুক্ষণ পরে তিনি বালককে বলিলেন, কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় বোধ হয় এই দিকে আগমন করিতেছেন, আমি গিয়া তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করি; পণ্ডিত মহাশয় কোন দিকে গমন করেন, আপনি এই স্থানে দাঁড়াইয়া দেখুন।

বালক ভাবিয়াছিলেন, পাঠানন্দের আগমন বার্ত্তায় পথিকও তাঁহার ন্যায় শঙ্কিত ও সংশয়িত হইবেন, কিন্তু তিনি শঙ্কিত বা বিস্মিত না হইয়া সস্মিতবদনে "কৈ তিনি কোথায়?" এই কথা বলায় বালক তাহাতেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। এক্ষণ আবার "আমি গিয়া কার্য্যাধ্যক্ষের সম্ভাষণ করি, পণ্ডিত মহাশয় কোন দিকে গমন করেন, আপনি এই স্থানে দাঁড়াইয়া দেখুন" ইত্যাদি কথায় আরও অধিক সন্দিগ্ধ চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, তবে কি ইঁহার (পথিকের) কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত কোন গোপন কথা আছে! আবার ভাবিলেন, এমন কি গোপন কথা! যে তাহা আমার সাক্ষাতে বলা উচিত নয়, বোধ হয় পাঠানন্দের আগমনে আমার মত উঁহারও সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকিবে, হংসাশ্রমের প্রতি যে আমার সন্দেহ আছে,

তাহা উনি বিলক্ষণ জানেন। পাঠানন্দের আগমনে প্রকৃতই যদি ভয়ের কোন কারণ থাকে, তাহা শ্রবণ করিয়া আমি হঠাৎ আতঙ্কিত হইতে পারি, বোধ হয় এই জন্যই পাঠানন্দের আগমনে প্রকৃত ভয়ের কোন কারণ আছে কি না, তাহা আমার অসাক্ষাতে জানিতে মানস করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক, প্রকৃতই ভয়ের কোন কারণ আছে কি না, শ্রবণ করা উচিত।

অনন্তর তিনি অন্তরালে থাকিয়া যাহা শ্রবণ করিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পান্বিত ও কণ্টকিত হইয়া উঠিল, অন্তর অস্থির হইল, বদন ঘোর মালিন্যে আচ্ছন্ন হইল। তিনি কুটীর মধ্যে গিয়া শয়ন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইনি (পথিক) কে? পিতাকে জানেন, মাতাকে জানেন, আমাকে জানেন, ইনি কে? যদিও সকল কথা শুনিতে পাই নাই ও বুঝিতে পারি নাই, তথাপি ইনি যে আমার পরিচয় বিশেষ জ্ঞাত আছেন, তাহা ত স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছি। শত্রুরও যে একবার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও ত স্পষ্ট শুনিয়াছি। ইনি আমার বিশেষ পরিচয় জানেন, অথচ কিছুই জানেন নাই, এই ভাবে ছদ্মবেশে সমভিব্যাহারে রহিয়াছেন, ইনি কে? ইনি শত্রু না মিত্র, ইনি কে? যদি শত্রুই হইবেন, তবে প্রাণ পর্য্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বারবার শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করার চেষ্টা করিবেন কেন? পুত্রাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিবেন কেন? উহাঁর প্রতি আমার পিতৃবৎ ভক্তিই বা জন্মিবে কেন? তবে কি মিত্র? না তাহাই বা কেমন করিয়া সম্ভব? যদি মিত্রই হইবেন, আত্ম পরিচয় গোপন করিবেন কেন? আমারও যে পরিচয় জ্ঞাত আছেন, তাহাই বা প্রকাশ না করিবেন কেন? আর এখন গোপনেই বা কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত পরামর্শ করেন কেন? ইহাত কখন মিত্রের লক্ষণ নয়? তবে কি শত্রু? ইহাই ত সম্ভব। পণ্ডিত পাঠানন্দের অকস্মাৎ আগমন, সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন পরিচারক দুইটীর পরিবর্ত্তন ও পণ্ডিতের সহিত কার্য্যাধ্যক্ষের সৌহৃদ্যভাবে কথোপকথন, এই ত্রিবিধ কারণে আমি যেরূপ শঙ্কিত ও সংশয়িত হইয়াছিলাম, শত্রু না হইলে সম্ভবতঃ ইনিও সেইরূপ শঙ্কিত হইতেন, অন্ততঃ বিস্মিতও হইতেন, কিন্তু ইনি বিস্মিত না হইয়া যখন সস্মিতবদনে "কৈ পণ্ডিত পাঠানন্দ কোথায়" বলিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তখনই ইহার প্রতি আমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, অবশেষ কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত গোপন পরামর্শে যে, সকল কথা ব্যক্ত হইল, তাহাতে ইনি যে পরম শত্রু, ইহাই ত প্রতিপন্ন হইতেছে। ক্ষণকাল পরে আবার ভাবিতে লাগিলেন, স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি, ইনি নিশ্চিতই শত্রু, স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি, আমার উচ্ছেদ সাধনই ইহার একমাত্র

উদ্দেশ্য, তথাপি এখনও যে অন্তর কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অয়স্কান্তে আকৃষ্ট লৌহের ন্যায় উহাঁর প্রতি একান্ত আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে, ইহার কারণ কি? তবে কি উঁহার অয়স্কান্তের লৌহ আকর্ষণের ন্যায় অন্তর আকর্ষণ করার কোন বিশেষ শক্তি আছে? ইহাই ত সম্ভব। তবে কি ইনি মায়াবী? তবে কি ইনি ঐন্দ্রজালিক? তবে কি ইনি সেই ঐন্দ্রজালিক? যাহার কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম। অনন্তর বালক অজ্ঞান হইলেন।

ক্ষণকাল পরে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে বালক পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইনি ঐন্দ্রজালিক না হইলে বৃক্ষোপরি ঐন্দ্রজালিকের কথা উত্থাপন করায় ইন্দ্রজাল বিদ্যা কিছুই নয় বলিয়া কথাটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিবেন কেন? ইনি ঐন্দ্রজালিক না হইলে, ইহাকে ইহার গন্তব্য পথে বারম্বার গমন করিতে বলাতেও গমন না করেন কেন? আপনার স্বার্থ তথা সুখস্বাচ্ছন্দ্যে জলাঞ্জলি দিয়া দীর্ঘকাল এত কষ্টে আমার সহিত অবস্থান করেন কেন? ইনি মায়াবী বলিয়াই সে দিন পাঁড়ের সরাইতে দৃষ্টিমাত্রেই আশ্চর্য্য মায়াবিদ্যাবলে আমার অন্তর ইহার প্রতি অকস্মাৎ সেরূপভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইহার মায়া বিদ্যাবলেই, সেদিন সুদৃঢ় প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ সেরূপ ভাবে ধীরে ধীরে নদীজলে শায়িত হইয়াছিল। মায়াবিদ্যাবলেই দৃষ্টিমাত্রেই ইনি কার্য্যাধ্যক্ষকে বশীভূত করিয়াছেন এবং তন্নিবন্ধনই তিনি তদবধি ইহার একান্ত বশবর্ত্তী হইয়া নিয়ত পরিচালিত হইতেছেন। ইনি মায়াবী বা কপটাচারি বলিয়া ও ইহার অবস্থানে আশ্রম অপবিত্র হইয়াছিল বলিয়াই, সেদিন হংসাশ্রমের প্রতি "ভণ্ডাশ্রম ভণ্ডাশ্রম" বলিয়া কঠোর দৈববাণী হইয়াছিল। অন্যের দ্বারা আমি বন্দি হইলে স্বয়ং শত্রুর স্বীকৃত অর্থ হইতে ইহাকে বঞ্চিত হইতে হইবে, পক্ষান্তরে যে কার্য্য অন্যের দ্বারা উদ্ধার হইল না, তাহা ইহার দ্বারা উদ্ধার হইলে, শত্রুনিকটে ইহার যারপরনাই গৌরব বৃদ্ধি হইতে পারিবে, সম্ভবতঃ এই জন্যই ইনি এতদিন আমাকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষার চেষ্টা করিতেছিলেন। এক্ষণ বোধ হয় শত্রুপ্রেরিত অন্যান্য লোক আমার সন্ধান না পাইয়া প্রত্যাগমন করিয়া থাকিবে, তাহা জ্ঞাত হইয়াই ইনি অতঃপর আমাকে শত্রুর নিকটে উপস্থিত করার মানস করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত এতক্ষণ সেই বিষয়েরই পরামর্শ করিতেছিলেন। কার্য্যাধ্যক্ষকে ধার্ম্মিক বলিয়াই ধারণা ছিল, কিন্তু তাহা আমার ভ্রম, অথবা তাঁহারই বা অপরাধ কি? তঁহাকেও ত আমার মত মোহমন্ত্রে মুগ্ধ করিয়াছেন।

অনন্তর একদিন গভীর রজনিতে পথিক, পরিচারক সকলেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, এমন সময় বালক প্রস্থান করিলেন। বহির্ভাগের জনৈক পাহারাওয়ালা তৎক্ষণাৎ পরিচারককে ও পরিচারক পথিককে বালকের গমন সংবাদ অবগত করায়, পথিক যারপরনাই বিস্মিত ও চিন্তিত হইয়া, যে পথে বালক গমন করিয়াছিলেন, সেই পথে দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। অনেক দূর গমন করিয়া, যখন বালককে দেখিতে পাইলেন না, তখন ভাবিলেন, তবে কি বালক প্রস্থান করিলেন? প্রস্থানের কারণ কি? এরূপ নির্জ্জন, নিরাপদ, নির্ব্বিঘ্ন স্থান হইতে কেন প্রস্থান করিলেন? নির্ব্বোধ নহেন, ভ্রান্ত নহেন, বিমনা নহেন, অথচ বিমনার ন্যায় কেন কার্য্য করিলেন? আবার ভাবিলেন, বিমনা নহেন বলিতেছি, কিন্তু কয়েক দিন ত তাঁহাকে সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক দেখিতাম। একদিন কারণ জিজ্ঞাসায়, "শত্রুপক্ষের লোক গমনাগমন করিতেছে, এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে," একথাও বলিয়াছিলেন। উহাই কি প্রস্থান করার কারণ? যদি তাহাই হয়, আমাকে না বলিয়া প্রস্থান করার কারণ কি?

অনন্তর উষার আলোকে বালককে দেখিতে পাইয়া, দূর হইতে তিনি ব্যগ্রভাবে বলিতে লাগিলেন, "অপেক্ষা করুন, অপেক্ষা করুন"। বালক পথিকের স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং কোন উত্তর না দিয়াই ধাবমান হইলেন। পথিকও পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। কিয়দ্দূর গমনের পর বালক পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখেন, পথিকের পশ্চাতে কিয়দ্দূরে বহুলোক দলবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। উহারা মায়াবীর সাহায্যকারি, সুতরাং আর রক্ষার উপায় নাই ভাবিয়া, তিনি তখন ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং রাজপথ দিয়া একখানি শিবিকা আসিতেছে, দেখিয়া সেই দিকে প্রাণপণে ধাবমান হইলেন। বালক শিবিকার সন্নিকৃষ্ট হওয়া মাত্র বাহকগণ শিবিকা অবতারণ করিল, বালক শিবিকায় প্রবিষ্ট হইলেন।

বালককে শিবিকায় প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া, পথিক বিদ্যুদ্বেগে সেই দিকে ধাবিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বেই বাহকগণ শিবিকা উত্তোলন করিয়া দ্রুতপদে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল, শিবিকার সমভিব্যাহারি দ্বারবানেরা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া শিবিকার অগ্রপশ্চাতে চলিতে লাগিল। পথিককে বিদ্যুদ্বেগে ধাবিত হইতে দেখিয়া, পশ্চাদ্বর্ত্তি দ্বারবানেরা ঘুরিয়া দাঁড়াইল এবং হস্তস্থিত তরবারি দেখাইয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "এধর মৎ আও মায়াবি, হুঁসিয়ার, জানানা পাল্কি হ্যায়, আনেসে শীর জুদা কর দেগা"। আর অগ্রসর হইতে পথিকের সাহস হইল না। শিবিকার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া

তিনি পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "তবে কি বালক, আমাকেই মায়াবি ভাবিয়া থাকিবেন? উহাঁর অন্তরে ঐন্দ্রজালিকের ভয়ত বিলক্ষণ ছিল। সেদিন নিদ্রাবেশে অকস্মাৎ "ঐন্দ্রজালিক ঐন্দ্রজালিক" বলিয়া চিৎকার করিয়াও উঠিয়াছিলেন। কিন্তু ঐন্দ্রজালিক বলিয়া আমাকেত সন্দেহ করার কোন কারণ নাই, এমন অসম্ভব ভাব উহাঁর অন্তরে কেন উদয় হইবে? সে যাহা হউক, উনি কাহার শিবিকায় প্রবেশ করিলেন, শিবিকাই বা কোথায় যায়, তাহা জ্ঞাত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু দ্বারবানেরা মধ্যে মধ্যে এখনও যেরূপ ভাবে তরবারি দেখাইতেছে, তাহাতে একা গমন করিলে যে আশু বিপদ ঘটিবে, তাহাতেত সন্দেহ মাত্র নাই। এখন উপায় কি? করিইবা কি? কেইবা সাহায্য করিবে?" অনন্তর দেখিতে পাইলেন, তিনি যে পথে আগমন করিয়াছিলেন, সেই পথে বহু লোক ত্রস্তভাবে আগমন করিতেছে। উহাদিগের অগ্রগামী দুই ব্যক্তি তাঁহাদেরই পরিচারক, ইহা জানিতে পারিয়া পথিক হস্তসঞ্চালন দ্বারা তাহাদিগকে আহ্বান করিতে করিতে শিবিকার পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে পরিচারকদ্বয়, সমভিব্যহারি অস্ত্রধারি পুরুষগণ সহিত পথিকের নিকটে উপস্থিত হইলে, "ঐ শিবিকা দেখা যাইতেছে" বলিয়া পথিক পরিচারকদ্বয়কে যেমন কিছু বলিবেন মনস্থ করিয়াছেন, অমনি তাঁহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, কলেবর কম্পান্বিত হইয়া উঠিল, তিনি স্পষ্টই দেখিলেন, পরিচারকদ্বয়ের পশ্চাতেই সেই শত্রু, যাহাকে দেখিয়া তিনি হংসাশ্রম হইতে বালককে লইয়া প্রস্থান কারয়াছিলেন। কথিত শত্রুর পশ্চাতে যে সকল অস্ত্রধারী পুরুষ ছিল, তাহাদিগের কয়েকজনকেও যে তিনি সরাই অধ্যক্ষের বাটী আক্রমণ কালে দেখিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি কি করিবেন, কি না করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন।

পথিককে নিরব হইয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া জনৈক পরিচারক জিজ্ঞাসা করিল, কি মহাশয়? তিনি (বালক) কোথায়? পথিক কোন উত্তর না দেওয়ায় সে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, আপনাকে না বলিয়া তাঁহার এরূপভাবে পলায়ন করার কারণ কি? "তাঁহার দোষ নাই, তাঁহাকে ভূতে ভুলাইয়া আনিয়াছে, তোমরা এই স্থানে অপেক্ষা কর, আমি এখনই তাঁহাকে লইয়া আসিতেছি।" এই কথা বলিয়াই পথিক উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এতক্ষণ আমি বালককে, বালক, বিমনা বলিতেছিলাম, কিন্তু তিনি বালক নহেন, আমিই বালক? কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়কে ন্যায়পরায়ণ সহৃদয় ব্যক্তি

বলিয়াই আমার ধারণা ছিল, কিন্তু তাহা আমার ভ্রম। এই জন্যই লোকে বলে পরচিত্ত অন্ধকার। বালক প্রস্থান না করিলে বোধ হয় গত রজনীতেই আমাদিগকে বন্দি হইতে হইত, এত দিন যে তাহারই আয়োজন উদ্যোগ হইতেছিল, তাহা এক্ষণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম। যাহা হউক, বুদ্ধিমান বালক উপযুক্ত সময়ে প্রস্থান করিয়াছিলেন বলিয়াই রক্ষা। কিন্তু বড়ই দুঃখ রহিল, প্রস্থানের পূর্ব্বে বালক আমাকে ঐ সংবাদ জ্ঞাত করিলেন না। আবার ভাবিলেন, উঁহারত দোষ নাই, উনি ইতিপূর্ব্বেইত শত্রু আগমনের আশঙ্কার কথা স্পষ্টই বলিয়াছিলেন। আমি অজ্ঞতাবশতঃ তাহাতে তাচ্ছল্য ও বিরক্তি প্রকাশ করায় হয়ত সেই সূত্রে আমার প্রতিও উহাঁর সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকিবে। বালক বুদ্ধিমান বলিয়া ভবিষ্যত ভাবিয়া সময়ে সতর্ক হইয়াছিলেন, আমাকেও সতর্ক করিয়াছিলেন কিন্তু আমি বর্ব্বর, তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই। বিপদপাতের পর বুঝিতেছি ও উপায় অন্বেষণ করিতেছি। পণ্ডিতগণ এই জন্যইত বলিয়াছেন ;— "পশুঃ পশ্যতি গন্ধেন বুদ্ধ্যা পশ্যন্তি পণ্ডিতাঃ। রাজা পশ্যন্তি কর্ণাভ্যাং ভূতে পশ্যতি বর্ব্বরাঃ॥" এখন শত্রুত সম্মুখে উপস্থিত, রক্ষার উপায় কি ? গোপন ভাবেত প্রস্থানের উপায় নাই, প্রকাশ্যে প্রস্থানের চেষ্টা করিলে এখনই বন্দি হইতে হইবে। "তোমরা এই স্থানে অপেক্ষা কর, আমি এখনই তাঁহাকে লইয়া আসিতেছি" এই কথা বলায় উহারা এখনও সেই আশায় আশান্বিত হইয়া আছে, কিন্তু সে কৌশল আর কতক্ষণ থাকিবে।

এখানে জনৈক পরিচারক দলপতি ভবানী সিংহ জমাদারকে বলিল, উনি (পথিক) এখনই দক্ষিণ দিকে দৌড়িতে দৌড়িতে "ঐ শিবিকা দেখা যাইতেছে" বলিয়া কি বলিতেছিলেন, আবার আমাদিগের দিকে চাহিয়াই "তোমরা এই স্থানে দাঁড়াও, আমি আমার সঙ্গিকে লইয়া আসিতেছি বলিয়াই উত্তর মুখে চলিলেন, এখনওত উত্তর দিকেই যাইতেছেন, কাণ্ডকারখানা কিছু বুঝিতে পারিতেছেন কি ? শুনিয়া জমাদার বলিল, আমি তাহার কি বুঝিব ? উহারা কে, কেন আসিয়াছিল, কেনই বা ছিল, কেনই বা পলাইতেছে, আমিত তাহার বিন্দু বিসর্গও জানি নাই, জানি কেবল দিন রাত খাড়া পাহারা দিতে দিতে দারওানগুলার দমে দম বনিয়াছে। তোমরা উহাদিগের নাড়ি নক্ষত্র জান, কাণ্ডকারখানা কি, তোমরাই বুঝ ! ম্যানেজার মহাশয়ত লোক ছুটার জন্য একেবারে পাগল। পাহারাওয়ালার মুখে প্রস্থান সংবাদ শুনিয়া অমনি আগুন হইয়া উঠিয়াছিলেন, বিকট ভঙ্গি করিয়া বলিয়া উঠিলেন, যদি পাহারাই দিতেছিলে, তবে গেল কিরূপে ?

শুনিয়া পাহারাওয়ালা বেচারাত অবাক! তখন আমি বলিলাম, "বাহিরের কেহ বাটীর মধ্যে প্রবেশ না করে, উহাদিগকে সেই বিষয়েই সতর্ক থাকিতে বলা হইয়াছিল, বাটীর মধ্যে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদিগকেত পাহারা দিতে বলা হয় নাই, বরং আপনি ইহাও হুকুম করিয়াছিলেন, যদি উহাঁরা কখন বাটী হইতে বাহির হয়েন কি বেড়ান, কদাচ কোন কথা কেহ যেন জিজ্ঞাসা না করে।" শুনিয়া তবে বলিলেন, "ঐরূপই বলা হইয়াছিল বটে।" সে যাহা হউক, তোমরাত কয়েক দিন উহাদের নিকট ছিলে, উহারা কে, কিছু কি পরিচয় পাইয়াছ? শুনিয়া পরিচারক বলিল, সে বিষয়ে সকলেরই সমান অবস্থা। রাত দিন নিকটে থাকিতাম বটে, কিন্তু একটী কথাও জিজ্ঞাসা করার যো থাকে নাই। ম্যানেজার মহাশয় আপনাদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে নিষেধ মাত্র করিয়াছেন, কিন্তু আমরা ঐরূপ অপরাধে অপরাধি হইলে গুরুতররূপে দণ্ডিত হইতে হইবে বলিয়া হুকুম জারি করিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক, এখনত উনি ক্রমে দ্রুতবেগে দক্ষিণ দিকেই যাইতেছেন, কিছুক্ষণ পরে হয়ত আর উহাঁকে দেখিতেই পাওয়া যাইবে না। এই সময় আপনি একবার উহাঁর নিকটে গিয়া ব্যাপারটা কি, জিজ্ঞাসা করুন, এবং বুঝুন। এখনত আর কোন কথা উহাঁকে জিজ্ঞাসা করিতে নিষেধ নাই। জমাদার বলিল, এখনও সে বিষয়ে তেমনই কড়াকড়ি। আসিবার সময় ম্যানেজার মহাশয় সাফ বলিলেন "অনুসন্ধানে যাইতেছ অনুসন্ধানই করিবে, প্রয়োজন হয় প্রাণপণে সাহায্য করিবে, কিন্তু কদাচ কোন কথা, জিজ্ঞাসা করিবে না, কথা কহার প্রয়োজন হয়, পরিচারকেরাই কহিবে।" এইত ব্যাপার, দক্ষিণ দিকে দৌড়িতে দৌড়িতে আবার উত্তর দিকে কেন দৌড়িতেছেন? তিনিই বা তখন কেন পলাইয়াছেন, ইনিই বা এখন কেন পলাইতেছেন, তাঁহাকেই ভূতে ভুলাইয়াছে, না ইহাঁকেই ভূতে ধরিয়াছে, আমি তাহার কি বুঝিব?

শুনিয়া পরিচারক বলিল, আপনি ঠিক অনুমান করিয়াছেন, উহাঁর ভাব ভঙ্গি ও কথাবার্ত্তায় অধিকন্তু আপনার হস্তের খোলা তরবারি দেখিয়া যেরূপ ভীতভাবে উনি, আপনার দিকে বারম্বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতে উনিও যে ভূতাবিষ্ট হইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিছুক্ষণ পরে, পথিকের আর প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সকলে পথিকের অনুসরণ করিল, কিয়ৎকাল পরে পথিকের নিকটে উপস্থিত হইয়া জনৈক পরিচারক পথিককে জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ মহাশয়! আপনার সঙ্গি কোথায়?" পথিক গমন করিতে করিতে বলিলেন, আর ক্ষণকাল অস্ত্র শস্ত্র

সহিত এই অবস্থায় তোমরা এই স্থানে অপেক্ষা কর, ঐ যে অগ্রে পুলিস দল আসিতেছে, উহারা উপস্থিত হইলে তোমার কথার উত্তর দিব। জমাদার চাহিয়া দেখিল, সত্য সত্যই এক দল পুলিশ আসিতেছে। তখন সে সকলকে চুপে চুপে বলিল, লোকটা বোধ হয় পাগল! পুলিশের নিকট কি বলিতে কি বলিবে, তাহার স্থির নাই, হয়ত একটা ফেসাদ উপস্থিত হইবে। অতএব এরূপ অস্ত্র শস্ত্র সহিত জমাএতবন্ত হইয়া রাজপথে থাকা কথনই উচিত নয়। অনন্তর সে সকলকে সঙ্গে লইয়া তথা হইতে দ্রুতপদে প্রত্যাগমন করিল। জমাদারকে সদলে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া পথিক ভাবিলেন, সৌভাগ্যক্রমে উপযুক্ত সময়ে পুলিশ আসিতেছে বলিয়াই শক্রগণ পশ্চাৎপদ হইল, এখন যদি পুলিসের সহিত কোনরূপে গমন করিতে পারি, তাহা হইলে আর শক্রগণের আক্রমণের আশঙ্কা থাকিবে না, পক্ষান্তরে বালক কোথায় গেলেন, তাহারও অনুসন্ধান করিতে পারিব।

মুহূর্ত্তকাল পরে কথিত পুলিস দল নিকটস্থ হওয়ায় পথিক দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, পায়ে বেড়ি, হাতে হাতকড়ি, মেদিনীপুরের সেই সেখ্‌জি সবইনেস্পেক্টার পুলিস প্রহরিতে পরিবেষ্টিত হইয়া রুনু ঝুনু শব্দে মৃদু মন্দ গতিতে তালে তালে পদ নিক্ষেপ করিয়া আগমন করিতেছেন। জনৈক হিন্দুস্থানি, পুলিস দলের নেতা বা হাওয়ালদার ছিলেন। পথিক হাওয়ালদারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয়! আমি পথিক, এই অপরিচিত পথে একা গমন করিতে ভয় হইতেছে, আপনার সমভিব্যাবহারে কি গমন করিতে পারি? হাওয়ালদার বলিলেন, আসিতে পারেন, কিন্তু কয়েদির সঙ্গে কথা কহিবেন না। কয়েদির সঙ্গে কথা কহা মানাহি আছে।

পথিক হাওয়ালদারের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে গমন করিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া হাওয়ালদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কয়েদিটী কে, কোথায় লইয়া যাইতেছেন? শুনিয়া সে বলিল কয়েদিটা, মেদিনীপুর জেলের, মেদিনীপুরেই উহার ঘর। জেলখানায় বদমাইসি করায়, বেত সাজা হইয়াছে, জেল বদলিরও হুকুম হইয়াছে, তাই দোসরা জেলার জেলে লইয়া যাইতেছি। পথিক বিস্মিত-ভাব প্রকাশিয়া বলিলেন, জেলে গিয়াও দুষ্টমি? কি নির্ব্বোধ! হাওয়ালদার বলিল, নেহাএত নির্ব্বোধ নহে, খুব হুঁশিয়ার, আচ্ছা লেখা পড়াও জানে, সহরের দারোগা ছিল, খয়ের খা বলিয়া খুব খোশনামও ছিল।

তখন পথিক জিজ্ঞাসিলেন, তবে কয়েদ হইল কি কারণে? হাওয়ালদার বলিতে লাগিল, আসল বেওরা জানি নাই, তবে উহারই (কয়েদির) মুখে

শুনিয়াছি, "সহরের একটা সরাইর ডাকাতি মামলার রিপোর্টে, "ও" মিথ্যা কথা লিখিয়াছে বলিয়া হাকিমের সুবে, হয়।" সানি তদারকের সময়, কে একটা পাঁড়ে, একটা পাণ্ডা, আর একটা মুদির যোগাড়ে প্রথম তদারকের রোয়েতের সাক্ষি কয়েকটা বেশ্যা প্রথম প্রকাশিত কথা সকল একেবারে মনকির হয়। পাঁড়ে প্রভৃতির নিকট কয়েদি উহার পাওনা হাণ্ডনোটের টাকা মায় সুদে আদায় করায় নাকি, সেই আখেজে তাহারাই যোগাড় করিয়া উহাকে কয়েদ করাইয়াছে। আহা বেচারার চাকরি গিয়াছে, কয়েদ হইয়াছে, সঙ্গিন জরিমানার দায়ে যথা সর্ব্বস্ব নিলামও হইয়াছে। কয়েদিও ছাড়িবার পাত্র ছিল নাই, উহারই ফিকিরে পাঁড়ে প্রভৃতি তিন জনেরই নাকি তিন তিন মাসের জন্য ফটক হইয়াছে।" পথিক বলিলেন, যে সরাইর ডাকাতিতে অনেক খুন হইয়াছিল, আপনি কি সেই ডাকাতির কথা বলিলেন। হাওয়ালদার বলিল হাঁ। কিন্তু খুনের কথা যাহা শুনিয়াছেন, তাহা সত্য নয়, আমি কোন হিন্দুস্থানির মুখে খাঁটী খবর পাইয়াছি, তাহারা এগানা কি বেগানা কখন কাহাকেও খুন করে নাই, খুন করার মতলবও নাই। বাজিকরদিগের সঙ্গে যেমন মানুষের কাটা মাথার মত কৃত্রিম মুণ্ড থাকে, তাহাদিগের সঙ্গে সেই রকম অনেক মুণ্ড আছে। তাহাই দেখাইয়া দারোগাকে ভয় দেখাইয়াছিল। তাহাদিগের ডাকাতি করাও মতলব নয়, তাহারা কোন লোকের অনুসন্ধান করিতেছে। পথিক জিজ্ঞাসিলেন, তাহারা কাহার অনুসন্ধান করিতেছে বলে, হাওয়ালদার বলিল, কাহার অনুসন্ধান করিতেছে, কেই বা অনুসন্ধান করাইতেছে, তাহারা তাহার কিছুই জানে না। একজন সর্দ্দারের নিকটে মাসে মাসে দরমাহা পায়, এই মাত্র।

দশম পরিচ্ছেদ।

পথিকের সহিত কথা কহিতে কহিতে হাওয়ালদার কিছু পশ্চাতে পড়িয়াছিলেন। মোগলমারি নামক একটা চটী পার হইয়া অল্প দূর যাওয়ার পর পথের ধারের একটা বাসিন্দা চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, আমার খড়ের গাদায় কয়েদিটা কলিকার আগুণ ফেলিয়া দিয়া গেল। তখন খড় গাদায় আগুণ ধরিয়া গিয়াছে। হাওয়ালদার কয়েদিকে গাল দিতে দিতে, প্রহরিদিগকে লইয়া আগুণ নিবাইবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় পুলিসের ছোট সাহেব সেট সাতেক চৌকিদার সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া হাওয়ালদারকে তফাত যাও বলিয়াই লাঠির

আঘাতে জ্বলন্ত আগুণ নিবাইবার জন্য চৌকিদারদিগকে হুকুম দিলেন। হুকুম মাত্রই চৌকিদারেরা স্কন্ধ হইতে পাঁচ হাতি লম্বা লাঠি উত্তোলন করিয়া টিপ টিপ শব্দে জ্বলন্ত খড় গাদায় ঠেঙ্গাইতে লাগিল। লাঠির চোটে আগুণ দ্বিগুণ পরিমাণে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, খড় গাদার আগুণ ঘরে গিয়া লাগিল, লঙ্কাকাণ্ড আরম্ভ হইল। প্রতিবাসিদিগের ঘর নিকটে ছিল না, ইহাই রক্ষা।

সাহেবটী পুরুষানুক্রমের ডাইলুসন করা ফিরিঙ্গি হইলেও আকার প্রকার প্রায় আহেলে বিলাতের মতই ছিল, অন্তরও যেন কিছু উন্নত ছিল। অগ্নি নির্ব্বাণের উপায়ান্তর না দেখিয়া সাহেব অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কিছুক্ষণ নিরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, অবশেষ বোধ হয়, "এতদ্দেশীয় সাংঘাতিক চিকিৎসকদিগের স্বীয় স্কন্ধে রোগীর শব বহন দ্বারা গৃহস্থের সাহায্য করার প্রথা" স্মরণ করিয়া অনুচর সহিত সকলে জ্বলন্ত গৃহের দ্রব্যাদি বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পরশ্রীকাতর পরমন্দ অভিলাষী প্রতিবাসী মহাত্মারা এতক্ষণ হৃষ্টমনে প্রফুল্লবদনে বিস্ফারিতলোচনে লঙ্কাকাণ্ড দর্শন করিতেছিলেন। এক্ষণ সাহেবের শেষ কার্য্য দর্শনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ মনে, বিরস বদনে, সঙ্কোচিত নয়নে, মনে মনে সাহেবকে ছোটলোক মোট্যা বাব্চাদি বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন। একটা মধ্য ইংরেজী স্কুলের কয়েকটী মাষ্টার, সাহেবের সাক্ষাতে শতমুখে "থ্যাঙ্ক থ্যাঙ্ক" বলিয়া একটু দূরে গিয়াই, সদ্য আমদানি বিলাতি বর্ব্বর ইত্যাদি শব্দে সাহেবকে অভিহিত করিতে লাগিলেন।

কার্য্য সমাপনান্তে সাহেব পাঁচ টাকার একখানি নোট রোরুদ্যমান গৃহস্বামীর হস্তে প্রদান করিয়া প্রধান বিরসবদন ভাবাপন্ন কোন পেচকবদন অভিহিত স্বনামখ্যাত পরমন্দকারীর নিকটে গিয়া "ড্যাম নন্সেন্স" পরশ্রীকাতর পরমন্দাভিলাষী বলিয়া চাবুক উত্তোলন করায় প্রতিবাসী মহাত্মা অমনি "পপাত ধরণীতলে।" "নমঃবিষ্ণু (ঐ যা এক ভুলেই ভাগবৎ ভেস্তে ছিল আর কি !!) পপাত সাহেবের সবুট পদকমলে * " বহু কষ্টে সাহেব চরণযুগল উদ্ধার ও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াই কয়েদিটার পরিহিত জেলজাঙ্গিয়ার উপর সপাসপ্ শব্দে চাবুক লাগাইয়া টপাটপ্ শব্দে ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। অসম্ভব তেজ দেখিয়া জনৈক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বলিয়া উঠিলেন, "অহো! ঔষধ যতই ডাইলুশন করা হয়, ততই যে তাহার তেজ বৃদ্ধি হয়, পুরুষ পরম্পরা ডাইলুশন করা এই ফিরিঙ্গি সাহেবটীই কি তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত নয়?

---

* পরশ্রীকাতর! সাবধান!! অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি!!! অবশ্য দ্বিতীয় খণ্ডে।

সপ্তম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অধিপতি ও অধ্যক্ষ একত্রে হংসাশ্রমাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। পথি-মধ্যে অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসিলেন, এত বিস্তারিত বিবরণ কি প্রকাশ না করিলেই নয়?

অধিপতি। কাপালিক নাকি বলিয়াছেন, শব সাধনের সময় সমস্ত বিবরণ তাঁহার জ্ঞাত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

অধ্যক্ষ। তবে বাচনিক বলিলেও ত হইতে পারে?

অধিপতি। তখন যদি সমস্ত কথা স্মরণ না হয়, এই জন্যই স্বামিজি সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়া লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। তিনি আরও পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়াছেন, আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত তন্ন বিতন্নরূপে বর্ণন আবশ্যক, কিছুমাত্র ক্রুটী হইলে কার্য্য সিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে।

অধ্যক্ষ। কাপালিকের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হয় না হয়, তাহারই বা এক্ষণ স্থির কি?

অধিপতি। স্বামি মহাশয় বলিয়াছেন নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধ হইবে, আরও বলিয়াছেন "কাপালিককে দর্শন মাত্রেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে না হইবে তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিবে।" যদি দর্শন মাত্রেই সেরূপ কোন অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাই, তবেই লেখ্য পত্র দিব নচেৎ লেখ্য পত্র দিব না। যাহা হউক. স্বামি মহাশয় অদ্য আমাদিগকে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া কেন গমন করিতে বলিয়াছেন, বুঝিতে পারিতেছি না।

এখানে হংসাশ্রমে ন্যায়ানন্দ স্বামীর কুটীরে জনৈক কাপালিক উপবিষ্ট। কাপালিকের হস্তে অর্দ্ধভাগ নরকপাল, গলদেশে অস্থিমালা, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান, অঙ্গ চিতাভস্মে বিভূষিত, ললাট অঙ্গারের অঙ্কে অঙ্কিত। কাপালিক নিয়ত ঘণ্টা ধ্বনি করিতে করিতে মুখে কালি ও ভৈরবনাম উচ্চারণ করিতেছেন।

অধিপতি ও অধ্যক্ষ উপস্থিত হইলে ন্যায়ানন্দ স্বামী তাঁহাদিগকে বলিলেন, আশ্রমের পশ্চাদ্দিকে প্রায় একক্রোশ অন্তরে নদীতীরে শ্মশানভূমির উপর একটা প্রকাণ্ড কপিত্থ বৃক্ষ দেখিতে পাইবেন, আপনারা সেই স্থানে গমন করুন। অধিপতি বলিলেন, আমরা গিয়া কি করিব? ন্যায়ানন্দ বলিলেন,

তথায় উপস্থিত হইলেই বুঝিতে পারিবেন, দ্রুতগমন না করিলে, সময় গত হওয়া সম্ভব।

আজ্ঞানুসারে অধিপতি ও অধ্যক্ষ কথিত স্থান উদ্দেশে দ্রুতবেগে অশ্ব-পরিচালন করিলেন। পথিমধ্যে অধ্যক্ষ অধিপতিকে বলিলেন, কাপালিকের কোন অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইলেন কি? অধিপতি বলিলেন, দেখিবামাত্র ভক্তির উদ্রেক হইয়াছিল বটে, কিন্তু অদ্ভুত শক্তির তেমনত কিছু পরিচয় পাইলাম না। আমিত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেরূপ কোন অলৌকিক বা অদ্ভুত শক্তির পরিচয় না পাইলে, একটী কথাও এমন কি আপন নাম ধাম পর্য্যন্ত প্রকাশ করিব না। উভয় অশ্বই অতি বেগে ধাবিত হইয়াছিল। সুতরাং অতি অল্প-সময়ের মধ্যে উভয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যাহা দেখিলেন, তাহাতে যুগপৎ উভয়ের শরীর বিস্ময় ও ভক্তিরসে আর্দ্র হইল।

শ্মশান ভূমির ঈশান কোণে নির্দ্দিষ্ট কপিত্থবৃক্ষের তলদেশে একটা শবের পার্শ্বে কাপালিক উপবিষ্ট, সম্মুখে মদ্য মাংস পূর্ণ নরকপাল, ইতস্ততঃ কতকগুলি শবসাধন উপযোগী পদার্থ। কাপালিককে দেখিয়াই অধিপতি ও অধ্যক্ষ ভাবিতে লাগিলেন, আমরা যেরূপ দ্রুতবেগে অশ্বপরিচালন করিয়াছিলাম, তাহাতে আমাদিগের সমভিব্যাহারে ধাবিত হইতে পারে এমন সাধ্য ত কাহারই নাই, আরও আশ্রম হইতে যেরূপ সরল পথে আমরা এখানে আগমন করিয়াছি, তাহা অপেক্ষা আর দ্বিতীয় সরল পথও নাই, অথচ আমাদিগের উপস্থিত হওয়ার অগ্রে ইনি (কাপালিক) এখানে উপস্থিত হইলেন কিরূপে? কিছুকাল এইরূপ চিন্তা করার পর অধিপতি বুঝিতে পারিলেন, সিদ্ধপুরুষের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে, "দর্শন মাত্রেই ইহাঁর যেরূপ অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইলাম, তাহাতে ইহার দ্বারা যে অসাধ্য সাধন হইতে পারিবে, সে বিষয়ে সংশয় মাত্র নাই।"

অধিপতি ও অধ্যক্ষ কাপালিকের সম্মুখে গললগ্নীকৃতবাসে তটস্থভাবে করযোড়ে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় ন্যায়ানন্দ স্বামী উপস্থিত হইলেন। কাপালিক ন্যায়ানন্দের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, বেলা আর নাই, "অধিপতির উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য সাধন জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল, বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিতে বলুন। বর্ণনার ত্রুটি হইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।" শুনিয়া ন্যায়ানন্দ বলিলেন, সে বিস্তর কথা, বাচনিক প্রকাশ করিলে ভুল হওয়া সম্ভব, অতএব তাহা পত্রস্থ করিয়া আনিয়াছেন। ইত্যবসরে অধিপতি কাপালিকের হস্তে লেখ্য প্রদান করিলেন। ক্রমে রাত্রি

অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আসিল, শবসেবী উন্মত্ত শৃগাল কুকুরের ভয়ঙ্কর রব শ্রবণে উল্কামুখী শৃগালের ইতস্ততঃ ভ্রমণ দর্শনে অধ্যক্ষের অন্তরে এতই আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল যে, তিনি শ্মশানভূমিময় ভূতপ্রেত পিশাচাদি দর্শন করিতেছিলেন।

ক্ষণকাল পরে কাপালিক অধিপতির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, অতঃপর শবসাধনের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইচ্ছা হয়, কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া অবস্থান করুন, অথবা অন্যত্রেও গমন করিতে পারেন। শুনিয়া অধ্যক্ষ প্রণাম করিয়াই অশ্বে আরোহণ করিলেন। অধিপতিও অগত্যা অশ্বারূঢ় হইলেন এবং উভয়েই শিবিরাভিমুখে অতি দ্রুতবেগে অশ্বপরিচালন করিলেন, তাঁহারা ক্রোশাধিক গমন করিয়াছেন, এমন সময় কাপালিক অকস্মাৎ তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনাদিগকে ক্ষণকালের জন্য শ্মশানভূমিতে প্রত্যাগমন করিতে হইবে। অধিপতি বলিলেন, আপনি অগ্রগামী হউন, আমরা আপনার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিব। শুনিয়া কাপালিক বলিলেন, শবসাধনোপযোগী কোন দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াই আমি গমন করিব, আপনারা অগ্রে গমন করুন।

অধ্যক্ষ ও অধিপতি ত্বরিতে শ্মশানভূমিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, ন্যায়ানন্দস্বামীর সহিত কাপালিক শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ন্যায়ানন্দ অধিপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনি বিবেচনা করুন, আমরা তপস্বী, জীবহিংসার একান্তই বিরোধী; জীবহিংসা মহাপাপ, বিশেষতঃ নরহিংসা, অধিকন্তু জ্ঞাতিহিংসা করা কখনই উচিত নয়। শাস্ত্রে আছে;—"যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ। জ্ঞাতিদ্রোহস্য পাপস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥" ব্রহ্মহত্যাদি যে কোন পাপ, জ্ঞাতিদ্রোহ পাপের ষোড়শ কলার এক কলারও তুল্য নহে। শুনিয়া অধিপতি গললগ্নীকৃতবাসে বলিতে লাগিলেন, প্রভু! দুরাত্মা আমার পুত্রহত্যা করিয়াছে, আপনিও অনুগ্রহ পূর্ব্বক দুরাত্মার সমুচিত দণ্ডবিধান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এক্ষণ নিগ্রহ হইলে, আমি আপনার সাক্ষাতেই আত্মহত্যা করিব। ন্যায়ানন্দ বলিলেন, আমরা তপস্বী, জীবহিংসার একান্তই বিরোধি, তুমি তোমার শত্রুদিগের প্রাণদণ্ডের প্রার্থনা করিবে, এ কথা জানিতে পারিলে, আমি তোমায় কখন আশা দিতাম না। ধর্ম্মশাস্ত্রে জীবহিংসা একেবারে নিষিদ্ধ। বেদবাক্য,—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি", আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি, তোমার শত্রুকে তুমি হত্যা করিলেও, যখন তোমার পুত্র ফিরিয়া আসিবে না, তখন আর কেন অকারণ জ্ঞাতিহত্যারূপ পাপসাগরে নিমগ্ন হইবে? শুনিয়া অধিপতি বলিলেন, প্রভু! আমি বুঝিতে পারিতেছি, আপনি ভালই

বলিতেছেন, কিন্তু, প্রভু! আমার অন্তর অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে, আপনার অমৃতময় বাক্যও আমার পক্ষে বিষতুল্য বিস্বাদ বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রভু! আপনি সংসারী নহেন, সুতরাং আপনি সাংসারিক সুখ দুঃখ বিরহিত। পুত্র হত্যা জন্য যন্ত্রণা যে কিরূপ অসহনীয়, তাহা আপনার অনুভব হওয়া সম্ভব নহে।

"কস্য মাতা, কস্য পিতা, কস্য ভার্য্যা সহোদরঃ। কায়প্রাণসম্বন্ধেন কা কস্য পরিবেদনা॥" ন্যায়ানন্দ এই কবিতা আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, মৃতপুত্রের জন্য আর দুঃখ করা বা সেই আক্রোশে আততায়ীর প্রাণদণ্ডের প্রার্থনা করা কদাচ কর্ত্তব্য নয়। শুনিয়া অধিপতি কি বলিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বেই কাপালিক কিঞ্চিৎ বিরক্তভাবে ন্যায়ানন্দকে বলিলেন, যখন উঁহার (অধিপতির) পুত্র হত হইয়াছে, তখন উঁহার ঐরূপ প্রার্থনা কখনই দোষাবহ হইতে পারে না। আপনারা তপস্বী, গীতা পাঠ করিয়া নিষ্কামধর্ম্ম অবলম্বনের উপদেশ দেওয়াই আপনাদের কার্য্য, জীবহিংসা আপনাদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ হইতে পারে। আমরা তান্ত্রিক, দুষ্টের দমন করাই আমাদিগের একমাত্র কার্য্য। শুনিয়া ন্যায়ানন্দ বলিলেন, আপনি আদ্যন্ত সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হইয়াও ইঁহার বিপক্ষদিগকে কেমন করিয়া দুষ্ট বলিতেছেন? বরং ইনিই প্রথম হইতে প্রতারণা প্রবঞ্চনা-পূর্ণ কার্য্য করিয়া পদে পদে অধর্ম্মাচরণের পরিচয় প্রদান করিয়া আসিতেছেন। শাস্ত্রে স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে, যে মোহ প্রবৃত্ত অধর্ম্ম কার্য্য করে, তাহাকে অচিরাৎ শত্রুরই বশীভূত হইতে হয়। "যস্ত্ব ধর্ম্মেণ কার্য্যাণি মোহাৎ কুর্য্যান্নরাধিপঃ। অচিরাত্তং দুরাত্মানং বশে কুর্ব্বন্তি শত্রবঃ॥" শুনিয়া কাপালিক কিছু ক্রোধভাব প্রকাশিয়া বলিলেন, বিধি একরূপ নহে। সংস্কৃত গাথা আছে, "যদীচ্ছসি বশী-কর্ত্তুং জগদেকেন কর্ম্মণা। উপাস্যতাং কলৌ কল্পলতা দেবী প্রতারণা॥" কে কাহাকে বশীভূত করে, কে কাহাকে হত্যা করে, তাহা শবসাধনের পরেই জানা যাইবে। অনন্তর তিনি অধিপতি ও অধ্যক্ষকে বিদায় হইতে বলিলেন।

শিবিরে উপস্থিত হইয়া অধিপতি অধ্যক্ষকে বলিলেন, আমি এখনই আবার শ্মশান ভূমিতে গমন করিব। তুমি সঙ্গে না থাকিলে বা তোমার তত শঙ্কিতভাব প্রদর্শন না করিলে আমি প্রত্যাগমন করিতাম না। এক প্রকার ভালই হইয়াছে, কিরূপ হয় না হয় প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া প্রকৃত তথ্য জ্ঞাত হইতে পারিব। শুনিয়া অধ্যক্ষ বলিলেন অত্যন্ত মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিপাত, ঘন ঘন বিদ্যুৎ, মধ্যে মধ্যে বজ্রপাতও হইতেছে, এ সময় শ্মশান ভূমে গমন করা কখনই উচিত নয়। "যেরূপ দুর্ব্বিসহ শোকাগ্নিতে অন্তর দগ্ধ হইতেছে, তাহা অপেক্ষা

বজ্রাঘাতে মৃত্যু শ্রেয়কল্প” ইহা বলিয়া অধিপতি তৎক্ষণাৎ শ্মশানভূমি অভিমুখে গমন করিলেন।

রাত্রি শেষে অধিপতি শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া অধ্যক্ষকে বলিলেন, শব সাধনের ন্যায় দুরূহ ব্যাপার বোধ হয় আর কিছুই নাই। আমি যখন কপিথ বৃক্ষের পশ্চাতে গিয়া উপস্থিত হইলাম শুনিতে পাইলাম, কাপালিক কেবল মন্ত্র পাঠ করিতেছেন। ক্ষণকাল পরে বিদ্যুতালোকে দেখিতে পাইলাম, শব, হস্ত পদাদি সঞ্চালন করিয়া উত্থানের চেষ্টা করিতেছে। কাপালিক অনড় অটলভাবে মন্ত্র পাঠ করিতেছেন। মুহূর্ত্তকাল পরে পুনর্ব্বার বিদ্যুতালোকে দেখিতে পাইলাম, শব মুখব্যাদান করিয়াছে, কাপালিক শবের মুখে মদ্য মাংস প্রদান করিতেছেন, কিয়ৎকালের পর শব মস্তকোত্তোলন করিয়া দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কি কয়েকটী কথা বলিল; কাপালিক পুনর্ব্বার মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন, কতক্ষণের পর শব মস্তকোত্তোলন করিয়া আবার কি বলিল, তথাপি কাপালিক মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন, এবার বহুক্ষণের পর শব পূর্ব্ববৎ মস্তকোত্তোলন করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিকক্ষণ ব্যাপিয়া কি কথা বলায় কাপালিক যেন আশ্বস্ত হইলেন। কাপালিকের কার্য্য সমাধা হইয়াছে ভাবিয়া আমি তথা হইতে চলিয়া আসিলাম।

প্রাতঃকালে অধিপতি অধ্যক্ষ সহিত আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। নদী উত্তীর্ণ হইয়া দেখেন, কাপালিক নদী জলে অবতরণ করিয়া গাত্র ধৌত করিতে-ছেন, অধিপতি কাপালিকের নিকট গমন করায় কাপালিক বলিলেন, আশ্রমে গমন কর। আশ্রম তথা হইতে প্রায় শত বিঘা অন্তর হইবে।

অধিপতি ও অধ্যক্ষ আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখেন, কাপালিক তৎপূর্ব্বেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়া আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ ও শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিতেছেন।

কাপালিক অধিপতিকে দেখিয়া বলিলেন, অচিরাৎ তোমার মনোভিষ্ট সিদ্ধ হইবে, কিন্তু বহু কষ্টে কার্য্য উদ্ধার হইয়াছে। প্রথমে নির্দ্দোষ নিরপরাধিদিগের দণ্ড বিধানের চেষ্টা করা অকর্ত্তব্য ইহা বলিয়া আমার আরাধ্যা দেবি আমাকে নিবৃত্ত হইতে বলেন। আমি আবার জপ করিতে লাগিলাম, তখন দেবি প্রাণ দণ্ড ব্যতিত অন্য দণ্ডের অনুমতি দিবেন বলিলেন। আমি তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পুনর্ব্বার জপ করিতে লাগিলাম, এবার বহুক্ষণের পর দেবি সন্তুষ্ট হইয়া অনুমতি করিলেন, হত্যার অনুমতি দিলাম, কিন্তু যে হত্যা করিবে, তাহাকে তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইবে এবং হত্যাকালে তোমাকে স্পর্শ করিয়াও থাকিতে হইবে, নতুবা তৎক্ষণাৎ পিশাচ দ্বারা হত্যাকারিকে এবং যাহার মঙ্গল

কামনায় হত্যাকাণ্ড সঙ্ঘটিত হইবে, তাহাকে সবংশে ধ্বংশ হইতে হইবে। আমি ভাবিয়া দেখিলাম, তুমি শিষ্যত্ব স্বীকার করিলে ও হত্যাকালিন আমায় স্পর্শ করিয়া থাকিলে পিশাচ দ্বারা তোমার আর কোন অনিষ্টেরই আশঙ্কা থাকিবে না।

শিবিরে উপস্থিত হইয়াই অধিপতি অধ্যক্ষকে বলিলেন, এখনই হিমালয়ের কর্ম্মচারিকে পত্র লিখ, দুর্ব্বৃত্তদ্বয় সেই অঞ্চলেই আছে, এই সংবাদ কর্ম্মচারি প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ইতিপূর্ব্বে সংবাদ দিয়াছিল, কি জানি যদি দুর্ব্বৃত্তদ্বয় ধৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে হত্যা না করিয়া যেন যত্নের সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। হত্যা করিলে যেরূপ বিপদ সঙ্ঘটন হওয়ার আশঙ্কা আছে, তাহা পত্রে বিশেষ করিয়া লিখিবে।

অনুমতি অনুসারে অধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ সাঙ্কেতিক অক্ষরে পত্র লিখিয়া কোন সুনিপুণ অশ্বারোহির দ্বারা হিমালয়ে প্রেরণ করিলেন। উপস্থিত ব্যাপার সম্বন্ধীয় যাবতীয় লেখ্য অপরের অবোধ্য কোনরূপ সাঙ্কেতিক অক্ষরেই লিখিত হইত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিখ্যাত জগন্নাথ সড়কের পূর্ব্বদিকে প্রায় একক্রোশ অন্তরে সুবর্ণরেখা নদীর দক্ষিণ তীরে অধিপতির কথিত হিমালয়। ভূপালদেশীয় কোন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, পুত্র কলত্রাদি সহিত জগন্নাথ দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে একমাত্রপুত্র সহিত তাঁহার মৃত্যু হওয়ায়, স্বামী ও পুত্রশোকে ব্রাহ্মণী অজ্ঞান অভিভূতা হয়েন। কর্ম্মচারিগণ অজ্ঞান অবস্থাতেই তাঁহাকে সুবর্ণরেখা নদীতীর পর্য্যন্ত লইয়া আইসে। তখন তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন হওয়ায়, তিনি "আর গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন না, যে কয়দিন জীবিত থাকেন, সুবর্ণরেখা নদী তীরেই বালিকা বিধবা কন্যাসহিত কালাতিপাত করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন।" বিধবা কন্যার নাম হেমাঙ্গিনী। অনন্তর তিনি নদীতীরে বাসের উপযুক্ত একটী বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া সেই বাটীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। শীতকালে বাটীটির নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। তখন সেখানে উত্তর দিক হইতে সর্ব্বদা সুবর্ণরেখার জলীয় স্নিগ্ধ বায়ু সমধিক ভাবে প্রবাহিত হওয়ায়, বাটীটি অত্যন্ত হিমবিশিষ্ট বলিয়া অনুভব হইয়াছিল ও সেই সূত্রে তখন হইতে বাটীটি হিমালয় নামেই অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

এখানে উপযুক্ত সময় মধ্যে প্রেরিত পত্রের উত্তর উপস্থিত না হওয়ায়, অধিপতি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছেন, এমন সময় হিমালয় হইতে জনৈক অশ্বারোহী উপস্থিত হইয়া একখানি পত্র অধ্যক্ষের হস্তে অর্পণ করিল। অধ্যক্ষ অধিপতির অনুমতি অনুসারে পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন।

হর্ষ-বিষাদ।

মহাত্মন্!

বিধি অনুকূল না প্রতিকূল, কি লিখিব ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। ফেরারি সহকারি সহিত স্থানীয় কোন প্রবল পরাক্রান্ত ভূস্বামির আশ্রয়ে প্রচ্ছন্ন-ভাবে অবস্থান করিতেছে, এই সংবাদ কোন গুপ্ত চরমুখে জ্ঞাত হইয়া, তৎসম্বন্ধে কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করার জন্য স্বয়ং মহাত্মার সমীপে গমন করিতেছিলাম। পথিমধ্যে অকস্মাৎ একটী ধাবমান বালক শিবিকার সন্নিকৃষ্ট হইয়াই "মায়াবীর করকবল হইতে আমায় রক্ষা কর বলিয়া" আশ্রয় প্রার্থনা করিল। দেখিয়াই আমি তাহাকে ফেরারি বলিয়া চিনিতে পারিলাম এবং ভয় নাই, ভয় নাই বলিয়া পরম সমাদরে শিবিকায় লইয়া, তৎক্ষণাৎ হিমালয় অভিমুখে প্রত্যাগমন করিলাম। সহজে কেহ সন্ধান না পায়, এই জন্য ভিন্ন পথ দিয়া হিমালয়ে উপস্থিত হইলাম। ফেরারিকে তাহার ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে আর কোন উত্তরই দিল না। হয়ত সে আমাকে কোনরূপে চিনিতে পারিয়াছে, এইরূপ সন্দেহ হওয়ায় তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া ত্বরায় হত্যার অনুষ্ঠান করিলাম।

হত্যাকাণ্ড প্রায় সঙ্ঘটিত হয়, এমন সময় বাটীর মধ্যে ভীষণ ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হওয়ায় বাধ্য হইয়া বাটীর মধ্যে গমন করিতে হইল। গিয়া দেখি, হেমাঙ্গিনী মূর্চ্ছিত। মাতা ঠাকুরাণী প্রভৃতি সকলে কপালে করাঘাত করিয়া রোদন করিতেছেন। আমি ভাবিয়াই আকুল, "বিধি বুঝি অনুকূল হইয়া সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিকূল হইলেন" ইহাই নিরন্তর ভাবনা হইতে লাগিল। পারিবারিক চিকিৎসক মূর্চ্ছাপনোদনের বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। প্রায় চারি দণ্ডের পর চৈতন্য হইল। অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ড সমাধান জন্য আমি বহির্ব্বাটীতে গমন করিতেছি, অশ্বারোহী সেই সময় উপস্থিত হইয়া পত্র দিল। পত্র পাঠ করিয়া কলেবর কম্পান্বিত হইল, আপাদ মস্তক কণ্টকিত হইয়া উঠিল, মস্তক ঘুরিতে লাগিল। যদি হঠাৎ হেমাঙ্গিনীর মূর্চ্ছা উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে হত্যার সঙ্গে সঙ্গেই কি যে সর্ব্বনাশ সঙ্ঘটিত হইত, তাহা স্মরণ করিয়া আতঙ্কে অস্থির

হইতে হইল, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর আমার বাক্য নিঃস্বরণ হইল না। ক্ষণকাল পূর্ব্বে হেমাঙ্গিনীর যে মূর্চ্ছায় বিধির প্রতিকূলতা ভাবিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাই বিধির অনুকূলতা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। অনন্তর ফেরারিকে যতদূর সম্ভব যত্নের সহিত আবদ্ধ রাখার সুব্যবস্থা করিয়া পত্রের উত্তর লিখিব মনে করিতেছি, এমন সময় পুনর্ব্বার বাটীর মধ্যে ক্রন্দনের ধ্বনি উঠিল। গিয়া দেখি, হেমাঙ্গিনী পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ মূর্চ্ছিত। চিকিৎসকের চিকিৎসায় বহুক্ষণের পর যদিও মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই আবার মূর্চ্ছা হইল। প্রায় দুইপ্রহর গত হইল, সে মূর্চ্ছা এ পর্য্যন্ত ভঙ্গ হয় নাই। চিকিৎসক বলিতেছেন, রোগ সাঙ্ঘাতিক। মাতা ঠাকুরাণীর ধারণা, উহা কোন উপদেবতার উপদ্রব। সংসার শূন্যবোধ হইতেছে। কি করিব না করিব স্থির করিতে পারিতেছি না।

স্বাক্ষর—
হিমালয়ের কর্ম্মচারী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কথিত হিমালয়ের পশ্চিমদিকে প্রায় দুইক্রোশ অন্তরে সুবর্ণরেখা নদীর উত্তর তীরে বৃহৎ বটবৃক্ষ মূলে সুবর্ণাশ্রম। পরমহংস সশিষ্যে সামলেশ্বরের প্রাঙ্গন হইতে গমন করিয়া সুবর্ণাশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন, একদিন স্থানীয় বহুসংখ্যক কৃষক পরমহংসের আশ্রম বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া শিষ্যগণ তাহাদিগের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, শ্রাবণ মাস প্রায় গত হইতে চলিল, এখনও আবাদের উপযুক্ত বৃষ্টি হইল নাই। জ্যৈষ্ঠ মাসের বৃষ্টিতে যে বীজ বুনিয়াছি, তাহার পর আর একদিনও হল বাহির করিতে হয় নাই, বীজ সকল সুখাইয়া যাইতেছে। যদি দুই চারি দিন বৃষ্টি না হয়, তবে এ বৎসর আর ধান্য হইবে নাই। ধান্য না হইলে আমাদের পরিবার রক্ষার উপায় নাই। এমন দিনে আমাদিগের ঘরে কখনই অন্ন থাকে নাই। ধান্য ঋণ করিয়া দিনপাত করিতাম। ধান হইবে না ভাবিয়া মহাজনেরা ঋণ দিতেছেন না, আমাদিগের উপবাসে দিন যাইতেছে। পরমহংস সিদ্ধপুরুষ, যাহা মনে করেন, তাহাই করিতে পারেন। এখন যাহাতে বৃষ্টি হয়, তিনি তাহা করুন, না হয়, সপরিবারে আমাদিগের এক বৎসরের ভরণ পোষণের ভার লউন, শুনিয়া জনৈক

শিষ্য বলিলেন, পরমহংস নিয়ত ঈশ্বর চিন্তায় রত, বৃষ্টি হইতেছে না, তিনি তাহার কি উপায় করিবেন? এমন সময় পরমহংস উপস্থিত হইয়া শিষ্যকে বলিলেন, উপায় না হইবে কেন? "অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পৰ্জ্জন্যাদন্নসংভবঃ। যজ্ঞাদ্ভবতি পৰ্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কৰ্ম্মসমুদ্ভবঃ॥" কৃষকমণ্ডলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, অদ্যই আশ্রমে যজ্ঞ করাইব। বৃষ্টি হইবে নিশ্চিন্ত হও। শুনিয়া কোন শিষ্য বলিলেন, যদি আশ্রমেই যজ্ঞ হয়, তবে প্রভু ও শিষ্যগণ ধ্যানে উপবেশন করিবেন কোথায়? পরমহংস বলিলেন, রুদ্রেশ্বরের প্রাঙ্গণে।

সুবর্ণাশ্রমের পূর্ব্বদিকে প্রায় পঞ্চাশৎ বিঘা অন্তরে সুবর্ণ রেখা নদীর উত্তর তীরে, কথিত রুদ্রেশ্বরের প্রাঙ্গণ। রুদ্রেশ্বরের মন্দিরের দুইদিকে দুইটী দ্বার। পূর্ব্ব দ্বারের কবাট মন্দিরের অভ্যন্তরে, দক্ষিণ দ্বারের কবাট মন্দিরের বহির্ভাগে সংলগ্ন। মন্দিরের দক্ষিণদিকে মন্দির সংলগ্ন একটী প্রশস্ত কুটীর। ঐ কুটীরে এক যোগিনী অবস্থান করেন, তিনিই রুদ্রেশ্বরের প্রতিষ্ঠাত্রি। মন্দিরের সম্মুখেই লাট মন্দির, লাট মন্দিরের উত্তরদিকেও দুইটী সামান্য কুটীর। এক কুটীরে প্রাঙ্গণের পরিচারকেরা, অপর কুটীরে আতুর অভ্যাগত অবস্থান করে। মন্দির ও লাট মন্দির এবং কুটীরত্রয়ের চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ প্রাচীর। প্রাচীরেরও দুইদিকে দুইটী দ্বার। পূর্ব্বদিকের দ্বার দিয়া সাধারণে প্রাঙ্গণ মধ্যে আর দক্ষিণদিকের দ্বার দিয়া একমাত্র যোগিনীই নদীতে গমনাগমন করেন। দ্বার সান্নিধ্যেই সুবর্ণ রেখা প্রবাহিত। যোগিনী প্রাতঃকালেই রুদ্রেশ্বরের পূজা করিতেন। সেই সময় মন্দিরের পূর্ব্ব দ্বারের কবাট অভ্যন্তর হইতে অর্গল দ্বারা বদ্ধ থাকে, পূজা সমাপন হইলে পূর্ব্ব দ্বারের কবাট মুক্ত ও দক্ষিণ দ্বারের কবাট বহির্ভাগ হইতে অর্গল বদ্ধ করিয়া যোগিনী স্বীয় কুটীরে গমন করেন। যোগিনী পূজার পরেই আতুরদিগের ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন। রোগী পুরুষ হইলে পরিচারকেরা পরিচর্য্যা করিত, স্ত্রীলোক হইলে যোগিনী স্বীয় কুটীরে তাহাকে লইয়া গিয়া স্বয়ংই শুশ্রূষা করিতেন। যোগিনী পুরুষের মুখ দেখিতেন না, কোন স্ত্রীলোকও বিনানুমতিতে তাঁহার নিকট গমন করিতে পারিত না। সকলে বলিতেন, অনেকে জানিতেন, যোগিনীর তন্ত্র মন্ত্র অব্যর্থ ও আশ্চর্য্য ফলপ্রদ।

রুদ্রেশ্বরের প্রাঙ্গণই তপজপের উপযুক্ত স্থান স্থির করিয়া যোগিনীর অনুমতি গ্রহণ জন্য পরমহংস প্রাঙ্গণে গমন করিয়াছিলেন। যোগিনী পরমহংসের অভিপ্রায় অবগত হইয়া অতি আগ্রহ সহকারে সম্মতি প্রদানপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন যে ধ্যান সমাপনান্তে সশিষ্যে পরমহংসকে প্রাঙ্গণে জল পান করিতে

হইবে। পরমহংস পরম সমাদরে যোগিনীর আমন্ত্রণ গ্রহণপূর্ব্বক আশ্রমে উপস্থিত হইয়া হাস্য বদনে রাজর্ষি ও শিষ্য প্রভৃতিকে যোগিনীর আমন্ত্রণের সংবাদ অবগত করিয়া পণ্ডিত পাঠানন্দকে যজ্ঞ আরম্ভ করিতে অনুমতি করিলেন। যজ্ঞ আরম্ভ হইল। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট সময়ে শিষ্যগণ সহিত রাজর্ষি রুদ্রেশ্বরের প্রাঙ্গণে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পরমহংসের নির্দ্দেশ অনুসারে মন্দিরের উত্তর দ্বারে সকলে ধ্যানে উপবেশন করিলেন। শিষ্যগণ সহিত রাজর্ষি ধ্যানে নিমগ্ন হইলে কিছুক্ষণ পরে প্রাঙ্গণের জনৈক পরিচারক পরমহংসের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, প্রাঙ্গণের দ্বারদেশে এক সাধু দণ্ডায়মান আছেন। শুনিয়া পরমহংস দ্রুতপদে তথায় গমন ও বহুমান পুরঃসর সাধুকে মন্দিরের পূর্ব্ব দ্বারে লইয়া গিয়া বলিলেন, উত্তর দ্বারে শিষ্যগণ ধ্যানাসীন হইয়াছেন। আপনি দেবাদিদেব মহাদেব রুদ্রেশ্বরকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া এই নির্জ্জন দ্বারদেশে উপবেশনপূর্ব্বক কায়মনো, বাক্যে ঈশ্বরের উপাসনা করুন। সাধু পরমহংসের আজ্ঞানুসারে রুদ্রেশ্বরকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া চক্ষু মুদ্রিতপূর্ব্বক ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হেমাঙ্গিনীর পীড়ার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অধিপতি হিমালয়ে গমন করিয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাপালিক উপস্থিত হইলে অধিপতি কাপালিককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রভু! বড়ই উৎকণ্ঠিত হইতে হইয়াছে। শুনিয়া কাপালিক বলিলেন, হেমাঙ্গিনীত ভাল আছেন। অধিপতি বলিলেন, রক্ষার আশা নাই দেখিয়া স্ত্রীলোকেরা যুক্তিপূর্ব্বক রুদ্রেশ্বরের প্রাঙ্গণে যোগিনীর নিকট চিকিৎসার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। যোগিনীর চমৎকার তন্ত্র মন্ত্রে হেমাঙ্গিনী প্রাণ পাইয়াছে। কাপালিক জিজ্ঞাসিলেন, ফেরারি কোথায়? অধিপতি বলিলেন, সে আবদ্ধই আছে। শুনিয়া কাপালিক বলিলেন, তবে উৎকণ্ঠার কারণ কি? অধিপতি বলিতে লাগিলেন, হিমালয়ের কর্ম্মচারী শুনিয়াছেন, "সহকারিটা ফেরারির অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল, নিকটস্থ কোন স্থানে যে ফেরারি আবদ্ধ আছে, সে কোনরূপে তাহাও বুঝিতে পারিয়াছে, আরও ফেরারির উদ্ধার জন্য উহাদিগের আশ্রয়দাতা ভূস্বামীও নাকি বদ্ধপরিকর হইয়া, এই অঞ্চলে স্বয়ং সদলে আগমন করিয়াছেন, তিনি নাকি বড়ই দুর্দ্দান্ত।" সহ-

কারিটাই যত অনর্থের মূল। ভাল প্রভু! ফেরারি যেমন আপনা হইতে আসিয়া শিবিকায় প্রবিষ্ট হইল, সহকারিটা সেই ভাবে আপনা হইতে ধরা দিতেছে না কেন? কাপালিক বলিলেন, শব সাধনের সময় ফেরারির যেরূপ নাম ধাম পাওয়া গেল, সহকারির সেরূপ নাম ধাম বলিতে পারিলে কৈ? তখন অধিপতি বলিলেন, ঠিক কথা, তবে সে এখন থাকুক। কিন্তু ফেরারিটাকে এখনই হত্যা করা চাই। কাপালিক বলিলেন, এখনই হইবে; তজ্জন্য চিন্তা কি? তবে একটা সদ্য নিক্ষিপ্ত শব আবশ্যক, এই মাত্র। অধিপতি শব সন্ধানে চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিয়া কাপালিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার যখন যেখানে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা হয়, তখনই ত সেখানে উপস্থিত হইতে পারেন, তবে অদ্য এখানে সেরূপভাবে আগমন না করার কারণ কি? কাপালিক বলিলেন, সেরূপভাবে উপস্থিত হওয়ার আবশ্যক হইলে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইতে হয়।

এদিকে ক্রমে নিয়োজিত লোক সকল শবের অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া একে একে প্রত্যাগমন করায় শুনিয়া অধিপতি বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছেন, এমন সময় কোন ভৃত্য তথায় উপস্থিত ও অধিপতির বিষণ্ণতার কারণ অবগত হইয়া বলিল, আমি রুদ্রেশ্বরের পূজার দ্রব্যাদি লইয়া গিয়াছিলাম। প্রাঙ্গণ হইতে কতক দূর আসিয়াছি, এমন সময় একটা ঝুঁপড়ি জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটা লোক একটা মড়া ফেলিয়া দিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ অধিপতি প্রফুল্লিত অন্তরে কাপালিক সহিত তথায় দ্রুতপদে গমন করিলেন।

কথিত শবের নিকট উপস্থিত হইয়াই কাপালিক অধিপতির ললাট ও মুখমণ্ডল অঙ্গারের দ্বারা অতি উত্তমরূপে অঙ্কিত ও সমস্ত শরীর চিতাভস্মে আবৃত এবং ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করাইয়া গলদেশে অস্থিমালা ও হস্তে অর্দ্ধভাগ নরকপাল ও ঘণ্টা প্রদানপূর্ব্বক কর্ণে মন্ত্র প্রদান করায় অধিপতি ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে শবসহিত কাপালিককে বামাবর্ত্তে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। সমভিব্যাহারীগণ, কে কাপালিক, কে অধিপতি, অনুভব করিতে একান্তই অসমর্থ হইত, যদি অধিপতির আকার অবয়ব সমধিক উন্নত না হইত। উহাদিগের মধ্যে যাহারা অধিপতির একান্ত আত্মীয়, তাহারা অধিপতির উপস্থিত কুৎসিত বেশ দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল। যাহাদিগের কেবল বেতনের সঙ্গেই সম্বন্ধ, তাহারা বহু যত্নে হাস্য সম্বরণ করিল। অনন্তর কাপালিক অধিপতির হস্তে খড়্গ প্রদান করিয়া বলিলেন, তুমি এই খড়্গ দ্বারা স্বচ্ছন্দে তোমার শত্রুর শিরশ্ছেদন করিতে পারিবে। আমার মন্ত্রপ্রভাবে তুমি তোমার পরিচিত ব্যক্তি

ব্যতীত আর কাহারও দ্রষ্টব্য বা বোধ্য হইবে না, কিন্তু সাবধান, হত্যাকালে আমাকে স্পর্শ করিয়া থাকিতে বিস্মৃত হইও না।

অনন্তর কাপালিক বধ্য বেশধারী বালককে নিকটে আনাইয়া বলিলেন, উহার পৈশাচিক বল অপহরণ করিতে হইবে, বন্ধন অবস্থায় মন্ত্র ফলপ্রদ হইবে না, তৎক্ষণাৎ বন্ধন মোচন করা হইল, পরে কাপালিক বালকের হস্ত দৃঢ়রূপে ধারণ-পূর্ব্বক তাহার কর্ণে কি মন্ত্র প্রদান করিতে করিতে অধিপতির সম্মুখে উপস্থিত করিয়া, ক্ষণকালের জন্য সমস্ত লোককে স্থানান্তরিত হইতে অনুমতি করিলেন। কালান্তকালস্বরূপ খড়্গাধারী অধিপতির, সম্মুখে বালককে হত্যা জন্য উপস্থিত করিতে দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেরই অন্তরে অত্যন্ত দয়ার উদ্রেক হইল। অনেকে অধিপতিকে কেহ কেহ কাপালিককে নরাধম নিষ্ঠুর নৃশংস বলিয়া মনে মনে গালি দিতে দিতে তথা হইতে গমন করিল। তখন কাপালিক প্রফুল্লবদনে অধিপতিকে বলিলেন, আর বিলম্বের আবশ্যক নাই। অতঃপর আপনি স্বকার্য্য সাধন করুন। আমাকে যে স্পর্শ করিয়া কার্য্য সমাধা করিতে হইবে, বোধ হয় তাহা বিস্মৃত হয়েন নাই। "আজ্ঞে না বিস্মৃত হই নাই বলিয়া অধিপতি কাপালিককে স্পর্শ করিয়া বালকের শিরশ্ছেদন উদ্দেশে যেই খড়্গ উত্তোলন করিয়াছেন" অমনি বালক বলপূর্ব্বক হস্ত মুক্ত করিয়া বিদ্যুতবেগে ধাবিত হইলেন। অধিপতিও বাম হস্ত দ্বারা কাপালিককে অনুশরণ করার সঙ্কেত করিতে করিতে উত্তোলিত অসি হস্তে ধাবমান বালকের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন, কাপালিকও এক খানা খড়্গ হস্তে লইয়া অধিপতির পশ্চাতে ধাবিত হইতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে কাপালিক ও অধিপতির মধ্যস্থলে রিক্ত হস্ত এক ব্যক্তি অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া তিনিও তুল্যবেগে ধাবিত হইতে লাগিলেন। একটী নিঃসহায় নিরস্ত্র পলায়নপর বালককে হত্যা করার জন্য দুই জন খড়্গাধারী কাপালিক বিদ্যুদ্বেগে ধাবিত হইয়াছে, মধ্যবর্ত্তী রিক্তহস্ত ব্যক্তিও তুল্যবেগে ধাবিত হইতেছে, কাহারই পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করার অবসর নাই, পরস্পরে চারি পাঁচহস্ত অন্তরে, জনশূন্য প্রান্তরে, বিদ্যুদ্বেগে ধাবিত হইতেছে, ভয়ঙ্কর দৃশ্য !!!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ক্ষণকাল পরে বালক রুদ্রেশ্বরের মন্দিরের মুক্ত দ্বার দিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ ও দ্বার বন্ধ করায়, অধিপতি যেই রুদ্ধ দ্বারে পদাঘাত করিবেন, অমনি পশ্চাদ্ধাবিত রিক্তহস্ত ব্যক্তি ভয়ঙ্কর চিৎকার পূর্ব্বক পশ্চাদ্দেশ হইতে অধিপতিকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন। ধ্যাননিরত সাধুর দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতেই অধিপতির আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণ আবার আক্রমণকারীর চিৎকার রব শ্রবণ ও তাহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তিনি গত্যন্তর না দেখিয়া, প্রস্থানোদ্যত হইলে আক্রমণকারী অধিপতির হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক খড়্গ গ্রহণ এবং তাহাকে হনন উদ্দেশে যেমন উহা উত্তোলন করিয়াছেন, অমনি অকস্মাৎ প্রশ্ন হইল, "কেও, সত্যব্রত ?"

পথিকই অধিপতিকে আক্রমণ ও হনন উদ্দেশে খড়্গ উত্তোলন করিয়াছিলেন, তিনি অপরিচিত সাধুর অকস্মাৎ এবম্বিধ সম্বোধন বাক্য শ্রবণ করিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ শশব্যস্তে খড়্গ ভূমিতে নিক্ষিপ্ত ও ভূমিষ্ঠপ্রণিপাত প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া অতি কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি! "মহারাজের যে সন্ন্যাস বেশ?" সাধু সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, সত্যব্রত! তোমার প্রভুর কি উদ্দেশ পাইয়াছ? পথিক এবার সজলনয়নে, আরও অধিক কাতর বচনে বলিলেন, না মহারাজ! এ পর্য্যন্ত প্রভুর কোন উদ্দেশই পাই নাই। শুনিয়া সাধু বলিলেন, তবে কি আদিত্যনাথের অমঙ্গলসূচক সংবাদ সত্য? তবে কি আদিত্যনাথ জীবিত নাই? তবে কি এ জীবনে আর আদিত্যনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না? হায়! প্রিয় বয়স্য আদিত্যনাথ! * * *

সাধু এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, অকস্মাৎ "না, মহারাজ! হতভাগ্য আদিত্যনাথের এ পর্য্যন্ত মৃত্যু হয় নাই।" এই বলিয়া রাজর্ষি শিষ্যসমাজ হইতে গাত্রোত্থান ও দ্রুতপদে গমনপূর্ব্বক, এ কি! "মহারাজের যে সন্ন্যাসবেশ?"—বলিয়াই, সাধুর পদপ্রান্তে পতিত হইলেন।

পথিক অকস্মাৎ রাজর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া আকুলনয়নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিতেছিলেন, এক্ষণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার নয়নযুগল হইতে প্রভূত পরিমাণে বাষ্পবারি নির্গত হইতে লাগিল। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, "প্রভু! এজন্মে যে আর আপনার দর্শন পাইব, সে আশা ছিল না," বলিয়া

রাজর্ষির পদতলে পতিত হইলেন। সাধু শশব্যস্তে রাজর্ষি ও পথিককে উত্তোলন এবং রাজর্ষিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বয়স্য! শেষ দশায় যে সত্যব্রতের এবং সেই সঙ্গে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর।"

রাজর্ষি সাধুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! আমি যে আর কখন আপনার ও সত্যব্রতের দর্শনলাভ করিব, আমারও এরূপ আশা ছিল না। সে যাহা হউক, মহারাজের সন্ন্যাসবেশ কেন? "সে পরিচয় পরে দিব," বলিয়া সাধু জিজ্ঞাসিলেন; আমি কোন পর্য্যটকের মুখে শুনিয়াছিলাম, আপনি নাকি বলিয়াছিলেন, আপনার পুত্র হত হয় নাই, সে জীবিত আছে, এ কথা কি সত্য?" শুনিয়া রাজর্ষি বলিলেন, হাঁ, মহারাজ! সে জীবিত আছে, আমার ইহাই ধারণা। তখন পথিক রাজর্ষিকে জিজ্ঞাসিলেন, আপনার ঐরূপ ধারণার মূল কারণ কি? রাজর্ষি বলিলেন, ত্রিবেণীঘাটে একদিন অতি প্রত্যূষে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছিলাম, অকস্মাৎ আমাকে যেন কে বলিল, তোমার পুত্র হত হয় নাই, জীবিত আছে। আর তাহাকে যে আমি পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইব, প্রভুও (পরমহংস) শ্লেষে সে আশা দিয়াছেন। অনন্তর খুঙ্গি পুঁথি প্রদর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন, ইহার মধ্যে তাহার জন্মপত্রিকা আছে, তাহা যতদিন নিরাপদে রক্ষিত হইবে, ততদিন তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না, আমার ইহাও ধারণা; অবশেষে তিনি সাধুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কেমন মহারাজ! সে যে জীবিত আছে, আপনারও এখন এইরূপ মনে হইতেছে কি না? শুনিয়া সাধু বলিলেন, আমি কোন সত্যবাদি ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি, তোমার পুত্র ব্যাঘ্র দ্বারা হত ও ভক্ষিত হইয়াছে, তিনি তাহা বৃক্ষোপরি থাকিয়া স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তখন রাজর্ষি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন, "সত্যপরায়ণ ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছেন?" তবে কি আমার ধারণা মিথ্যা? তবে কি বীরেন্দ্র জীবিত নাই? হা পুত্র বীরেন্দ্র!

রাজর্ষি এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, অকস্মাৎ মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে "পিতঃ! আপনার বীরেন্দ্র জীবিত আছে" বলিয়া মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক বালক বহির্গত হইলেন। পরমহংস বালককে রাজর্ষির ক্রোড়ে উত্তোলন করিয়া দিয়া বলিলেন, "ধার্ম্মিকের ধারণা কখন ব্যর্থ হইতে পারে না।" রাজর্ষি! আর আমায় তোমার অনুযোগ শ্রবণ করিতে হইবে না।

পথিক যারপরনাই বিস্মিত হইয়া সজলনয়নে বলিয়া উঠিলেন। ইনি বীরেন্দ্র? "হাঁ, ইনিই তোমাদিগের বীরেন্দ্র," বলিয়া পরমহংস পথিককে সম্বো-

ধন করিয়া বলিলেন, সত্যব্রত! তুমি যে কেন অপরিচিত অবস্থাতেও বালকের মায়ায় মোহিত হইয়াছিলে, বোধ হয় এক্ষণ তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিলে? "হাঁ প্রভু বুঝিতে পারিলাম" বলিয়া পথিক বালকের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, রাজর্ষি অনিমিষ লোচনে ক্ষণকাল বালককে নিরীক্ষণপূর্ব্বক ক্রোড় হইতে অবতারণ করিয়া বলিলেন, বৎস! অগ্রে আমাদিগের অন্নদাতা মহারাজকে প্রণাম করিয়া আমার ভ্রাতৃস্থানীয় তোমার পিতৃব্য সত্যব্রতকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম কর। বালক সাধুকে প্রণাম করিয়া যেই পথিককে প্রণাম করিবেন, অমনি পথিক বালককে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন, বীরেন্দ্র! আমি না ঐন্দ্রজালিক।

ক্ষণকাল পরে সাধু রাজর্ষিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আদিত্যনাথ! আমি ভাবিয়াছিলাম, তোমার ও আমার মত হতভাগ্য এ সংসারে অল্পই আছে, এক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, তোমার তুল্য সৌভাগ্যশালী পুরুষ অতি বিরল। শেষ দশায় তোমার অদৃষ্টে যে এরূপ সুখ ও সৌভাগ্য সঙ্ঘটন হইবে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। শুনিয়া রাজর্ষি বলিলেন, মহারাজ যখন বীরেন্দ্রকে পাইলাম, তখন ইহা অপেক্ষা আর আমার সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে। কিন্তু মহারাজ! আজ যদি আমার সহধর্ম্মিনী জীবিত থাকিত, সে যদি বীরেন্দ্রের মুখ দেখিয়া মরিতে পারিত, তাহা হইলে আর আমার ক্ষোভের কারণ থাকিত না। পুত্র শোকাতুরা পতিপরায়ণা প্রভাময়ী নাকি আমার নিরুদ্দেশ বার্ত্তা শ্রবণেই আত্মঘাতিনী হইয়াছে। হা হত-ভাগিনী প্রভাময়ী!! "সে কথা এখন বিস্মৃত হও, বিধির যাহা নির্ব্বন্ধ, তাহা অবশ্যই ঘটিবে" ইহা বলিয়া সাধু রাজর্ষিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আদিত্যনাথ! এতক্ষণ আমার সন্ন্যাসবেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, বয়স্য! সে কথার উত্তর আর কি দিব, যে কারণে তোমার সন্ন্যাসবেশ, সেইরূপ কারণেই আমারও সন্ন্যাসবেশ। আজ পূর্ণ পাঁচ বৎসর হইল, আমার স্বর্ণময়ী, দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছে, প্রিয় বয়স্য! আমি স্বর্ণময়ী হারা হইয়া সেই হইতে মৃতকল্পাবস্থায় কালাতিপাত করিতেছি। অনন্তর সাধু রোদন করিয়া আকুল হইলেন, ক্ষণকাল পরে সজলনয়নে, অতি কাতর বচনে পরমহংসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রভু! আপনার কৃপাতেত আদিত্যনাথ হারাধন পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। এ হতভাগ্য কি স্বর্ণময়ীকে প্রাপ্ত হইবে না? প্রভু! বীরেন্দ্রকে দেখিয়া আজ আমার স্বর্ণময়ীর শোকানল শতগুণ পরিমাণে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, আর সহ্য হয় না, প্রভু অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আমার স্বর্ণময়ী কোথায়?—অকস্মাৎ দেবিমূর্ত্তিবিশিষ্টা যোগিনী এক অপরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্না বালিকাকে ক্রোড়ে লইয়া সজল নয়নে

বিজড়িত বচনে "মহারাজ এই আপনার স্বর্ণময়ীকে গ্রহণ করুন, এখন ইহার নাম হেমাঙ্গিনী" বলিয়াই রাজর্ষির পদতলে গিয়া পতিত হইলেন এবং গদ্গদ বচনে বলিতে লাগিলেন, "নাথ! আমি যোগিনী নহি, সেই হতভাগ্য প্রভাময়ী অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছি, স্বামিন্" এই পর্য্যন্ত বলিয়া যোগিনীর কণ্ঠ রোধ হইল, নয়ন যুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার আর বাক্য নিশঃরণ হইল না।

বীরেন্দ্রের মুখ দর্শন ও তদীয় অমৃতময় সম্ভাষণ বাক্য শ্রবণ করিরা রাজর্ষির হৃদয় কন্দর অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে উচ্ছলিত হইয়াছিল এক্ষণ আবার প্রভাময়ীকে দর্শন করিয়া একেবারে অমৃত সাগরে অবগাহন করিলেন। ক্ষণকাল চিত্ত পুত্তলিকার ন্যায় নিরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া পরে যোগিনীর হস্তধারণপূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া বাষ্পাকুল লোচনে বলিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! আমি যেরূপ হতভাগ্য, তাহাতে পুনর্ব্বার তোমার ও বীরেন্দ্রের যে মুখ দর্শন করিব, সে আশা আর আমার ছিল না।

মুহূর্ত্তকাল পরে যোগিনী অনেক অংশে আবেগ সম্বরণপূর্ব্বক বালককে ক্রোড়ে লইয়া সজল নয়নে রাজর্ষিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, নাথ! এ জন্মে যে আমি তোমার ও বীরেন্দ্রের আর মুখাবলোকন করিতে পাইব, আমারও আর সে আশা ছিল না, তোমাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতেছি বটে, কিন্তু এ সমস্ত এখনও আমার স্বপ্ন দর্শন বলিয়া বোধ হইতেছে। নাথ! আমি এত দিন মনে করিতাম, আমার মত হতভাগ্য নারী এ ভূমণ্ডলে আর নাই। কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার মত ভাগ্যবতী নারী অতি অল্পই আছে। চির বিরহের পর এই অতর্কিত পতি পুত্র সমাগম দ্বারা আমি যে আজ কি হইয়াছি, বলিতে পারিতেছি না। আমার কলেবরে আনন্দ প্রবাহের সমাবেশ হইতেছে না।

অনন্তর যোগিনী নিরতিশয় আগ্রহ প্রদর্শনপূর্ব্বক পথিককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেবর! ভগিনী সত্যপ্রিয়াত ভাল আছেন? পথিক বলিলেন, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এক দিন ক্ষণকাল মাত্র তাঁহাকে দেখিয়া গৃহ হইতে যে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি, তাহার পর আর কোন সংবাদই পাই নাই। শুনিয়া বালক বলিলেন, মাতা সত্যপ্রিয়া ভাল আছেন, আমি সে দিন তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছি। তখন যোগিনী রাজর্ষিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, নাথ! আমি ভগিনী সত্যপ্রিয়ার উপদেশে জীবন ধারণ করিয়াছিলাম বলিয়া, আজ আমি তোমাদিগকে দর্শন করিয়া অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। ভৈরবচাঁদের মাতার মুখে আপ-

নার অমঙ্গল সংবাদ শ্রবণ করিয়া তখনই আত্মঘাতিনী হইতে উদ্যত হইয়াছিলাম। ভগিনী মাথার দিব্য দিয়া নিষেধ করিয়া বলিলেন, তোমার স্বামি কুশলে না থাকিলে কখনই তোমার অঙ্গে "এয়োতি চিহ্ন" দৃষ্ট হইত না; জ্ঞাতি শত্রুর কথায় আত্মঘাতিনী হইয়া কি ইহকাল পরকাল নষ্ট করিবে।" ভগিনীর এবম্বিধ আশ্বাস বচনে অন্তর অনেক আশ্বস্ত হইল। গোপনে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যোগিনীবেশে কত কষ্টে কত দেশ ভ্রমণ করিলাম, কোন স্থানে তোমার কোন সন্ধানই পাইলাম না। অবশেষে তোমার পুনঃ দর্শন বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ্বাস হইয়া রুদ্রেশ্বরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তোমার মঙ্গল কামনায় নিয়মিতমতে পূজা করিয়া আসিতেছি। নাথ! রুদ্রেশ্বরের কৃপায় আজ আমার আশাতিত ফল লাভ হইল। রাজর্ষি বলিলেন, ভৈরবচন্দ্রের পাপীয়সী মাসীই কাশীধামে আমাকে তোমার আত্মঘাতিনী হওয়ার সংবাদ দিয়াছিল।

পথিক মনোযোগপূর্ব্বক যোগিনী ও রাজর্ষির কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিতেছিলেন, এক্ষণ বালককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বীরেন্দ্র! তোমায়ত ব্যাঘ্রে লইয়া গিয়াছিল, রক্ষা পাইলে কিরূপে? বালক বলিলেন, কুম্ভ মেলা হইতে প্রত্যাগমন-কালে ভৈরবচন্দ্রের মাতুল নফরচন্দ্র পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য দর্শন করাইবার জন্য তাহার পুত্র গোবর্দ্ধন ও আমাকে লইয়া পর্ব্বতে আরোহণ করেন, সঙ্গে বহু লোক গমন করিল। অকস্মাৎ দুইটা ব্যাঘ্র ভয়ঙ্করভাবে গর্জ্জন করিয়া সম্মুখে উপস্থিত হওয়ায় আমি মূর্চ্ছিত হইলাম। যখন জ্ঞান হইল, দেখিলাম দুই জন ইংরেজ ব্যাঘ্র দুইটাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিল। কতকগুলা অপরিচিত লোক আমাকে ও গোবর্দ্ধনকে পৃথক্ দুইখানি শিবিকায় প্রবেশ করাইয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে লইয়া গেল। কয়েক দিন পরে মিথিলার এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের বাটীতে উপস্থিত হওয়ায়, তিনি বলিলেন, দুই জন বাজিকর ইংরেজ কি কারণে বলিতে পারি না, তোমাকে ও তোমার সঙ্গি বালককে, ব্যাঘ্রের দ্বারা আক্রমণ করাইয়াছিল। ঘটনাক্রমে আমার কোন আত্মীয় সেই সময় উপস্থিত হইয়া তোমাকে উদ্ধার করিয়া আনায় তাহারা বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়াছে। সম্ভবতঃ তাহারা তোমার সন্ধান জন্য এখানেও আসিতে পারে। তুমি আপন পরিচয় কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া আমার এই গুপ্ত বাটীর মধ্যে অবস্থান কর। আমি তোমায় পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিব। পরে উপযুক্ত সময়ে তোমার মাতা পিতার নিকট পাঠাইয়া দিব। সেই দুটা ইংরেজ যে মধ্যে মধ্যে সেখানে গমন করিত, গৃহস্বামি অন্তরাল হইতে তাহা আমাকে দেখাইতেন। আমি সেই

ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতাম, আত্মপরিচয় কাহারই নিকট প্রকাশ করিতাম না। গৃহস্বামীর আমার সমবয়স্ক একটী পুত্র নিরন্তর আমার নিকটে উপস্থিত থাকিত। জনৈক শিক্ষক নিয়মিত মতে আমাদিগকে শিক্ষা দিতেন। বাটীর সন্নিকটস্থ একটা খালে মধ্যে মধ্যে আমি সন্তরণ করিতাম, এই কথা শিক্ষক মহাশয় আমার সমভিব্যাহারি বালকের নিকট জ্ঞাত হইয়া নদীতীরে আমাদিগের বাস কি না জিজ্ঞাসা করেন, সেই সূত্রে আমি কথায় কথায় সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করি। শুনিয়া তিনি বলিলেন, "কোন প্রবল শত্রুদ্বারা যে তুমি এখানে প্রেরিত হইয়া কৌশলে আবদ্ধ আছ, ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে, অতঃপর আমি তোমার উদ্ধারের চেষ্টায় রহিলাম, তুমি একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। গৃহস্বামী প্রবল পরাক্রান্ত, তিনি শুনিলে আমার সর্ব্বনাশ করিবেন।"

অকস্মাৎ একদিন গৃহস্বামীর পরিবারের অনেকে বিসূচিকা রোগাক্রান্ত ও তৎসূত্রে গৃহস্বামী অত্যন্ত বিব্রত হওয়ায় সেই সুযোগে শিক্ষক মহাশয় তাঁহার বিশ্বাসী লোক সঙ্গে দিয়া আমাকে বিদায় করেন। তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন, "তোমার যে শত্রু কে, তাহা তুমি অদ্যাপি জান না, অতএব তুমি তোমার মাতা পিতা অথবা তত্তুল্য স্নেহপরায়ণ ব্যক্তি ব্যতীত আর কাহার নিকট আত্মপরিচয় কদাচ প্রকাশ করিও না।" কিছু দিন পরে রাত্রিকালে নন্দন নগরে উপস্থিত হইয়া প্রকারান্তরে কোন বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, পিতা মাতা গৃহত্যাগী হইয়াছেন, মহারাজও সস্ত্রীক কাশীবাসী হইয়াছেন, আপনিও তীর্থপর্য্যটন করিতেছেন। তখন অন্য উপায় না দেখিয়া রাত্রিকালে ছদ্মবেশে আপনার বাটীতে উপস্থিত হইলাম এবং আপনার সহধর্ম্মিণীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করি, অনন্তর প্রসঙ্গক্রমে ভৈরবচন্দ্রের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "স্বামী মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন, ভৈরবচন্দ্রই তোমার পিতার একমাত্র শত্রু, তাঁহার সেই কথা স্মরণ করিয়া, এখন মনে হইতেছে, তোমাকে মিথিলায় আবদ্ধ রাখার ষড়যন্ত্রে হয়ত ভৈরবচন্দ্রও লিপ্ত আছে। তোমার উপস্থিত হওয়ার কথা জানিতে পারিলে সে কি করিবে, তাহার স্থির নাই, কালবশে এখন ভৈরবচন্দ্রের একছত্র রাজত্ব। তোমাকে এখানে রাখিতে সাহস হইতেছে না। স্বামী মহাশয় তোমার পিতার উদ্দেশে দেশবিদেশে ভ্রমণ করিতেছেন, ইতিপূর্ব্বে কোন সাধুমুখে শুনিয়াছি, তিনি তোমার পিতার অনুসন্ধানে শীঘ্র শ্রীক্ষেত্রে গমন করিবেন, সম্ভবত তিনি এতদিন শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি তোমায় অতি শৈশবকালে একদিনমাত্র দেখিয়াছিলেন, তাহার পর তোমার

অমঙ্গলসূচক সংবাদও শুনিয়াছেন, অতএব তুমি তাঁহাকে অগ্রেই পরিচয় দিবে। তোমার ভ্রম না হয়, এই জন্য বলিতেছি, তিনি নখচুল রাখিয়া সন্ন্যাসবেশ ধারণ করিয়াছেন। শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অন্বেষণ করিলেই সাক্ষাত পাইতে পারিবে।" তাহার পর তিনি বহু কৌশলে আমায় বিদায় করেন। কিছুদিন পরেই পাঁড়ের সরাইতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আপনার যেরূপ নখচুল ধারণের কথা শুনিয়াছিলাম, সেইরূপ দেখিলে অবশ্য তখনই আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতাম। শুনিয়া পথিক বলিলেন, নখচুল ধারণের ও শ্রীক্ষেত্রে গমন করার কথা যাহা শুনিয়াছিলে, তাহা সত্য ; কিন্তু যে সময়ে শ্রীক্ষেত্রে গমনের কল্পনা ছিল, পীড়া হওয়ায় সে সময় গমন করিতে পারি নাই। আরোগ্য লাভের পর প্রয়াগে মস্তক মুণ্ডন করিয়া শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে গমন করিতেছিলাম। সে যাহা হউক, হুলিয়া জারি হইল কখন ; শুনিয়া বালক বলিলেন, শিক্ষক মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে মিথিলা হইতে সহজ পথে গমন না করিয়া বক্রপথে গমন করায় সহজেই অধিক কাল বিলম্ব হয়। একদিন রাত্রিতে একটা থানার নিকট কোন সরাইতে উপস্থিত হই। সমভিব্যাহারি মহাশয় তাঁহার কোন আত্মিয়ের সহিত থানাতে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, প্রত্যাগমন করিয়া তিনিই ঐ হুলিয়ার কথা বলেন। আমরা তখনই তথা হইতে প্রস্থান করি।

অনন্তর পথিক যোগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বর্ণময়ীকেত দস্যুতে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, আপনি উহাঁকে কিরূপে প্রাপ্ত হইলেন। শুনিয়া যোগিনী বলিলেন, স্বর্ণময়ীর মূর্চ্ছার পীড়া হওয়ায়, তত্ত্বাবধায়কেরা চিকিৎসার জন্য গত কল্য আমার নিকট লইয়া আইসে। স্বর্ণময়ীকে দেখিয়া আমি অনেকাংশে চিনিতে পারিলাম, কিন্তু হেমাঙ্গিনী নাম ও হিমালয়ে বাস, এই কথা শুনিয়া সন্দেহ উপস্থিত হইল। অনন্তর স্বর্ণময়ীর সঙ্গিনীদিগকে বিদায় করিয়া সংগোপনে জিজ্ঞাসা করায় স্বর্ণময়ী বলিলেন, কাশী হইতে প্রত্যাগমনকালে দস্যুগণ উহাঁকে ও ভৈরবচন্দ্রের কন্যাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় ভৈরবচন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া উহাঁদিগের উদ্ধার জন্য দস্যুদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন, দস্যুদিগকে অস্ত্রের দ্বারা আঘাতও করেন। অবশেষে দস্যুগণ ভৈরবচন্দ্রকে অত্যন্ত আঘাত করায় ভৈরবচন্দ্র আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। কতক্ষণের পর কতকগুলি ভদ্রলোক দস্যুদিগের নিকট হইতে স্বর্ণময়ীকে কোনরূপে উদ্ধার করিয়া এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ মহিলার নিকট অর্পণ করায় তিনি উহাঁর উদ্ধার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া স্বর্ণময়ীকে বলেন, কাশীর গুণ্ডারা বড়ই ভয়ঙ্কর লোক, তুমি এখানে

আছ, সংবাদ পাইলে পুনর্ব্বার তোমাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইবে। তোমার অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া তোমার প্রতি আমার এমনই মায়া মমতা জন্মিয়াছে, যে দেশান্তরে লইয়া গিয়াও তোমাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। তাহার পর তিনি স্বর্ণময়ীকে সুবর্ণরেখা নদীতীরে সমভিব্যাহারে লইয়া আইসেন এবং হিমালয় নামে একটী বাটী প্রস্তুত করাইয়া স্বর্ণময়ী সহিত তথায় অবস্থান করেন। গুণ্ডারা জানিতে না পারে, এইজন্য তিনিই স্বর্ণময়ীর হেমাঙ্গিনী নাম রাখিয়াছেন। তাঁহারই উপদেশমতে স্বর্ণময়ীও আপনাকে তাঁহার কন্যা ও আপনার নাম হেমাঙ্গিনী বলিয়া সকলের নিকট পরিচয় দিয়া থাকেন। শুনিয়া পথিক যোগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভৈরবচন্দ্রের কন্যা কোথায়? যোগিনী বলিলেন, "স্বর্ণময়ী বলেন, দস্যুগণ তাহাকে লইয়া গিয়াছে। স্বর্ণময়ী ইহা ভিন্ন আর কিছুই জানেন নাই।"

এ দিকে আহ্লাদে অস্থির হইয়া সাধু ক্রোড়স্থা কন্যাকে, যোগিনী ক্রোড়স্থ পুত্রকে সংলগ্ন অসংলগ্ন কত কি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, অভূত ও অশ্রুতপূর্ব্ব সঙ্ঘটন ও সম্মিলন সন্দর্শন করিয়া সমবেত শিষ্যমণ্ডলি বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান আছেন, যজ্ঞার্থী ও যজ্ঞদর্শনার্থী প্রজামণ্ডলি আশ্রম হইতে প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া নিরবে নিস্পন্দনয়নে কেহ বালকের কেহ বা স্বর্ণময়ীর অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শন করিতেছেন, এমন সময় পথিক সাধুর নিকট কোন অভিযোগ উত্থাপন করার জন্য নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়াছিলেন। কিন্তু সাধু ও স্বুবর্ণময়ীর উত্তর প্রত্যুত্তরের বিরাম অভাবে উত্থাপনের অবসর পান নাই, এক্ষণ তিনি সাধুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! কিছু নিবেদন আছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক এখনই শ্রবণ করিতে হইবে। মহারাজ! ইতিপূর্ব্বে কয়েকটী কারণে মহারাজের অমাত্য ভৈরবচন্দ্র যে আমার প্রভুর শত্রু, এইরূপই সন্দেহ হইয়াছিল। এক্ষণে বীরেন্দ্রের সহিত একত্রে অবস্থান কালের ঘটনা পরম্পরা স্মরণ ও বীরেন্দ্রের সেই সঙ্গে স্বর্ণময়ীর অপহরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, পাষণ্ড ভৈরবচন্দ্র শুদ্ধ আমার প্রভুর শত্রু নহে, সে মহারাজেরও শত্রু। সেই দুর্বৃত্তই কোন দুরভিসন্ধি পূর্ণ জন্য ধূর্ত্ততা করিয়া বীরেন্দ্র ও স্বর্ণময়ীকে অপহরণ ও আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। আর সেই পাষণ্ডই যে বীরেন্দ্রকে হনন উদ্দেশে মন্দিরের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াছিল, তাহার আকার অবয়ব স্মরণ করিয়া এক্ষণে তাহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। বোধ হয়, মহারাজেরও তাহা উপলব্ধি হইয়া থাকিবে, যদি তৎকালেও উপলব্ধি না হইয়া থাকে, তাহার আকার অবয়ব স্মরণ করিয়া অন্তত এক্ষণ অনেক অংশে অনুমান করিতে পারিয়াছেন।

শুনিয়া সাধু বলিলেন, আমি এক মনে ঈশ্বর উপাসনায় রত ছিলাম। তোমার ভয়ঙ্কর রবে ধ্যানভঙ্গ হয়। তাহার পর তোমাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তোমাকেই নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। কাপালিক মন্দিরের দ্বারদেশ হইতে দ্রুতপদে প্রাঙ্গণের বহির্ভাগে গমন করিয়াছে, ইহা যদিও দেখিয়াছি, কিন্তু সে অমাত্য ভৈরবচন্দ্র কি না, তাহা তখনও উপলব্ধি হয় নাই, এখনও হইতেছে না। অনন্তর সাধু বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পশ্চাতে যে ধাবিত হইয়াছিল, সে কি প্রকৃতই অমাত্য ভৈরবচন্দ্র? বালক বলিলেন, মহারাজ! সে যে বেশে মন্দিরের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াছিল, আমি উহার তৎপূর্ব্বে ঐ বেশই দেখিয়াছি, সুতরাং সে অমাত্য ভৈরবচন্দ্র কি না, তাহা বলিতে পারিব না। সাধু পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন, বেশ পরিবর্ত্তন জন্য তাহাকে চিনিতে না পার, কিন্তু তাহার সমভিব্যাহারি লোকদিগকে ইতিপূর্ব্বে অবশ্য দেখিয়া থাকিবে, তাহাদিগের মধ্যেও কি কাহাকেও চিনিতে পার নাই। বালক বলিলেন, না মহারাজ, তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও আমি চিনি নাই। শুনিয়া পথিক বলিলেন, মহারাজ! বীরেন্দ্র বালক, ওত দুরাত্মার সমভিব্যাহারি বা সাহায্যকারিদিগকে চিনিতেই পারিবে না, আমি তাহার পক্ষের শত সহস্র লোককে বারম্বার দেখিয়াছি, কিন্তু এক ব্যক্তিকেও চিনিতে পারি নাই, সম্ভবত দুরাত্মা ভিন্নদেশ হইতে ঐ সকল লোককে আনিয়া থাকিবে। কংসাবতী নদীতীরে বৃক্ষের তলদেশে শত্রুপক্ষের দলপতি স্বরূপ এক যুবককে দেখিয়ছিলাম, তাহার আকার অবয়ব ও স্বর স্মরণ করিয়া এক্ষণ আমার মনে হইতেছে, সে দুর্বৃত্ত দুরাত্মা ভৈরবচন্দ্রেরই জ্যেষ্ঠ পুত্র ভীমচন্দ্র। সে যাহা হউক মহারাজ! দুরাত্মা ভৈরবচন্দ্র এখনও নিকটেই আছে, সম্ভবতঃ হিমালয় অভিমুখে গমন করিয়া থাকিবে। সে মহারাজের অমাত্য, সুতরাং মহারাজের অনুমতি ব্যতিত তাহাকে ধৃত বা দণ্ডিত করা উচিত নয় বলিয়া এপর্য্যন্ত অনুমতির অপেক্ষায় আছি। নহিলে এতক্ষণ আমি তাহাকে ধৃত ও তাহার শিরশ্ছেদন করিতাম। মহারাজ আর বিলম্ব করিবেন না, অনুমতি করুন, কৃতঘ্ন চণ্ডাল ছদ্মবেশি ভৈরবচন্দ্রের এখনই আমি শিরশ্ছেদন করিব। এই কথা বলিয়া পথিক নিক্ষিপ্ত খড়্গ পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলেন।

প্রাঙ্গনস্থ পুষ্প বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া জ্ঞানানন্দস্বামী পণ্ডিত পাঠানন্দের কোন কথার উত্তর দিতেছিলেন, এমন সময় পথিক "কৃতঘ্ন চণ্ডাল ছদ্মবেশি ভৈরবচন্দ্রের এখনই আমি শিরশ্ছেদন করিব" বলিয়া নিক্ষিপ্ত খড়্গ গ্রহণ করায় জ্ঞানানন্দ নিরব হইয়া পথিকের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন, সুতরাং পাঠানন্দ

ন্যায়ানন্দকে বলিলেন, আরব্ধ উত্তর শেষ না করিয়া নিরব হইলেন কেন? ন্যায়ানন্দ বলিলেন, স্থির হও, তোমার পট্টবস্ত্রদাতা অধিপতির শিরশ্ছেদনের আয়োজন হইতেছে।

এখানে রাজর্ষি সাধুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! ভৈরবচন্দ্রের প্রতি আমারও বিলক্ষণ সন্দেহ হইতেছে। আজন্ম আমার প্রতিপালনাধীনে থাকিলেও আমার প্রতি যে তাহার আন্তরিক বিদ্বেষভাব আছে, তাহা আমি বেশ জানি। ভৈরবের মাতুল নফরচন্দ্র যখন পান্থনিবাসে উপস্থিত হইয়া বীরেন্দ্র ঘটিত দুঃসংবাদ প্রদান করে, তখনই আমার কেমন একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণে সে রোদন করিতে করিতে স্বীয় পুত্র গোবর্দ্ধনের হত সংবাদ প্রকাশ করায় সন্দেহ দূর হয়। শুনিয়া পথিক বলিলেন, সন্দেহ হইতে না পারে এই অভিপ্রায়ে নফরচন্দ্র যেরূপ ধূর্ত্ততা করিয়া স্বীয় পুত্র গোবর্দ্ধনের হত হওয়ার কথা বলিয়াছিল, সেইরূপ সন্দেহ হইতে পারিবে না বলিয়াই যে স্বর্ণময়ীর সহিত ভৈরবচন্দ্রের কন্যাকেও ছল করিয়া অপহৃত ও স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শুনিয়া সাধু বলিলেন, ভৈরবচন্দ্র যে এত অধার্ম্মিক বা দুষ্ট, আমারত এরূপ বিশ্বাস হইতেছে না, বিশেষতঃ তাহার এরূপ করার কারণ কি? এখানে ন্যায়ানন্দ মনে মনে বলিতে লাগিলেন, রাজবুদ্ধি কিনা! এমন নির্ব্বোধ না হইলে আর এত দুর্দ্দশা? পথিক সাধুর কথার কি উত্তর দিবেন, প্রথমে স্থির করিতে পারিলেন না, ক্ষণকাল পরে বলিলেন, মহারাজের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে একটীমাত্র কথা জিজ্ঞাসা করিব। শুনিয়াছিলাম, বীরেন্দ্রের অমঙ্গল সংবাদ রটনা হওয়ার পরে ভৈরবচন্দ্র তাহার পুত্রের সহিত রাজকন্যার পরিণয় প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল, একথা কি সত্য? সাধু বলিলেন, রাজবাটীর কোন কর্ম্মচারি ঐ কথা উত্থাপন করিয়াছিল বটে, কিন্তু ভৈরবচন্দ্রের মাতৃকুল অত্যন্ত অপকৃষ্ট, এইজন্য আমি সে কথা আর উত্থাপন করিতেই নিষেধ করি। তখন পথিক বলিলেন, মহারাজ! আর বলিতে হইবে না, এতক্ষণে আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, রাজকন্যার সহিত বীরেন্দ্রের শুভবিবাহের কথা স্থির হওয়ায়, দুরাত্মা তাহা অন্যথা করিয়া আপনার পুত্রের সহিত রাজকন্যার বিবাহ দেওয়ার অভিপ্রায়েই বীরেন্দ্রকে এবং পরে উহার পুত্রের সহিত রাজকন্যার সম্বন্ধের কথা মহারাজ অগ্রাহ্য করায়, সেই কারণে স্বর্ণময়ীকে অপহৃত ও অন্তর্হিত করিয়াছিল। শুনিয়া সাধু বলিলেন, তোমার অনুমান সত্য হইলে স্বর্ণময়ী ও বীরেন্দ্রকে সেত হত্যাও করিতে পারিত। পথিক বলিলেন, মহারাজ! স্বর্ণময়ীকে হত্যা না করায়

বিশেষ কারণ আছে। ধূর্ত্তের অবশ্য এইরূপ অভিপ্রায় হইতে পারে যে, সময়-ক্রমে কোনরূপে প্রস্তাবিত সম্বন্ধের কথায় মহারাজকে সম্মত করাইয়া তবে স্বর্ণ-ময়ীকে প্রকারান্তরে মহারাজের নিকট উপস্থিত করিবে। কিন্তু মহারাজ! বীরেন্দ্রকে যে কেন হত্যা করে নাই, তাহার কারণ আমার সামান্য বিবেচনায় এ পর্য্যন্ত উপলব্ধি হইতেছে না। মহারাজ! এক কার্য্য করুন, এখনই সন্দেহ দূর হইবে। পরমহংস ত্রিকালজ্ঞ, তাঁহার কিছুই অবিদিত নাই, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন।

শুনিয়া সাধু বলিলেন, এখনই জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমার অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে দুরাত্মার যথোচিত দণ্ডবিধান করিব, অনন্তর দন্তে অধর চাপিয়া বলিতে লাগিলেন, নিমকহারামের এত ধূর্ত্ততা এত সাহস এত স্পর্দ্ধা, হারাম-জাদকে আমি এককালে সবংশে ধ্বংস করিব।

ব্যাপার বড়ই বিষম ভাবিয়া ন্যায়ানন্দ সাধু-সমীপে গমন করিয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! পরমহংসকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না, আমি বলিতেছি, সত্যব্রতের অনুমান সত্য। ভৈরবচন্দ্র সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ অপরাধী, কিন্তু তাহা বলিয়া কি ভৈরবচন্দ্রের প্রাণ বিনষ্ট করার আপনার অধিকার আছে। যিনি জীব সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনি ভিন্ন জীবন নষ্ট করার আর কাহারও অধিকার নাই। তবে আপনারা সাংসারিক, এইজন্য আপনাদিগের সহিত সে কথার বিচার করা কর্ত্তব্য নয়, করিব না। বিবেচনা করুন, সাংসারিক লোকমাত্রে-রই প্রায় কেহ না কেহ শত্রু, যদি শত্রু বলিয়া পরস্পরে পরস্পরকে নষ্ট করে, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যে জগতে সাংসারিক লোক শূন্য হইয়া যাইবে। সুতরাং কেহ শত্রুতাচরণ করিলেই যে, তাহার প্রাণবধ করিতে হইবে, ইহা সাংসারিক লোকের পক্ষেও নিতান্ত অন্যায় ও অযৌক্তিক ব্যবস্থা। পথিক বলি-লেন, আপনি প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাত নহেন, বলিয়াই অন্যায় ও অযৌক্তিক ব্যবস্থা বলিয়া বলিতেছেন, বর্ত্তমান স্থলে শত্রুর দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা হইতেছে না, কৃত-ঘ্নের দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা হইতেছে, শাস্ত্রে আছে "ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা। নিষ্কৃতি র্বিহিতা রাজন্ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ।" ন্যায়ানন্দ বলি-লেন, "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।" শুনিয়া পথিক বলিলেন, যুক্তিহীনবিচারে ধর্ম্মের হানি হয় সত্য, কিন্তু বর্ত্তমানস্থলে যুক্তিহীন বিচারের কি পরিচয় পাইলেন? ন্যায়ানন্দ বলি-লেন, কৃতঘ্ন আর শত্রু দুইটী পৃথক্ শব্দ, আপনারা শত্রুকে কৃতঘ্ন বলিয়া তাহার প্রাণ দণ্ডে উদ্যত হইয়াছেন, তজ্জন্যই যুক্তিহীনবিচার বলিতে হইতেছে। পথিক

বলিলেন, শত্রু ও কৃতঘ্ন পৃথক্ শব্দ সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরাত শত্রুকে কৃতঘ্ন বলিতেছি না।

ন্যায়ানন্দ। শত্রুর লক্ষণ কি ?

পথিক। যে রিপু, বৈরি, বিপক্ষ, এবং দ্বেষ্টা অর্থাৎ যে শত্রুতা করে, সেই শত্রু।

ন্যায়ানন্দ। শত্রুতাচরণ করাই যদি শত্রুর কার্য্য, তবে তাহার সহিত কোন সংস্রব রাখা কর্ত্তব্য কি না ?

পথিক। কখনই কর্ত্তব্য নয়।

ন্যায়ানন্দ। যদি কেহ কর্ত্তব্য বিবেচনা করে ?

পথিক। সে স্বীয়বুদ্ধি দোষেই শত্রু কর্ত্তৃক কষ্ট পায়।

ন্যায়ানন্দ। যদি কেহ শত্রুর শত্রুতাচরণের পথ সর্ব্বতোভাবে পরিষ্কার করিয়া দেয় ?

পথিক। সে আপনার বিপদকে আপনিই আহ্বান করে।

ন্যায়ানন্দ। সেরূপ স্থলে বিপদ সঙ্ঘটিত হইলে অধিক দোষ কাহার ? শত্রুর না আহ্বানকর্ত্তার ?

পথিক। আহ্বানকর্ত্তার।

ন্যায়ানন্দ। (রাজর্ষিকে সম্বোধন করিয়া) আপনি কি বলেন !

রাজর্ষি। সত্যব্রত, ঠিক বলিয়াছেন। আহ্বানকর্ত্তারই দোষ।

ন্যায়ানন্দ। (সাধুকে সম্বোধন করিয়া) মহারাজ ! আপনি কিবলেন !

সাধু। অবশ্য, আহ্বানকর্ত্তারই দোষ।

ন্যায়ানন্দ। অমাত্য ভৈরবচন্দ্র রাজর্ষির সম্পর্কে কে ?

পথিক। সাক্ষাৎ ভ্রাতৃব্য !

ন্যায়ানন্দ। ভ্রাতৃব্য শব্দের অর্থ কি ?

পথিক। ভ্রাতার পুত্র।

ন্যায়ানন্দ। ভ্রাতৃ শব্দের অন্তর অপত্যার্থে ব্য প্রত্যয় করিয়া ভ্রাতৃব্য শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভ্রাতৃব্য শব্দের গূঢ় বা দ্বিতীয় অর্থ শত্রু।

পথিক। শত্রু ! !

রাজর্ষি। শত্রু। বলেন কি ?

সাধু। শত্রু ! বলেন কি ! ! শত্রু ! ! !

ন্যায়ানন্দ। বিস্মিত হওয়ার কারণ নাই। অভিধানে দেখিতে পাইবেন, শাস্ত্রকারেরা স্পষ্টই ভ্রাতৃব্য শব্দের “শত্রু” বলিয়া অর্থ করিয়াছেন।

শুনিয়া রাজর্ষি বলিলেন, শত্রু না হইলে আজন্ম পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন ও বিধিমতে শিক্ষাদান করা সত্বেও আমার প্রতি তাহার এত বিদ্বেষভাব কেন? দুর্ব্বৃত্তকে সহকারী অমাত্য পদে নিযুক্ত করিয়া, আমি আমার এবং মহারাজের আপদকে আপনা হইতেই আহ্বান করিয়াছি। অনন্তর পথিককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সত্যব্রত! আমি যখন তাহাকে সহকারী অমাত্যপদে নিযুক্ত করি, তখন তুমি তত বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলে, কিন্তু তুমিই আবার তাহাকে অমাত্যপদে বরণ ও তাহারই হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করার জন্য মহারাজকে কেন যুক্তি দিয়াছিলে? পথিক বলিলেন, যখন আপনি ভৈরবচন্দ্রকে সহকারী অমাত্যপদে নিযুক্ত করেন, তখন আপনার সংসারাশ্রম ত্যাগ করার কোন কারণ ছিল না, সুতরাং তখন আপনার পদ ও বিষয় বৈভব নির্ব্বিঘ্নে থাকা প্রার্থনীয় ছিল বলিয়া বিরক্তভাব প্রকাশ করিয়াছিলাম। পরে যখন আপনি এবং মহারাজ উভয়ে নিঃসন্তান জন্য সংসারাশ্রম ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন, তখন আপনার পদ অন্যের অপেক্ষা, আপনার পুত্রস্থানীয় ভ্রাতুষ্পুত্রেরই হওয়া বাঞ্ছনীয় বিবেচনায় উহাকে অমাত্যপদে নিযুক্ত করার পরামর্শ দিয়াছিলাম, আপনার প্রতি যে উহার অত্যন্ত বিদ্বেষ আছে তাহাও জানিতাম, কিন্তু দুরাত্মা যে এরূপ মানুষ রাক্ষস, তাহা তখন আমার উপলব্ধিই হয় নাই, যাহা হউক সে দোষ আমারই সম্পূর্ণ।

পরমহংস এতক্ষণ দূরে থাকিয়া উত্তর প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিতেছিলেন, এক্ষণ তথায় গমন ও পথিককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সত্যব্রত! দোষ তোমার নহে, রাজর্ষিরও নহে, যত দোষের দোষি একমাত্র দুরাত্মা ভৈরবচন্দ্র। ন্যায়ানন্দ স্বামি, শত্রু প্রতিপন্ন করিয়া দুরাত্মার অপরাধের লঘুত্ব সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছেন বটে, ভ্রাতৃব্য শব্দের অর্থও শত্রু বটে, কিন্তু দুরাত্মার তুল্য মহাপাতক ভ্রাতৃব্য সংসারে বড়ই বিরল। দুরাত্মা আজন্ম প্রতিপালক পিতৃব্যের প্রতি যেরূপ অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে, তাহার সে পাপের কি যে প্রায়শ্চিত্ত, তাহা আমার উপলব্ধিই হইতেছে না, একমাত্র ঈশ্বর জানেন। তবে আমরা তপস্বি, মনুষ্য কৃত দণ্ডের বিশেষত প্রাণদণ্ডের একান্তই বিরোধি। একমাত্র ঈশ্বরই পাপীর পাপানুরূপ দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন ইহাই আমাদিগের ধারণা, সুতরাং ন্যায়ানন্দ স্বামি যে আপনাদিগের সঙ্কল্পিত দণ্ড হইতে দুরাত্মাকে মুক্ত করার যত্ন করিতেছিলেন, তাহা তপস্বির অনুরূপই কার্য্য হইয়াছে। অনন্তর তিনি সাধু ও রাজর্ষিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনাদিগের এই অভূতপূর্ব্ব সন্মিলন সঙ্ঘটন জন্য ন্যায়ানন্দ স্বামি যাঁরপরনাই যত্ন করিয়া যেমন ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্যের

সহায়তা করিয়াছেন, অতঃপর হতভাগ্য ভৈরবচন্দ্রকে শত পথে পরিচালিত করার জন্যও সেইরূপ চেষ্টা করার কল্পনা করিয়াছেন। ন্যায়ানন্দ স্বামি পরম সাধু; সাধুগণ সহজেই শান্তিপ্রিয়, অতএব অন্তত ন্যায়ানন্দের অনুরোধে আপাতত ভৈরবচন্দ্রকে ক্ষমা করা উচিত। পরমহংসের কথা সমাপ্তি হইতে না হইতে পথিক, সাধু এবং রাজর্ষি সকলেই যে আজ্ঞা বলিয়া পরমহংসকে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর পরমহংস সাধুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কেমন মহারাজ! ইতি-পূর্ব্বে শামলেশ্বরের প্রাঙ্গণে আপনি না বলিয়াছিলেন? "কন্যাটী অন্যপূর্ব্বা হওয়ায় একটা গুরুতর ভাবনার কারণ হইল"? মহারাজ! এমন সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যাও কি কখন অন্যপূর্ব্বা হওয়া সম্ভব? আপনার স্বর্ণময়ী যেমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী, বীরেন্দ্রও তেমনই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর; স্বর্ণময়ীর বীরেন্দ্রই পাত্র, বিধির ইহাই নির্ব্বন্ধ। বিধির বিধান অন্যথা করে কাহার সাধ্য। মহারাজ! এক্ষণ ন্যায়ানন্দ স্বামি ও শিষ্যগণের একান্ত ইচ্ছা "আমাদিগের রাজর্ষির পুত্রের শুভ পরিণয়কার্য্য আমাদিগের সাক্ষাতে এই দেব প্রাঙ্গণেই সম্পন্ন হয়।" অদ্য বিবাহের একটী প্রশস্ত দিনও বটে। শুনিয়া যে আজ্ঞা বলিয়া সাধু তৎক্ষণাৎ সম্মতি প্রদান করিলে পরমহংস পথিককে বলিলেন, সত্যব্রত! বীরেন্দ্রের শুভ পরিণয় কার্য্যে রাজর্ষির মত গ্রহণের পূর্ব্বেই তোমার অনুমতি গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। পথিক বলিলেন, প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য। অনন্তর পরমহংস রাজর্ষির দিকে চাহিবায় রাজর্ষি বলিলেন, প্রভুর যেরূপ ইচ্ছা তাহাই হইবে, কিন্তু শ্রাবণ মাসে বিবাহ নিষিদ্ধ নয়? শুনিয়া পরমহংস বলিলেন, কে বলিল? "মাঙ্গল্যেষু বিবাহেষু কন্যা সংবরণেষু চ। দশ মাসাঃ প্রশস্তন্তে চৈত্র পৌষ বিবর্জ্জিতাঃ।" পরিণয় প্রস্তাব শ্রবণে স্বর্ণময়ী লজ্জায় অবনত-মুখী হওয়ায় যোগিনী তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া কুটীরাভ্যন্তরে গমন করিলেন।

পরমহংস স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের নিমন্ত্রণের ভার শিষ্যগণের এবং দরিদ্র দুঃখি প্রভৃতির নিমন্ত্রণের ভার ন্যায়ানন্দের প্রতি অর্পণপূর্ব্বক পণ্ডিত পাঠানন্দকে লইয়া স্বয়ং শুভ পরিণয় তথা উৎসব উপযোগি দ্রব্যাদি আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বেদ বিধিমতে শুভ লগ্নে শুভ কার্য্য সমাধান হইয়া গেল। পরে পরমহংস নিমন্ত্রিত কৃষকমণ্ডলিকে আহারার্থে আহ্বান করায়, তাহারা বিরস বদনে বলিল, প্রভু! এক দিন আহার করিলে আর কি হইবে। আপনি আজ্ঞা করিয়াছিলেন, অদ্যই বৃষ্টি হইবে। রাত্রি প্রায় দুই প্রহর গত হইল, এ পর্য্যন্ত আকাশে এক বিন্দু মেঘও দেখা যাইতেছে না। পণ্ডিত পাঠানন্দ অতি অল্প ঘৃত আহুতি দিয়া জল পানের নিমন্ত্রণ আছে বলিয়া তখনই রুদ্রেশ্বরের প্রাঙ্গণে চলিয়া আইসেন। কেহ

কেহ বলিতেছেন, যজ্ঞভ্রষ্ট হইয়াছে, আর বৃষ্টি হইবে না। শুনিয়া পরমহংস দ্রুতপদে আশ্রমে গমন করিয়া যেখানে যত ঘৃত ছিল, একেবারে যজ্ঞ কুণ্ডে ঢালিয়া দিলেন। ধূধূ করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। পরমহংস কৃষকদিগকে বলিলেন, তোমরা আহার করিবে চল, এখনই বৃষ্টি হইবে।

এখানে পথিক বালককে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার সহধর্ম্মিণী বহু কৌশলে তোমাকে বাটী হইতে বিদায় করিয়াছিলেন বলিয়া বলিয়াছিলে, কিরূপ কৌশলে বিদায় করিয়াছিলেন, এখন বল। বালক বলিলেন, তিনি আমাকে আপনার বাটী হইতে স্ত্রীবেশে রাজ বাটীর অন্দর মহলে মহারাজের ভগিনীর নিকট লইয়া যান। তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজ বাটীর কোন কর্ম্মচারির প্রতি অনুমতি করেন যে, আমার ধর্ম্ম কন্যা শ্রীক্ষেত্র গমন করিবে, উপযুক্ত দাস দাসী সঙ্গে দিয়া এখনই বিদায় করিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ সমস্ত আয়োজন হইল। আমি বিদায় হইলাম। কয়েক দিন গমনের পর বিষ্ণুপুরের নিকটস্থ বাঁকাদহ বাজারের এপারের একটা চটিতে উপস্থিত হইয়াছি, অকস্মাৎ মাতা সত্যপ্রিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমি মহারাজের ভগ্নীর নিকট তোমার পরিচয় দিয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছি। তিনি কথায় কথায় কোন প্রাচীনা পরিচারিকার নিকট তোমার আগমন ও প্রস্থান সংবাদ প্রকাশ করায় ক্রমে তাহা ভৈরবচন্দ্রের মাতার কর্ণগোচর হইয়াছে।" শুনিয়াই আমার অত্যন্ত ভাবনা হইল। ইহাই রক্ষা, ভৈরবচন্দ্র রাজধানিতে উপস্থিত নাই। বিশেষ অনুসন্ধানে জানিলাম, নন্দননগরে তোমার উপস্থিত হওয়ার কয়েকদিন পূর্ব্বে সে দলে বলে মিথিলাভিমুখে গমন করিয়াছে। কিন্তু কি উদ্দেশে গমন করিয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারিল না, অবশেষ ভৈরবচন্দ্রের বাটীর কোন দাসীর মুখে শুনিলাম, সে তোমার মিথিলা হইতে প্রস্থান করার সংবাদ পাইয়া তোমাকে ধৃত করার জন্যই গমন করিয়াছে, এই কথা নাকি ভৈরবচন্দ্রের পত্নী তাহার ভগিকে অতি সংগোপনে বলিয়াছিল, কিন্তু সে "উন্মত্ত অবস্থাতে তাহা ব্যক্তিবিশেষের নিকট প্রকাশ করায়, দাসি তাহা অন্তরালে থাকিয়া শ্রবণ করে।" তদনন্তর তাঁহারই উপদেশমতে শীলাবতি নদী পার হইয়া স্ত্রীবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করি। তিনিই আমাকে অন্যের নিকট পরিচয় দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

পথিক। তুমি যখন স্ত্রীবেশ পরিত্যাগ কর, তখন তোমার নিকটে কে ছিল?

বালক। মাতা, সত্যপ্রিয়াই ছিলেন।

পথিক। অন্য একটী স্ত্রীলোকও ছিল না?

বালক। আজ্ঞে না, আর কেহই ছিলেন না, মাতা সত্যপ্রিয়াই ছিলেন।

পথিক। তুমি কোন্ সত্যপ্রিয়ার কথা বলিতেছ ?

বালক। যিনি আপনার সহধর্ম্মিণী।

পথিক। (স্বগত) সেই ললিতচর্ম্ম পলিতকেশ গলিতদন্তবিশিষ্টা নবতিবর্ষ অতীত বয়স্কাবৃদ্ধা আমার প্রণয়িনী, হরি, হরি ! বীরেন্দ্র পাগল হইয়াছে নাকি ? ও যে আমাকেও পাগল করিয়া তুলিল। (প্রকাশ্যে) আমার সহধর্ম্মিণী ত তত বৃদ্ধা নন।

বালক। তিনি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বৃদ্ধা-বেশেই গমন করিয়াছিলেন।

পথিক। (স্বগত) ধাত আসিল, রক্ষা হইল। (প্রকাশ্যে) তুমি তত অলঙ্কার ও নোট কোথায় পাইয়াছিলে ?

বালক। মাতা সত্যপ্রিয়াই দিয়াছিলেন।

পথিক। (স্বগত) না হইবে কেন ? সে যে আমার সহধর্ম্মিণী। (প্রকাশ্যে) তুমি তাঁহাকে তথায় একা রাখিয়া গমন করিলে কিরূপে ? যদি রক্ষীপুরুষেরা তাঁহাকে হত্যা করে ?

বালক বলিলেন, মাতাই তাহার উপায় অবলম্বন করিয়া আগমন করিয়াছিলেন। তিনি পিত্রালয় হইতে উপযুক্ত লোকজন সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। তাহারা তখন শিবিকা ও বাহকগণ সহিত পথের পার্শ্বে একটা গহ্বরে গোপনভাবে ছিল, মাতা সেই শিবিকায় পিত্রালয়ে গমন করিবেন। পথিক জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি পথিমধ্যে তোমার নিকট কি ভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন ? বালক বলিলেন, তিনি বৃদ্ধা-বেশে পান্থশালায় উপস্থিত হইয়া নির্জ্জনে আমাকে বলিলেন, "আমি শিবিকায় আসিতেছিলাম, তোমরা এখানে আহারাদি করিতেছ, শুনিয়া বেশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক শিবিকা পরিত্যাগ করিয়া আসিতেছি। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তোমাদিগের বিশ্বস্তা প্রতিবাসিনী ; তোমার সঙ্গে শ্রীক্ষেত্র গমন উদ্দেশে আসিয়াছি ইহাই বলিবে।" অনন্তর পথিক বলিলেন, জনশূন্য পথিমধ্যে সেরূপ জরাজীর্ণা একটী স্ত্রীর নিকটে তোমাকে রাখিয়া রক্ষীপুরুষগণের ত ততদূর নদীগর্ত্তে গমন করা সম্ভব ছিল না। বালক বলিলেন, মহারাজের ভগ্নী রক্ষীপুরুষদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "আমার ধর্ম্ম কন্যা গৃহস্থঘরের মেয়ে, রাজ-অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদিগের মত সর্ব্বদা নজরবন্দি থাকিতে পারিবে না। সে যখন যেরূপ বলিবে, তোমরা সেইরূপ করিবে।" মাতার যুক্তিমতেই তিনি ঐরূপ বলিয়াছিলেন। তখন পথিক বলিলেন, সহধর্ম্মিণী সকলই সুপরামর্শ

দিয়াছিলেন, কিন্তু রাজপথ দিয়া যে তোমার গমন করা উচিত নয়, এ পরামর্শটী দিতে পারেন নাই। বালক বলিলেন, সে বিষয়েও তাঁহার ত্রুটি ছিল না। তিনি প্রথমে রাজপথে গমন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আবার বলিলেন, "শুনিয়াছি মেদিনীপুর পর্য্যন্ত পথের উভয় পার্শ্বেই ঘোর জঙ্গল, অতএব অন্য দিকে না গিয়া রাজপথ দিয়াই ত্রাস্তভাবে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত গমন কর, তথা হইতে কোন অপ্রকাশ্য পথে শ্রীক্ষেত্রে গমন করিবে। আমি এখানে কোন লোককে উপস্থিত থাকিতে বলিব, রক্ষীপুরুষেরা উপস্থিত হইলে, তুমি ও আমি এখান হইতে বগড়ীতে কৃষ্ণরায় জিউর দর্শন করিতে গিয়াছি, সে তাহাদিগকে এই কথা বলিবে। তাহারা এই কথা শুনিয়া অবশ্য বগড়ীতেই গমন করিবে, যেহেতু তাহারা এ পর্য্যন্ত প্রকৃত ব্যাপারের কিছুমাত্র জানে নাই।"

অনন্তর পথিক বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পিতা কোথায় আছেন এবং তোমার মাতা জীবিত আছেন কি না? সে দিন এই বিষয়ের প্রশ্ন যখন কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের দ্বারা প্রস্তুত করাইয়াছিলাম, তখন তোমার মাতা পিতার নাম অবশ্য উচ্চারণ করিয়া থাকিব, তাহাই শুনিয়া তুমি আমাকে মায়াবী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলে? না সন্দেহ করার আর কোন কারণ ছিল? আর ঐন্দ্রজালিকের কথাই বা তোমায় কে বলিয়াছিল? বালক বলিলেন, আপনি যাহা অনুমান করিয়াছেন, তাহা ভিন্ন সন্দেহ করার আর কোন কারণ ছিল না। ঐন্দ্রজালিকের কথা মাতা সত্যপ্রিয়াই আমায় বলিয়াছিলেন। শুনিয়া পথিক হাস্যবদনে বলিলেন, তিনিও তোমায় বলিয়াছিলেন, আর সম্ভবত তোমার এখনও মনে হইতেছে, তেমন বহুরূপী মায়াবিনীর স্বামী যে মায়াবী হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, কেমন? শুনিয়া বালক লজ্জায় অধোবদন করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

এখানে পুষ্পবৃক্ষমূলে পণ্ডিত পাঠানন্দ ন্যায়ানন্দকে নিকটে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আবার ও, (পথিক) খড়্গখানা দেখাইয়া আপনাকে কি বলিতে-ছিল? এখনও কি অধিপতিকে উহার হত্যা করার ইচ্ছা আছে? ন্যায়ানন্দ বলি-লেন, না, সে ইচ্ছা নাই, তবে খড়্গখানা যে দেখাইতেছিলেন, সে অনেক কথা। উনি (পথিক) বহুদিন হইতে তীর্থ পর্য্যটন করিতেছিলেন মধ্যে বাটীতে উপস্থিত হইয়া রাজর্ষি ও যোগিনীর নিরুদ্দেশ বার্ত্তা শ্রবণে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া অধিপতিকে জিজ্ঞাসা করেন, ইতিপূর্ব্বে মিথিলায় যখন তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তখন তুমি বীরেন্দ্রের হত হওয়ার সংবাদই দিয়াছিলে, প্রভু (রাজর্ষি)

ও প্রভুপত্নী (যোগিনী) যে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, একথাত বল নাই? আরও শুনিতেছি, তোমার মাতা প্রভুপত্নীকে প্রভুর জীবন সম্বন্ধে স্বকপোল কল্পিত অমঙ্গলসূচক সংবাদ দেওয়ায় তিনি তখনই আত্মঘাতিনী হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তৎকালে কেহ বাধা দেওয়ায় আত্মঘাতিনী হওয়ার জন্যই না কি তিনি গৃহত্যাগি হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অনুসন্ধান জন্য কেহ কিছু বলিলে, তোমরা তাহাকে বিদ্রূপও করিয়া থাক! তোমাদিগের এ সকল কিরূপ আচরণ! তোমাদিগের উদ্দেশ্য কি। তবে কোন দুরভিসন্ধি আছে না কি?" ঐ সকল কথা শুনিয়া অধিপতি ক্রোধে অধীর হইয়া উঁহাকে (পথিককে) "দাস, দাসানুদাস দ্বিতীয়বার ঐরূপ কথা বলিলে মস্তকচ্ছেদন করিব" বলিয়া খড়্গ দেখাইয়াছিল। সাধু তখন রাজধানিতে উপস্থিত ছিলেন না, সুতরাং উঁনি (পথিক) অনন্য উপায় হইয়া পরমেশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করেন, "হে অন্তর্যামি ঈশ্বর, দুরাত্মা ভৈরবচন্দ্রই যে আমার প্রভু ও প্রভুপত্নীর নিরুদ্দেশের একমাত্র কারণ, তাহা অকস্মাৎ আমার অন্তর মধ্যে উপলব্ধি হওয়াতে সরলভাবে সেই কথা দুরাত্মাকে বলায় দুর্বৃত্ত আমায় মদভরে যেরূপ অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ ও মস্তকচ্ছেদন উদ্দেশে যেরূপভাবে খড়্গ প্রদর্শন করিল, তাহা আপনার অবিদিত নাই, এক্ষণে আমি কর্ত্তব্য বোধে তীর্থপর্য্যটন স্থগিত করিয়া সশস্ত্রে প্রভুর উদ্দেশে গমন করিতেছি, যদি আমার ধারণা ভ্রমমূলক না হয়, যদি দুরাত্মা প্রকৃতই অপরাধী হয়, তবে যেন এ অস্ত্র এ হস্তে উপযুক্ত সময়ে দুরাত্মা ভৈরবচন্দ্রের প্রতিকূলেই ব্যবহৃত ও পরিচালিত হয়।" মধ্যে ঐ অস্ত্র ঘটনাক্রমে ভৈরবচন্দ্রের হস্তগত হওয়ায় সে শত্রুর অস্ত্রে শত্রুর শিরশ্ছেদন করিবে এই অভিপ্রায়ে ঐ অস্ত্র লইয়া বীরেন্দ্রের (বালকের) পশ্চাতে ধাবিত হইতেছিল, এমন সময় ঈশ্বরের মহিমায় উহা উনি (পথিক) অধিপতির হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ ও অধিপতির বিরুদ্ধে পরিচালন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া কৃতকৃত্য বোধে ঐ অস্ত্র আমায় দেখাইয়া ঈশ্বরের অপার মহিমার পরিচয় দিতেছিলেন। শুনিয়া পাঠানন্দ বলিলেন, কি ধৃষ্টতা! আপনার নিকট আবার ঈশ্বরের মহিমার পরিচয়? ন্যায়ানন্দ বলিলেন, ধৃষ্টতা বলিবেন না। ঈশ্বরের মহিমার পরিচয় যিনি যে বিষয়ে যতদূর অবগত হইয়াছেন, তিনি সে পরিচয় সকলের নিকট দিতে পারেন, দিতে বাধ্য। তখন পাঠানন্দ বলিলেন, উঁহার (পথিকের) খড়্গ অধিপতি পাইলেন কিরূপে? ন্যায়ানন্দ বলিলেন, খড়্গখানা ব্যাগের মধ্যে একটা বৃক্ষে ছিল, পরে অধিপতির পক্ষের লোকের হস্তগত হওয়ায় তাহারাই উহা অধিপতিকে দিয়াছিল।

শুনিয়া পাঠানন্দ দুঃখিত হইয়া বলিলেন, অধিপতির কি দুর্ভাগ্য! কোথায় অধিপতি তাঁহার শত্রুর শিরশ্ছেদন করিবেন, না তাহার শত্রুই এখন তাহার শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত! শুনিয়া ন্যায়ানন্দ বলিলেন, অধিপতির দুর্ভাগ্য বলিয়া কেন বলিতেছেন, আপনার অধিপতি যে প্রকার অধার্ম্মিক, এখনও যে সে স্বচ্ছন্দ শরীরে আছে, ইহাই তাহার সৌভাগ্য। দুর্বৃত্তের অসাধ্য কার্য্য নাই; সে না করিতে পারে এমন দুষ্কার্য্যই নাই, আপনি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত নহেন বলিয়াই ঐরূপ বলিতেছেন। আপনি কি সাধুর সামলেশ্বরের মন্দিরের কথিত কাহিনী শ্রবণ করিয়াছেন? পাঠানন্দ বলিলেন, স্বয়ং সাধু মুখে শ্রবণ না করি, শিষ্যগণের মুখে সমস্ত শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণ, রাজর্ষি ও যোগিনী প্রভৃতির কথাও মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়াছি। ন্যায়ানন্দ বলিলেন, তথাপি অধিপতির দুর্ভাগ্য বলিয়া কেমন করিয়া বলিতেছেন? শুনিয়া পাঠানন্দ বলিলেন, যে সকল বিবরণ শুনিলাম, তাহাতে অধিপতি যে ঐ সকল বিষয়ে প্রকৃত অপরাধি, তাহা এখনও আমার মনে হইতেছে না। অধিপতির কৌশলেই যদি বীরেন্দ্র আবদ্ধ থাকিত, তবে ত অধিপতি বীরেন্দ্রকে হত্যাও করিতে পারিত? ন্যায়ানন্দ বলিলেন, হত্যা করিবে বলিয়াই প্রথমে স্থির করিয়াছিল, কিন্তু ঈশ্বরের কেমন যে মহিমা, বীরেন্দ্র বা বীরেন্দ্রের মাতা পিতাকেও হত্যা করিলে তৎক্ষণাৎ অধিপতিকে হত হইতে হইবে, অকস্মাৎ অধিপতি এইরূপ বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্ন দর্শন করায় তবে বাধ্য হইয়া হত্যার কল্পনা পরিত্যাগ করে। পাঠানন্দ বলিলেন, হত্যা না করার উহা কারণ হইতে পারে, শত্রুকে শিক্ষা দেওয়ার কারণ কি? তখন ন্যায়ানন্দ হাস্যবদনে বলিলেন, ধূর্ত্তের সর্ব্বত্রই ধূর্ত্ততা, সে সকলকেই, অধিক কি আপনার আত্মাকে তথা ঈশ্বরকেও বঞ্চনা করিতে চাহে। অধিপতি ভাবিল যদি হত্যাতেই বাধা হইল, তবে রাজকন্যার সহিত উহার পুত্রের বিবাহ হওয়ার পরে পুত্র রাজ্যপ্রাপ্ত হইলে, সম্বন্ধীকে অমাত্যপদে এবং বীরেন্দ্রকে প্রকারান্তরে উদ্ধার করিয়া অমাত্যের সহকারি পদে নিযুক্ত করিবে, মানস রাজর্ষি যে অধিপতিকে আজিবন প্রতিপালন, অবশেষ আপন সহকারীপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, লোকত ধর্ম্মত তাহার প্রতিশোধ হইবে, বুদ্ধিমান বীরেন্দ্রও চিরকাল কৃতজ্ঞভাবে সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। পাঠানন্দ বলিলেন, অধিপতি যদি আপনার হত হওয়ার আশঙ্কাতে হত্যার কল্পনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তবে উহার, (বালকের) মস্তকচ্ছেদন উদ্দেশে এখনই খড়্গ উত্তোলন করিয়া মন্দিরের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াছিলেন কেন? ন্যায়ানন্দ বলিলেন, হত্যার কল্পনা ত্যাগ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু

বীরেন্দ্র মিথিলা হইতে প্রস্থান করিয়া অধিপতিরই কর্ত্তৃত্বাধীন রাজবাটীর সাহায্যে স্ত্রীবেশে শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে প্রস্থান করা ও শীলাবতি নদীর এপারে উপনীত হইয়া অপূর্ব্ব কৌশলে অন্তর্হিত হওয়ার সংবাদ জ্ঞাত হইয়া হত্যা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই ভাবিয়া পুনর্ব্বার হত্যা করার কল্পনা করে। অধিপতির ন্যায় ধূর্ত্ত অধার্ম্মিক সংসারে অতি বিরল। শুনিয়া পাঠানন্দ বলিলেন, অধিপতি অধার্ম্মিক হইলেও উহার (পথিকের) তুল্য মহাপাতক নয়, ও আশ্রমে প্রবেশ করাতেই "ইহা হংসাশ্রম নহে ভণ্ডাশ্রম" বলিয়া দৈববাণী হইয়াছিল। শুনিয়া ন্যায়ানন্দ বলিলেন, সে দৈববাণী নয়, জনৈক আহার্য্য প্রত্যাশী অন্ধ ভণ্ডাশ্রম ভণ্ডাশ্রম বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিল। সে আহারান্তে আমাকে বলিল, "এখনই কোন আহার্য্য প্রত্যাশী ইহাই কি হংসাশ্রম? বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এখানে আহার পাওয়ার আশা নাই ভাবিয়া ইহা হংসাশ্রম নহে, ভণ্ডাশ্রম বলিয়া আমি বলায়, সে চলিয়া গেল।" শুনিয়া আমি কথিত আহার্য্য প্রত্যাশীর অনুসন্ধান করিলাম, দেখিতে পাইলাম না। পরে চর আনন্দ আশের মুখে দৈববাণীর কথা শুনিয়া, ব্যাপার বুঝিতে পারিলাম।

পাঠানন্দ। অধিপতির কন্যা ও মাতুলপুত্র কোথায় গেল?

ন্যায়ানন্দ। উহারা অধিপতির মাতুলের মাতুলালয়ে আছে। মাতুলের মাতুলালয় বহুদূরদেশে।

পাঠানন্দ। আপনি এত তত্ত্ব অবগত হইলেন কিরূপে?

ন্যায়ানন্দ। আপনার অধিপতিই প্রকাশ করিয়াছেন।

পাঠানন্দ। অপরাধি কি কখন অপরাধ প্রকাশ করে। বিশেষতঃ, আপনার নিকটে এ সকল কথা তাঁহার প্রকাশ করার কারণ কি?

ন্যায়ানন্দ। আমার নিকট না হউক, কাপালিকের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন।

পাঠানন্দ। কাপালিকের নিকটে!

ন্যায়ানন্দ। বিস্মিত হইলেন কেন? আপনিইত তাহাদিগকে পাঠাইয়াছিলেন। স্মরণ নাই কি?

পাঠানন্দ। আমি কবে কাহাকে কোথা হইতে পাঠাইয়াছিলাম।

ন্যায়ানন্দ। তুরকাধিপতির কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট হইতে।

পাঠানন্দ। তাহারা ত তুরকাধিপতির ভৃত্য!

ন্যায়ানন্দ। তাহারাই আপনার অধিপতির কাপালিক! তাহারা অধিপতির নিকট কত অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিল, শবসাধন করিল, শেষে অধিপতিকে শিষ্য পর্য্যন্ত করিল।

পাঠানন্দ। বলেন কি! তাহারা আবার কি অদ্ভুতশক্তির পরিচয় দিল!

ন্যায়ানন্দ। স্মরণ আছে, ভৃত্য দুইটী সর্ব্বাংশে একাকৃতি?

পাঠানন্দ। একাকৃতিত বটেই, স্বরও প্রায় অভিন্ন, শুনিয়াছি, তাহারা যমল।

ন্যায়ানন্দ। তাহারা কাপালিকের বেশ ধারণ করিয়া এক ব্যক্তি আশ্রমে, অপর ব্যক্তি শ্মশানে গিয়া শবের উপর বসিয়া রহিল। অধিপতি একই সময়ে এক মূর্ত্তিকে, উভয় স্থানে বিরাজিত দেখিয়া একেবারেই অবাক্।

পাঠানন্দ। তাহারা শবসাধন করিল কেমন করিয়া।

ন্যায়ানন্দ। কেমন করিয়া আর করিবে; যেমন করিয়া সচরাচর শবসাধন করা হয়, সেইরূপই করিল। শ্মশানভূমিতে একটা জীবন্ত মনুষ্যের উপর বসিয়া কত কি মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল, সঙ্কেত অনুসারে মানুষটা হাঁ করিল, হাত পা নাড়িল, কথাও কহিল।

পাঠানন্দ। তবে শব সাধন নয়, প্রতারণা!

ন্যায়ানন্দ। শব সাধন নয় কেন? জগতে যেখানে যত শব সাধন হয়, ঐ রূপই হইয়া থাকে।

পাঠানন্দ। আপনার শব সাধনকারী কাপালিক এখন কোথায়?

ন্যায়ানন্দ। বীরেন্দ্র (বালক) অক্ষত শরীরে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বাররুদ্ধ করায় তাহার কার্য্য শেষ হইল বুঝিয়া, প্রাঙ্গনের দ্বারদেশ হইতে তুরকা-গড়ের কাপালিক তুরকাগড়েই গিয়াছে।

পাঠানন্দ। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) তাই না এতক্ষণ বলিতেছিলেন, অধি-পতি প্রতারক, প্রবঞ্চক, ধূর্ত্ত!

ন্যায়ানন্দ। না হয় আমিও ধূর্ত্ত।

পাঠানন্দ। যদি আপনার ন্যায় সাধুও ধূর্ত্ততা করিতে পারেন, তবে অধিপতির ধূর্ত্ততা অপরাধ গণ্য হইবে কেন?

ন্যায়ানন্দ। সেরূপ ধূর্ত্ততা আর এরূপ ধূর্ত্ততায় ঠিক বিপরীত ভাব।

পাঠানন্দ। ধূর্ত্ততা শব্দের একই অর্থ, একই ভাব, তাহার আবার প্রভেদ কি?

ন্যায়ানন্দ। প্রভেদ অল্প নয়, বিস্তর। অধিপতির ধূর্ত্ততায় অন্যের সর্ব্বনাশ হইতে-ছিল। আর আমার ধূর্ত্ততায় উহার ধূর্ত্ততা নিবারণ, তথা ঈশ্বরের অবশ্য অভিপ্রেত এই অপূর্ব্ব সম্মিলন সংঘটনের সাহায্য হইয়াছে। তথাপি কি প্রভেদ নয় বলিবেন?

পাঠানন্দ। প্রভেদ হইলেও সাধু সিদ্ধ পুরুষের কি ধূর্ত্ততা কর্ত্তব্য।

স্তায়ানন্দ। সাধুসিদ্ধ পুরুষত পরের কথা। দুষ্টের দমন জন্য স্বয়ং ভগবানকেও কৌশল অবলম্বন করিতে হয়, মহাভারতের ঠাকুরের দৌত্যের কথা কি মনে নাই।

পাঠানন্দ। মনে থাকিবে না কেন। ভাল অধিপতি যদি এতই অপরাধি, তবে অধিপতি তত অপরাধি নহে বলিয়া আপনি তর্ক বিতর্ক ও যুক্তিপ্রদর্শন করিতেছিলেন কেন?

স্তায়ানন্দ। সে কি যুক্তি? একটা ফাঁকি মাত্র। নহিলে যে অধিপতির তখনই শিরশ্ছেদন হয়।

পাঠানন্দ। অধিপতি অপরাধি হইলেও আপনি চাতুরী না করিলে অধিপতির অপরাধ প্রকাশের সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহাকে এত লাঞ্ছনা ভোগও করিতে হইত না।

স্তায়ানন্দ। ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে। পাপ কখন কি অপ্রকাশ থাকে। ধর্ম্মই প্রকাশ করিয়া দেন। আমার চাতুরীর দ্বারা অধিপতির অপকার না হইয়া উপকারই হইয়াছে। আমি ঐরূপে বাধা না দিলে সে আরও কত যে দুষ্কার্য্য করিত, তাহার সীমা নাই, শেষ এই ফল হইত, সবংশে সবান্ধবে ধ্বংস হইত।

পাঠানন্দ। অপরাধ প্রকাশ হইলে তবে ত? ধর্ম্ম কি আর আপনি আসিয়া অপরাধ প্রকাশ করিয়া দিতেন?

স্তায়ানন্দ। ধর্ম্মই যদি প্রকাশ না করিবেন, তবে অধিপতি অপরাধি বলিয়া সত্যব্রতের ধারণা হওয়ার কারণ কি?

পাঠানন্দ। এখনত সহজে সকলেরই সন্দেহ হইতে পারে।

স্তায়ানন্দ। এখনকার কথা ত্যাগ করুন। রাজর্ষি ও যোগিনীর নিরুদ্দেশ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই অধিপতির প্রতি সত্যব্রতের সন্দেহ উপস্থিত হয় কেন?

পাঠানন্দ। সে সন্দেহ মাত্র। এখন যে আপনার কৌশলে আদ্যন্ত সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ প্রমাণিত হইল। যাহা হউক, উপস্থিত ঘটনার শববহন পর্য্যন্ত সকল কার্য্যেরই মূলে যে আপনি আছেন, তাহা এতক্ষণে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম।

স্তায়ানন্দ। যাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত, তাহা যে কোনরূপে হউক সঙ্ঘটন হইবেই হইবে। আমার দ্বারা না হইলে অন্যের দ্বারা, অন্যের দ্বারা না হইলে প্রকারান্তরে সংঘটন হইত, সন্দেহ নাই। হিমালয়ের কর্ম্মচারির

পত্রের মর্ম্মত, আপনাকে ইতিপূর্ব্বে অবগত করিয়াছি, বলুন দেখি, স্বর্ণময়ীর অকস্মাৎ সেরূপ পীড়া উপস্থিত হওয়া কি ঐশ্বরিক ব্যাপার নহে?

পাঠানন্দ। অধিপতি যে অপরাধ, তাহা ক্রমে আমারও বোধ হইতেছে। সে যাহা হউক, হিমালয়ের কর্ম্মচারিটা কে? আর সে মাতা ঠাকুরাণী বলিয়া পত্রে কাহার কথা উল্লেখ করিয়াছিল?

ন্যায়ানন্দ। কর্ম্মচারি অধিপতির সাক্ষাৎ শ্যালক। মাতা ঠাকুরাণী বলিয়া সে যাহার কথা উল্লেখ করিয়াছিল, সে তাহার প্রকৃতই গর্ভধারিণী অর্থাৎ অধিপতির শাশুড়ী। তিনিই হিমালয়ের অধিকারিণী নামে অভিহিতা।

পাঠানন্দ। তবে যে শুনিতাম, হিমালয়ের অধিকারিণী পতি পুত্রহীনা ব্রাহ্মণ মহিলা। পুত্র স্বত্বেও মাগি পুত্রহীনা বলিয়া পরিচয় দেয়, কি প্রকৃতি!

ন্যায়ানন্দ। সুধু কি তাহাই, মাগি সধবা, এখনও অধিপতির শ্বশুর বর্ত্তমান।

পাঠানন্দ। বলেন কি? স্বামি সত্বেও মাগি বিধবা বলিয়া পরিচয় দেয়, মাগি কে গো!! আর পুত্রটাই বা কি রকমের লোক!!!

ন্যায়ানন্দ। লোক আর কেমন, যেমন ভগ্নিনীপতি তেমনই শ্যালক, তেমনই শাশুড়ি, তেমনই সহচর, তেমনই চর অনুচর. "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে।"

পাঠানন্দ। চুলায় যাউক। শুনিতেছি সাধুর বিষয় বৈভব বিস্তর। কোনরূপে রাজসংসারে প্রবেশ করিতে পারিলে দারিদ্র্য দূর হওয়া সম্ভব। সাধুর সহিত গমনের উপায় করিয়া দিতে পারেন?

ন্যায়ানন্দ। যদি গমনের ইচ্ছা থাকে, আপনার ছাত্র বীরেন্দ্রের সহিত গমন করিতে পারেন। সেত রাজ জামাতার সহিত গমন করিবে।

পাঠানন্দ। সে কেন যাইবে।

ন্যায়ানন্দ। সে যে রাজ জামাতা বীরেন্দ্রের সখা।

পাঠানন্দ। সে সখা হইল কিরূপে?

ন্যায়ানন্দ। রাজ জামাতার জন্য তাহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, এই পরিচয় সাধুকে দেওয়ায় সাধুই তাহাকে জামাতার সখাপদে বরণ করিয়াছেন।

পাঠানন্দ। বীরেন্দ্রকে বন্ধন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, আর আমাকে বুঝি বর-সজ্জায় চতুর্দ্দোলে চাপাইয়া লইয়া গিয়াছিল। আপনাদিগের কি বিবেচনা? বীরেন্দ্রের বন্ধনের পরিচয় দিতে পারিলেন, আর সেই সঙ্গে

আমার বন্ধনের পরিচয় দিতে পারিলেন না? অথবা আপনাদিগের দোষ কি, আমারই ভাগ্যের দোষ, "দুর্ভাগয়াঃ ন মে ধাতা নান্যকুলো মহেশ্বরঃ। দেবী বা বিমুখী গৌরী রুদ্রাণী গিরিজা সতী।"

ন্যায়ানন্দ। আপনি এত দুঃখিত হইতেছেন কেন?

পাঠানন্দ। দুঃখের কথা নয়? অধিপতির অনেক আশা করিয়াছিলাম, সে আশায় ত জলাঞ্জলি দিতে হইল। আপনার অনেক ভরসা করিতাম, সে পরিচয় ত এখন যথেষ্ট পাইলাম। অন্য আশার কথা দূরে থাক, প্রাতঃকাল হইতে এত রাত্রি পর্য্যন্ত যে কঠোর পরিশ্রম করিলাম, তাহার উচিত প্রাপ্য পর্য্যন্তও পাইলাম না।

ন্যায়ানন্দ। কোন বিষয়ের, যজ্ঞের না বিবাহের?

পাঠানন্দ। ছাই পাঁস দুইটার।

ন্যায়ানন্দ। যজ্ঞেরও কিছুই পান নাই?

পাঠানন্দ। কিছুই না, তৈলবট পর্য্যন্ত না।

ন্যায়ানন্দ। চাহিয়াছিলেন?

পাঠানন্দ। চাহিয়াছিলাম, কৃষকেরাও দিতে চাহিয়াছিল। অমনি পরমহংস উপস্থিত হইয়া বলিলেন, পরে দিবে, অগ্রে বৃষ্টি হউক।

ন্যায়ানন্দ। দক্ষিণা?

পাঠানন্দ। দক্ষিণার বেলাও সেই কথা। পরে হইবে।

ন্যায়ানন্দ। পরে হইবে এ কথা কে বলিল।

পাঠানন্দ। আর কে বলিবে। যার পুত্র পরিবার নাই, ঘর দ্বার নাই, চালচুলা পর্য্যন্ত নাই, নিহঙ্গ নহিলে কি এমন কথা কেহ বলেন।

ন্যায়ানন্দ। আমিও ত নিহঙ্গ।

পাঠানন্দ। তথাপি আপনার কর্ম্মকাণ্ড বোধ আছে। তাঁহার কর্ম্মকাণ্ড বোধ থাকিলে কি উচ্ছিষ্ট হাতঝাড়া ঘৃতটা লইয়া আবার আহুতি দেন?

ন্যায়ানন্দ। হাতঝাড়া ঘৃতটাও গিয়াছে? যাউক দক্ষিণাটা যাহাতে বেশী হয়, তাহার তখন চেষ্টা করিব।

পাঠানন্দ। চেষ্টা করিবেন আর কখন?

ন্যায়ানন্দ। যেমন কথা আছে, বৃষ্টি হইলে।

পাঠানন্দ। তবেই হইয়াছে, বৃষ্টিও হইবে না, দক্ষিণাও পাইব না?

ন্যায়ানন্দ। কেন?

পাঠানন্দ। কেন? বলিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, উচ্ছিষ্ট হাতঝাড়া ঘৃতে আহুতি দেওয়া হইয়াছে, আর বৃষ্টি হয়?

ন্যায়ানন্দ। না হয় বিবাহের বিদায়টা বেশী করিয়া দেওয়াইব।

পাঠানন্দ। (সজলনয়নে) মহাশয় এ পরিহাসের সময় নয়। অন্তরে আঘাত লাগিয়াছে, কাটা ঘায়ে লুনের ছিটা দিতেছেন কেন?

"আপনি এত দুঃখিত হইয়াছেন বলিয়া জানিতাম না, এখনই আপনাকে সাধুর সভাপণ্ডিতি পদে বরণ করাইব, আপনি সাধুর নিকটে গিয়া পরিচয় প্রদান করুন, আমি এখনই তথায় গিয়া উপস্থিত হইতেছি" বলিয়াই ন্যায়ানন্দ দ্রুতপদে স্থানান্তরে গমন করিলেন। পণ্ডিত পাঠানন্দ ভাবিতে লাগিলেন, কখনও ত কোন রাজার নিকটে গমন করি নাই, গিয়া কি বলিব? আবার ভাবিলেন, ভয় করিলে কি হইবে, হরির স্মরণ করি, তিনি যাহা বলাইবেন, তাহাই বলিব। অনন্তর "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গু র্লঙ্ঘয়তে গিরিম্। যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধব॥" এই কবিতা মনে মনে আবৃত্তি করিতে করিতে সাধুসান্নিধ্যে গমন ও প্রাতঃজয় হউক বলিয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক "রাত্রৌ নৈব নমস্কুর্য্যাত্তেনাশীরভিচারিকা। অতঃ প্রাতঃ পদং দত্বা প্রযোক্তব্যে চ তে উতে॥" এই কবিতা আবৃত্তি করিয়াই সাধুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! আমিই পরমহংসের আশ্রমের মধ্যে একমাত্র শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। অনন্তর পথিককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কেমন গো, সত্যব্রত! আমিই আশ্রমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত কি না?

পথিক। হাঁ মহাশয়, আমি আপনাকে হংসাশ্রমে দেখিয়াছিলাম, আপনার কুটীরে আপনি আমাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন।

পাঠানন্দ। সে কথা পরে প্রয়োজন হইবে। আমিই আশ্রমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত কি না, এখন তাহাই বলুন।

পথিক। আজ্ঞে হাঁ, আপনার নাম পণ্ডিত পাঠানন্দ বলিয়া শুনিয়াছি।

পাঠানন্দ। পণ্ডিত বলিয়া নাম শুনিলে কি হইবে, অনেকে অন্ধ পুত্রেরও পদ্মলোচন নাম রাখিয়া থাকে। আমিই আশ্রমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত কি না, এখন তাহাই বলুন?

পথিক। আপনার একটী ছাত্রও আছেন।

পাঠানন্দ। কি বিপদ, ছাত্র একটী আছে, না দশটী আছে, সে কথা কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে? জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমিই শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত কি না, এখন তাহাই বল?

পথিক। তা—তা—

পাঠানন্দ। পণ্ডিত পাঠানন্দ বলিয়া নাম শুনিয়াছ, আশ্রমে দেখিয়াছ, কুটীরে শয়ন করিয়াছ, ছাত্র আছে দেখিয়াছ, এত কথা অম্লান বদনে বলিতে পারিলে, আর যে কথাটী আমার প্রয়োজন, সেই কথাটী বলিবার সময় তা—তা? তা জানি, তুমি ভাল লোক নও।

পথিক। আপনাকে আপনার কুটীরেই দেখিয়াছিলাম, বিচারকালে শিষ্যগণ ও আপনার ছাত্র বীরেন্দ্রকে দেখিয়াছিলাম, বিচারস্থলে আপনাকেত দেখি নাই?

পাঠানন্দ। (ক্রোধভরে) আমারই ভুল। তখন যে তোমার সাঙ্ঘাতিক জলোদরি রোগে দৃষ্টি ক্ষয় ও বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, দেখিবে বা বুঝিবে কিরূপে। না?

পথিক। অকারণ ক্রোধ করেন কেন?

পাঠানন্দ। অকারণ ক্রোধ করিতেছি বটে? কুটীরে স্থান দিলাম, উপকার করিলাম, বন্ধন ভোগ করিলাম, তাহারই বুঝি এই প্রত্যুপকার? তুমি বড়ই কৃতঘ্ন!

পথিক। আশ্রয় দিয়াছেন, উপকার করিয়াছেন, তাহা আমি এক ক্ষণের জন্যও অস্বীকার করিতে পারিব না।

পাঠানন্দ। (পথিককে ঠেলিয়া দিয়া) আরে, দূরে যাওনা, ধীরে ধীরে কথা কওনা, থুথুতে যে একেবারে গা ভর্ত্তি করিয়া দিলে।

পথিক। না, মহাশয়! থুথু কেন হইবে, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিপাত হইতেছে।

পাঠানন্দ। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিপাত হইতেছে, না তোমার মুণ্ডপাত হইতেছে।

"পণ্ডিত মহাশয়! ভ্রম হইল নাকি? আপনি বড়ই আত্মবিস্মৃত; সত্যব্রত সত্যই বলিতেছেন, সত্য সত্যই বৃষ্টিপাত হইতেছে। সমস্ত আকাশ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে, বৃষ্টির জন্য আপনি অদ্য যজ্ঞ করিয়াছেন, তাহা কি কখন নিষ্ফল হইতে পারে?" দূর হইতে ইহা বলিতে বলিতে জ্ঞানানন্দ স্বামী উপস্থিত হইলেন এবং সাধুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! পণ্ডিত পাঠানন্দ অদ্বিতীয় পণ্ডিত। সর্ব্ব শাস্ত্র ইঁহার তুণ্ডাগ্রে। ইনি সভাপণ্ডিতের উপযুক্ত পাত্র। পরমহংসও সেই সময় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, পণ্ডিত পাঠানন্দের সর্ব্ব শাস্ত্রেই সমান অধিকার, ইঁহাকে বিচারে পরাভব করে কাহার সাধ্য? জ্ঞানানন্দের অভিপ্রায় ও পরমহংসের আভাস বুঝিতে পারিয়া, সাধু বলিলেন, অদ্য হইতে পণ্ডিত মহাশয়কে প্রধান সভাপণ্ডিত পদে বরণ করিলাম।

তদনন্তর পথিক যোগিনীপ্রদত্ত একছড়া মুক্তামালা, আর একছড়া মণিমাণিক্য খচিত কণ্ঠাভরণ পৌরোহিত্য ও সভাপণ্ডিতি বিদায়স্বরূপ পাঠানন্দের হস্তে প্রদান করায়, পণ্ডিত মহাশয় তাহা আলোকের নিকট লইয়া গিয়া নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বলিলেন, ইহা অপেক্ষা স্বর্ণ বা রৌপ্যময় কোন আভরণ পাইলে ব্রাহ্মণী অধিক সন্তুষ্ট হইতেন, শুনিয়া সাধু পাঠানন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, পণ্ডিত মহাশয়! আপনার হস্তস্থিত অলঙ্কারের মূল্য স্বর্ণময় অলঙ্কারের মূল্যাপেক্ষা শতগুণ অধিক হইবে। আঁ্যা বলেন কি? তবে ইহাই উত্তম বলিয়া পরম পরিতোষ পূর্ব্বক পণ্ডিত পাঠানন্দ গমনোদ্যত হইলে, পরমহংস হাস্যসম্বরণ করিতে না পারিয়া অন্যত্রে গমন করিলেন। তখন পথিক ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, পণ্ডিত মহাশয়! সে দিন তুরকাধিপতির কার্য্যাধ্যক্ষ পরমহংসের নিকট দেওয়ার জন্য আপনার হস্তে যে প্রশ্নপত্র দিয়াছিলেন, তাহা কি পরমহংসের নিকটে দেওয়া হইয়াছিল? গমন করিতে করিতে পাঠানন্দ বলিলেন, আপনার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে, তাঁহার সহিত আপনার পরিচয় আছে। তিনি মহাশয় ব্যক্তি। আমি আশ্রমে উপস্থিত হইয়াই প্রশ্নপত্র দিয়াছিলাম। কিন্তু পরমহংস তাহা তৎক্ষণাৎ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিয়াছেন, বোধ হয়, পরমহংস তাহার প্রতি বড়ই বিরক্ত। কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়কে আপনি এই কথা বলিবেন।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া পাঠানন্দ ছাত্র বীরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কেমন বীরেন্দ্র! "ঈশ্বরেচ্ছায় যখন যাহা ঘটে, তাহা মানুষের মঙ্গলের জন্যই ঘটে, ন্যায়ানন্দস্বামী যে এই কথা সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন, তাহা আজ সম্যক্‌রূপে প্রতিপন্ন হইল কি না বল? সেই সে দিনকার বন্ধনই কি আমাদিগের এই বর্ত্তমান উন্নতির একমাত্র কারণ নয়?"

এখানে যোগিনীর আহ্বানমতে পরমহংস যোগিনীর কুটীরে গমন করিয়াছিলেন। যোগিনী পরমহংসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রভু! আমি এতদিন যেমন কায়মনোবাক্যে রুদ্রেশ্বরের পূজা করিয়াছিলাম, তাঁহার কৃপায় এককালে তেমনই আমার আশাতীত সকল সুখের সঙ্ঘটন হইল। এখন পরকালের জন্য কি যজ্ঞ বা ব্রত করা কর্ত্তব্য, আপনি কৃপা করিয়া অনুজ্ঞা করুন। শুনিয়া পরমহংস বলিলেন, পরকালের জন্য সধবা স্ত্রীলোকদিগের, পৃথক্ যজ্ঞ কি ব্রতাদি করার আবশ্যক নাই, ভক্তিপূর্ব্বক স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করিলেই স্বর্গলাভ হয়। "নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোসিতম্। স্বামিং শুশ্রূষতে যত্তু তেন স্বর্গে মহীয়তে॥" শুনিয়া যোগিনী স্বর্ণময়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মা! প্রভুর আজ্ঞা

শুনিলে? তুমি বালিকা বুঝিতে পারিবে কি? অনন্তর যোগিনী গললগ্নীকৃতবাসে ভক্তিভরে পরমহংসকে প্রণাম করিলেন, স্বর্ণময়ীকেও প্রণাম করাইলেন।

পরমহংস যোগিনীর কুটীর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নিমন্ত্রিত স্থানীয় রাজা জমিদারদিগের সভায় গিয়া তাঁহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় ঝর্ ঝর্ শব্দে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। কৃষকমণ্ডলি বৃষ্টিজলে ভিজিতে ভিজিতে করতালি দিয়া হরি বোল, হরি বোল শব্দে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল।

অবিশ্রান্ত মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতেছে দেখিয়া, পরমহংস পরম আনন্দিত-ভাবে সভাস্থ তুরকাধিপতিকে * সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এই উৎসবের দিনে এই আনন্দের সময়ে এই ভূস্বামীগণের মনোহর সভায়, তাল, মান, লয় সহকারে হরি-গুণগান হইলে আরও অধিক আনন্দ উৎপাদন হয়। পরমহংসের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া হরিপরায়ণ তুরকাধিপতি হরিবিষয়ক একটী গীত গান করিলেন।

"(হরি হে) ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে। অন্ত না পায় বেদ-পুরাণে॥ (তুমি) জনক কি জননী, ভাই কি ভগিনী, প্রণয়িনী স্ত্রী, কি পুত্র-কন্যা। এ নয় তোমাতে সম্ভব. একি অসম্ভব, সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবিনে॥ শাস্ত্রে শুন্তে পাই, আছ সর্ব্বঠাঁই, কিন্তু আলাপ নাই আমার সনে। (হরি হে) তুমি হবে কেউ আমার, আপনার হ'তে আপনার, নৈলে কেন তোমায় হৃদয় টানে॥"

গীত শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সকলে স্তম্ভিত হইলেন। হরিপ্রেমে বিহ্বল হইয়া ন্যায়ানন্দস্বামী নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর যোগানন্দ ও ধ্যানানন্দ বিস্মিতভাবে একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, ভক্তের কি আশ্চর্য্য প্রভাব, ভক্তিরই বা কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা, ভক্ত মুখ বিনিঃসৃত তান মান লয়সহ গীতিরই বা কি অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তি? প্রত্যক্ষ দেখিলাম, স্বয়ং বৈকুণ্ঠনাথ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শুনিয়া পথিক বলিলেন, ইহা আর বিস্ময়ের বিষয় নহে। বৈকুণ্ঠনাথের শ্রীমুখের আজ্ঞাইত আছে। "নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

---

* ইনি তৎকালিন মেদিনীপুর জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কালোয়াৎ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।